ইসলাম শিক্ষা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2861

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম শিক্ষা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2861

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা
ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম
ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার
ড. মোঃ তাওহীদুর রহমান

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক
ড. মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন

সমন্বয়কারী
ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম
ড. মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন

ওপেন স্কুল



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম শিক্ষা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC 2861

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : জুলাই, ২০১৮
পুনঃমূদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
পুনঃমূদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২০
অনলাইন ভার্সন : ফেব্রুয়ারি, ২০২২

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫।

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম

কভার গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

ISBN 978-984-34-3162-2

মুদ্রণ
অটো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৬৭, মাতুয়াইল, কেরানীপাড়া, যাত্রাবাড়ি
ঢাকা।

সূচিপত্র

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র
কোর্স কোড : (HSC-2861)

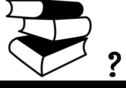
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইচএসসি প্রোগ্রামের পাঠসামগ্রী উক্ত পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষার্থীর জন্য রচিত হয়েছে।

মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়-নীতি ও সুবিচারভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সমাজ গঠনে ইসলাম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইচএসসি প্রোগ্রামে 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকেই একজন মুসলমানকে তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপন করতে হয়। সুতরাং ইসলামি জীবন যাপন করার জন্য প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলাম বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে তাকে ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী উন্নত নৈতিকতা, মানবতাবোধ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সম্প্রীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে উদার মনোভাব, পরমত সহিষ্ণুতা এবং ন্যায়-নীতির অনুসরণ করতে হয়। এজন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। ইসলাম শিক্ষার পরিসর অনেক ব্যাপক। আমরা এইচএসসি প্রোগ্রামের এই পাঠ্যপুস্তকে বিষয়সমূহ জানতে পারবো।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা, ইউনিট সম্পর্কীয় নির্দেশনা ও ইউনিট বিভাজন (পাঠ) দেয়া হয়েছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল যুক্ত করা হয়েছে; যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কী না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিটি পাঠ আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও সহজতর করার জন্য বিষয় আলোচনার শেষে 'শিক্ষার্থীর কাজ' (যা অ্যাক্টিভিটি নামে পরিচিত) সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ আলোচনার শেষে ঐ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে (সারসংক্ষেপ) দেয়া হয়েছে; যাতে শিক্ষার্থী পাঠটি থেকে তার পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নিতে পারেন। শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন-উত্তর এবং সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকটি আনন্দ দান করবে ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পাঠ্যপুস্তকটিতে কুরআন ও হাদিসের আরবি টেক্সট আছে। যার অর্থ ও রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। কম্পিউটারের বিভ্রাটের কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। এছাড়াও কোথাও কোনো তথ্য-তত্ত্ব, বানান ও বাক্য বিন্যাসে কোনো অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইন্‌শাআল্লাহ।



কোর্সবই অনুসরণ করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ

এই বইটি উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামত সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এখানে পাঠ্যপুস্তক, একসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বুঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্সবইটির ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এজন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- প্রথম পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্টিভিটি (শিক্ষার্থীর কাজ) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাক্টিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কিনা দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও পড়ুন।

টিউটোরিয়াল ক্লাস সম্পর্কিত পরামর্শ

- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশ গ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যোপযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে প্রয়োজনমত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করুন এবং প্রয়োজনে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে যেগুলো কঠিন/দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করেছেন, সে সকল বিষয় বুঝতে টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের টিউটরের (শিক্ষকের) সহায়তা নিন।

একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউনিটের সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স/ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা
অ্যাসাইনমেন্ট	কেস স্টাডি	দলীয় কাজ	ব্যবহারিক	অ্যাক্টিভিটি /নিজে করি শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	শব্দার্থ/মূখ্য শব্দ	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	সাহায্য/প্রয়োজনে	

কোর্স সমাপ্তির সময়	**এ কোর্সটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ৮৮ দিন।**

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য **ইসলাম শিক্ষা** বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হবে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে ও শুনলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এ সময় **ইসলাম শিক্ষা** বিষয়গুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

প্রয়োজনে	**যেকোন সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–** • আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটরের অথবা, • **ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। • **ড. মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

মানবণ্টন

এইচএসসি প্রোগ্রাম

ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র

কোর্স কোড : ২৮৬১

পূর্ণমান-১০০

১। বিশদ উত্তরমূলক প্রশ্ন (সৃজনশীল) : **৬০ নম্বর**

০৯টি প্রশ্ন থাকবে, যে কোনো ০৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৬×১০-৬০

[সৃজনশীল প্রতিটি প্রশ্নের ৪টি অংশ থাকবে। সবগুলো অংশের উত্তর দিতে হবে।]

নম্বর বন্টন

ক) জ্ঞানমূলক	১
খ) অনুধাবনমূলক	২
গ) প্রয়োগমূলক	৩
ঘ) উচ্চতর চিন্তনমূলক	৪
মোট =	১০

২। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (সৃজনশীল)

৪০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে, ৪০ টির উত্তর দিতে হবে। ৪০

সর্বমোট (৬০+৪০) = ১০০ নম্বর।

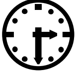
আল-কুরআন

ইউনিট ১

ভূমিকা

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর কালাম বা বাণী। এ গ্রন্থের ভাষা, ভাব, অর্থ, মর্ম, বিষয়বস্তু সব কিছু আল্লাহর। মানব জাতির ইহ-পরকালীন শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দেওয়া হয়েছে এ পবিত্র গ্রন্থে। আল-কুরআনে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অফুরন্ত। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে অহি যোগে এই কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে সর্বশেষ ও বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মাদ (স) এর প্রতি নাযিল করেন। আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ এই মহাগ্রন্থই কেবল অবিকৃত আছে। প্রতিটি মানুষের কুরআন শিক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

এ ইউনিটে আল-কুরআনের পরিচয়, নামকরণ, আলোচ্য বিষয়, অবতরণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১৩দিন।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১: আল-কুরআনের পরিচয়

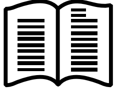


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- আল-কুরআনের অর্থ বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নামের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কুরআন, ফুরকান, কালাম, ওহী, মাসহাফ, আসমানি কিতাব, কুফর, শিরক, নিফাক।



১.১ পরিচয়

আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি "কারউন" (قَرْءٌ)ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা। আল্লামা যারকানী বলেন- কুরআন শব্দটি (কারা'আতুন) قَرَاءَةٌ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ অধ্যয়ন করা ও পাঠ করা।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)- বলেন, "আল-কুরআন মহান আল্লাহর সেই পবিত্র ও সম্মানিত কালাম যা তাঁর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে।"

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম-বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এতে মানব জাতির পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের শিক্ষার সারসংক্ষেপ এ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আল-কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শক।

১.২ নামকরণের তাৎপর্য

আল-কুরআনের অনেক নাম আছে। এর প্রমাণ কুরআনে পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম দু'টি। তা হল- আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) ও আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ)। কুরআনের নামের অর্থ ও তাৎপর্যসহ একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো–

১. **আল-কুরআন (পঠিত গ্রন্থ)** পবিত্র এ কিতাব পঠিত হওয়ার জন্যই নাযিল হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ।

ইমাম রাগিব ইস্ফাহানি (র) কুরআন শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন-

"আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও সারসংক্ষেপ এ পবিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।"

২. **আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** ফুরকান শব্দের অর্থ পার্থক্য ও প্রভেদকারী। আল-ফুরকান ঈমান ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা এবং শিরক ও তাওহীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। এ কারণে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়।

৩. **আল-কিতাব (মহাগ্রন্থ) :** কিতাব অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে বলে একে আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ বলা হয়।

৪. **আল-যিকর (স্মারক) :** যিকর অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন উপদেশ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে বলে একে আয-যিকর বলা হয়।

৫. **আত-তানযীল (নাযিলকৃত) :** এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির নিকট নাযিল হয়েছে। এজন্য একে আত-তানযীল বলা হয়।

৬. **আল-কালাম (বাণী) :** কালাম শব্দের অর্থ বাণী যা আকৃষ্ট করে। শ্রবণকারীর হৃদয়-মনকে আকৃষ্ট করে বলে একে আল-কালাম বলা হয়।

৭. **আল-হুদা (দিশা) :** এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এটা সত্য পথের দিশারী।

৮. **আন-নূর (আলোকবর্তিকা) :** কুরআনের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা উদ্ভাসিত হয়, তাই একে আন-নূর বলা হয়।

৯. **আশ্-শিফা (প্রতিষেধক) :** মানবাত্মার বিভিন্ন রোগ, যেমন– কুফর-শিরক, নিফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক রোগও এর মাধ্যমে উপশম হয়। তাই কুরআনকে আশ-শিফা বলা হয়।

১০. **আল-হিকমা (বিজ্ঞানময়তা) :** আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এজন্য একে আল-হিকমাহ বলা হয়।

১১. **আল-হাকীম (বিজ্ঞানময় গ্রন্থ) :** কুরআনের আয়াতসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাই একে আল-হাকীম বলা হয়।

১২. **আল-হাবল (রশি) :** যে লোক কুরআনকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই জান্নাত বা সুপথের সন্ধান পাবে। তাই একে আল-হাবল বলা হয়েছে।

১৩. **সিরাতুল মুস্তাকীম (সরল পথ) :** কুরআনের অনুসরণ করলে সরল ও মুক্তির পথে চলে জান্নাতে পৌঁছা যায়। এ কারণে এর নমাকরণ করা হয়েছে সিরাতুল মস্তিাকীম।।

১৪. **আল-মাসানী (পুনরাবৃত্তি) :** প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থের নাম রাখা হয় আল-মাসানী।

১৫. **আল-মাজীদ (মর্যাদাপূর্ণ) :** কুরআন অতীব মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত গ্রন্থ, তাই একে আল-মাজীদ বলা হয়।

১৬. **মাসহাফ (ফলক) :** হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করে এর নামকরণ করেন মাসহাফ।



সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। মানবজাতিকে সুপথ প্রদর্শেনের জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ এ আসমানি কিতাব নাযিল করেন। কুরআন ব্যতীত এর আরো অনেক নাম রয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার জন্য এবং বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। আসলে কুরআনের মূল নাম আল-কুরআন এবং অপর নাম আল-ফুরকান। অন্যান্য নাম হচ্ছে গুণবাচক।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আল-কুরআনের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুরআন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পাঠ করা (খ) দেখা
(গ) শোনা (ঘ) মিলানো

২। কুরআনের ভাষা, অর্থ, মর্ম ও ভাব সবকিছুই

(ক) আল্লাহ ও রাসূল (স)এর (খ) রাসূল (স)এর
(গ) আল্লাহ তা'আলার (ঘ) জিবরাইল(আ.) এর

৩। নূর শব্দের অর্থ-

(ক) আলো (খ) সাদা
(গ) পবিত্র (ঘ) অন্ধকার

৪। পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ দুটো নাম কী ?

(ক) কুরআন ও কালাম (খ) কুরআন ও ফুরকান
(গ) কুরআন ও কিতাব (ঘ) কুরআন ও মাজীদ

৫। বায়েজীদ সাহেব প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করেন, তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করেন, কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকেন। তাঁর এ আচরণ আল-কুরআনের কোন নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ?

(i) আল-কুরআন (ii) আল-ফুরকান (iii) মাসহাফ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও iii (খ) ii ও iii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

উদ্দীপক

একদা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুরআনের নামকরণ বুঝাতে গিয়ে বলেন- পৃথিবীর কয়েকটি নাম আছে যেমন বসুন্ধরা, ধরিত্রী, অবনি ধরণী। তবে এ সকলের নামের মধ্যে পৃথিবী ও ধরণী দু'টি নামই বেশী পরিচিত। অন্য নামগুলি বেশি পরিচিত নয়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থেরও একাধিক নাম রয়েছে। তবে অন্যান্য নাম ছাপিয়ে উক্ত গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী দু'টি বিশেষ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আর তা হলো- আল-কুরআন ও আল-ফুরকান।

ক. কুরআন কী ? ১
খ. অর্থসহ কুরআনের পাঁচটি নাম লিখুন। ২
গ. 'আসমানি কিতাবের মধ্যে আল-কুরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব'- প্রমাণ করুন? ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কুরআন নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ-২ : আল-কুরআনের কাঠামোগত বিষয়

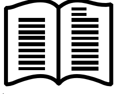


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সূরা, আয়াত, মাক্কী, মাদানী, রুকু, পারা, মঞ্জিল।



২.১ সূরার পরিচয়

সূরা (سُوْرَةٌ) একবচন, এর বহুবচন سُوَرٌ (সুয়ারুন)। আভিধানিক অর্থ হলো- দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, উচ্চতর অবস্থানস্থল।

সূরার পারিভাষিক সংজ্ঞা:- "সূরা হলো আল-কুরআনের একটি অংশবিশেষ, যা নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত। যেমন- সূরা আল-বাকারা, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-কাওসার ইত্যাদি। কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

২.২ আয়াতের পরিচয়

আয়াত (اَلْاٰيَةُ) একবচন, এর বহুবচন (اٰيَاتٌ)। এর অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, শিক্ষা, মু'জিযা ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহকে আয়াত বলা হয়, যাকে বিশেষ বিরাম চিহ্ন দ্বারা অপর বাক্য হতে পৃথক করা হয়েছে।

২.৩ কুরআনের আয়াতের বিভাগ

কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতগুলো নাযিলের দিক দিয়ে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত:

(ক) **মাক্কী** : যা মহানবী (স)-এর হিজরত পূর্ব ১৩ বছরের মক্কা জীবনে নাযিল হয়েছিল।

(খ) **মাদানী** : যা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর ১০ বছরের মদিনার জীবনে নাযিল হয়েছিল।

২.৪ আল-কুরআনের বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান

১. কুরআন মাজীদে সর্বমোট সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

২. আল-কুরআনে মাক্কী সূরা ৯২টি।

৩. আল-কুরআনে মাদানী সূরা ২২টি।

৪. মাক্কী সূরার আয়াত সংখ্যা কারও মতে ৪৬০২টি এবং মাদানী সূরার আয়াত সংখ্যা ১৬৩৪টি এ মত অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি।

৫. সূরা আল-বাকারা আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত আছে। এ সূরার ২৮২ নং আয়াতটি কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত।

৬. আল-কুরআনের ১০৮ নং সূরা আল-কাউছার কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা।

৭. পূর্ণ কুরআন যাতে মাসে একবার তিলাওয়াত (খতম) করা যায় সে জন্য কুরআন মাজীদকে ৩০ জুয্ বা পারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক পারা আবার ৩/৪, ১/৪ ও ১/২ অংশ হিসেবে বিভক্ত।

৮. সপ্তাহে একবার যাতে কুরআন খতম করা যায় সেজন্য সাত মনযিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

৯. কুরআনে রুকুর সংখ্যা ৫৪০টি।

১০. পবিত্র কুরআনে পঁচিশজন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ আছে।

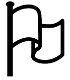
১১. সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়।

১২. কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত সূরা আল-মায়িদার ৩৫তম আয়াত।

 **সারসংক্ষেপ**

আল-কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা নাযিলকৃত পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বর্ণিত বিধি বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানবজাতী ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। কুরআনে বাক্যকে আয়াত এবং বড় ভাগকে সূরা বলা হয়। আল-কুরআন পাঠ করার সুবিধার্থে ৩০পারা ও ৭ মঞ্জিলে ভাগ করা হয়েছে। এতে ১১৪ টি সূরা এবং ৬২৩৬ আয়াত রয়েছে।

 **অ্যাকটিভিটি (**নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আল-কুরআনের ভিবিন্ন পরিসংখ্যানের একটি চার্ট তৈরি করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সূরা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মর্যাদা (খ) অংশ বিশেষ

(গ) শোনা (ঘ) নিদর্শন

২। কুরআনে সর্বমোট কয়টি সূরা রয়েছে ?

(ক) ১১৪ টি (খ) ১১৬ টি

(গ) ১১৮ টি (ঘ) ১২০ টি

৩। কুরআন কোথায় নাযিল হয় ?

(ক) শুধু মক্কায় (খ) শুধু মদীনায়

(গ) মক্কা ও মদীনায় (ঘ) আরব দেশে

৪। কুরআনে আহকাম সম্পর্কিত আয়াত হচ্ছে -

(ক) ১৫০ টি (খ) ২৫০ টি

(গ) ৩৫০ টি (ঘ) ৫০০ টি

৫। কুরআনে কয়টি মনযিল রয়েছে ?

(ক) ০৭ টি (খ) ১৫টি

(গ) ৩০ টি (ঘ) ৫০ টি

৬। মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য হল এটি

i.আকারে ছোট   ii. দীর্ঘাকার হয়   iii. সংক্ষিপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii   (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii   (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

উদ্দীপক,

অধ্যাপক জামালুদ্দিন মানজুর এক বক্তৃতায় বলেন- যে কোন প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভবে পরিচালনার জন্য কোন না কোন নীতিমালার প্রয়োজন হয়, যাকে গাইড বুক গঠনতন্ত্র বা সংবিধি বলা হয়। ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও একটি পরিপূর্ণ গাইডবুক রয়েছে। তাই মানুষ যদি সত্যিকার অর্থেই ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই গাইডবুকটি অনুসরণ করে তাহলে তা কল্যাণকর পথ দেখাতে পারে।

ক. সূরা কী ? ১

খ. আল-কুরআনকে নূর বলা হয় কেন ? ২

গ. 'আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের গাইড বুক ? ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আল-কুরআনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা:১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৩ : আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

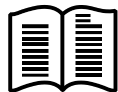


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে পারবেন
- আলোচ্য বিষয়সমূহের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইবাদাত, জাগতিক কর্ম, মানব জাতি, আল্লাহভীরু, মুক্তির দিশারী, হিদায়াত, রহমত, ইলমুল আহকাম, ইলমুত তাযকীর, ইলমুল মুখাসামা, মাউত।



৩.১ আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বিষয়ের মধ্যে কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে আর কিছু বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর কোন-কোনটি বিভিন্ন জাগতিক কর্ম তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত এবং কোন কোনটি ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত।

আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মানব জাতি। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন করা, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং আখিরাতে সুখময় জীবনের অধিকরী হতে পারে।

কুরআনের প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

এ তো সেই কিতাব ; এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য এ কিতাব নির্দেশক” (সূরা বাকারা-২: ২)

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“আমি তো তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে; তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?” (সূরা আম্বিয়া-২১ : ১০)

আরো বর্ণিত হয়েছে-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

“আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হলো না।” (সূরা বনী ইসরাইল-১৭ :৮৯)

আরো বলা হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।” (সূরা বাকারা- ২: ১৮৫)

মহান আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন-

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

“এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশমাত্র।” (সূরা আন‘আম-৬:৯০)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

“আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যক বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সু সংবাদরূপে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।” (সূরা নাহল-১৬ : ৮৯)

এভাবে আরো বলা হয়েছে-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَا تِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“এ কিতাব, এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসনীয়” (সূরা ইবরাহীম-১৪ : ১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“হে মানব! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং বিশ্ববাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত” (সূরা ইউনুস- ১০: ৫৭)

মনে রাখুন

এসব আয়াতে পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় বা উদ্দেশ্য কি, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। যার সার কথা হলো-

- মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই যেহেতু পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই মানব জীবনের সকল বিভাগ নিয়েই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ধর্ম-সংস্কৃতি-রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মানবাধিকার সমরনীতি,

যুদ্ধ-শান্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে। মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের শ্রেণি বিভাগ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র) পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন-

১.ইলমুল আহকাম বা সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান

পবিত্র কুরআনে ইবাদত-বন্দেগী, পারস্পরিক মু'আমালাত, আচার-ব্যবহার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধ-সন্ধি প্রভৃতি মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও বিষয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলি আলোচিত হয়েছে। ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল-হারাম-মাকরূহ মুবাহ এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত।

২.ইলমুল মুখাসামা বা তর্ক শাস্ত্র

ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, কাফির-মুশরিক ও মুনাফিক এ চার শ্রেণির পথভ্রষ্ট মানুষের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিত জ্ঞান। এ পর্যায়ে তাদের আকিদা-বিশ্বাস এবং মতবাদের ভ্রান্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক মতাদর্শের প্রতি জনমনে ঘৃণা জাগ্রত করা হয়েছে। এদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সেগুলোর জবাব দান করা হয়েছে।

৩.ইলমুত্ তাযকীর-বি-আ'লা ইল্লাহ বা স্রষ্টাতত্ত্ব

বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে মহান আল্লাহর পরিচয়, অনুগ্রহ, অবদান এবং কুদরতী নিদর্শনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। এ ছাড়াও আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি রহস্য, দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, সর্বোপরি স্রষ্টার সর্ববিধ গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪.ইলমুত্ তাযকীর-বি-আইয়্যামিল্লাহ বা সৃষ্টিতত্ত্ব

আল্লাহর সৃষ্টিবস্তুর অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান। এতে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অতীত সংঘর্ষ ও রেষা-রেষির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে হক ও সত্যপ্রিয়তার শুভ পরিণাম, মিথ্যা ও বাতিলের শোচনীয় পরিণতি এবং মিথ্যার জন্য সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে।

৫.ইলমুত্ তাযকীর বিল-মাউত বা পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞান

পবিত্র কুরআনে সৃষ্টিলোকের লয়, মানুষের মৃত্যু, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন-জান্নাত বা জাহান্নামের দৃশ্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের উপস্থিতি, কিয়ামতের আলামত, হযরত ঈসা (আ) -এর অবতরণ, দাজ্জাল- ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব, ইসরাফিলের শিঙ্গায় ফুঁকের উল্লেখ। হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান, আমলনামা, মু'মিনগণের আল্লাহর সাথে দীদার ইত্যাদির বর্ণনা। তাছাড়া আযাব ও শাস্তির নানা রকম ভীতিপ্রদ বর্ণনা। জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও নিয়ামত রাশির বিবরণ। মানব জাতিকে আত্মসচেতন ও সদা সতর্ক করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

 **সারসংক্ষেপ**

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এ অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারে সব কিছুরই মৌলিক বর্ণনা ও জ্ঞান আলোচিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের যাবতীয় বিষয়ের এমন পরিপূর্ণ বর্ণনা আর কোথাও নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, (২) আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের প্রমাণ, (৩) আল্লাহ তা'আলার পূত-পবিত্রতা, (৪) অদৃশ্য জ্ঞান, (৫) শিরক, (৬) তাকওয়া, (৭) রিসালাত, (৮) রাসূলের অনুসরণ (৯) জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা, (১০) সালাত, (১১) যাকাত, (১২) সাওম, (১৩) হজ্জ, (১৪) আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার, (১৫) সুদ, (১৬) চরিত্র (১৭) অর্থনীতি, (১৮) মজলিসের শিষ্টাচার, (১৯) রাসূলের সাথে আদব, (২০) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহদান ও এর মর্যাদা, (২১) বিবেক-বুদ্ধির চর্চা, (২২) দণ্ডবিধি, (২৩) লুটতরাজ ও ডাকাতির

শাস্তি, (২৪) চুরির শাস্তি, (২৫) অপবাদ দেওয়ার শাস্তি, (২৬) যিনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি, (২৭) মাপ বা ওযনে সঠিকতা, (২৮) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ, (২৯) অপরকে সাহায্য করা, (৩০) ঈমান, (৩১) মানবাধিকার, (৩২) তাকওয়া অর্জন, (৩৩) দান-সদকা, (৩৪) জান্নাত, (৩৫) জাহান্নাম, (৩৬) উত্তরাধিকারীদের প্রতি সম্পদ বণ্টন প্রভৃতি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	"কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানবজাতি" এ বিষয়ের উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-
(ক) জান্নাত-জাহান্নাম (খ) মানবজাতি
(গ) আসমানি কিতাব (ঘ) দুনিয়ার সুখ-শান্তি

২. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় কয়ভাগে বিভক্ত ?
(ক) ৪ ভাগে (খ) ৩ ভাগে
(গ) ৫ ভাগে (ঘ) ৭ভাগে

৩. ইলমুল আহকাম শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ফিকহ্ সংক্রান্ত জ্ঞান (খ) সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান
(গ) সমাজ বিষয়ক জ্ঞান (ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান

৪. আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত ?
(ক) ৩৩ টি (খ) ৬২৩৬ টি
(গ) ৫০০ টি (ঘ) ১০০০ টি

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আব্দুল আলিম একজন আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়ী। তিনি চীন এবং রাশিয়ার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন। বছরের অধিকাংশ সময় উক্ত দুই দেশেই কাটান। তিনি তার ছেলে-মেয়েকে আলোকিত মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না করে ইউরোপিয়ান স্কুলে ভর্তি করান। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাদেরকে রাশিয়ার স্কুলে ভর্তি করান। তারা সেদেশের কৃষ্টি-কালচার ও লেখা-পড়া রপ্ত করে কুরআন শরীফ না পড়ার কারণে কুরআনের কিছুই জানে না। তারা আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা মনে করে, কুরআনের শিক্ষা মানুষের জন্য দরকার নেই। আব্দুল আলিমের ছেলে-মেয়েরা দেশে আসার পর তাদের আচার-আচরণ দেখে এলাকাবসাী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি এলাকার বিশিষ্ট আলিম মুফতি সাদরুল আমিন সাহেবকে জানানো হয়। মুফতি সাহেব তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর পর তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল-কুরআন ব্যতীত মানবজাতির কোনো কল্যাণ নেই। তারা বলে আমাদের ভুল ভেঙ্গেছে; আমরা কুরআনের পথে থাকবো এবং মানুষকে এ পথে ডাকবো। তিনি এলাকার শিক্ষিত মানুষের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ক. সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম কী ? ১
গ. আল-কুরআনের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কেমন মানুষ ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল আলিমের ছেলে-মেয়েদের ধারণা কী যথার্থ ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুফতি সাহেব যে কাজটি করেছেন, ইসলামের আলোকে তা মূল্যায়ন করুন ৪

উত্তরমালা: ১। খ, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ

পাঠ-৪: আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

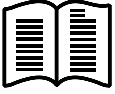


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিদায়াত, কিয়ামত, শরী'আত, বিশ্ব মানবতা, খিলাফত, অনুশাসন, চিরন্তন, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।



৪.১. সর্বশেষ আসমানি কিতাব

কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলা নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন আসমানি গ্রন্থ নাযিল হবে না। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনজীল নামক আরো বড় তিনটি আসমানি কিতাব এবং ১০০টি সহিফা বিভিন্ন নবী-রাসূলের উপর নাযিল হয়েছিল। বর্তমানের তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল আসল কিতাব নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান পাদ্রীদের হাতে ঐসব গ্রন্থের ওহীর আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এসকল গ্রন্থে কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে আল-কুরআনই পথনির্দেশ করবে।

৪.২ চিরন্তন গ্রন্থ

অতীত যুগের সকল আসমানি গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজীদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। বরং এটা সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ।

৪.৩ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

কুরআন ইসলামি জীবনব্যবস্থা তথা শরীআতের মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস। কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রূপে নাযিল করা হয়েছে। যুগ পরিক্রমায় মানবজাতি যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হবে তার সমাধান ও মানবজাতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে আল-কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"। (সূরা মায়িদা- ৫ : ৩)

৪.৪ চূড়ান্ত দলিল

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের নীতি এবং আইন-কানুন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় কুরআনই চূড়ান্ত দলিল হিসেবে গৃহীত। এতেই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি নাযিল করেছি।" (সূরা আন-নিসা-৪ : ১৭৪)

৪.৫ সকল আসমানি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ

কুরআন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত সকল আসমানি কিতাবের সারসংক্ষেপ। আল-কুরআন অন্য সকল ধর্মগ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে চলছে যুগ-যুগ ধরে এবং এর আবেদন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

৪.৬ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ

কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কারণে আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে একে মানুষের রচনা বলে অপবাদ রটনা করে। একে কবিতা, যাদু কথা ইত্যাদি বলে উপহাস করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম দেবে তাদের লক্ষ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষ বা জিন তা পারবেও না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমনকি ইয়াহুদি খ্রিষ্টান জগৎ এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআন বিরোধী শক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে আনত শিরে স্বীকার করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে বলতে বাধ্য হয়েছে-

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

"এটা কোন মানুষের বাণী নয়।"

৪.৭ অতীব নির্ভুল গ্রন্থ

পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে। কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কুরআন বলছে–

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এতো সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য এ কিতাব নির্দেশক।" (সূরা আল-বাকারা ২:২)

৪.৮ কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান

আল-কুরআন অতুলনীয় এক গ্রন্থ। আল-কুরআনের ভাব-ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব মিলেই এক অভাবনীয় সাহিত্য। এজন্য এ গ্রন্থ মহানবী (স)-এর চিরন্তন মু'জিযাপূর্ণ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

৪.৯ বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা

আল-কুরআন সংক্ষিপ্ত হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। কুরআনের এ ছোট পরিসরে লুকিয়ে রয়েছে সাগরের বিশালতা। প্রতিটি শব্দ-বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপক যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসীর গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে।

৪.১০ জীবন সমস্যার সমাধান

এ গ্রন্থে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, আদালতসহ সর্বস্তরে পেশ করেছে নিখুঁত ও শাশ্বত শান্তির সুস্পষ্ট সমাধান।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহানবী (স) এর নিম্নবর্ণিত হাদিসটি প্রনিধানযোগ্য-

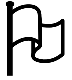
"আল-কুরআন আল্লাহর রশি, আল্লাহর অত্যুজ্জ্বল নূর ও অব্যর্থ মহৌষধ। যে ব্যক্তি মাযবুতভাবে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, সে পাবে মুক্তির আবে-হায়াত এবং সে কখনো ধ্বংস হবে না।" (বায়হাকী)



সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথ-নির্দেশক। এটি নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও বিধি-বিধান রহিত হয়ে গেছে। এটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রধান উৎস। মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাযিল করেছেন। এটি মানব জাতির ইহকালীন-পরকালীন জীবনের একমাত্র পথনির্দেশক। আল-কুরআন সকল আসমানি কিতাবের সারসংক্ষেপ এবং সকল চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ। এটি এমন এক গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি থেকে মুক্ত এক নির্ভুল গ্রন্থ। আল-কুরআন ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস সব মিলেই এক অভাবনীয় সাহিত্য। এ গ্রন্থ মহানবী (স) এর চিরন্তন মু'জিযা এবং এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

 **অ্যাকটিভিটি (**নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ সবাই মিলে 'আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১ কোন গ্রন্থ মানব জাতির জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক ?

(ক) আল-কুরআন (খ) তাওরাত
(গ) যাবুর (ঘ) ইনজিল

২. কোন গ্রন্থের রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র ?

(ক) তাওরাত (খ) আল-কুরআন
(গ) যাবুর (ঘ) ইনজিল

৩. বিশ্বের সর্বজনীন, সর্বকালীন ও চিরন্তন গ্রন্থ কোনটি ?

(ক) আল-কুরআন (খ) সহীহ বুখারী
(গ) বেদ (ঘ) বাইবেল

৪. সকল আসমানি গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ কোথায় রয়েছে ?

(ক) আল-কুরআনে (খ) তাওরাতে
(গ) যাবুরে (ঘ) ইনজিলে

৫. আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

i.সর্বশেষ আসমানি কিতাব ii. চিরন্তন গ্রন্থ
iii. পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নে উত্তর দিন-

ইমাম সাহেব খুতবা দিতে গিয়ে বলেন- পিতা-মাতার উচিত ছেলে-মেয়েদের ছোট বেলা থেকেই কুরআন শিক্ষা দেয়া। কুরআনের শিক্ষাকে তিনি পরিপূর্ণ জীবনব্যস্থা হিসেবে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। মুসল্লিবৃন্দ তার বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হন।

৬। ইমাম সাহেবের বক্তব্যে কুরআনের কোন বৈশিষ্ঠ্য ফুটে উঠেছে ?

(ক) পূর্ণাঙ্গতা　　(খ) অসম্পূর্ণতা

(গ) আঞ্চলিকতা　　(ঘ) সংশয়হীনতা

৭। কুরআন শেখার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা জানতে পারবে-

i.সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব　　ii. চিরন্তন গ্রন্থ

iii. বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

প্রতিটি জিনিসেরই নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যের কারণেই এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে আলাদা। তেমনি আসমানি কিতাবেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু কুরআন এমন একটি আসমানি কিতাব, যা অন্যান্য সকল গ্রন্থ থেকে আলাদা। এর ভাব-ভাষা সব কিছু আল্লাহর। আল-কুরআন স্বমহিমায় মহিমান্বিত, এর কোন তুলনা হয় না।

ক. আসমানি কিতাব কী ? ১

খ. 'না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়'-মন্তব্যটির যথার্থতা তুলে ধরুন। ২

গ. আসমানি কিতাব কয়টি ও কি কি ? ৩

ঘ. কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-কুরআন অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ থেকে আলাদা ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

রিফাত এবং রাজিব দুই ভাই। তারা প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করে এবং প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। রিফাত কুরআনের অনুবাদ পড়েছে এবং কুরআনের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু রাজিব তা করে নি। রিফাত রাজিবকে কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বললে রাজিব তার অজ্ঞতা ও ব্যর্থতা বুঝতে পারে। রিফাত রাজিবকে বলে যে, আল-কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস এবং নির্ভুল গ্রন্থ। সূতরাং সকলের কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

ক. আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি ? ১

খ. 'আল-কুরআন একটি শ্বাশ্বত গ্রন্থ' ব্যাখ্যা করুন ২

গ. আল-কুরআন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চূড়ান্ত দলিল প্রমাণ সহ লিখুন ৩

ঘ. 'আল-কুরআন অতীব নির্ভুল গ্রন্থ' রিফাতের সাথে কী আপনি একমত ? যুক্তি প্রদান করুন ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।খ ৩।ক ৪।ক ৫।ঘ ৬।ক ৭।ঘ

পাঠ-৫: আল-কুরআনের অবতরণ

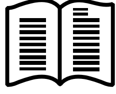


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- কুরআন অবতরণের বিবরণ দিতে পারবেন;
- কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্তের বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	লাওহে মাহফুয, বায়তুল ইজ্জত, আরশে আযীম, বায়তুল মামুর, ওহী,



কুরআনের অবতরণ

মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আল-কুরআন নাযিল করেন। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী তা নাযিল হয়েছিল। এটি লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত ছিল।

কুরআন মাজীদ "লাওহে মাহফুয" থেকে মহানবীর (স) কাছে দুই পর্বে নাযিল হয়।

১. লাওহে মাহফুয থেকে বায়তুল ইয্যাতে

লাওহে মাহফুযে আল-কুরআন রক্ষিত ছিল। সেখান থেকে পরিপূর্ণ কুরআন একই সাথে রমযান মাসের কদর রাতে পৃথিবী সংলগ্ন বায়তুল ইয্যাতে নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ২: ১৮৫)

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি কদর রাতে কুরআনকে নাযিল করেছি। (সূরা কদর ৯৭ : ১)

মহানবী (স) বলেন : "লাওহে মাহফুয হতে কুরআনকে পৃথিবীর আকাশে বায়তুল ইয্যাতে রাখা হয়। তারপর জিবরাঈল (আ) ক্রমশ তা আমার প্রতি নাযিল করতে থাকেন।" (বায়হাকী)

২. বায়তুল ইয্যাত হতে মহানবীর (স) প্রতি

এর পর বায়তুল ইযযাত থেকে মহানবীর (স) প্রতি আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ওহীযোগে কুরআন নাযিল হতে থাকে। তা একসাথে নাযিল হয়নি; বরং প্রয়োজনের আলোকে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও খণ্ড খণ্ড সূরা ধারাবাহিকভাবে তেইশ বছর ব্যাপী নাযিল হয়।
মহান আল্লাহ বলেন–

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

"আমি কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং তা ক্রমশ নাযিল করেছি ।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ১০৬)

সময় ও স্থান

৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স)-এর ৪০ বছর বয়সে রামাযান মাসের কদরের রাতে হেরা গুহায় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

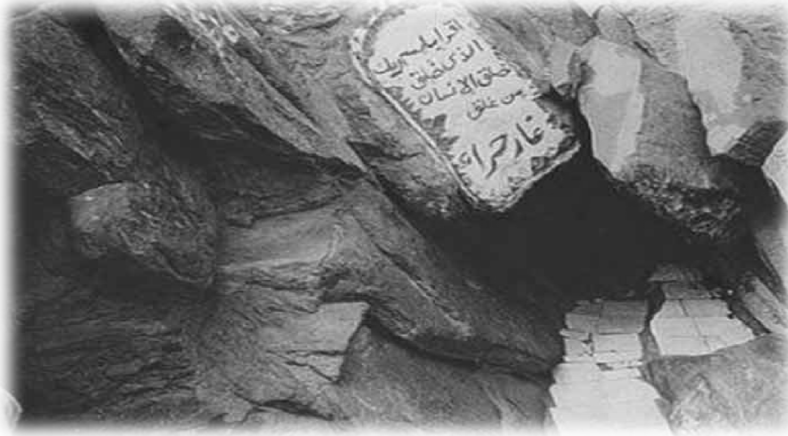
কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত

পবিত্র কুরআন ওহী হিসেবে অবতীর্ণের সূচনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন-

"মহানবীর (স) প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল। অতঃপর তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদাত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি হেরা পর্বতের একটি গুহায় রাত দিন ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। এমতাবস্থায় এক রাতে হযরত জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে তাঁর নিকট সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। জিবরাঈল (আ) মহানবীর (স) নিকট এসে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন- আমি পড়তে পারি না। তিনি বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেনঃ পড়ুন। আমি আবার বললাম আমি পড়তে পারি না। তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, পড়ুন। আমি বললাম আমি পারিনা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ফেরেশতা পুনরায় আমাকে ধরে জোরে কোলাকুলি করায়, আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন,

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ.

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে জমাট বাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন, পড়ুন, আর আপনার প্রভু মহিমান্বিত (বুখারী)



হেরা পর্বতের গুহা

এরপর মহানবী (স) কম্পিত হৃদয়ে ঘরে ফিরে বিস্তারিত ঘটনা স্ত্রী খাদীজা (রা)-কে বললেন। খাদীজা (রা) সবকিছু শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বীয় চাচাতো ভাই ধর্ম বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফেল- এর নিকট নিয়ে যান। 'ওয়ারাকা' সবকিছু শুনে বললেন- ভয় নেই, মূসার (আ) কাছে আল্লাহ যে নামুসকে পাঠিয়েছেন, এ সেই নামুস (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা)। আপনিই প্রতিশ্রুত শেষ নবী। আমি বেঁচে থাকলে আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। ওয়ারাকার কথায় নবী করীম (স) ও খাদীজা (রা) আশ্বস্ত হলেন।

ওহী বিরতি পর্ব

এরপর তিন বছরের মধ্যে আর কোন ওহী নাযিল হয়নি। তিন বছর বা কারো মতে আড়াই বছর পর আবার ওহী অবতীর্ণ শুরু হয়। এভাবে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পরিপূর্ণ কুরআন নাযিল সম্পন্ন হয়। ওহী বিরতি কালকে ফাতরাত (فترت) বলা হয়। দীর্ঘকাল ধরে ওহী নাযিল হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় প্রিয় নবী (স.) মনে ওহীর বাহক জিবরাঈল (আ)-কে আবার দেখার আগ্রহ জাগ্রত হয়। কিছু কাল ওহী আসা বন্ধ থাকলে মহানবী (স) চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কখনও কখনও পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে আকাশের দিকে তাকাতেন এজন্য যে, কোথাও জিবরাঈল (আ) কে দেখতে পাবেন অথবা

কোন প্রকার আওয়াজ শুনতে পাবেন। একদিন এমন ঘটনা ঘটে, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন আর জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে এসে বললেন–

يَامُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا

"হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।" (সহীহ বুখারী)

এ কথা শুনে মহানবী (স)-এর মন শান্ত হয় এবং তিনি ফিরে এলেন। এর কিছু দিন পর আবার তিনি হেরা পর্বতের কাছে গিয়ে দেখতে পান হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আসনে বসে আছেন। মহানবী (স) তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং বললেন-

'কম্বল দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করে দাও।' এ সময় সূরা মুদ্দাছ্‌ছিরের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়।

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, আর সতর্ক করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।" (সূরা মুদ্দাছ্‌ছির ৭৪ : ১-৩)

এরপর থেকে নিয়মিতভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে। মহানবী (স)-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

সর্বশেষ ওহী

পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে বিদায় হজের সময় আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ অবতীর্ণ করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা ৫: ৩)

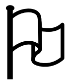
বস্তুত মহান আল্লাহ জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে মহানবী (স) -এর প্রতি আল-কুরআন নাযিল করেন।



সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত গ্রন্থ, যা হযরত মুহাম্মাদ (স) -এর নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হয়। ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স) -এর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয়, তখন রমযান মসের কদর রাতে সূরা আলাকের পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। এভাবে কুরআন নাযিলের ধারা শুরু হয়।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, কুরআন নাযিলের ঘটনাগুলো সবাই মিলে গল্প আকারে বলুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আল-কুরআন নাযিল সূচনা হয় কোন খ্রিস্টাব্দে ?

(ক) ৪০৯ খ্রিস্টাব্দে (খ) ৫০৯ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে

২। কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয় ?

(ক) ৪০ বছর (খ) ৫০ বছর
(গ) ২৩ বছর (ঘ) ৭০ বছর

৩। কুরআন কোথায় নাযিল হয় ?

(ক) সাফা পাহাড়ে　　(খ) হেরা পাহাড়ে

(গ) হিমালয় পাহাড়ে　　(ঘ) মদীনার গুহায়

৪। সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াতটি কোন সূরার অংশ ?

(ক) সূরা ফাতিহা　　(খ) সূরা বাকারা

(গ) সূরা মায়িদা　　(ঘ) সূরা নাবা

৫.কুরআন মাজীদ মহানবী (স)-এর উপর কীভাবে অবতীর্ণ হয় ?

i.লাওহে মাহফুয হতে বায়তুল ইয্যাতে　　ii. বায়তুল ইয্যাত হতে মহানবীর (স)-এর প্রতি

iii. লাওহে মাহফুয হতে মহানবীর (স)-এর প্রতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

৬. সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদের কোন সূরা অবতীর্ণ হয় ?

i.সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত　　ii. সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত

iii. সূরা তীনের প্রথম পাঁচ আয়াত

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

উদ্দীপক,

ইফতেখার হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। সে ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, আল-কুরআন আল্লাহর কালাম- এ কথায় সে বিশ্বাস করে না। তার পিতা তাকে নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করেন যে, এই বুঝি আমার ছেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে তাকে মোবাইলে অনেক উপদেশ দেন। প্রতিদিন কুরআন পাঠ করতে বলেন, কুরআন নাযিলের ইতিহাস বলেন। ইফতেখার হাসান একদিন তার পিতার উপদেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যাচাই করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের খতিব সাহেবের কাছে যায় এবং কুরআন নাযিলের বিষয়ে জানতে চায়। খতিব সাহেব যুক্তি দিয়ে বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপন করেন। এতে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। ফলে সে প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে ও কুরআন নাযিলের ইতিহাস অধ্যয়ন করে। এখন সে কুরআন সংরক্ষণ, কুরআন নাযিলের পদ্ধতি, জীবরাঈল ফেরেশতা প্রভৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। লোকজন এখন তাকে ভাল মুসলমান হিসেবে জানে।

ক. ওহি শব্দের অর্থ কি ?　১

খ. সর্বপ্রথম কোন সূরা নাযিল হয়?　২

গ. কুরআন নাযিলের ঘটনা লিখুন।　৩

ঘ. 'কুরআন আল্লাহর কালাম। এটি জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর প্রতি নাযিল হয়'- উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন　৪

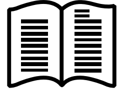
উত্তরমালা:১। গ　২। গ　৩। খ　৪। গ　৫। গ　৬। ক

পাঠ-৬ : ওহীর পরিচয় ও ওহী নাযিলের পদ্ধতি

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- ওহীর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ওহীর শ্রেণিবিভাগ ও ওহী নাযিলের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মহানবীর (স) প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	ওহী, ওহীয়ে মাতলু, ওহীয়ে গাইরে মাতলু, ওহীয়ে জলী, ওহীয়ে কালবী, ওহীয়ে মালাকী, কালামে-ইলাহী।

৫.১.ওহী

হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই ওহীর মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করে মানব জাতিকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। মহানবী (স) ওহী ছাড়া কোন কথা বলতেন না। কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّاوَحْىٌ يُّوْحٰى

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা নাজম-৫৩:৩)

মূলত ওহী থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অধিক নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য।

৫.২ 'ওহী'র অর্থ

ওহী'র শাব্দিক অর্থ ইঙ্গিত করা, লেখা, সংবাদ দেওয়া, ইলহাম হওয়া ইত্যাদি।

শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে কথার মাধ্যমে বা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোন বিষয় জানিয়ে দেওয়াকে ওহী বলা হয়।"

৫.৩ ওহীর প্রকারভেদ

ওহী প্রধানত দু'প্রকার-

১. **ওহীয়ে মাত্লু (পঠিতব্য ওহী) :** যে ওহীর ভাব, শব্দ ও ভাষা, অর্থ, বিন্যাস সবকিছুই মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যা সংরক্ষণ ব্যবস্থাও করেছেন। এ প্রকারের ওহীকে ওহীয়ে মাত্লু (পঠিতব্য ওহী) ও 'ওহীয়ে জলী' (প্রত্যক্ষ ওহী) বলা হয়। এটাই পবিত্র কুরআন মাজীদ।

২. **ওহীয়ে গাইরে মাতলু (অপঠিতব্য ওহী) :** যে ওহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে; কিন্তু এর ভাষা ও শব্দ স্বয়ং রাসূল (স)-এর তাকে ওহীয়ে গাইরে মাত্লু (অপঠিতব্য ওহী) ও ওহীয়ে খফী (প্রচ্ছন্ন ওহী) বলা হয়। এ প্রকারের ওহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস। এ উভয় ওহী একই উৎস থেকে উৎসারিত।

৫.৪ ওহী নাযিলের অবস্থা

নবীদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনভাবে ওহী এসেছে। যথা- ১. ওহীয়ে কালবী, ২. ওহীয়ে কালামে ইলাহী এবং ৩. ওহীয়ে মালাকী।

১. **ওহীয়ে ক্বালবী :** কারো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নবীর হৃদয়ে কোন কথা বা বিষয় ওহী হিসেবে পাঠাতেন। এ প্রকার ওহীকে ওহীয়ে ক্বালবী বলা হয়। নবীদের স্বপ্ন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

২. **ওহীয় কালামে ইলাহী :** ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ নবীর কাছে যে ওহী প্রেরণ করেন, তাকে ওহীয়ে কালামে-ইলাহী' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা হয় ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়। যেমন মি'রাজের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আল্লাহর বাক্যালাপ এবং হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন হয়েছিল।

৩. **ওহীয়ে মালাকী :** আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। পবিত্র কুরআন মাজীদ এ পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছিল।

৫.৫ মহানবী (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন-হাদিসের বর্ণনা থেকে মহানবী (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের যে পদ্ধতিসমূহ জানা যায় তা হল-

১. **সত্য স্বপ্ন :** হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়- নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিলের শুভ সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-এর স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন।" (সূরা ফাত্‌হ- ৪৮ : ২৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। সুতরাং নবীদের স্বপ্ন ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

২. **অন্তর্লোকে ফুঁকে দেওয়া :** এ পদ্ধতিতে জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)-কে দেখা না দিয়ে তাঁর হৃদয়পটে কোন কথা ফুঁকে দিতেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নবীর অন্তর্লোকে কোন কথা উদ্রেক করতেন।

৩. **ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যম :** ওহী নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে মহানবী (স)-এর কানে ঘণ্টাধ্বনির মত আওয়াজ অবিরাম বাজতে থাকতো। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতাও কথা বলতে থাকতেন। এ পদ্ধতিকে সালসালাতুল জারাস বলা হয়েছে। এটা ছিল কঠিনতম পদ্ধতি। প্রচণ্ড শীতেও এ সময় মহানবীর (স) শরীর থেকে তীব্র বেগে ঘাম ঝরে পড়তো।

৪. **ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন :** কখনো ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে মহানবী (স)-এর নিকট এসে ওহী পৌঁছে দিতেন। এ পদ্ধতি ছিল সহজতর। হাদিসে জিবরাঈল নামে অভিহিত হাদীসখানা এ পদ্ধতির ওহীর উদাহরণ।

৫. **ফেরেশতা নিজের আকৃতিতে আগমন :** হযরত জিবরাঈল (আ)-কে মহান আল্লাহ যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সেই আকৃতিতে রাসূল (স)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। মহানবী (স) ৩ বার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বরূপে দেখেছিলেন।

৬. **পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি :** মহান আল্লাহ মহানবী (স)-এর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলতেন। মি'রাজের সময় আল্লাহর সাথে এভাবেই কথা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ পদ্ধতিতে ফরয হয়।

৭. **তন্দ্রাবস্থায় সরাসরি ওহী :** মহানবী (স) তন্দ্রাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী পেতেন। এ পদ্ধতিতে মহানবী (স) সাতবার ওহী পেয়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়।

৮. **অন্তরাল ছাড়া ওহী :** এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা কোন অন্তরাল ছাড়াই সরাসরি রাসূল (স)-এর সাথে কথা বলেছেন।

৯. **ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে ওহী :** কোন কোন সময় মহানবী (স)-এর কাছে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমেও ওহী নাযিল হতো।



সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের কাছে যে ওহী নাযিল হয় তাকেই ওহী বলা হয়। ওহী নাযিলের মাধ্যম, অবস্থা ও পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে ওহীকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। ওহীর জ্ঞানই নির্ভুল জ্ঞান- ইসলামের অকাট্য দলীল। আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ওহী। হাদিস রাসূল (স) -এর বাণী- এটা পরোক্ষ ওহী।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ ওহীর শ্রেণি বিভাগ সমূহের একটি চার্ট তৈরি করে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১.ওহী শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিশ্বাস করা (খ) ইঙ্গিত করা
(গ) অস্বীকার করা (ঘ) গোপন করা

২.ওহী প্রধানত কত প্রকার ?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

৩.কয়ভাবে ওহী অবতীর্ণ হত ?

(ক) ৩ ভাবে (খ) ৪ ভাবে
(গ) ৫ ভাবে (ঘ) ৯ ভাবে

৪. ওহী নাযিলের কষ্টকর পদ্ধতি কোনটি ?

(ক) সত্য স্বপ্ন (খ) ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে
(গ) ফেরেশতদের মানববাকৃতি (ঘ) ফেরেশতদের নিজের আকৃতি

৫. মহানবী (স) জিবরাইল (আ.) কে কতবার আসল আকৃতিতে দেখেছেন ?

(ক) ৩ বার (খ) ৪ বার
(গ) ৫ বার (ঘ) ৯ বার

৬. নবীদের কাছে যেভাবে ওহী এসেছে -

i.ওহীয়ে কালবী ii. ওহীয়ে কালামে ইলাহী iii. ওহীয়ে মালাকী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছে -

i.সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ii. ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে iii. ইসরাফীল (আ.)-এর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

একদিন নানা তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে এমন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যা বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তা ছিল সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। এটি পাঠ করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। এটি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

ক. ওহী কী ? ১
খ. ওহী কত প্রকার ও কি কি ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন গ্রন্থটির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. ওহী নাযিলের অবস্থাগুলো আপনার পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক

পাঠ-৭: মাক্কী ও মাদানী সূরা

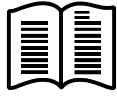


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাক্কী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিজরত, মাক্কী জীবন, মাদানী জীবন, আকাইদ।



হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তেইশ বছরের নবী-জীবন, মাক্কী ও মাদানী-এ দু'ভাগে বিভক্ত। কুরআনও দু'পর্বে বিভক্ত। এজন্য কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও আয়াতকে মাক্কী ও মাদানী দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে

১. মাক্কী সূরা

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবী জীবনে মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত **১৩** বছরে যে সকল সূরা বা আয়াত নাযিল হয়, সেগুলোকে মাক্কী সূরা বা মাক্কী আয়াত বলা হয়।

২. মাদানী সূরা

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মদীনায় হিজরত করার পর জীবনের শেষ ১০ বছরে মদীনায় কিংবা অন্য যে কোন স্থানে যে সকল সূরা ও আয়াত নাযিল হয় সেগুলোকে মাদানী সূরা ও মাদানী আয়াত বলা হয়।

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবী জীবনের দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে নবুওয়াত পাওয়ার পর মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তের বছরের জীবন। তাঁর হিজরত করার পর মদীনার দশ বছরের জীবন হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। এ দু'অধ্যায় মহানবী (স)-কে দুধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ নাযিল হয়। তাই এ দু অধ্যায়ের সূরাসমূহের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

নিচে মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলো–

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু–

১. মাক্কী সূরাগুলো আকারে ছোট।

২. এতে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে।

৩. এতে রিসালাত ও নবুওয়াতের বর্ণনা রয়েছে।

৪. এতে আখিরাত বা পরকালীন জীবন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৫. মাক্কী সূরায় কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. এতে শিরক ও কুফরের যুক্তি ও উপমা ভিত্তিক বিরোধিতা করা হয়েছে।

৭. এতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা বেশি এসেছে।

৮. এতে পারলৌকিক বিচার ও হিসাব নিকাশের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৯. এ সকল সূরায় আকাইদ ও ইমান সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে।

১০. মাক্কী সূরায় চরিত্র গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা স্থান পেয়েছে।

১১. এতে নৈতিকতাবোধ, চিন্তাশক্তি ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১২. নুবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ ও ঝরণাধারার মতো ঝরঝরে, হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য।

১৪. মাক্কী পর্যায়ের সূরার প্রারম্ভ শপথ বাক্য দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. মাক্কী সূরা ৯২টি ।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু–

১. মাদানী পর্বের সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ।

২. এতে ইবাদাতের বর্ণনা এসেছে।

৩. এতে আহকামে শরীআতের বর্ণনা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে।

৪. এতে হালাল ও হারামের বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে।

৫. মাদানী পর্বের সূরায় ইসলামী রীতি-নীতির বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৬. এতে অর্থনৈতিক আইন যথা- যাকাত, উশর, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে।

৭. ইসলামের ব্যবহারিক জীবন তথা আচার-ব্যবহার, বিয়ে-শাদী, তালাক ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

৮. সামরিক আইন ও জিহাদ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. পররাষ্ট্রনীতি, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১০. সামাজিক-রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়াদির বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

১১. মুনাফিক, কাফির, জিম্মি, আহলে কিতাব, শত্রু, মিত্র, তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণ বিধির বিবরণ রয়েছে।

১২. এ পর্বের সূরায় ঐতিহাসিক বিবরণ এনে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর সুদীর্ঘ-বর্ণনা ধারা ও ছন্দময় আয়াত অত্যন্ত আকষর্ণীয় ও প্রলম্বিত।

১৪. এ পর্বের সূরায় শপথের বাক্য কম।

১৫. মাদানী সূরা ২২টি।

 **সারসংক্ষেপ**

মাক্কী ও মাদানী রাসূলুল্লাহ (স.) -এর নবুওয়াতি জীবনের দু'টি অধ্যায়। মক্কায় ইসলাম ছিল দাওয়াতি পর্যায়ে। আর মাদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়। তাই উভয় পর্যায়ের সূরার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।

হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতকে মাক্কী সূরা ও আয়াত বলে এবং হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতকে মাদানী সূরা ও আয়াত বলে। মাক্কী সূরাগুলো আকারে ছোট। মাক্কী সূরাগুলোতে তাওহীদ, রিসালাত, নবুওয়াত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। মাক্কী সূরা সংখ্যা ৯২টি। মাদানী সূরাগুলো আকারে বড়। এতে ইবাদাত ও আহকামে শরী'আতসংক্রান্ত বিষয়গুলোর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া হালাল, হারাম, ইসলামি রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক আইন, বিবাহ শাদী সংক্রান্ত আইন, এবং বিভিন্ন আইন কানুন ও ঐতিহাসিক বিবরণ রয়েছে। মাদানী সূরাগুলো আকারে বড়। মাদানী সূরা ২২টি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মাক্কী ও মাদানী সূরা সমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মক্কায় কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয়েছে ?

(ক) ১০ বছর (খ) ১৩ বছর (গ) ২৩ বছর (ঘ) ৩৩ বছর

২। মদীনায় কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয়েছে ?

(ক) ১০ বছর (খ) ১৩ বছর (গ) ২৩ বছর (ঘ) ৩৩ বছর

৩। তাওহীদের বর্ণনা কোন সূরায় ?

(ক) মাক্কী সূরায় (খ) মাদানী সূরায়

(গ) মাক্কী ও মাদানী সূরায় (ঘ) কোনটিতেই নেই

৪। কোন সূরা আকারে দীর্ঘ ?

(ক) মাক্কী সূরা (খ) মাদানী সূরা

(গ) কিছু মাক্কী সূরা (ঘ) কিছু মাদানী সূরা

৫। কোন সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এসেছে ?

(ক) মাক্কী সূরায় (খ) মাদানী সূরায়

(গ) কিছু মাক্কী সূরায় (ঘ) কিছু মাদানী সূরায়

৬. মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য হলো-

i.তাওহীদের বর্ণনা স্থান পেয়েছে ii. রিসালতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে iii. আখিরাতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য হলো-

i.সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ ii. আহকামে শরীআতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে iii. সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বর্ণনা স্থান পেয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. শফিক সাহেব মাদানী সূরাগুলোর অনুবাদ পড়া শুরু করেছেন, এর ফলে তিনি জানতে পারবেন-

i. আহকামে শরী‘আতের বিষয়াবলি ii. ইসলামী রীতি-নীতির বিষয়াবলি

iii. নবুওয়াতি দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশাবলি।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুলতানা রাজিয়া মাক্কি ও মাদানী সূরার শ্রেণিবিভাগ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলে অধ্যক্ষ সুরাইয়া বেগম বলেন, কুরআন এমন একটি মহাগ্রন্থ যা মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি সূরার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআন যুগের চাহিদার আলোকে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়বস্তু বুঝার সুবিধার জন্য কুরআনের সূরাগুলো ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের সূরাগুলো আকারে ছোট এবং অন্যভাগের সূরাগুলো আকারে বড়। দুটি ভাগের সূরাগুলোই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুরআনের সূরাগুলো বিভক্ত করা না হলে এর বিষয়বস্তু আলাদাভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হত না।

ক. কুরআনের সূরাগুলো কয়ভাগে বিভক্ত ?	১
খ. মাক্কী সূরাগুলো কখন নাযিল হয়েছে ?	২
গ. 'মাক্কী সূরায় চরিত্র গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা স্থান পেয়েছে'–ব্যাখ্যা করুন।	৩
ঘ. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করুন।	৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ঘ

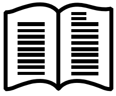
পাঠ-৮: আল-কুরআনের সংরক্ষণ



এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আল-কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- যুগে যুগে কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আসমানি, হিফাযত, আসমানি কিতাব, নাযিল, আমল, স্মৃতিভাণ্ডার, হাফিয।



৬.১. কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি

মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এ কিতাবের হিফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া মহানবীর (স) আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং সকল যুগেই এর সুরক্ষার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে আসছে। আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও রক্ষিত আসমানি কিতাব হিসেবে চির অম্লান।

কুরআন মাজীদ দু'টি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়:

১. স্মৃতি ভাণ্ডার

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর সুরক্ষার জন্যে কলম ও কাগজের তুলনায় অধিক নির্ভর করা হয় স্মৃতিভাণ্ডার তথা হাফিযদের স্মরণ শক্তির উপর। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে-

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

"আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি মুছে ফেলতে পারে না।" (সহীহ্ মুসলিম)

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে

কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে ওহী লেখক দ্বারা লিখে রাখা হতো। এ ধারা পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিখিত আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে।

৬.২ কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

মহানবীর (স) যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবীর (স) যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ ছিল–

(ক) কুরআন মুখস্তকরণ

কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স) মুখস্থ করে নিতেন এবং তা জিবরাঈল (আ)-কে শুনাতেন। সাথে সাথে সাহাবীগণকেও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন।

(খ) পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ

অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স) প্রতি বছর রামাযান মাসে জিবরাঈলের (আ) সাথে কুরআন পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীগণকে শুনাতেন আর সাহাবীগণও তাঁকে শুনাতেন।

(গ) ব্যাপক চর্চা, শিক্ষাদান

সাহাবীগণের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং শিক্ষাদানের অদম্য আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে হাজার হাজার সাহাবী সকল মগ্নতা ত্যাগ করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিয়মিত রাত জেগে তারা নফল নামাযেও তিলাওয়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা– يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ آنَاءَ اللَّيْلِ "তারা রাতে আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে থাকেন।" (আলে-ইমরান ৩ : ১১৩)

মহানবীর (স) সময় মদীনায় আরো বেশ কয়েকটি মসজিদ কায়েম হয়েছিল। সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বহু সাহাবী মানুষকে কুরআন শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিলা বিয়ের মোহরানা স্বরূপ স্বামীর নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এভাবে ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদানের বিপুল আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বারা কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে।

(ঘ) কুরআনের বাস্তব আমল

মহানবী (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করতেন।

ঙ. কুরআন লিখন, উপকরণ ও বিন্যাস

মহানবী (স) এর যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুচারুরূপে ওহী লিখন দফতর-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখনের কাজটি করানো হয়। তবে এ সময় কুরআন মাজীদ একই নুসখা বা পাণ্ডুলিপিতে একত্র করা হয়নি।

মহানবীর (স) যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফোম বস্ত্র এবং তখনকার মতো আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ।

কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয় এবং তা সুচারুরূপে লিখিত হয়। সূরার নামকরণ, ধারাবাহিকতা এবং কোন আয়াত কোন সূরার কোথায় লিখিত হবে তার সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সুবিন্যস্ত ছিল।

৬.৩. কুরআন সংরক্ষণ প্রথম খলীফার যুগে

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের যেসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল তা একই গ্রন্থে ছিল না বরং বিভিন্ন বস্তুর উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছিল।

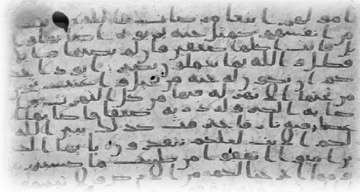
এদিকে মহানবীর (স) তিরোধানের পর হযরত আবু বকরের খিলাফতের প্রথম দিকে ইসলাম বিরোধী চক্র ও ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। হযরত উমর (রা) কুরআন একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করলে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৬.৪. কুরআন সংরক্ষণ তৃতীয় খলীফার আমলে

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) আমলে আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআনের পঠনে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়। এ অবস্থা দেখে হযরত উসমান (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যায়িদ ইবনে সাবিত (র)-এর নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থা মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে একই পঠন রীতিতে কুরআনের মাসহাফ তৈরি করেন। এবং তার অনুলিপি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আঞ্চলিক উচ্চারণের কুরআনের সমস্ত অংশ বা কপি তলব করে নেওয়া হয়। আর তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত হয়।

৬.৫. পরবর্তীকালে কুরআন সংরক্ষণ

কুরআনের পাঠ সহজতর করার জন্য হরকত সংযোজন করেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তারপর থেকে কুরআনে আর কোন কিছু অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়নি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন হাফিযদের স্মৃতিভাণ্ডার এবং মুদ্রণ শিল্পের মাধ্যমে বা লিখিত আকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।



ইয়েমেনের জামে মসজিদে কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি



ইয়েমেনের "আল-দালায়" শহরে হস্তলিখিত কুরআন



ইংল্যান্ডে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন শরিফের হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

 **সারসংক্ষেপ**

আল-কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী নাযিল হয়। নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম মুখস্থ করতেন। ওহীর লেখকগণের দ্বারা লিখিয়ে রাখতেন। তা নিজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। তা ব্যাপক পঠন পাঠন হতো। প্রথম খলিফার আমলে তা একই গ্রন্থে গ্রন্থায়ন করা হয়। তৃতীয় খলিফার আমলে কুরআনের একই পঠনরীতি চালু করা হয়। এভাবে কুরআন সংরক্ষিত আছে। এতে কোনরূপ বিকৃতি হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণ করে রাখবেন।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, কুরআন সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১.অবিকৃত আসমানি কিতাব কোনটি ?

(ক) তাওরাত (খ) যাবুর
(গ) ইনজিল (ঘ) কুরআন

২.কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের জন্য কোন বিষয়ের উপর অধিক নির্ভর করা হয় ?

(ক) স্মৃতিভান্ডারের উপর (খ) মুদ্রণশিল্পের উপর
(গ) লিপিকারদের উপর (ঘ) কলম ও কাগজের উপর

৩.মহানবীর (স) আমলে কুরআন সংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল -

i.কন্ঠস্থকরণ ii. পারস্পরিক পঠন-পাঠন iii. লিখিতভাবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii. (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪.কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল -

i.গাছের বাকল - হাড় ii. চামড়া, পাথর iii. কাপড়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii. (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ ন ং প্রশ্নের উত্তর দিন-

জনাব ফুয়াদ সাহেব একজন ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি সমসাময়িক বিষয়ের উপর চমৎকার বক্তব্য রাখেন। একদা ঈদের জামাতে দেশের উন্নয়নে যুব সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে যুব সমাজ এতটুকু অভিভুত হলেন যে, ইমাম সাহেবের বক্তব্য তারা রেকর্ড করে রাখলেন। পরবর্তীতে এলাকার চেয়ারম্যান তা হাজার হাজার কপি প্রিন্ট করে মানুষের মধ্যে বিলি করেন।

৫। চেয়ারম্যন সাহেব কোন খলিফার প্রতিনিধিত্ব করছেন ?

(ক) হযরত আবু রকর (রা) (খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত আলী (রা) হযরত ওসমান (রা)

৬। উদ্দীপকে উক্ত খলিফার কোন কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ?

(ক) আল-কুরআন সংরক্ষণ (খ) আল-হাদীস সংরক্ষণ
(গ) উহুদের যুদ্ধ পরিচালনা (ঘ) খন্দকের যুদ্ধ পরিচালনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

কুরআন সংরক্ষণের কথা বুঝাতে গিয়ে অধ্যাপক আবু আফজাল শিক্ষার্থীদের বলেন-

যে কোন অফিসের ফাইল-পত্র সংরক্ষণ করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফাইল-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত কাগজ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি বিশেষ আসমানি কিতাবের ক্ষেত্রেও তা বলা চলে। সেই কিতাবটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা মুখস্থ করা হয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে তা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেও এটি সংরক্ষিত হয়েছে। এতেই উক্ত গ্রন্থটির মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়।

ক. কুরআন মাজীদ কখন নাযিল হয় ? ১
খ. মাক্কী ও মাদানী পর্যায়ের সূরার ২টি বৈশিষ্ট্য কি কি ? ২
গ. হযরত আবু বকর (রা) কেন কুরআন গ্রন্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে আসমানি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করায় হয়েছে- তা সংরক্ষণের পদ্ধতি মূল্যায়ন করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আশরাফ ও রফিক দুই বন্ধু। তারা উভয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র। আশরাফ তার বন্ধু রফিকের সঙ্গে আল-কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। এক পর্যায়ে রফিক আশরাফের কাছে জানতে চায়- আল-কুরআন যথাযথভাবে সংরক্ষিত কি না ? আর কিভাবে কুরআন সংরক্ষণ করা হয়েছে ? অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় কুরআন বিকৃত হয়নি তো ? আশরাফ রফিককে আল-কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস জানায়। এতে রফিক আল-কুরআনের ইতিহাস জেনে আনন্দিত হয়।

ক. জামেউল কুরআন শব্দের অর্থ কী ? ১
খ. কোন খলিফাকে জামেউল কুরআন উপাধিতে ভূষিত করা হয় ? ২
গ. মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা দিন ৩
ঘ. 'আল-কুরআন একটি অবিকৃত শ্বাশ্বত গ্রন্থ' -এর পক্ষে কুরআন-হাদিস থেকে দলিল উপস্থাপন করুন ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ক

পাঠ-৯: আল-কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস

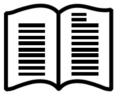


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- কুরআন একত্রকরণে গঠিত কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কাতিবে ওহী, ওহি লিখন, শাহাদাত বরণ, উম্মুল মু'মিনীন।



৭.১ মহানবীর (স) যুগে

মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে পবিত্র কুরআনকে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপাদান করা সম্ভব হয়নি। কারণ তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। এ সময় কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো। ওহী লেখকদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। ওহী লেখকগণ রাসূলের (স) কাছে থাকতেন এবং যখন যা নাযিল হতো তা লিখে রাখতেন।

৭.২ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলাম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে বিশেষত ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া কুরআনের অংশবিশেষ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূরদর্শী হযরত উমর (রা) খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন সংগ্রহ করে একই গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। হযরত উমরের (রা) পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স) যে কাজটি করে যেতে

পারেননি, তা করার সীমাহীন গুরুত্ব ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার মহতী কাজে হাত দেন।

মহানবীর (স) ওহী লিখন দফতরের প্রধান হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে একটি কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন" গঠন করেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র ফরমান জারি করেন যে, যার কাছে কুরআনের যে অংশ রয়েছে, তা এ কমিশনের নিকট জমা দিতে। কমিশন' মহানবীর (স)-এর জীবদ্দশায় লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসরণে এবং সর্বস্তরের লোকের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে হাফিযদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত তরতীব অনুসরণ করে বিশিষ্ট সাহাবীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে রূপদান করেন। একে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিফাযত করা হয়। পরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা) ইনতিকালের পর নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) নিকট তা সংরক্ষিত থাকে।

৭.৩ অভিন্ন পাঠরীতিতে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষা-ভাষীর লোক ইসলাম গ্রহণ করে। অনারব লোকেরা কুরাইশদের ভঙ্গিতে কোন কোন আরবি শব্দের উচ্চারণ করতে পারত না। আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে পার্থক্য দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা) ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওহী লিখন ও গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজটি যারা করেছেন, তাঁদের সমন্বয়ে যায়িদ বিন সাবিতের (রা) নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থাকে কতকগুলো মূলনীতির আলোকে একই পাঠরীতির কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে বলেন।

এ সংস্থার কাজ ছিল–

(ক) প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রা) আমলের মূল পাণ্ডুলিপি অনুকরণে সূরার ক্রমানুসারে একই মাসহাফে সন্নিবেশ করা।

(খ) মহানবীর (স) যুগে এমন পদ্ধতিতে কুরআন লেখা হত, যাতে প্রসিদ্ধ সকল কিরাআত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করা যেত। কিন্তু পরে এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই এ সংস্থা কেবল একই পঠন পদ্ধতিতে কুরআনের মাসহাফ প্রস্তুত করেন।

(গ) এ সংস্থা কুরআনের সর্বসম্মত ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে প্রেরণ করে সরকারিভাবে তারই অনুসরণ করার নির্দেশ জারি করে।

(ঘ) এ সংস্থা আবু বকরের (রা) সময়ের মূল পাণ্ডুলিপিটিও পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই করে দেখেন।

(ঙ) মূল পাণ্ডুলিপি রেখে কুরআনের অন্য সব অংশ বা পাণ্ডুলিপি তলব করে নেওয়া হয়। অধিকতর সতর্কতার জন্য তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজীদ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একই পঠনরীতিতে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

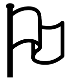


জাতীয় জাদুঘরে মাসহাফে উসমানির ছায়ালিপি

 **সারসংক্ষেপ**

মহান আল্লাহ স্বয়ং কুরআনের হিফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এর লেখার কাজ চলতে থাকে। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের কাজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ কুরআন গ্রন্থায়নে প্রথম খলিফা ও তৃতীয় খলিফার অবদান তুলে ধরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. কুরআন মাজীদ কার উপর নাযিল হয়েছে ?
(ক) হযরত আদম (আ.) (খ) হযরত মুহাম্মদ (স)
(গ) হযরত ঈসা (আ.) (ঘ) হযরত মূসা (আ.)

২. ওহি লেখকের সংখ্যা কত ছিল ?
(ক) ১০ জন (খ) ২০ জন
(গ) ৩০ জন (ঘ) ৪২ জন

৩. বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ কোনটি ?
(ক) আল-কুরআন (খ) সহীহ বুখারী
(গ) সহীহ মুসলিম (ঘ) বাইবেল

৪. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
i. সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ ii. আকারে ছোট iii.আহকামে শরীয়তের বর্ণনামূলক
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii. (খ) i ও iii
(গ)ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

গিয়াসউদ্দীন সাহেব একদিন তাঁর আদরের নাতি-নাতনীদের নিয়ে একটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। এ গ্রন্থটি নাযিলের সময় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন উপকরণে তা সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তিতে সেটি একত্র করা হয়। এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত। এটি যথাযথভাবে তিলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব রয়েছে। এ গ্রন্থের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

ক. কুরআন মজীদ কয়টি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়েছে ? ১
খ. কুরআন সংরক্ষণে হযরত উসমানের (রা) ভূমিকা উল্লেখ করুন । ২
গ. প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকরের (রা) যুগে কীভাবে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল ? ৩
ঘ. কুরআন সংরক্ষণ করার পদ্ধতিগুলো কি কি ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ লেখা-পড়া করে জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান হতে পারে। কিন্তু মানুষের যে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা রয়েছে তা কখনো দূর করা সম্ভব নয়। তাই মানব রচিত যে কোন গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব সব ধরনের ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। তাই এই কিতাবের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কারো নেই।

ক. সর্বশেষ আসমানি কিতাব কী ? ১

খ. اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِى لَيْلَةُ الْقَدْرِ -এর ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কী কারণে কুরআনকে সর্বশেষ আসমানি কিতাব বলা হয় ? ৩

ঘ. মুত্তাকীর পরিচয় বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-৩

যে কোন লেখক কোন বই লিখতে গেলে প্রথমেই তার ভূমিকায় কিছু কথা ভূমিকা স্বরূপ লিখে থাকেন। অনেক সময় বইটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য মানুষের কাছ থেকে পরামর্শও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এমনকি ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়া হয় এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু এমন একটি গ্রন্থ রয়েছে যা সম্পূণরূপে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে।

ক. আয়াত কী ? ১

খ. সূরা ও আয়াত কয় প্রকার ও কি কি ? ২

গ. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই- ব্যাখ্যা করুন ৩

ঘ. কুরআন গ্রন্থায়নের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-১০: আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

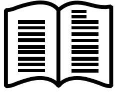


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- কুরাআন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিদায়াত, কিতাব, রব, মাজিদ, হাশর, হরফ।



মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করার জন্য আল-কুরআনে পরিপূর্ণ নির্দেশিকা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মহানবি (স) কে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কুরআন শিক্ষা দেওয়া। আল-কুরআন আছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

" হে আমাদের প্রভূ ! আপনি তাদের মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াত পাঠ করবেন, আপনার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।" (সূরা বাকারা)

কুরআন অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য কুরআন শিক্ষা করা অপরিহার্য। হাদিস শরিফে কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (সহীহ্ বুখারি)

কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী (স) বলেন-

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَا لبَيْتِ الخَرِبِ

"যার মধ্যে কুরআনের কিছু নেই সে যেন উজাড় ঘর"

নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয বিধায় প্রয়োজন পরিমাণ কুরআন মজীদ প্রত্যেক নামাযীর জন্য শিক্ষা করা ফরযে আইন। কুরআন শিক্ষার ফযিলত অনেক। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে-

الَّذِى يَقْرَ أُ الْقُرْ آ نَ وَ هُوَمَاهِرٌ بِهِ مَعَ ا لسَّفَرَ ةِ ا لْكِرَ امِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সে অভিজ্ঞ, সে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতার সংগী হবে আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।" (আবু দাউদ)

হাদিসে আরো আছ-

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ قَالَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

"নিশ্চয় মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর একদল আহল আছে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স) ! তারা কারা ? তিনি বললেন, যারা কুরআনের আহল, তারাই আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক।" (মুনাদে আহমাদ)

কুরআন শিখলে এবং তা তিলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। হাদিস শরিফে আছে–

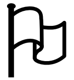
مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أقول : ألم حَرفٌ ، وَلكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

" যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে ১টি হরফ পাঠ করবে সে ১টি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আমি বলি না আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।" (তিরমিযী)



সারসংক্ষেপ

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে অফুরন্ত ও অপরিসীম ফযিলত রয়েছে। নফল ইবাদাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে সর্বোত্তম। কুরআন তিলাওয়াতকারী যদি তিলাওয়াতের কারণে আল্লাহর যিকর ও তাঁর কাছে দু'আ করার অবসর না পায় তাহলে তাকে আরো কিছু দান করে থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত সওয়াব হাসিল হয়। কুরআন তিলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়। কিয়ামতের দিন কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। কুরআনের নিষ্ঠাবান তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহ তা'আলা তার সার্বিক উন্নতির পথ সুগম করে দেন। কুরআন তিলাওয়াতকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তির মা-বাবাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন নূরের তাজ পরাবেন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশান্তি অর্জিত হয়। অতএব প্রতিটি মানুষের কুরআন তিলাওয়াত করা ও তদনুযায়ী আমল করা উচিত।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম' এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. আল-কুরআন নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে-
(ক) মানবজাতিকে হিদায়াত দান (খ) মানবজাতিকে দুনিয়াদার করা
(গ) সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা (ঘ) ক ও গ সঠিক

২. সূরা আল-বাকারা আল-কুরআনের
(ক) ২য় সূরা (খ) ৫ম সূরা (গ) ১৯ তম সূরা (ঘ) ৬৮ তম সূরা

৩. যার অন্তরে কুরআনে কোন অংশ নেই তাকে তুলনা করা হচ্ছে-
(ক) পরিত্যক্ত ভিটার সাথে (খ) উজাড় বাড়ির সাথে
(গ) আধুনিকতার সাথে (ঘ) উত্তর ক ও খ সঠিক

৪. আল-কুরআনের একটি হরফ পাঠে কয়টি নেকী হয় ?
(ক) ৭ টি (খ) ১০টি (গ) ১৫টি (ঘ) ২০টি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

আব্দুর রহমান সাহেবের দুই ছেলে এক মেয়ে। ছোট ছেলের নাম মাহিন। বয়স ৭বছর। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। কিন্তু সকাল বেলা কুরআন শেখার জন্য মকতবে যেতে চায় না। এ বিষয়টি ইমাম সাহেবকে জানালেন। ইমাম সাহেব একদিন ফজরের নামাযের পর আবদুর রহমান সাহেবের বাড়িতে এসে দেখতে পেলেন ছোট ছেলে মকতবে না গিয়ে কম্পিউটারে গেম খেলছে। ইহা দেখে ইমাম সাহেব তাকে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব বুঝালেন এবং তাকে কুরআনের কিছু অংশ পড়ালেন। এর পর সে মক্তবে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

৫। কুরআন পড়ানোর কারনে ইমাম সাহেব কীরূপ মর্যাদা লাভ করবেন ?
(ক) শ্রেষ্ঠত্বের (খ) শিক্ষক হওয়ার
(গ) ভালো মানুষের (ঘ) উপদেশ কারীর

৬। মাহিনের কুরআন শেখার ফলে

i. সর্বোত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হবে ii. নেককার লোকদের সাথী হবে

iii. সু পথে পরিচালিত হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাফেয আবদুল কাইয়ুম শৈশবকালে পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন। তারপর কুরআনের শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি প্রতিদিন সকাল-বিকাল কুরআন তিলাওয়াত করেন। তিনি এখন একটি হিফয মাদরাসায় ছাত্রদেরকে নাজেরা এবং হিফয শিক্ষা দান করছেন। তিনি আল-কুরআনের বিধি-বিধান তিনি পালন করার চেষ্টা করছেন। তিনি কুরআনের পরিপন্থী কোন কাজ করেন না। এলাকাবাসী তাকে একজন সৎ, সত্যবাদী, পরহেজগার ও মুত্তাকী হিসেবে জানে। তার পরিবারের মাঝে আর্থিক অসচ্ছলতা থাকলেও তিনি কুরআন শিক্ষাদানের মতো মহান পেশা থেকে বিচ্যুত হননি। তদুপরি তিনি পরিবারের সকলকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

ক. আল-কুরআন কত খ্রিষ্টাব্দে নাযিল হওয়া শুরু হয় ? ১

খ. আল-কুরআনে প্রতিটি বর্ণ পাঠ করলে কী পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় ? ২

গ. হাফেয আবদুল কাইয়ুম সাহেবকে কী সর্বোত্তম মানুষ বলা যায় ? আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ, ২। ক, ৩।খ, ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-১১: আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

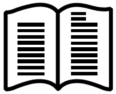


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করতে পারবেন
- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফযীলত, নফল ইবাদাত, সাওয়াব, সুপারিশ, নেকী, সন্ত্রাস, তিলাওয়াত, হরফ।



৪.১ সর্বোত্তম ইবাদাত

মানব জাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান উপস্থাপনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই এর মর্ম বাস্তব জীবনে আমল করা সম্ভব। এ কারণেই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ফযীলত অফুরন্ত । মহানবী (স) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুবই তাকিদ দিয়েছেন। নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত। মহানবী (স) বলেন–

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنْ

"কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত।"

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি (স) বলেছেন: আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার যিকির করা এবং আমার সমীপে প্রার্থনা করার অবসর পায় না, তাকে ঐ সকল লোকের চেয়ে বেশি কিছু দান করে থাকি, যারা প্রার্থনা করে থাকে।" (জামিউত তিরমিযী)
কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত সাওয়াব হাসিল হয়। মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তিলাওয়াত করবে সে দশটি সাওয়াব লাভ করবে।"
কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে করুণাময় আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়। মহানবী (স) বলেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (সহীহ বুখারী)
মহানবী (স) আরো বলেন-

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي شَافِعًا لأَصْحَابِهِ

"তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কেন না তা তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।" (তাবারানী)

কুরআনে যে দক্ষ তার জন্য তো পুরস্কার আছেই, এমনকি কুরআন যে পাঠ করতে পারে না বরং পাঠের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন- "কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্য লেখক ফেরেশতাদের সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ নয়, অথচ পাঠ করতে গিয়ে বার বার আটকে যায় এবং তোতলায়, আর তার জন্য তা কষ্টসাধ্য হয়- তবে এমন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৪.২ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার মাধ্যম

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়।

মহানবী (স) বলেন- "কোন জাতি যখন কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে থাকে এবং পরস্পরকে শিক্ষাদান করতে থাকে, তখন আল্লাহর রহমত ও করুণাধারা তাদেরকে আবৃত করে রাখে। রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের সাথে তাদের সম্পর্কে আলোচনা (গর্ব) করে থাকেন।"

মহানবী (স) আরো বলেন-

"যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি যেন কুরআন তিলাওয়াত করে।" (মুসলিম)

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইহকালীন জীবনে শত্রুর হাত হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন-

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে ও তা কণ্ঠস্থ করে আর তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন। তদুপরি তাঁর স্বজনদের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে, যাদের জন্য দোযখের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল।" (মিশকাত)

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবে, করুণাময় আল্লাহ তাঁর সার্বিক উন্নতির যাবতীয় পথ সুগম করে দেবেন। মহানবী (স) বলেন- "কুরআন তিলাওয়াতের বরকতে বহু লোক উন্নতি লাভ করবে এবং কুরআনকে অবহেলার কারণে বহু লোক অপমানিত হবে।" (মিশকাত)

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের মরিচা দূর হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। মহানবীর (স) হাদীস- "অন্তরসমূহে মরিচা ধরে, যেভাবে লোহায় পানি লাগলে মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে রাসূল! (স) এর প্রতিষেধক কী ? মহানবী (স) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।" (মিশকাত)

মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, কিয়ামতের দিনে তার পিতা-মাতাকে সূর্যের চেয়েও অধিকতর আলোকিত মুকুট পরানো হবে।" (মিশকাত)

মহানবী (স) আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক আর বেহেশতের উপরে উঠতে থাক।" (মিশকাত)

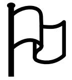
৪.৩ হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উপায়

কুরআন তিলাওয়াত মনে প্রশান্তি আনয়ন করে। এর ফলে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং আল্লাহর স্মরণ মনে জাগরূক থাকে।

 **সারসংক্ষেপ**

কুরআন মাজীদ বিশ্বমানবতার মুক্তির মহা সনদ। কুরআন যেমনিভাবে অতীব মর্যাদার অধিকারী গ্রন্থ, তেমনিভাবে এর তিলাওয়াতকারীর মর্যাদাও বেশি। আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানব মনের সকল কালিমা দূর হয়ে পবিত্র ভাবধারায় বিকশিত হয়। বিশ্বসভায় মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানের প্রাণশক্তিই ছিল আল-কুরআনুল কারীম। অতএব প্রতিটি মানুষের উচিত, এ বরকতময় গ্রন্থ নিয়মিত তিলাওয়াত এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সংক্রান্ত ০৫টি হাদিস লিখুন এবং মুখস্থ বলুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী ?
(ক) আবৃত্তি করা (খ) শোনা (গ) দেখা (ঘ) বুঝা

২. কুরআন মাজীদ বোঝা যায়-
(ক) তিলাওয়াতের মাধ্যমে (খ) তিলাওয়াত শোনার মাধ্যমে
(গ) এমনি এমনি (ঘ) আরবি জানার মাধ্যমে

৩.কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে এত বেশি ছাওয়াব কেন ?
(ক) এটা আল্লাহর কালাম (খ) তিলাওয়াতের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হয়
(গ) তিলাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব হয়
(ঘ) সব উত্তর ঠিক

৪. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে-
(ক) অফুরন্ত সাওয়াব পাওয়া যায় (খ) আল্লাহর নিকট সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়
(গ) আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় (ঘ) সব উত্তর ঠিক

৫. কুরআনের কী তিলাওয়াত করলে দশটি নেকী পাওয়া যায়।
(ক) একটি অক্ষর (খ) একটি আয়াত
(গ) একটি সূরা (ঘ) একটি শব্দ

৬. মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশারী কী-
(ক) আল-কুরআন (খ) গণতন্ত্র
(গ) নবীদের আদর্শ (ঘ) আসমানি কিতাব

৭. কুরআন তিলাওয়াত হলো-

i. সর্বোত্তম ইবাদাত ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম iii. হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উপায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাওলানা রুকন উদ্দীন ৬তলা বিশিষ্ট ভবনের ৩ তলায় বসবাস করেন। তিনি একজন শিক্ষক। তার প্রতিবেশি জুনায়েদ হোসেন একজন ব্যবসায়ী। মাওলানা রুকন উদ্দীন প্রতিদিন ফজরের নামাযে জামায়াতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিবেশিদের ডাকাডাকি করেন । তার ডাকে অনেকেই সাড়া দেন। একদিন জুনায়েদ হোসেন বললেন, আমি সহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। মাওলানা রুকন উদ্দীন বললেন, আমি আপনাকে সহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে সহযোগিতা করব। এ লক্ষে তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর জুনায়েদ হোসেনকে এক ঘন্টা করে কুরআন পড়াতে শুরু করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও কুরআন পাঠে অংশগ্রহণ করে।

ক. কুরআন পাকের একটি হরফ পাঠের জন্য কয়টি নেকী পাওয়া যায় ? ১

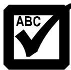
খ.‘ কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত’ ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মাওলানা রুকন উদ্দীন সাহেব কর্তৃক তিলাওয়াত করতে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি অনুপ্রাণিত করেছে ? ৩

ঘ. ‘কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি লাভ করা যায়’- বিশ্লেষণ করুন। ৪


উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ক

পাঠ-১২: আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের অবদান

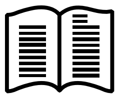


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আদর্শ সমাজ গঠনে আল-কুরআনের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জীবনের বিভিন্ন দিকের সমাধান কীভাবে কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে, তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আল্লাহর প্রতিনিধি, আশরাফুল মাখলুকাত।



পৃথিবীতে মানুষ যাতে সত্য-সরল পথে পরিচালিত হয়ে আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে-যুগে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত অনেকগুলো আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। সকল আসমানি গ্রন্থের নির্যাস হচ্ছে আল-কুরআন। গ্রন্থটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতির সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

আদর্শ সমাজ গঠনে আল-কুরআনের অবদান

১. ব্যক্তিগত জীবনে

ব্যক্তি থেকে শুরু হয় পরিবার, তারপর সমাজ। ব্যক্তি জীবন যদি সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শবান হয় তাহলে সুস্থ-সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠে। আল-কুরআনে ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। মানুষের অকীদা-বিশ্বাস ও

লক্ষ্য নির্ধারণের নির্ভর করে তার জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নতি এবং মুক্তি। আল-কুরআন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, শিরক, বিদ'আত, কুফরি, মুনাফেকি, হিংসা-বিদ্বেষ, চোগলখুরি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যা, অশ্লীলতা, খুন-খারাবি প্রভৃতি অপকর্ম থেকে মুক্ত থেকে ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর ও আদর্শবান করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا .وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"মানুষের নফসের ও সেই সত্তার শপথ, যিনি তা সুঠাম করেছেন। পরে তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পবিত্র করে সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে সেই ব্যর্থ হয়"। (সূরা শাম্‌স-৯১:৭-১০)

২. পারিবারিক জীবনে

পরিবার হলো সামাজিক জীবনের ভিত্তি। ইসলাম পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করার জন্য আল-কুরআনে বহু বিধান রয়েছে। মানব বংশ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের মাধ্যমে পবিত্র ও কলুষমুক্ত দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য বৈবাহিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। অন্যায় ও হারাম পথে চলা এবং অসামাজিক কাজকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব-মানবির চরিত্র পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করেছে। মানব মর্যাদা ও মানব বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন" (সূরা রূম-৩০:২১)

৩. সামাজিক জীবনে

সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সামাজিক জীবন যাপন নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় আনচার অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের সকল মানুষের সাথে সৎভাব বজায় রাখার জন্য আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশির অধিকার নিশ্চিত করেছে আল-কুরআন। আল-কুরআনে উপস্থাপিত সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ জীবনে কোন সমস্যাই থাকবে না। শান্তির সমাজে পরিণত হবে।

৪. রাষ্ট্রীয় জীবনে

সমাজের বৃহত্তর সংগঠন হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সরকার ও প্রজা সাধারণের মাঝে সুমধুর সম্পর্ক, আইন শৃংখলার বিধান এবং পারস্পরিক সংহতির উপর। আল-কুরআন সরকার ও সরকার প্রধানকে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য শুরা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের নির্দেশনা দান করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "এবং কাজে-কর্মে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯)

আল্লাহ তা'আলা হলেন উত্তম বিধানদাতা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের নিজের আইন তৈরি করার অধিকার নেই। মানুষের কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার দেওয়া প্রত্যেকটি বিধান পালন করা। আল্লাহর বিধানের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সেই বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে মানুষ সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

৫. আন্তর্জাতিক জীবনে

বিশ্ব মানব সমাজের বৃহত্তর অঙ্গন হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। মানুষের আন্তর্জাতিক জীবনের সুখ-শান্তি বির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর। কেননা পৃথিবীতে রয়েছে রকমারি, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা সভ্যতা ও জাতীয়তা। তাই ইসলাম পরস্পরের প্রতি সহনশিলতা ও মানব প্রেমের নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। সকল জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানই হচ্ছে ইসলামের মূলকথা।

সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও আদম সন্তান। অতএব বিশ্বের সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করাই ইসলামের নীতি। বিনা অপরাধে দুনিয়ার যে কোন মানুষকে শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। আর সে যে কোন ধর্ম, বর্ণ গোত্র, ভাষা ও জাতির হোক না কেন।

ইসলামি অন্তর্জাতিকতাবাদের মূলীতি হলো- সন্ধি ও সহাবস্থান, আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান, অন্য জাতির সাথে বন্ধুসূলভ আচরণ, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মজলুম মুসলমানকে সাহায্য করা।

৬. রাজনৈতিক জীবনে

মানুষ আজ ইসলামের ছায়াতল থেকে দূরে সরে যাওয়ায় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। মানুষ এ সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করছে। কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে অসৎ লোকেরা দেশ শাসন করছে। ফলে সমস্যা আরো জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে। কারণ মানুষের সসীম জ্ঞান দিয়ে কখনো সকলের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না। তাই রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনের বিধানই হতে হবে সকল কর্মকাণ্ডের মূল উৎস। যদি তা না করা হয় তবে রাজনৈতিক জীবন কলুষিত, সীমাহীন দুর্নীতি ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হবে।

৭. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে

মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব জীব নয়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির সঠিক ও নির্ভুল সমাধান রয়েছে আল-কুরআনে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, “হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এসেছে। (সূরা ইউনুস-১০ : ৫৭)

৮. অর্থনৈতিক জীবনে

আল-কুরআনে অর্থনৈতিক বহু বিষয়ের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সমাধান রয়েছে। আল-কুরআন অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার যে নীতিমালা পেশ করেছে তা অনুসরণ করলে সমাজের মধ্যে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে আসবে। ইসলাম সুদ প্রথার বিলোপ সাধন করে যাকাত ব্যবস্থা চালু করেছে। অবৈধ উপার্জনকে ইসলাম চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। গরীব-মিসকীন, অনাথ ও অসহায়দের জন্য বিভিন্ন প্রকারের দান ও সাদাকার বিধান দিয়েছে। ইসলাম চায় না যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকুক। ইসলাম সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে যে চিরস্থায়ী ও উদারনীতি ঘোষণা করেছে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।



সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মানুষের সকল সমস্যার মোকাবেলা করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোর পথে এনেছে। কেননা, আল-কুরআনে রয়েছে সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান। আল-কুরআন ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগে বিভিন্ন সমস্যার সঠিক, যথার্থ ও যুগোপযুগী সমাধান দিয়েছে। এ পবিত্র গ্রন্থে জীবন সমস্যা সমাধানের যে মৌলনীতিমালা বিবৃত হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর জীবনে তা অনুসরণ, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করে বিশ্বমানবতার সম্মুখে একটি আদর্শ উপস্থাপন করে গেছেন, যা অনুসরণ করলে যে কোন সমাজ আদর্শ সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ‘আল-কুরআনের আলোকে আদর্শ জীবন গঠন’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করবেন। শ্রেণি কক্ষে বিষয় শিক্ষকের সহায়তায় একটি সেমিনারের আয়োজন করে তা উপস্থাপন করবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবেন এবং মতামত দিয়ে প্রবন্ধটিকে আরো সমৃদ্ধ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। জীবন সমস্যার সমাধানের নীতিমালা বিবৃত হয়েছে কোন গ্রন্থে ?

(ক) আল-কুরআনে (খ) বুখারী শরীফে
(গ) তাওরাতে (ঘ) ইনিজিলে

২। কোন কাজের মাধ্যমে মানবাত্মা প্রশান্তি লাভ করে ?

i.আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে
ii. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে
iii. সংসার, ধর্ম পালনের মাধ্যমে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য কাজ কোন্গুলো ?

(ক) চুরি-ডাকাতি করা (খ) মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেওয়া
(গ) ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি (ঘ) সবগুলো উত্তর সঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

শফিক মিয়া লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করে এম এস ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি লন্ডনে থেকে যান এবং সেখানেই চাকরি করেন। তিনি বৈবাহিক জীবনকে ঝামেলা এবং অশান্তির কারণ বলে মনে করেন। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করে নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। অপর দিকে মি. জন ইসলামের পারিবারিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করেন। মি. জন শফিক মিয়াকে বোঝান যে, তোমাদের ধর্ম ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধান খুবই সুন্দর। তুমি ধর্মীয় বিধান মেনে চলো। মি. জন তাকে ইসলামি রীতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র জীবন যাপন শুরু করার পরামর্শ দেন।

ক. পরিবার বলতে কী বুঝেন ? ১
খ. পারিবারিক জীবন সুখের হয় কীভাবে ? ২
গ. শফিক মিয়ার ভ্রান্ত ধারণা- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. মি. জন ইসলামের কোন্ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন- তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

পাঠ-১৩ : মানবজাতির কল্যাণে আল-কুরআনের শিক্ষা

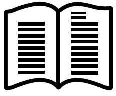


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মানবজাতির কল্যাণে কুরআনের শিক্ষার বিবরণ তুলে ধরতে পারবেন
- মানব কল্যাণে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	আল্লাহর অস্তিত্ব, চিরন্তন সত্তা, তাকওয়া, রিসালাত, আমালে সালিহ, আধ্যাত্মিক জীবন।



মানবজাতির কল্যাণে আল-কুরআনের নীতিমালা বা শিক্ষাসমূহ হলো-

১ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা চিরন্তন সত্তা। তিনি আছেন, ছিলেন এবং থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তাঁর অস্তিত্ব বুঝার জন্য দুটো পথ আছে। একটি হল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথ, অপরটি হল ধর্মীয় পথ। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই কুরআন একে বিশদভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। এ জ্ঞান না থাকলে মানুষ তার জীবন, জগৎ ও স্রষ্টা সম্পর্কে গোলক ধাঁধায় পড়ে নানা অনাচার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ত।

২ আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা

কুরআন মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া এবং তাঁরই আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ করার শিক্ষা দেয়। তাওহীদের অর্থ কথায় কাজে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, তাঁরই ইবাদাত করা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, সুখে-দুঃখে তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। সকল নবী-রাসূলের আহ্বান ছিল এটাই :

يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"হে আমার সমপ্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?" (সূরা আল-মুমিনূন ২৩ : ২৩)

৩ শিরক পরিহার

আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করা। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ইবাদাতের যোগ্য বলে বিশ্বাস করাই শিরক। শিরকের কারণেই মানুষ মানুষকে প্রভু ভাবে, প্রকৃতিকে পূজা করে, জড়বাদে বিশ্বাসী হয়, মানব রচিত বিধান ও আইনকে কল্যাণকর ভাবে। তাই কুরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা দেয়–

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয় শিরক বড় যুলম।" (সূরা লোকমান-৩১ : ১৩)

৪ সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন

মানব কল্যাণের আরো একটি বড় দিক তাকওয়া অবলম্বন। কুরআন মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বনের নীতিমালা পেশ করেছে। তাকওয়া অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ও তাঁকে ভয় করে জীবন-যাপন করা।

৫. রিসালাতের অনুসরণ

তাওহীদের ন্যায় রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস ও রিসালাতের অনুসরণ করাও কুরআনের মূল শিক্ষা। আল-কুরআনের বহু স্থানে রিসালাতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে দাওয়াত, উপদেশ ও পরামর্শদান এবং হিদায়াত রিসালাতের সাথেই

সম্পর্কিত। বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় ও যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবী-রাসূল মানুষকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ শিক্ষা দিয়েছেন।

৬. আসমানি কিতাবের অনুসরণ

পৃথিবীতে মানুষ কীভাবে জীবন পরিচালনা করবে তার দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আসমানি কিতাবে। যুগে যুগে আল্লাহ পথহারা মানুষকে সত্য পথে আনার জন্য নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের উপর নাযিল করেছেন কিতাব। সর্বশেষ আসমানি কিতাব হল আল-কুরআন। সকলের উচিত আল-কুরআনে বর্ণিত মানব কল্যাণকর নীতিমালা অনুসরণ করা।

৭. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন

আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন করা। এ সংক্রান্ত কুরআনের সারকথা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ জগৎ ও জীবন ক্ষণস্থায়ী। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে মানুষকে পরপারের অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে হবে। এক দিন এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনা আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। মানব জীবনের প্রতিটি কর্মের ফল ভোগ করার জন্য আখিরাতের জীবনে বিচার হবে। কিয়ামত, হাশর, নশর, মিযান, পুলসিরাত আখিরাত জীবনের বিভিন্ন ঘাঁটি। কর্মের বিচারে যারা পুণ্যবান বলে বিবেচিত হবে তারা পাবে অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। আর যারা পাপী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টময় আবাসস্থল জাহান্নাম। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি কর্মের জন্য সচেতন হয় এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করে।

৮. মৌলিক ইবাদাত পালন

আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে রয়েছে মৌলিক ইবাদত পালন করা। কুরআন মানব জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য আহ্বান জানায়।

৯. আমলে সালিহ বা সৎকর্ম করা

মানব জীবনের উন্নতির আরো একটি সোপান হচ্ছে আমলে সালিহ' বা সৎকর্ম। উত্তম ও সৎ কার্যাবলি নিজে পালন করলে এবং অপরকে সৎভাবে চলতে অনুপ্রাণিত করলে জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। ঈমানের পরই সৎকর্ম মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সূরা আল-আসরে বর্ণিত হয়েছে– "কালের শপথ! সমগ্র মানব জাতিই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করে, হক পথে থাকে ও ধৈর্য ধারণ করে তারা ব্যতিত।" (সূরা আসর-)

১০. সৎপথে ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা

মানব জীবনকে উন্নত ও সাফল্যমণ্ডিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সৎপথে পূর্ণ ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা। সৎপথে, ন্যায়ের পথে, ইসলামের পথে চলতে গেলে বহু বাধা-বিঘ্ন আসবে, আর সেসব অবস্থায় ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকলে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১১. মন-মানসের পবিত্রতা

মানব জীবনে উন্নতি লাভ করতে হলে মানুষের মন, মানস পূত-পবিত্র রাখতে হবে। নির্মল মন নিয়ে আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবাত্মার প্রকৃত প্রশান্তি।

১২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

বিশ্বমানবতার কল্যাণে নীতিমালার মধ্যে আল-কুরআন অতীব গুরুত্ব দিয়েছে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধের উপর। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে তাকিদ করা হয়েছে, তারা যেন মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ ও অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখে।

১৩. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

মানব কল্যাণে আল-কুরআনের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে রয়েছে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। বিচারের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কারো পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা কোন অসংগত কারণে কারো বিরুদ্ধে রায় দেওয়া কুরআনের ন্যায়নীতির পরিপন্থী। আল-কুরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

১৪. কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো

বিশ্বমানবতার কল্যাণময় জীবন গঠনের নীতিমালার মৌলিক আরো একটি অপরিহার্য দিক হল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। সমাজে ইসলামি ভাবধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা একটি বড় ইবাদত। আল-কুরআনের শিক্ষা হল– ইসলামের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন, সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অশান্তি নির্মূল করার জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা।

১৫. অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কুরআনের নীতিমালার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যদিও কোন অর্থনীতির পুস্তক নয় তবুও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নীতিমালা এতে এমনভাবে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, যার আলোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

১৬. ফৌজদারি বিধান

কুরআনের নীতিমালার অন্যতম বিধান হচ্ছে কিসাস ও দিয়াত। আল-কুরআনের মতে মানব জীবনের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যার দ্বার রুদ্ধ করা। লুটতরাজ, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ রটানো এগুলো অপরাধ। এসব অপরাধের জন্য রয়েছে নির্ধারিত দণ্ড বা শাস্তি।

১৭. মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা

আল-কুরআনের নীতিমালার অন্যতম দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা। সব মানুষই জন্মগতভাবে এক, তাদের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত। তারা সকলেই এক আদম (আ)-এর সন্তান। তারা পরস্পর ভাই ভাই।

১৮. মানবতার সেবায় কুরআনের নির্দেশনা

মানবজাতির স্বার্থ ও অধিকারকে রক্ষার জন্য একমাত্র কুরআনই স্থায়ী সমাধান দিয়েছে। হত দরিদ্র, বিপদগ্রস্ত, ইয়াতিম, বিধবা, রোগ-শোকে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।

১৯ আধ্যাত্মিক জীবনের দিগদর্শন

মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির নির্ভুল ও সঠিক দিক নির্দেশনার নীতিমালা কুরআনই উপস্থাপন করেছে। এক মহান আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে আধ্যাত্মিক জীবনের গতিধারা। আল-কুরআনই আধ্যাত্মিক জীবনের পূত-পবিত্রতার কথা, তাকওয়া আবলম্বনের কথা, ইখলাস ও নিষ্ঠার কথা, পরম স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার মিলনের কথা ও পদ্ধতি শিখিয়েছে।

 **সারসংক্ষেপ**

বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে, যা মানবের আত্মিক, মানসিক, জ্ঞান জগৎ এবং কর্মক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে। কুরআনের উপস্থাপিত এ সকল নীতিমালা কোনটি জাগতিক কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কিত, কোনটি মানব চরিত্র বিষয়ক এবং কোনটি আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগির সাথে সম্পর্কিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	‘বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কুরআনের শিক্ষা’ শিরোনামে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। তাওহীদ অর্থ কী ?

(ক) একত্ববাদ (খ) দ্বিত্ববাদ

(গ) ত্রিত্ববাদ (ঘ) বহু খোদাবাদ

২. তাকওয়া মানে কী ?

(ক)সরকার ভীতি (খ) পিতা-মাতার ভীতি

(গ)আল্লাহ ভীতি (ঘ) পুলিশের ভীতি

৩. শিরকের কুফল কী ?

(ক) সবচেয়ে বড় জুলুম (খ) সবচেয়ে ছোট পাপ

(গ)সাধারণ পাপ (ঘ)মাঝারি ধরনের গুনাহ

৪. কুরআনের দৃষ্টিতে মানব মর্যাদার মাপকাঠি কী ?

(ক) সবাই বাংলাদেশী (খ) সবাই সৌদি আরবের

(গ) সবাই দানকারী (ঘ) সবাই একই আদমের সন্তান

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আবিদ হাসান ও শওকত দুই বন্ধু। আবিদ হাসান কথায় কথায় মিথ্যা বলেন। মানুষকে ঠকানোর প্রবণতা তার মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। অপর দিকে শওকত জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। তিনি নিয়মিত কুরআন পড়ে। ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-নীতি সততার সাথে পালন করার চেষ্টা করে। সমাজের লোকদের উন্নয়ন কল্পে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে সংকল্প করে। একদিন আবিদ হাসান তার বন্ধু শওকতকে বলল, তুমি কোথা থেকে এই প্রেরণা লাভ করেছ ? শওকত উত্তর দিল, তুমিও কুরআন পড়। মানব কল্যাণের জন্য সব প্রেরণা সেখান থেকে লাভ করতে পারবে।

ক. আল্লাহর অস্তিত্ব কী ? ১

খ. ‘নিশ্চয় শিরক বড় জুলুম’-আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসীর জীবন কেমন হবে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে শওকতের মন্তব্য আপনার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

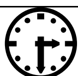
উত্তরমালা: ১।ক ২।গ ৩।ক ৪।ঘ

সূরা আল-বাকারার পরিচয় ও আলোচ্য বিষয়

ইউনিট ২

ভূমিকা

আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। এ সূরাটি মহানবী (স)-এর হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬ এবং এতে ৪০টি রুকু রয়েছে। সূরা আল-বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদম আ. ও হাওয়ার আ. সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল করার কথা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদিদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহ এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে মাসজিদুল হারাম নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরায়।

 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	এ ইউনিটের পাঠগুলো অধ্যয়নে সময় লাগবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৭দিন।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১: সূরা আল বাকারা-এর নামকরণ

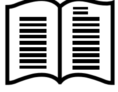


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কুরআনের সূরার নামকরণের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারার নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারা নাযিলের সময়কাল বলতে পারবেন।

 মুখ্য শব্দ (Key Words)	সূরা, বনী ইসরাঈল, গো-বৎস, অলৌকিক, কুরবানি, ইয়াহুদী।



১.১. কুরআনের সূরার নামকরণের ভিত্তি

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর তা নাযিল হয়েছে। কুরআনের সূরার নামকরণ এবং নাযিলের কারণ হিসেবে বিশেষ কোন উপলক্ষ থাকলেও তা সেই বিশেষ উপলক্ষ বা কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর তাৎপর্য ব্যাপক।

মানব রচিত সাহিত্যকর্মের নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে, কিন্তু কুরআনের সূরার নামকরণ করা হয় এক সূরাকে অন্য সূরা থেকে পার্থক্য করার জন্য। এটা একটি বিশেষ প্রতীকী নাম। কেননা কুরআনের প্রত্যেকটি সূরায়ই এত বেশি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিষয়বস্তু কিংবা অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতে কোন সূরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এজন্যই আল্লাহর নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রতিটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

১.২ সূরা আল-বাকারা নামকরণ

আল-বাকারাহ (البقرة) শব্দের অর্থ গরু বা গাভী। এ সূরার অষ্টম রুকুর ৬৭ নম্বর আয়াত হতে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়াতে বাকারা শব্দটির উল্লেখ থাকার কারণে গোটা সূরার নামকরণ করা হয়েছে- 'আল-বাকারা।

অন্য বর্ণনায় আছে, এ সূরার মধ্যে বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার তীব্র প্রতিবাদ এবং হযরত মূসা (আ) কর্তৃক গরু কুরবানি প্রথা প্রবর্তনের প্রসঙ্গ রয়েছে। তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা আল-বাকারাহ'।

গো-বৎস পূজার ঘটনা

হযরত মূসা (আ) তাওরাত কিতাব প্রাপ্তির জন্য ৪০ দিন তূর পাহাড়ে অবস্থানকালে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় সামেরীর প্ররোচনায় গো-বৎস পূজার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়। হযরত মূসার বড় ভাই হযরত হারুন (আ)-এর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা গান-বাজনায় মেতে ওঠে। মিসরীয় পৌত্তলিকদের মত আল্লাহর পরিবর্তে একটি গরুর বাছুরকে নিজেদের প্রভু ও উপাস্য হিসেবে পূজা করতে থাকে।



তুর পাহাড়

গাভী কুরবানির প্রসঙ্গ

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য তার ভাতিজা তাকে হত্যা করে শত্রু গোত্রের কাছে লাশ ফেলে রাখে। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর পরিচয় বের করার জন্য লোকেরা হযরত মূসা (আ) কে চাপ দিতে থাকে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বনী ইসরাঈল জাতির গরুর বাছুর পূজার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি গরু কুরবানির আদেশ দেন। কিন্তু কুচক্রী ইয়াহুদিরা এ আদেশের প্রতি কটাক্ষ করে গরু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলে। অবশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে গরু কুরবানি করতে বাধ্য হয়। বিপুল অর্থের বিনিময়ে হযরত মূসা (আ) বর্ণিত রঙের গরু ক্রয় করে এবং তা জবাই করে। জবাইকৃত গরুর অংশ বিশেষ দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর কথামত মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত করায় অলৌকিকভাবে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে ঘাতকের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুবরণ করে। এই গরু জবাইয়ের ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

নামকরণের তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। মহান আল্লাহ ব্যতীত তার মাথা আর কারো কাছে নত হবে না। নত হবে না কোন জীব-জন্তু বা সৃষ্ট জীবের কাছে। আল্লাহ ছাড়া কোন কল্পিত বস্তুর পূজা মানুষের জন্য সমীচীন নয়। এ সূরায় গরু পূজা ও কুরবানির সেই ঘটনার প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে। তাই এ সূরার এ রকম নামকরণ সার্থক হয়েছে। অবশ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে এ সূরাকে অন্য আরো বহু নামে অভিহিত করা যেত। কুরআনের সূরাগুলোর নাম যেহেতু শিরোনাম নয়, কাজেই নামের মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নয়।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে। এজন্য এ সূরাকে মাদানি সূরা বলা হয়। এ সূরা কুরআনের দীর্ঘতম সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

এ সূরার ফযিলত

হাদিসের কিতাবসমূহে এ সূরার ফযিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান নামক হাদিস গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী (র) হযরত সালামা (রা)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সূরা আল-বাকারা পড়বে জান্নাতে তাঁর মাথায় তাজ পরানো হবে।" ইবনে হিব্বান হযরত সাহল ইবনে সাদের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি উচ্চতা আছে। আল-কুরআনের উচ্চতা হল সূরাতুলবাকারা। যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করবে, তিন দিন তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম আহমাদ (র) হযরত বুরায়দার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে হাদিসে উল্লেখ আছে যে, "তোমরা সূরা আল-বাকারা শিক্ষা করো। কেননা এটি শিক্ষা করা বরকত, আর শিক্ষা না করা আফসোসের কারণ।"



সারসংক্ষেপ

সূরা আল-বাকারা কুরআনের বৃহত্তম সূরা। এটা মদিনায় হিজরতের পর নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের অনেক বিধি-বিধান-ঘটনা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় বর্ণিত শিক্ষা-গ্রহণ করে আমরা আমাদের জীবন সাজাতে পারি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাস বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুরআন মাজিদের সর্ব বৃহৎ সূরা কোনটি ?

(ক) সূরা আল-বাকারা　(খ) সূরা ইয়াসীন
(গ) সূরা আস-নিসা　(ঘ) সূরা আলে ইমরান

২। বাকারা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ছাগল　(খ) বলদ
(গ) গাভী　(ঘ) ভেড়া

৩। কোন সূরায় গরু কুরবানির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ?

(ক) সূরা ইয়াসীনে　(খ) সূরা আল-বাকারায়
(গ) সূরা আত্-তীনে　(ঘ) সূরা আন-নিসায়

৪। সূরা আল-বাকারার ফযিলত হলো -

i. সূরা আল-বাকারা পাঠকারীদের মাথায় জান্নাতে তাজ পরানো হবে
ii. সূরা আল-বাকারা পাঠকারীদের ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না
iii. সূরা আল-বাকারা পাঠ না করা আফসোসের কারণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i　(খ) i ও iii　(গ) ii ও iii　(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রাকিব সাহেব একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি খুব ভোরে অফিসে যান এবং রাতে বাসায় ফিরেন। কুরআন পড়ার প্রতি তাঁর বেশ আগ্রহ রয়েছে। তিনি জানতে পারেন যে, সূরা আল-বাকারার অনেক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু কর্মব্যস্ততা থাকার কারণে তার পক্ষে প্রতিদিন সূরাটি পড়া সম্ভব হয় না। তবে উপকার লাভের আশায় যথাযসম্ভব বেশী পড়ার চেষ্টা করেন।

৫। রাকিব সাহেবের পক্ষে পুরো সূরাটি এক সাথে পাঠ করার পেছনে কোন বৈশিষ্ঠ্যটি লক্ষণীয় ?

(ক) এটি সর্ববৃহৎ সূরা　(খ) এতে সিজদার আয়াত আছে
(গ) এটি একটি ছন্দবদ্ধ সূরা　(গ) এটি পড়তে কষ্ঠ হয়

৬। সূরাটি পাঠের মাধ্যমে রাকিব সাহেব জানতে পারবে ইসলামের-

i. সুদ সম্পর্কে ii. বালা মসিবত থেকে নিরাপত্তা লাভ iii. শান্তিময় জীবন-জাপন বিষয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii　(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii　(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

যে কোন বস্তুর পরিচয় লাভের জন্য তার একটি নাম বা পরিচয় থাকতে হয়। যথার্থ নামকরণের মধ্য দিয়েই সমস্ত বিষয়ের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরার আলাদা একটি ছোট্ট ও অর্থপূর্ণ নাম রয়েছে। নাম শোনার সাথে সাথে অভিজ্ঞ আলিমগণ সংশ্লিষ্ট সূরার সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারেন। তাই নামকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. বাকারা শব্দের অর্থ কী ? ১
খ. সূরা আল-বাকারা নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সূরা আল-বাকারা পাঠের ফযিলত কী ? ৩
ঘ. গো-বৎস পূজার ঘটনাটি সূরা আল-বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-২: সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি

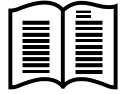


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- শানে নুযুল কাকে বলে, বলতে পারবেন
- সূরা আল-বাকারা নাযিলের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারা নাযিলের সময়কাল নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শানে নুযুল, বাকারা, নাযিল, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, প্রেক্ষাপট, মুনাফিক, বিশ্ব মানবতা।



শানে নুযুল কী?

২.১. কুরআন মাজীদ অন্যান্য আসমানি কিতাবের মত একত্রে নাযিল হয়নি। জীবন সমস্যা ও ঘটনার আলোকে অল্প-অল্প করে সমাধানমূলক বক্তব্যসহ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে সাবাবে নুযুল বা শানে নুযুল বলা হয়। তাফসীরকারকদের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতগুলো নাযিলের কারণ ও প্রেক্ষাপটকে শানে নুযুল বলা হয়। যেমন- হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"নিশ্চয় আমরা আপনাকে মহান বিজয় দান করেছি।" (সূরা আল-ফাতহ ৪৮ :১)

এভাবে যে আয়াত বা সূরা যে কারণে নাযিল হয়েছে সেটি সে আয়াত বা সূরার শানে নুযুল।

শানে নুযূলের গুরুত্ব

আল-কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপটের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন শানে নুযুল যদি সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তাহলে তা হাদিসে মারফু-এর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আয়াতটি শানে নুযূলের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। শানে নুযুল জানা থাকলে আয়াতের সঠিক মর্ম, বিধান ও হুকুম ভালভাবে বোঝা যায়। মুফাসসিরগণ বলেন, কুরআনের মর্ম বোঝার জন্য শানে নুযুল হলো একটি উত্তম উপায়। আইন-বিধান প্রণয়নের জন্য শানে নুযূলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২.২. সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি

এ সূরা নাযিলের ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে-

মহানবী (স) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার ফলে ইসলাম প্রচার ব্যাপক হতে থাকে। তখন কুরাইশদের সাথে সাথে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান এবং মুনাফিকরা ইসলামের গতিরোধ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা ইসলামের প্রতি অমূলক নানারকম অপবাদ প্রচার করতে থাকে। এমনকি তারা পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে নানারূপ সন্দেহমূলক উক্তি করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সেই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে সূরা আল-বাকারা নাযিল করেন। এ সূরায় ইসলাম বিদ্বেষীদের সমস্ত অপবাদের জবাব দেওয়া হয়। কুরআন যে একান্ত আল্লাহ্ তা'আলারই সত্য বাণী, ইসলাম যে বিশ্বমানবতার একমাত্র দিশারী তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। (তাফসীরে হাক্কানী)

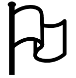
তাফসীরে নুরুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- এ সূরার শানে নুযুল হল এই যে, মালিক ইবন সাইফ নামক এক ইয়াহুদি কুরআনের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালাতো যে-এটা সেই পবিত্র গ্রন্থ নয়, যার নাযিল হওয়ার সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে দেওয়া হয়েছিল। তখন পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করার জন্য এ সূরা নাযিল করা হয়। এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়- এটা সেই কিতাব,যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।



সারসংক্ষেপ

আল-কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সূরা হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। তবে এ সূরার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে। কারো মতে, এটা মদীনায় নাযিল হওয়া প্রথম সূরা। এ সূরার আয়াতগুলো সব ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি এবং এ সূরাটি সম্পূর্ণ না হতেই অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ নাযিল হতে শুরু করে। এ সূরাগুলোর সকল আয়াত একত্রে এবং ধারাবাহিকভাবেও নাযিল হয়নি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'সূরা আল-বাকারা নাযিলের কারণ' নিরূপণ করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুরআন কীভাবে নাযিল হয়েছে ?

(ক) অল্প অল্প করে (খ) একসাথে
(গ) একদিনে (ঘ) একমাসে

২. শানে নুযুল অর্থ কী ?

(ক) নাযিলের সময়কাল (খ) নাযিলের কারণ
(গ) নাযিলের পূর্বকাল (ঘ) নাযিলের পরের কাল

৩. কুরআন মজীদের দীর্ঘ সূরা কোনটি ?

(ক) সূরা ইয়াসীন (খ) সূরা মুহাম্মদ
(গ) সূরা আন-নিসা (ঘ) সূরা আল-বাকারা

৪। সূরা আল-বাকারা মাদানি জীবনের কোন সময় নাযিল হয় ?

(ক) হিজরতের পূর্বে (খ) রাসূল (স)-এর জন্মের পূর্বে
(গ) হিজরতের পরে (ঘ) রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পরে

সৃজনশীল প্রশ্ন :

উদ্দীপক,

আকমল ও মুনির সাহেবের মধ্যে সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আকমল সাহেব বললেন, কুরআন শরীফের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। সূরা আল-বাকারার শুরুতেই আল্লাহ সে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন। মুনির সাহেব বললেন, ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক করা সবচেয়ে বড় পাপ। তাই গো-বৎসের পূজা কিংবা অন্য কোন মূর্তির পূজা করা ইসলাম সমর্থন করে না। সূরা আল-বাকারায় এ বিষয়টিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না।

ক. দুটি আসমানি গ্রন্থের নাম লিখুন । ১

খ. শানে নুযুল কাকে বলা হয় ? ২

গ. কারা গো-বৎসের পুঁজা করেছিল ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুনির সাহেবেব বক্তব্যের আলোকে সূরা আল-বাকারা নাযিলের পটভূমি বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠ-৩: সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়

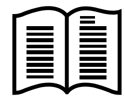


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কাফির, নাস্তিক, মুনাফিকী, মুজিযা,কা'বা ঘর, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ইলা, খোলা,রিজয়াত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতিম।



সূরা আল-বাকারার আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা জীবনের সূচনাতে এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরায় ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১. সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

সূরা আল-বাকারায় অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় সেসব আলোচ্য বিষয়কেই সংযুক্ত করেছে। আলোচনার দু'টি প্রধান ধারা। একটি হল- মদীনায় অবস্থিত ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিক শ্রেণির ইসলামের বিরোধিতার জবাব ও তাদের অসারতা প্রমাণ করা। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে- পৃথিবীতে তাওহীদের একমাত্র ধারক-বাহক জাতি হিসেবে মুসলমানদের গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দেওয়া। এ দুটো ধারাই সূরা আল-বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

২. কুরআনের নির্ভুলতা

এ সূরার প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে- “এ কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই”। পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে- এটা কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়।

৩. মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য

সূরার শুরুতে মু'মিন-মুত্তাকিদের গুণ-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মু'মিনগণ কীভাবে আল্লাহর আদেশ মান্য করে এবং তাদের জীবন-ই যে সাফল্যময়-তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪. কাফির-নাস্তিকদের ব্যর্থতা

নাস্তিক-কাফিরদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা সত্য-সুন্দরকে সব সময় প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে বলে দেওয়া হয়েছে কাফিরদের অন্তর সত্য গ্রহণের উপযুক্ত নয়। এদের জীবন চরমভাবে ব্যর্থ।

৫. মুনাফিকদের পরিণতি

মুনাফিকরা সুবিধা আদায়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু এ চক্রটি ইসলাম ও মুসলমানের ভীষণ ক্ষতি করে। তাদের ঘৃণ্য আচরণ, তাদের জীবনের পরিণতির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে- পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে মানুষকে।

৮. আদম (আ) সৃষ্টির কাহিনী

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি কাহিনী, পৃথিবীতে প্রেরণ ও দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

৯. ইয়াহুদি জাতির মুখোশ উন্মোচন

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাদের অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে যে, কীভাবে তারা পৃথিবীর নেতৃত্বে এসেছিল এবং দুষ্কর্মের কারণে কীভাবে তারা নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে অভিশপ্ত হয়।

১০. ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরোধ

হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে আহলে কিতাবের লোকেরা নিজেদের ধর্মের বিরোধিতা করেছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিশ্রুত আখেরী নবী হিসেবে অস্বীকার করে তাদের স্বার্থহানির ভয়ে তারা যেসব কথা বলেছে, সে কথাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

১১. কুরআনের মুজিযা

আল-কুরআন মহানবী (স)-এর চিরন্তন মুজিযা। এটা মানব রচিত নয় বরং মহান আল্লাহ প্রেরিত। এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ আকারে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. হযরত ইবরাহীম (আ) ও কাবা ঘর প্রসঙ্গ

এ সূরায় মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরহীম (আ)–এর প্রসঙ্গ এবং ইসমাইল-ইসহাক ও কাবা ঘর নির্মাণ-একে পবিত্রকরণ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে বিশ্ব মুসলিমের কিবলা নির্ধারণ এবং একে কেন্দ্র করে ইবাদাতানুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে মুসলিম উম্মাহকে পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩. ইসলামি শরীআতের প্রবর্তন

ইসলামি শরীআতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, খাদ্য-পানীয়, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, কিসাস, অসীয়ত, জিহাদ, বিবাহ, তালাক, মুহরানা, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ-ইয়াতিম, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আর এসব শরীআতের বিধান সমাজে প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৪. তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা

এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূলগণের পরস্পর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম-নমরুদ বিরোধ তুলে ধরে তাওহীদের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে।

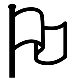
১৫. সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

মানব জীবনের সফলতা নির্ভর করছে আল্লাহর মর্জির উপর। কাফির-নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সফল ও বিজয়ী হওয়ার জন্য এবং জীবনের সফলতার জন্য সবর্তোভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

 **সারসংক্ষেপ**

সূরা আল-আল-বাকারায় ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, তেজারত, জিহাদ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি কাহিনী, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, ফেরেশতা কর্তৃক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁদের তাওবা কবুল হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য এবং ইয়াহুদিদের প্রতি আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহদান ও তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফ নির্বাচনের ঘটনাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম কল্যাণ, সাফল্য অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একটি হৃদয়গ্রাহী দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন এ সূরার মাধ্যমে।

 **অ্যাকটিভিটি (**নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	সূরা আল-বাকারার বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত চার্ট তৈরি করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. সূরা আল-বাকারার প্রথমেই কী বলা হয়েছে ?

(ক) এতে কোন সন্দেহ নেই (খ) এতে নামাযের কথা বলা হয়েছে

(গ) এতে কালেমার কথা বলা হয়েছে (ঘ) এতে হজ্জের কথা বলা হয়েছে

২. আহলে কিতাব কারা ?

(ক) হিন্দু সম্প্রদায় (খ) ইহাহুদি খ্রিস্টান সম্প্রদায়

(গ) বৌদ্ধ সম্প্রদায় (ঘ) বাহাই সম্প্রদায়

৩। চূড়ান্ত সফলতার জন্য কী করতে বলা হয়েছে ?

(ক) নামায আদায় করা (খ) হজ্জ আদায় করা

(গ) আল্লাহর কাছে দু'আ করা (ঘ) যাকাত আদায় করা

৪। সূরা আল-বাকারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের ধারা কয়টি ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৫। সূরা আল-বাকারার আলোচ্চ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-

i. কুরআনের নির্ভূলতার প্রমাণ ii. মুমিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ঠ্য iii. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আনিস ও আম্মার সহপাঠী ছিলেন। আনিস দেশেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু আম্মার উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে অন্য দেশে চলে যায় এবং সেখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। সে দেশে দীর্ঘদিন থাকার কারণে আম্মার সে দেশের ধর্মীয় আচার পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মধ্যে নামায আদায় করলেও অপসংস্কৃতির প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধান পালনে সে আন্তরিক নন।

ক. সূরা আল-বাকারা কী ? ১
খ. কারা গো-বৎসের পূজার সূচনা করেছিল ? ২
গ. সূরা আল-বাকারার মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আম্মারের অবস্থা সূরা আল-বাকারার আলোকে মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ-৪: সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মু'মিন ও মুত্তাকির পরিচয়

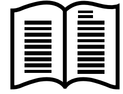


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মুত্তাকি কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য কি কি, তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মু'মিন, মুত্তাকি, গায়েব, আকীদা, রিয্ক, সালাত, ইহজগত, পরজগত।



মু'মিন-মুত্তাকির পরিচয়

মু'মিন মানে বিশ্বাসী। আর মুত্তাকি অর্থ হল পরহেযগার ও আল্লাহভীরু, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবীরা গুণাহ, অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করে, তারাই মুত্তাকি। প্রকৃত মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হল-

৪.১ তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী

মু'মিন-মুত্তাকির প্রথম গুণটি হল তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে। ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয়-সংস্কৃতি এবং আদর্শের মৌলিক বিষয় এটাই। এ বিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

"যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ২)

অদৃশ্যের বিষয়াবলির মধ্যে আছে- মহান প্রভু আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, ওহী, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি। অদৃশ্যে বিশ্বাস মু'মিন-মুত্তাকি হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুবাদীরা এ অদৃশ্যে বিশ্বাস না করে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

৪.২ তারা সালাত কায়েম করে

সালাত প্রতিষ্ঠা করা মু'মিন-মুত্তাকির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন- وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ "তারা সালাত কায়েম করে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ২)

সালাতের মধ্য দিয়ে তারা এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু গায়েবে বিশ্বাস করে চুপচাপ বসে থেকে 'জপ' করলেই মুত্তাকি হওয়া যায় না। আনুগত্যের বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে সালাতের মাধ্যমে। দিবা-রাত্র পাঁচবার ফরয সালাত ও সিজদার মাধ্যমে তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৪.৩ তারা আল্লাহর দেওয়া রিযক থেকে ব্যয় করে

মু'মিন-মুত্তাকির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ "তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ২)

যা কিছু ধন সম্পদ আছে তা মহান আল্লাহর দান। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ বিশ্বাস অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে। কাজেই মু'মিন-মুত্তাকি অর্থের পূজারী হয় না। তার ধন-সম্পদে আল্লাহ ও অন্যান্য মানুষের যে অধিকার আছে সে তা থেকে ব্যয় করে।

৪.৪ তারা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে

মু'মিন-মুত্তাকিদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

"এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনে।" (সূরা বাকার-২ : ৩)

মানব জাতির পথ নির্দেশনার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে সব আসমানি কিতাব যুগেযুগে নাযিল করেছেন- মু'মিন-মুত্তাকিগণ তা স্বীকার করে।

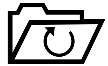
৪.৫ তারা আখিরাত জীবনে সুদৃঢ় বিশ্বাসী

মু'মিন-মুত্তাকির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

"এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকার-২ : ৩)

এ বিশ্বাস কর্মকে কর্মফলের সাথে এবং সূচনাকে পরিণতির সাথে যুক্ত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে এ চেতনা দান করে যে, পৃথিবীতে তার সৃষ্টি, তার কর্মকাণ্ড, তৎপরতা, বিশ্বাস, জীবনাচার কিছুই বৃথা যাবে না। সে নিরর্থক সৃষ্টি নয়। তাকে তার কর্মের জন্যে মহাবিচারকের নিকট হাযির হতে হবে। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি পেতে হবে। এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মু'মিন-মুত্তাকির জীবনই সাফল্যময় হবে ইহজগতে ও পরজগতে।

 **সারসংক্ষেপ**

মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে বিশ্ব মানবতার পথনির্দেশনা হিসেবে নাযিল করেছেন। সূরা আল-বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে- 'এটা একটা হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার গ্রন্থ'। আর এ গ্রন্থ যদিও মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের জন্যই হিদায়াত গ্রন্থ, তবুও যারা হিদায়াত পাবার জন্য নিজেরা অগ্রসর হবে না, তাদেরকে এ গ্রন্থ হিদায়াত করতে পারবে না। কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের উপযুক্ত করা, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সূরার প্রথমেই তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এর থেকে হেদায়াতের উপযুক্ত মু'মিন-মুত্তাকির ও কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা হয়েছে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মু'মিন-মুত্তাকির বৈশিষ্ট্যেগুলোর শিরোনাম কয়টি বলুন ও লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মুত্তাকি অর্থ কী ?

i.আল্লাহভীরু ii.পরহেযগার iii.আল্লাহর প্রিয় বান্দা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২. মুত্তাকির দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে –

(ক) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (খ) কালেমা পাঠ করা
(গ) হজ্জ করা (ঘ) যাকাত দেওয়া

৩. মুত্তাকির তৃতীয় গুণটি হচ্ছে –

(ক) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (খ) কালেমা পাঠ করা
(গ) আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে ব্যায় করা (ঘ) যাকাত দেওয়া

৪। গাইবুন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (খ) অদৃশ্যে বিশ্বাস করা
(গ) হজ্জ করা (ঘ) যাকাত দেওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

নিলুফার এলাকার কয়েকটি বাড়িতে গৃহকর্মির কাজ করেন। তিনি ঐ সকল বাড়ীতে রান্নার কাজ করেন এবং কাপড় ধোয়ার কাজ করেন। একদা তিনি কাপড় কাঁচতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে দশ হাজার টাকা দেখতে পান। তিনি তা আত্মসাৎ না করে আমানতদারিতার সহিত মালিকের নিকট ফেরৎ দিলেন।

৫। উদীপকে নিলুফার কোন পরিচয়টি ফুটে উঠেছে ?

(ক) মুত্তাকি (খ) দানশীল (গ) ফকিহ (ঘ) আলিম

৬। এর ফলে নিলুফার আল্লাহর কাছে -

i.মুত্তাকি বলে বিবেচিত হবে ii. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবে
iii.পরকালে নাজাত লাভ করবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও i

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আবদুছ্ ছাত্তার ও আবদুল কাদের গ্রামের দু'জন কৃষক। তাদের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আব্দুছ ছাত্তার অন্যের জমিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করেন। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সে পচা মাল বিক্রয় না করে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে আবদুল কাদেরও নিজ জমিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করে। কিন্তু সে পঁচা মালে ফরমালিন মিলিয়ে পরের দিন বিক্রয় করার জন্য রেখে দে।

ক. তাকওয়া কী ? ১
খ. নামাযের শিক্ষা বর্ণনা করুন । ২
গ. আবদুছ্ ছাত্তার ও আবদুল কাদের এর চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করুন। ৩
ঘ. মুত্তাকির আখিরাত জীবনের সফলতা সূরা আল-বাকারার আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৫: সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত কাফিরদের পরিচয়

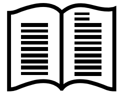


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কাফির শব্দের সংজ্ঞা বলতে পারবেন,
- কাফিরের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন,
- নাস্তিক-কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কুফ্ফার, কাফির, ফেরেশতা, নাস্তিক, আসমানি কিতাব, আখিরাত-বেহেশত-দোযখ, হিদায়াত, জীবনবোধ, জীবনাচার।



কাফিরের পরিচয়

কাফির 'কুফর' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ-অস্বীকার করা, গোপন করা। শরীআতের পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, আসমানি কিতাব, আখিরাত-বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহে বিশ্বাস করে না, তাকে কাফির বলা হয় । বাংলা ভাষায় এর প্রতি শব্দ নাস্তিক।

সূরা আল-বাকারায় প্রথমে মু'মিন-মুত্তাকিদের বিশ্বাস, জীবনাচার তুলে ধরা হয়েছে। তারপর সর্বকালের ও সকল দেশের কাফিরদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

৫.১ কাফিরের বৈশিষ্ট্য

সূরা আল-বাকারায় কাফিরদের স্বরূপ উদঘাটন করে বলা হয়-"নিশ্চয় যারা কুফরি করে তুমি তাদেরকে সাবধান কর বা না কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ। তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।" এ থেকে কাফিরদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তা হল, এরা সব সময়ে বাঁকা পথে চলে। হিদায়াত গ্রহণ, ভীতি প্রদর্শন বা সত্য সুন্দরের আহ্বানে তারা কখনোই সাড়া দেয় না। এজন্যে এদেরকে বোঝানো বা ভয় দেখানো সবই বৃথা। কেননা তাদের মন-মগজের জানালাগুলো রুদ্ধ।

৫.২ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে

কাফিরদের উর্ধ্ব জগতের সাথে যোগাযোগ ও যোগসূত্র নেই। কাফির যেহেতু আল্লাহ ও অদৃশ্য সৃষ্টিলোকে বিশ্বাস রাখে না, তাই তাদের সাথে আল্লাহ ও অদৃশ্যলোকের বিশ্বাস গড়ে উঠে না। সে আল্লাহ ও অদৃশ্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন ।

৫.৩ তাদের সত্য-মিথ্যা বোঝার অনুভূতি নেই

কাফির-নাস্তিকদের মন সত্যকে বোঝা ও মেনে নেওয়ার উপযুক্ত নয়। এজন্য তারা কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা, তা অনুধাবন করতে পারে না। তাদের মনে সত্যের অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

৫.৪ তাদের সত্য-শ্রবণের শক্তি নেই

কাফিরদের শ্রবণ শক্তিকে হরণ করা হয়েছে। এজন্য তাদের কর্ণকুহরে হেদায়াতের কোন ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি ঢোকে না।

৫.৫ তারা সত্য গ্রহণে অক্ষম

তাদের চোখের উপর রয়েছে অসত্যের ঢাকনা। এ কারণে চোখে হেদায়াতের কোন আলো তারা দেখতে পায় না। কাজেই তাদের সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি করার শক্তি-সামর্থ্য রহিত হয়ে গেছে।

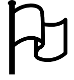
৫.৬ এরা মোহান্ধ

ইসলাম ধর্মকে অস্বীকারকারীরা এক ধরনের ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তারা অহংকার ও গোয়ার্তুমির স্পর্ধা দেখায়, যার কারণে তারা কোন যুক্তি মানতে চায় না। অজ্ঞতা কিংবা একগুঁয়ে স্বভাবের কারণে সব সময় তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। অন্যকে হেদায়াতের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সমাজ-সভ্যতাকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যেতে দেয় না। তাদের স্বার্থবাদী নীতি কায়েম রাখার জন্যে তারা খুবই স্বার্থান্ধ হয়।

 **সারসংক্ষেপ**

কুফরি-নাস্তিকতা একটি জঘন্যতম অপরাধ। এটা আল্লাহ-দ্রোহিতা। আল্লাহর আনুগত্য করতে এরা নিজেরা প্রস্তুত নয়। অন্যদেরকেও এরা আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। কাফিরদের বেশিষ্ট্য এটাই। এ স্বভাবের কারণেই তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কাফির কারা, তাদের চরিত্র ও পরিণাম সম্পর্কে পাঠচক্র করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কাফির শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অস্বীকার করা (খ) স্বীকার করা
(গ) দান করা (ঘ)মুছাফাহ করা

২. নাস্তিককে আরবিতে কী বলা হয় ?

(ক) মুনকার (খ) মুনাফিক
(গ) কাফির (ঘ) মুশরিক

৩. কারা সত্য গ্রহণে অসম ?

(ক) কাফির (খ) মুনাফিক
(গ) জালিম (ঘ) মুশরিক

৪। কাফিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

i.সাবধান করা সত্ত্বেও ঈমান আনবে না ii. তারা বাঁকা পথে চলে
iii.তাদের মন-মগজ রুদ্ধ

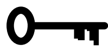
নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুস্তাফিজ ও মনোয়ার বাল্য বন্ধু। তারা দু'জনই অনেক সম্পদের মালিক । মুস্তাফিজ দান-খয়রাতে অভ্যস্ত হলেও মনোয়ার এ ব্যাপারে উদাসীন। তবে মনোয়ার অনেক আজে-বাজে ক্ষেত্রে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কুণ্ঠাবোধ করে কেবল কুরআনের শিক্ষার ব্যাপারে।

ক. কাফির কী ? ১
খ. কাফিরের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২
গ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন ? ৩
ঘ. "মু'মিন-মুত্তাকিদের জীবনবোধ ও জীবনাচার কাফিরদের বিপরীত-"
উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-৬: সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত মুনাফিকদের পরিচয়

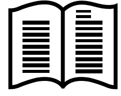


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মুনাফিকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মুনাফিকের লক্ষণগুলো জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুনাফিক, নিফাক, ধোঁকাবাজ, অন্তর্ঘাত, মুশরিক, বহুত্ববাদ, দো-দেলবান্দা।



মুনাফিকের পরিচয়

মুনাফিকি মানে কপট বিশ্বাসী। নিফাক বা মুনাফিকি অত্যন্ত জঘন্য পাপ। সমাজ, দল, রাষ্ট্র তথা সমষ্টিগত জীবনে নিফাকের দুষ্ট ব্যাধি সর্বদা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে তৎপর থাকে। তাই ইসলামে একে অমার্জনীয় পাপ বলা হয়েছে।

মুনাফিক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য মুসলিম সেজে গোপনে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতির চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ‘মুনাফিক' প্রতি যুগেই কিছু না কিছু ছিল। মহানবীর (স) সময়ে মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে মুনাফিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এখানে কুরআনে কারীমের সূরা আল-বাকারার দ্বিতীয় রুকুতে নির্দেশিত মুনাফিকদের জীবনাচারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

৬.১ এরা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়

মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। বরং অন্তরে তারা ইসলামের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে থাকে। সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে-

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

‘তারা ঈমানদার নয়'। (সূরা আল-বাকারা ২ : ৮)

৬.৩ মুনাফিকরা ধোঁকাবাজ

মুনাফিকরা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু‘মিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল নিজেদেরকেই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার জালে আবদ্ধ করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, অথচ তারা এ সহজ কথাটি বুঝতে পারে না।

৬.৩ মুনাফিকরাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

মুনাফিকরা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা সাধু-তপস্বী সেজে বলতে থাকে:

إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

“আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী” (সূরা আল-বাকারা ২ : ১১)

প্রকৃতপক্ষে এরাই যাবতীয় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

৬.৪ মুনাফিকের হৃদয়ে কপটতার রোগ

মুনাফিকদের হৃদয়ে রয়েছে কপটতা ও প্রবঞ্চনার রোগ। কখন কাকে ক্ষতি করবে, কখন কার বিরুদ্ধে লাগবে, কখন সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করবে- এ হীন চারিত্রিক রোগ নিয়ে তারা সর্বদা ঘুরে বেড়ায়।

৬.৫ মুনাফিক দ্বিমুখী

মুনাফিকরা যখন ঈমানদারদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, তারা ঈমান এনেছে। আবার যখন তাদের দুষ্ট দলপতির সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তারা তাদের সঙ্গেই রয়েছে। এরা দ্বিমুখী চরিত্রের। কোথাও তাদের স্বস্তি নেই।

৬.৬ মুনাফিক নির্বোধ

মুনাফিকদেরকে খাঁটিভাবে ঈমান আনতে বলা হলে তারা মুখের উপর বলে দেয়, তারা কি নির্বোধদের ন্যায় অন্ধভাবে ঈমান আনবে? মহান আল্লাহ বলেন- "প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বোধ ও অজ্ঞ। কিন্তু এতটুকু বাস্তবতা তারা বুঝতে পারে না।"

৬.৭ মুনাফিক পথহারা, অন্ধ ও বধির

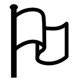
মুনাফিকরা পথহারা, তাদের অন্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বধির, মূক ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবী (স) মুনাফিকদের কিছু লক্ষণ তুলে ধরে বলেন মুনাফিকরা-
(ক) কথায় কথায় মিথ্যা বলে;
(খ) প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে;
(গ) আমানতের খিয়ানত করে এবং
(ঘ) ঝগড়া বিবাদে অশ্লীল গালমন্দ করে।

এসব লক্ষণ ও চরিত্র যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারাই মুনাফিক। এদের হীন ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হতে সর্বদা সতর্ক থাকতে কুরআন ও হাদিসে সাবধান করা হয়েছে।

 **সারসংক্ষেপ**

মহানবী (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক যুগে মাক্কী জীবনে মূলত মানুষ দু'টো দলে বিভক্ত ছিল। প্রথমটি মহানবী (স) অনুগত একত্ববাদী মুসলিম আর অপর দলটি ছিল বহুত্ববাদী, কাফির ও মুশরিক। কিন্তু মহানবীর (স) মদীনায় হিজরাতের পর সুবিধাবাদী একটি তৃতীয় দলের সৃষ্টি হয়। এরা হৃদয়ে কুফরি ও শিরক গোপন রেখে কেবল সুবিধাভোগের লক্ষে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের দাবি করত। মহানবীর (স) প্রতি কপট আনুগত্য দেখাত। এ অন্তর্ঘাতমূলক দলটি মুনাফিক নামে পরিচিত।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সব সমাজে কপট শ্রেণির লোক দেখা যায়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এ শ্রেণির মুখোশ উন্মোচন করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মুনাফিকী হলো-
(ক) প্রবঞ্চনার রোগ (খ) অসুস্থতার রোগ
(গ) শারীরিক রোগ (ঘ) মানসিক রোগ

২. কারা মুনাফিক হিসেবে পরিচিত ?
(ক) যারা প্রকাশ্য পাপ কাজে লিপ্ত থাকে (খ) যারা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত থাকে
(গ) যারা মীমাংসার কাজে লিপ্ত থাকে (ঘ) যারা কুফরি কাজে লিপ্ত থাকে

৩. আল-কুরআনে বলা হয়েছে- ‘তারা ঈমানদার নয়’ এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে

(ক) কাফিরদের কথা (খ) জালিমদের কথা

(গ) মুনাফিকদের কথা (ঘ) মুশরিকদের কথা

৪। মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

i.কথায় কথায় মিথ্যা বলে ii.প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে iii.আমানতের খিয়ানত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুস্তাফিজ ও মুক্তাদির দুই বন্ধু। মুস্তাফিজ ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু মুক্তাদির ইসলামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। এমনকি মুক্তাদির সুদ, ঘুষ, হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করেন না। মুস্তাফিজ তার বন্ধু মুক্তাদিরকে এসব ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার আহবান জানালে সেও নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করে।

ক. বনী ইসরাঈল কারা ? ১

খ. মুনাফিকের আচরণ কীরূপ ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. ‘আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী’ -এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুক্তাদিরের কর্মকান্ড ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।খ ৩।গ ৪।ঘ

পাঠ-৭: প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস

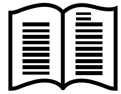


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- পৃথিবীতে মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- আদম (আ)-এর সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আদম, খলিফা, খিলাফত, বংশবিস্তার, জান্নাত, আরাফাত, ফেরেশতা, ইবলিস, প্রথম মানব, প্রথম মানবী, হাওয়া (আ)



আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী। তাঁরই পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আ)-কে তাঁর সঙ্গী হিসেবে। আর স্ত্রী থেকেই পৃথিবীতে মানব জাতির বংশ বিস্তার শুরু হয়। মানব জাতির ইতিহাসে হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিধিরূপে মানব জাতি সৃষ্টির সিদ্ধান্ত ফেরেশতদের নিকট জানাতে গিয়ে বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।” (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩০)

যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব জাতিকে প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টির সিদ্ধান্ত জানালেন তখন ফেরেশতাগণ ইতোপূর্বকার পৃথিবীতে বসবাসকারী জিন জাতিকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা-কলহ এবং অধঃপতন সম্পর্কিত পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মানব জাতিও পৃথিবীতে এসে পরস্পর কলহ-বিবাদ ও রক্তপাত ঘটাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে আরয করলেন :

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরাই তো আপনার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩০)

তাঁদের ধারণা ছিল মহান আল্লাহর গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্য তাঁরাই যথেষ্ট। সুতরাং মানব সৃষ্টির দরকার নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এ বক্তেব্যের জবাবে বলেন-

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি জানি, তোমরা যা জান না।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩০)

আল্লাহ তা'আলা তখনই ফেরেশতাদেরকে মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য ও সার্থকতা সম্পর্কে কিছু না জানিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক পৃথিবীর সকল অঞ্চল হতে প্রত্যেক প্রকার মাটি সংগ্রহ করান। তারপর জান্নাতের ঝরণার পানি মিশ্রিত মাটি দিয়ে তাঁর মনোনীত খিলাফতের জন্য যোগ্যতম আকৃতিতে আদমের (আ) দেহের কাঠামো তৈরি করলেন। এরপর তাতে রূহ সঞ্চারিত করলে হযরত আদম (আ) প্রাণময় হয়ে উঠেন।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে খিলাফতের জন্য যোগ্যরূপে গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় বস্তুর নাম, তথ্য ও তত্ত্ব শেখালেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত বস্তু হযরত আদম (আ) ও ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করেন। ফেরেশতাদেরকে সেগুলোর নাম বলতে আদেশ করেন। ফেরেশতাগণ সেগুলোর নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করে নিবেদন করলেন,

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

"আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই।" (সূরা আল-বাকারা ২ : ৩২)

অতঃপর মহান আল্লাহ আদম (আ)-কে সেগুলোর নাম ও তথ্যাদি বলতে বললে তিনি সব বস্তুর নাম বলে দিলেন। এতে প্রমাণ হয়ে গেল জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হযরত আদম (আ)-ই উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ।

মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাঁকে সম্মানসূচক সিজদা করতে আদেশ দিলেন। ইবলিস ব্যতীত সকল ফেরেশতা আল্লাহর আদেশ পালন করলেন। আগুনের তৈরি ইবলিস অহঙ্কার-বশত মাটির তৈরি আদম (আ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করল। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-এর প্রশান্তি দানের জন্য তাঁর বাম পাঁজর হতে উপাদান নিয়ে তাঁর জুড়ি হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে জান্নাতে অবস্থানের এবং তার ফলফলাদি ইচ্ছানুযায়ী ভক্ষণ করার কথা বললেন। আর একটি বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, কখনো এর কাছে যেও না।

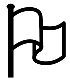
জান্নাতের মধ্যে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। ইবলিসের এটা সহ্য হলো না। ইবলিস বন্ধুবেশে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াতে চেষ্টা করে। শেষে ইবলিস সফল হয়। তাঁরা উভয়ে ফল খেয়ে ফেলেন। এ ভুলের কারণে তাঁরা আল্লাহর বিরাগভাজন হলেন। উভয়ের দেহ হতে জান্নাতি পোশাক খসে পড়ে যায়। ও সঙ্কুচিত অবস্থায় তারা গাছের পাতা দ্বারা অঙ্গ ঢেকে লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করেন।

এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাত হতে বের করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। হযরত আদম (আ) বর্তমান শ্রীলংকা ও হাওয়া (আ) জেদ্দায় পতিত হন। হযরত আদম ও হাওয়া (আ)- কে পৃথিবীর দু'প্রান্তে প্রেরণ করা হলে তাঁরা দীর্ঘদিন কান্নাকাটি ও তাওবা করলেন। তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে একটি দু'আ শিখে নিয়েছিলেন। তাঁরা সেই দু'আ পড়তে থাকলেন এবং নিজের ভুলের জন্য কান্নাকাটি করেন। এমনিভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পর করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা মঞ্জুর করে অপরাধ মাফ করে দিলেন। এরপর আল্লাহর ইশারায় হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর মধ্যে মক্কার আরাফাত ময়দানে সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলন ঘটে। অতঃপর তারা পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

 **সারসংক্ষেপ**

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মানব জাতির ইতিহাসের শুভ সূচনা হয় একজন সভ্য মানুষের মাধ্যমে। আর তিনি নবী ছিলেন। সুতরাং তথাকথিত বিবর্তনবাদীদের মানব সৃষ্টির কাল্পনিক ইতিহাস অনুমান ভিত্তিক ও মিথ্যা। তাদের ঐ মতবাদ বর্তমানে যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনিক ইতিহাস সঠিক ও নির্ভুল বলে চিরকাল মানুষকে সত্যের সন্ধান দিয়েই যাবে।

 **অ্যাকটিভিটি (**নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ঘটনা শিরোনামে একটি সিম্পুজিয়াম করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জাতি ?

(ক) মানব জাতি (খ) জিন জাতি
(গ) ফেরেশতা কুল (ঘ) প্রাণি কুল

২. কে পৃথিবীর প্রথম মানুষ ?

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স) (খ) হযরত মুসা (আ.)
(গ) হযরত আদম (আ.) (ঘ) হযরত ঈসা (আ.)

৩. আল্লাহ বলেন 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই ' -এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে-

(ক) ফেরেশতাদের কথা (খ) জিনদের কথা
(গ) মানব জাতির কথা (ঘ) প্রাণিদের কথা

৪। আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে -

i. আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব
ii. আল্লাহর গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা
iii.মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। ইবলিস কিসের তৈরি ?

(ক) আগুনের (খ) মাটির

(গ) পাথরের (ঘ) কাঠের

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আনোয়ার ও নাজিম একই পাড়ার বাসিন্দা। তারা গ্রামের স্কুলে লেখা-পড়া করে। আনোয়ার ও নাজিমের পরিবার একবার কক্সবাজার বেড়াতে যায়। আনোয়ার সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও বিস্তীর্ণ আকাশ দেখে বলল, 'এসব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।' পক্ষান্তরে নাজিম বলল, এসব প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

ক. কাফির কে ? ১

খ. কাফিরের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। ২

গ. মানুষকে কেন আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় ? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক

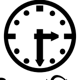
সূরা আল-বাকারাঃ অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

[১ম রুকু হতে ৪র্থ রুকু : আয়াত ১ থেকে ৩৯ আয়াত]

ইউনিট ৩

ভূমিকা

কুরআন মাজীদ মানবজাতির হিদায়াতের উৎস ও মুক্তির সনদ। শিক্ষার্থীগণ যাতে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারেন সে জন্য এ ইউনিটের অবতারণা। এ ইউনিটে সূরা বাকারার ১ থেকে ৩৯ নং আয়াত এবং এর প্রতিটি শব্দের অর্থ, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, শিক্ষা সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীগণ এগুলো নিজে নিজে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারবেন এবং কুরআনের বাকি অংশ পড়তে ও বুঝতে আগ্রহী হবেন।

 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	এ ইউনিটে পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে ২০ দিন।

এ ইউনিটে আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুর আলোকে ভাগ করে মোট ২০টি পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১ : আয়াত নং ১ ও ২ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-২ : আয়াত নং ৩, ৪ ও ৫ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৩ : আয়াত নং ৬ ও ৭-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৪ : আয়াত নং ৮, ৯ ও ১০-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৫ : আয়াত নং ১১ ও ১২ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৬ : আয়াত নং ১৩ ও ১৪-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৭ : আয়াত নং ১৫ ও ১৬-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৮ : আয়াত নং ১৭ ও ১৮-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-৯ : আয়াত নং ১৯ ও ২০ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১০ : আয়াত নং ২১-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১১ : আয়াত নং ২২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১২ : আয়াত নং ২৩-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৩ : আয়াত নং ২৪ ও ২৫-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৪ : আয়াত নং ২৬-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৫ : আয়াত নং ২৭-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৬ : আয়াত নং ২৮ ও ২৯ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৭ : আয়াত নং ৩০ ও ৩১ -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৮ : আয়াত নং ৩২, ৩৩ ও ৩৪-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ-১৯ : আয়াত নং ৩৫, ৩৬, ৩৭, -এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
পাঠ- ২০ : আয়াত নং ৩৮ ও ৩৯ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

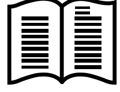
পাঠ-১: আয়াত নং ১ ও ২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সূরা বাকারার ১ও ২ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১ ও ২ নং আয়াতের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন;
- আলিফ-লাম-মীম দ্বারা কি বুঝায়, তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- 'যালিকাল কিতাব'- দ্বারা কোন কিতাব বোঝানো হয়েছে তা বলতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	আলিফ-লাম-মীম, কিতাব, হিদায়াত, মুত্তাকি, সীরাতুল মুস্তাকীম, তাফসীরকার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

(১) الم

(২) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অনুবাদ

১. আলিফ লাম মীম।

২. এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই; এটা আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক।

শব্দার্থ

الٓمٓ আলিফ-লাম-মিম। ذٰلِكَ-ঐ। الكتب-গ্রন্থ। لا-না। ريب-সন্দেহ। فى-মধ্যে। ه-এর। هدى-পথ প্রদর্শক। ل-জন্য। المتقين-আল্লাহভীরুগণ।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলিফ-লাম-মীম (الم)

আলিফ-লাম-মীম, আরবী বর্ণমালার তিনটি হরফ। কুরআন মাজীদে আরও ২৯টি সূরার শুরুতে এরূপ এক বা একাধিক হরফের উল্লেখ আছে। একে হরফে মুকাত্তায়াত' বা 'বিচ্ছিন্ন হরফ' বলে। কুরআনের অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেন- এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। এ জন্য তাঁরা এর ব্যাখ্যা করেন না। তবে আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করে থাকেন। আল্লাম যামাখশারী (র) বলেন, এটা কুরআনের অন্যতম নাম।

যা-লিকাল কিতাবু (ذٰلِكَ الْكِتٰبُ)

যালিকা (ذلك) দূর জ্ঞাপক বা দূর নির্দেশক সর্বনাম। এর অর্থ হচ্ছে ঐ,, তা, এট। কিন্তু আরবি ভাষায় 'যালিকা' কখনও ইহা, এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাফসীরকাগণের মতে যালিকা দ্বারা সেই কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স)-এর সাথে ইতঃপূর্বে করেছেন।

কিতাব দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, সূরা ফাতিহাতে যে 'সীরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল সহজ পথের প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কুরআন সে প্রার্থনারই জবাব। এর অর্থ হচ্ছে– "আমি

তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হিদায়াতের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা তোমাদের জন্য পথের দিশারী।”

(هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ) হুদাল্ লিল্-মুত্তাকীন

هُدًى অর্থ হিদায়াত, পথপ্রদর্শন। কুরআন মানব জাতির জন্যই পথপ্রদর্শক।

متقين : অর্থ- কষ্টদায়ক বস্তু হতে সাবধানতা অবলম্বন করা।

تقوى শব্দের আভিধানিক অর্থ-ভয়ের জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করা। ইসলামি পরিভাষায় পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করার নাম তাকওয়া (রাগিব)। একবার হযরত উমর (রা) উবাই ইবনে কা‘ব (রা)- কে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আপনি কি কখনো কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? হযরত উমর বললেন, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তখন কী করেছিলেন? তিনি বললেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে সে পথ অতিক্রম করেছিলাম। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বললেন, এটাই তাকওয়া (কুরতুবী)। অর্থাৎ সতর্ক ও সাবধানতার সাথে পথ চলা।

এই কুরআন, আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য পথ নির্দেশনা। এ কথার মর্ম হচ্ছে– কুরআন মাজীদ হিদায়াত ও সত্যের পথ-নির্দেশ। তবে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কয়েকটি গুণ বর্তমান থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিকে পরহেযগার বা মুত্তাকী হতে হবে। মন্দ, অন্যায় ও পাপ হতে বিরত থাকতে হবে। কল্যাণকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সত্যের সন্ধানী হতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য কাজ করতে হবে। তা হলে কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়া যাবে।



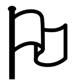
সারসংক্ষেপ

শরীআতের পরিভাষায় পথভ্রষ্ট করার বিষয়সমূহ থেকে আত্মাকে দূরে রাখার নাম ‘তাকওয়া'। আর এ বৈশিষ্ট্য যে লোকের মধ্যে পাওয়া যায় তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

শিক্ষা

১. হুরুফ আল-মুকাত্তা‘আত (বিচ্ছিন্ন) অক্ষরগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আল্লাহই অবগত আছেন।
২. কুরআন মাজীদে কোন সন্দেহ নেই। এটি আল্লাহর কিতাব।
৩. আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত (পথনির্দেশ।)

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আয়াত দুটি অনুবাদ সহ মুখস্থ করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আলিফ-লাম-মীম হলো -
(ক) একটি শব্দ (খ) তিনটি শব্দ
(গ) একটি বাক্য (ঘ) তিনটি হরফ

২. কুরআন মাজীদের কয়টি সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন হরফ রয়েছে ?
(ক) ১৯ টি সূরাতে (খ) ২৯ টি সূরাতে
(গ) ৩৯ টি সূরাতে (ঘ) ৪৯ টি সূরাতে

২. সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহকে বলা হয়-

(ক) হরুফে মুকাত্তা'আত
(খ) হরুফে মুতাশাবিহাত
(গ) স্বরবর্ণ
(ঘ) ব্যঞ্জনবর্ণ

৩. হুদা শব্দের অর্থ -

(ক)পথ না দেখানো
(খ) পথ প্রদর্শক
(গ) পথ ঘুরিয়ে দেখানো
(ঘ) সঠিক পথ না বলা

৪. আল-কুরআনে কী নেই-

(ক) সন্দেহ নেই
(খ) মানুষের কথা নেই
(গ) মুত্তাকীর কথা নেই
(ঘ) মুনাফেকীর কথা নেই

৫. 'যালিকাল কিতাব' অর্থ হলো-

(ক) ঐ কিতাব
(খ) এ কিতাব
(গ) তার কিতাব
(ঘ) আমার কিতাব

৬. মুত্তাকী শব্দের অর্থ ?

(ক) প্রবঞ্চক
(খ) মিথ্যাবাদী
(গ) আল্লাহভীরু
(ঘ) গিবতকারী

৭. কুরআন মাজীদ কাদের জন্য পথপ্রদর্শক ?

(ক) মুনাফিকদের জন্য
(খ) মুত্তাকীদের জন্য
(গ) মিথ্যাবাদীদের জন্য
(ঘ) গিবতকারীদের জন্য

৮। আলিফ, লাম, মিম বর্ণগুলো পরিচিত -

i.হরুফে মুকাত্তাআত হিসেবে
ii. বিচ্ছিন্ন বর্ণ হিসেবে
iii.স্পষ্ট বর্ণ হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও i

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জহীর সাহেব প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। কুরআনের সুমধুর তিলাওয়াত শুনে তার ১০ বছরের ছোট ছেলে তার পাশে এসে বসে। ছেলে নিজ থেকেই বাবার নিকট সুর দিয়ে কুরআন শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে বাবা প্রতিদিন পরিবারের অন্যান্যদের সাথে নিয়ে কুরআন শিখাতে আরম্ভ করেন। বাবা পরিবারের সদস্যদের আরও বলেন, কেবল কুরআন তিলাওয়াত শিখলেই হবে না বরং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনও গড়ে তুলতে হবে।

ক. আলিফ-লাম-মীম কী ? ১
খ. 'যালিকাল কিতাব' আয়াতাংশ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ? ২
গ. কুরআনকে কেন 'হুদাল লিল-মুত্তাকীন' বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের গুণাবলি মুত্তাকীর গুণাবলী বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। খ ৮। খ

পাঠ-২: আয়াত নং ৩, ৪, ৫ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

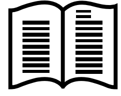


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বলতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ৪ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ৫ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমান, গায়েব, সালাত, রিয্ক, কিতাব, ইয়াকীন, মুফলিহুন।



(৩) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(৪) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(৫) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৩. যারা অদৃশ্যে ইমান আনে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে,

৪. এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ইমান আনে ও আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

শব্দার্থ :

الذين-যারা। **يؤمنون**-বিশ্বাস করে। **ب**-প্রতি। **الغيب**-অদৃশ্য। **و**-এবং। **يقيمون**-প্রতিষ্ঠিত করে। **صلوة**-সালাত, নামায। **و**-এবং। **مما**-যা হতে। **رزقنا**-আমরা রিযিক দিয়েছি। **هم**-তাদেরকে। **ينفقون**-তারা ব্যয় করে। **و**-এবং। **الذين**-যারা। **يؤمنون**-বিশ্বাস করে। **ب**-প্রতি। **ما**-যা। **انزل**-নাযিল করা হয়েছে। **الى**-প্রতি। **ك**-তোমার। **و**-এবং। **ما**-যা। **انزل**-নাযিল করা হয়েছে। **من**-হতে। **قبل**-পূর্বে। **ك**-তোমার। **و**-এবং। **ب**-প্রতি। **الاخرة** -পরকাল। **هم** -তার। **يوقنون**-দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। **اولئك**-তারা। **على**-ওপর। **هدى**-সৎপথ। **من**-হতে। **رب**-প্রতিপালক। **هم**-তাদের। **و**-এবং। **اولئك**-তারা। **هم**-তারা। **المفلحون**-সফলকাম।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :

৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তারাই মুত্তাকী যারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি (আল্লাহ) যে ধন-সম্পদ তাদের দান করেছি, তা থেকে সৎ পথে ব্যয় করে। অদৃশ্য বা গায়েব বলতে সাধারণত মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধিতে যে সমস্ত বিষয় বোধগম্য হয় না, সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। অদৃশ্য

বিষয়াবলির মধ্যে আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী, লাওহ্, কলম, কিয়ামত, পুলসিরাত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ সকল গায়েবের ওপর বিশ্বাস করা ও ইমান আনা মুত্তাকীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

ঈমানের পর সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ইমান এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী ইবাদাত হল এই সালাত। হাদিস শরিফে আছে, 'সালাত হল দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করল সে যেন দীনকে কায়েম করল, আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন দীন ধ্বংস করে ফেলল।' অতএব সালাত কায়েমের মাধ্যমে কুরআন থেকে যারা হিদায়াত চায় তারা পায়। আর যারা চায় না তারা পায় না।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করা হল মুত্তাকীদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। এ আয়াত দ্বারা যাকাত দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হলেও এখানে শুধু যাকাতের কথাই বলা হয়নি বরং ধন-সম্পদসহ মানব জাতিকে আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তার সবই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। মুত্তাকী হিসেবে আল্লাহর নিকট পরিগণিত হতে হলে আমাদেরকেও এ সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে মুত্তাকীদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল লোক মুত্তাকী যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর নাযিলকৃত আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী তথা আসমানি কিতাব বলে স্বীকার করে। মহানবী (স)-এর পূর্বে অন্যান্য নবীদের ওপর প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ যথা- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদিকেও আসমানি কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করে। অতএব যারা আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে কিন্তু তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে না তারা মুমিন নয়। তবে একথা সত্য যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানি গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও হুকুম-আহকামের অধিকাংশই বিলুপ্ত ও বিকৃত করা হয়েছে।

মুত্তাকীদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, আখিরাতের ওপর ইমান আনা। আখিরাতের ওপর ইমান আনার অর্থ হল নির্ধারিত কতকগুলো বিষয়ের ওপর দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করা। দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে কিয়ামত বলে। কিয়ামতের পর দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন জাতিকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হবে। যারা দুনিয়াতে সৎকর্ম করেছে তাদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত এবং যারা মন্দ ও অন্যায় কাজ করেছে তাদের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

সূরা বাকারার ৩ ও ৪ নং আয়াতে আল-কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণকারী মুত্তাকীদের পরিচয় ও গুণাবলি তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন, যারা মুত্তাকীর গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে, তারা তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রদর্শিত পথে রয়েছে। সত্যিকার অর্থে তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে।

 **সারসংক্ষেপ**

এখানে মুত্তাকীগণের ছয়টি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলে দিয়েছেন। মুত্তাকী হল তারা যারা-
(১) অদৃশ্যে বিশ্বাসী, (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করে, (৩) আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, (৪) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনকে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বাস করে, (৫) পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবীর প্রতি যে সকল আসমানি গ্রন্থ নাযিল হয়েছে, সে সকলকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং (৬) আখিরাত বা পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তারাই আল্লাহ প্রদর্শিত সহজ-সরল-সঠিক পথে রয়েছে। তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। মূলত এ আয়াতের মূল শিক্ষা হচ্ছে কুরআন থেকে পথনির্দেশনা বা হিদায়াত পাবার জন্য আমাদেরকে কুরআনে বর্ণিত উক্ত মুত্তাকী হওয়ার গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'মুত্তাকীর ছয়টি গুণ' কী কী ? তার একটি পর্যালোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। গায়েব শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রকাশ্য (খ) অদৃশ্য
(গ) অস্পষ্ট (ঘ) সন্দেহ

২. ‘মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য’ হলো -

i. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে
ii. যারা নামায কায়েম করে
iii. যারা দান করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. মুত্তাকীর কয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ?

(ক) ছয়টি (খ) দশটি
(গ) বিশটি (ঘ) পাঁচটি

৪. ‘মুত্তাকীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

(ক) অদৃশ্যে বিশ্বাস করা (খ) নামায কায়েম করা
(গ) আল্লাহর পথে ব্যয় করা (ঘ) আখিরাতে বিশ্বাস করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক

আহসান ও কামরুল দুই বন্ধু। তাদের মধ্যে মুমিন ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আহসান তার বন্ধুর উদ্দেশে বলল, অমুসলিমের মধ্যেও অনেক ভালো গুণাবলি রয়েছে। তারা কী মুমিন নয় ? কামরুল বলেন, মুমিন হতে হলে অত্যাশ্যকীয় কিছু গুণাবলি থাকতে হবে। সেই গুণাবলি সূরা বাকারার শুরুর দিকে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করো, তাহলে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বুঝতে পারবে।

ক.গায়েব কী ? ১
খ. মুত্তাকীর অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি কি কি ? উল্লেখ করুন। ২
গ. ‘যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে’ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. মানুষের মধ্যে কারা সফল হবে- কুরআনের আলোকে পর্যালোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

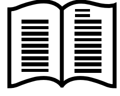
পাঠ-৩: আয়াত নং ৬ ও ৭-এর অনুবাদ ও শিক্ষা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৬ নং আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরা বাকারার ৭ নং আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	কাফির, অন্তর, কান, মোহর, কুফরি, খোদাদ্রহি, মহাশাস্তি।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(৭) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ইমান আনবে না।

৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয়, তাদের ও কান মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহের ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে ।

শব্দার্থ

ان-নিশ্চয়। الذين-যারা। كفروا-তারা কুফরী করেছে। سواء-সমান। على-ওপর। هم -তাদের। أ-কি? انذرت-তুমি সতর্ক কর। هم-তাদেরকে। ام-অথবা। لم-না। تنذر-সতর্ক কর। هم-তাদেরকে। لا-না। يؤمنون-তারা বিশ্বাস করবে। ختم-মোহর মেরে দিয়েছে। الله-আল্লাহ। على-ওপর। قلوب-অন্তরসমূহ। هم-তাদের। و-এবং। على-ওপর। سمع-শ্রবণশক্তি। هم-তাদের। و-এবং। على-ওপর। ابصار-চক্ষুসমূহ। هم-তাদের। غشاوة-পর্দা, আবরণ। و-এবং। ل-জন্য। هم-তাদের। عذاب-শাস্তি। عظيم-মহা, মস্তবড়।

৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতটিতে মহান আল্লাহ সেই সকল কাফিরের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরির কারণে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। তাদেরকে যত সুন্দরভাবে আর যত যুক্তি সহকারেই জাহান্নামের ভয়াবহ পরিণাম থেকে সতর্ক ও সাবধান করা হোক না কেন, তারা কখনই ইসলামের পতাকাতলে আসবে না। আর মহান আল্লাহর প্রতি ইমান এনে ইসলামের আহ্বানেও সাড়া দেবে না।

"নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে"- কথা দ্বারা আবু জাহ্ল, আবু লাহাব ও তাদের ন্যায় মক্কার কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কুফরের অর্থ হচ্ছে- অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অধর্ম, অসত্য। অনাচার-অকৃতজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত হয়ে যায় বলেই তাকে কুফর বলে। ইসলামের পরিভাষায়– যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, আসমানি গ্রন্থ, বেহেশত, দোযখ, পরকাল, নবী, ফেরেশতা প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধচারণ করে তাকে কাফির বলে।

৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে সেই সব কাফিরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে- যাদেরকে মহানবী (স) হাজারো বোঝানোর পরেও ইমান আনেনি। ঈমানের দিকে আসার এতটুকু প্রয়োজনও অনুভব করেনি। এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তাদের দৃষ্টির বিচারশক্তির ওপর পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। তাওবা না করলে আরোও পাপ করতে থাকে। এভাবে পরপর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে ছেয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়।

অর্থাৎ মন্দ কাজ ও অহংকার তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করে। এ মচিরাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ বলা হয়েছে।

আর এটা তো গেল তাদের জাগতিক শাস্তি। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, যে শাস্তির কোন শেষ নেই।

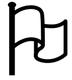
 **সারসংক্ষেপ**

যেসব লোক স্বেচ্ছায় কুফরির পথ বেছে নিয়েছে তারা অহংকারী, আত্ম-অহমিকায় বিভোর হয়ে সত্যকে জেনে শুনেও কুফরির পথ বেছে নিয়েছে। তারা এ অন্ধকারাচ্ছন্ন কুফরির ওপরই অনড় আছে।

তাই তারা ইসলামের সত্য-সুন্দর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

কাজেই যারা জেনে শুনে ও বুঝে কুফরি অবলম্বন করেন তাদেরকে সুপথে আনা সম্ভব নয়।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতটি অনুবাদসহ মুখস্ত করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুফর শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রকাশ করা (খ) আচ্ছাদিত করা
(গ) বিশ্বাস করা (ঘ) সন্দেহ করা

২. 'নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে' তারা হলো -

i. আবু জাহ্‌ল ii. আবু লাহাব iii. আবু বকর (রা.)

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. 'গিসাওয়াতুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আলো (খ) অন্ধকার
(গ) পর্দা (ঘ) ফর্সা

৪. কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

(ক) তাদেরকে সৎ পথে আনা যাাবে না
(খ) তাদেরকে সৎ পথে আনা যাাবে
(গ) চেষ্টা করলে তাদেরকে সৎ পথে আনা যাাবে
(ঘ) তারা স্বেচ্ছায় কুফরির পথ অবলম্বন করেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

শামিম ও জাহিদ দুই বন্ধু। তারা দু'জনই সৃজনশীল মানুষ। তারা দু'জনই শিল্প-সাহিত্য চর্চা করতে ভালোবাসেন। তারা উভয়ে লেখা-লেখি করে থাকেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো শামিমের লেখা-লেখিতে ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের ছাপ থাকলেও জাহিদের লেখায় ধর্মের সমালোচনায় ভরপুর থাকে। বিশেষ করে তিনি হজ্জ, পরকাল, কুরবানী ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে আপত্তি করে থাকেন।

ক. কুফর কী ? ১

খ. 'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে' - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে শামিমের লেখা-লেখির মাধ্যমে কী ফুটে উঠেছে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে শামিমের চরিত্রটি সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নং আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ লেখা-পড়া করে যতই জ্ঞানী হোক না কেন, কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই মানব রচিত যে কোন গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ আল-কুরআনে কোন ভুল নেই। তাই আল্লাহর বিধানও চিরস্থায়ী। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই।

ক. আল্লাহ কাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন ? ১

খ. কী কারণে কুরআনকে সর্বশেষ আসমানি কিতাব বলা হয় ? ৩

গ. **خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أَبصَارِهِمْ غشاوة** এর ব্যাখ্যা করুন। ২

ঘ. কাফিরদেরক বিশ্বাস কীরূপ- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠ -৪: আয়াত নং ৮, ৯ ও ১০-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

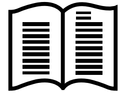


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৮ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা লিখতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারনে।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ধোঁকা, রোগ ব্যাধি, মিথ্যাচার, কষ্টদায়ক শাস্তি।



আয়াত নং-

(৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

(৯) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .

(১০) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

অনুবাদ

৮. আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে- যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান এনেছি; কিন্তু তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

১০. তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

শব্দার্থ

৮. و-এবং। من -হতে। الناس-মানবমণ্ডলী, মানবজাতি। من-যারা। يقول-বলে। امنا-ইমান আনলাম, বিশ্বাস করেছি। ب-প্রতি। الله-আল্লাহর। و-এবং। اليوم-দিবস। الاخر-শেষ। ما-নয়। مؤمنين-বিশ্বাসী।

৯. يخدعون-তারা প্রতারণা করে বা ধোঁকা দেয়। الله-আল্লাহ। و-এবং। الذين-যারা। امنو-তারা ইমান এনেছে। و-এবং। ما-না। يخدعون-প্রতারণা করে বা ধোঁকা দেয়। الا-ব্যতীত। انفس-আত্মাসমূহ। هم-তাদের। و-এবং। ما-না। يشعرون-তারা বুঝে।

১০. فى-মধ্যে। قلوب-অন্তরসমূহ। هم-তাদের। مرض-ব্যাধি। ف-অতঃপর। زاد-বৃদ্ধি করে দিয়েছে। هم-তাদের। مرض-রোগ। و-এবং। ل-জন্য। هم-তাদের। عذاب-শাস্তি। اليم-যন্ত্রণাদায়ক। بما-কারণ। كانوا-তারা হল। يكذبون-মিথ্যাবাদী।

৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এক শ্রেণির মানুষ এমন আছে, যারা প্রকাশ্যভাবে নিজদেরকে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। মহান আল্লাহ মুসলিমগণকে তাদের

হীনচক্রান্ত শত্রুতা হতে সতর্ক থাকার জন্য তাদের প্রকৃত পরিচয় ও স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে ঘোষণা করেন- তারা আদৌ মুমিন নয়।

- মুনাফিকরা মুসলিমদের ঘোর শত্রু। তারা মুখে ইসলামের কথা বলে মুসলিমদের ভণ্ড দরদী সাজে। কিন্তু অন্তরে মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করে।
- মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে তারা বলে, আমরা ইমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা কাফিরদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা মুসলিমদের সাথে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা করেছি মাত্র।
- আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর কেবল ইমান আনার কথা বললেই চলবে না, ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং শাখা-প্রশাখায়ও ইমান আনতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় মুনাফিক বা কাফির বলেই বিবেচিত হবে।

শিক্ষা

- মুখে মুখে ইমান আনলেই প্রকৃত ইমানদার হওয়া যায় না।
- ইমানদার হতে হলে ইসলামের সকল বিষয়ের প্রতি ইমান গ্রহণ করতে হবে।
- মিথ্যাচার ও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- মুনাফিকরা মুসলিম নয় বরং কাফির। এদের থেকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৯নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ এবং ইমানদার মুসলিমদের সাথে মুনাফিকদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চণামূলক আচরণ ও তার পরিণাম সম্পর্কে এ আয়াতে বলা আলোচনা করা হয়েছে-

- মুখে মুখে ইমান এনেছি- এ কথা বলে মুনাফিকরা মনে করছে যে, তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকেই নিজেরা ধোঁকার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভাবে তাদের মুনাফিকী চক্রান্ত তাদের পক্ষে বুঝি খুবই কল্যাণকর হবে। কিন্তু আসলে এ চাল ও চক্রান্ত তাদের দুনিয়ায় সাময়িক লাভবান করলেও পরকালে তারা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- মুনাফিক ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য হয়ত লোকদেরকে প্রতারিত করে রাখতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারে না।
- মুনাফিকরা আখিরাতে পীড়াদায়ক নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি ভোগ করবে।
- আসলে আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। বরং রাসূল (স) ও মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজি করার কারণেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে।

শিক্ষা

- মুনাফিক চক্রের সকল প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণার জাল ফাঁস হয়ে যাবে এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।
- পরকালে তারা ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, মুনাফিকদের অন্তরে কুফর, নিফাক, সংশয়, হিংসা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের সেই ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

- আয়াতে (مرض) 'মারাদুন' অর্থঃ রোগ-ব্যাধি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে এর দ্বারা সন্দেহ-দ্বিধা বোঝানো হয়েছে।
- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে।
- আল্লাহ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন- এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ দেখে জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে থাকে। আল্লাহ তো দিন দিন তাঁর ইসলাম ধর্মের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তারা শুধু হিংসায় জ্বলছে। তাদের সেই অন্তরজ্বালা বাড়তেই থাকে।

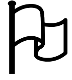
শিক্ষা

(ক) মুনাফিকী বা কপট বিশ্বাস মারাত্মক রোগ।
(খ) মুনাফিকীর ব্যাধি মানসিক দিক দিয়ে যেমন অশান্তির কারণ, শারীরিক দিক দিয়েও তেমনি ধ্বংসাত্মক।
(গ) এ ব্যাধি যার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে, সে দুনিয়া ও আখিরাতকে বিনষ্ট করেছে।
(ঘ) মিথ্যাচার তাদের জীবনাচার, তাই পীড়াদায়ক শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত।
(ঙ) কাজেই মুনাফিকী বর্জন করে খাঁটি মুসলিম হয়ে জীবন-যাপনের মধ্যেই শান্তি নিহিত।

 **সারসংক্ষেপ**

মানুষ তিন শ্রেণিভুক্ত: বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী। মানুষের মধ্যে ঐ কপট বিশ্বাসীরা খুবই ধূর্ত ও মানব সমাজের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। এদের থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, মুনাফিকদের আলামত কয়টি উল্লেখ করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'আ-মান্না' (آمَنَّا) শব্দের অর্থ কী ?
(ক) বিশ্বাস স্থাপন করেছি (খ) অদৃশ্য
(গ) অস্পষ্ট (ঘ) সন্দেহ

২। মু'মিনিন শব্দের অর্থ কী ?
(ক) তোমরা ইমান আন (খ) বিশ্বাসী
(গ) তোমরা ইমান আনবে ? (ঘ) তোমরা ইমান আনবে না।

৩।'ইউখাদিউন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) প্রতারণা করা (খ) তামাশা করা
(গ) হতাশ করা (ঘ) বেয়াদবি করা

৪। 'মারাদুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক)মুক (খ) বধির
(গ) ব্যাধি (ঘ) সুস্থ

৫। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হলো -
i.তারা কাফিরদের খুশি রাখতে চায়
ii. তারা মুমিনদেরও খুশি রাখতে চায়
iii. তারা আল্লাহকেও খুশি রাখতে চায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একবার জামিল সাহেব কাপড় কেনার জন্য নিউ মার্কেটে যান। তিনি এক দোকানীর নিকট থেকে পছন্দমত একটি কাপড় ক্রয় করেন। কিন্তু দোকানী কাপড়টি প্যাকেট করার সময় ক্রেতার পছন্দের কাপড়টি না দিয়ে তারই মত অন্য একটি কাপড় প্যাকেট করে দেন। এতে ক্রেতা খুবই ক্ষুব্ধ হন। বিষয়টি নিয়ে তিনি মসজিদের ইমামের সাথে কথা বলেন। ইমাম সাহেব শুক্রবার জুমুআর খুতবায় প্রতারকের পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন।

ক. ইমান কী ? ১

খ. ‘না তারা আদৌ ইমানদার নয়’ - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. প্রতারনা দ্বারা এখানে কী বোঝানো হয়েছে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার পরিণতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ

পাঠ-৫: আয়াত নং ১১ ও ১২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

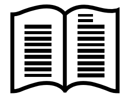


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১১ ও ১২ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফাসাদ, পৃথিবী, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, আব্দ, মুসলিহুন, মুফসিদূন।



(১১) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

(১২) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

অনুবাদ

১১. আর যখন তাদের বলা হয়, ‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না’ তখন তারা বলে, ‘আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।’

১২. সাবধান! এরাই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা তা উপলব্ধি করে না।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। قيل-বলা হয়। ل-জন্য। هم-তাদের। لا تفسدوا-ঝগড়া বা অশান্তি সৃষ্টি করো না। فى-মধ্যে। الارض-পৃথিবী। قالوا-তারা বলে। انما-নিশ্চয়, অবশ্যই। نحن-আমরা। مصلحون-শান্তি স্থাপনকারী। الا-সাবধান। ان-নিশ্চয়। هم-তারা। المفسدون-অশান্তি সৃষ্টিকারী। و-এবং। لكن-কিন্তু। لا-না। يشعرون -তারা বুঝে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে যখন সমাজে অশান্তি, সন্ত্রাস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন তখন তারা বলে, আসলে আমরাই হলাম প্রকৃত শান্তিকামী-শান্তি স্থাপনকারী। কিন্তু তারাই যে সত্যিকার অর্থে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এ চেতনাই তাদের নেই। স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত কপট লোকদের এটাই বৈশিষ্ট্য। তারা কখনো নিজেদের ভুলের প্রতি নযর দিতে সময় পায় না।

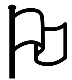
- মূলত মুনাফিকরা নিজেদের সৃষ্ট সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলাকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে।
- প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ; কিন্তু যারা কপটচারিতায় মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের কল্যাণের ছদ্মাবরণে বরং সমাজে বিপর্যয় প্রসার লাভ করে। অতএব মুনাফিকী চরিত্র বর্জন করে খাঁটি মুসলিমদের জীবন শুরু করতে হবে।



সারসংক্ষেপ

মুনাফিকরা মানবতার শত্রু, সমাজের শত্রু, জাতির শত্রু ও ইসলামের শত্রু। এরা সমাজে-দেশে- দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ঝগড়া-ফাসাদ-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিজের ফায়দা হাসিলের ধান্ধায় থাকে এ জন্য এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	‘মুনাফিকের আলামতগুলো নির্ধারণ করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ফাসাদ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা (খ) শৃঙ্খলা আনয়ন করা
(গ) শান্তি স্থাপন করা (ঘ) সন্দেহ পোষণ করা

২. কাদের দমন করা সহজ নয় ?

(ক) চোর-ডাকাতদের (খ) মুনাফিকদের
(গ) ঘুষখোরদের (ঘ) সুদখোরদের

৩.‘মুসলিহুন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক)শান্তি স্থাপনকারী (খ) অশান্তি স্থাপনকারী
(গ) নামায প্রতিষ্ঠাকারী (ঘ) রোযা পালনকারী

৪। ‘লা তুফসিদু’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শান্তি সৃষ্টি করো না (খ) সুখে থেকো না
(গ) অশান্তি সৃষ্টি করো না (ঘ) অসুস্থ থেকো না

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

সোহেল ও ফয়সাল একই গ্রামে বসবাস করেন। তারা উভয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং একে অপরের সহায়তাকারী। গ্রামে কোন কিছু নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে তারা তা মিটমাট করার পরিবর্তে তিলকে তাল বানিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করেন। সমাজে এর কথা ওর কাছে, ওর কথা এর কাছে বলে বেড়ানোই এদের। সমাজে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা আনন্দ পায়। এর কারণ জানতে চাইলে তারা উভয়ে বলে, আমরা তো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি।

ক. ফাসাদ কী ? ১

খ. 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. সোহেল ও ফয়সালের চরিত্রে কীসের পরিচয় পাওয়া যায় ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুনাফিকের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

অধ্যাপক মিজানুর রহমান একদিন ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, ভাল মানুষ তারাই ভালো মানুষের ভাব দেখান। তারা জনগণের সামনে নিজেদেরকে ভাল মানুষ হিসাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেও সমাজে তারাই সন্ত্রাসীদের মদদদাতা ও গডফাদার। সমাজকে সংশোধন করতে হলে আগে সন্ত্রাসীদের মদদদাতা ও গডফাদারদের সংশোধন হওয়া আবশ্যক । অতঃপর অধ্যাপক মিজানুর রহমান কুরআনের এই

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ-

আয়াতটি উল্লেখ করেন।

ক. মুসলিহুন শব্দের অর্থ কী ? ১

খ. কুরআনে 'মুফসিদুন' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ২

গ. মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ

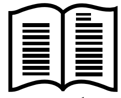
পাঠ-৬: আয়াত নং ১৩ ও ১৪ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরা বাকারার ১৪ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমান, সুফাহা, শায়াতিন, উপহাস।



(১৩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ইমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ইমান আনো। তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ইমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। قيل-বলা হয়। ل-জন্য। هم-তাদের। امنوا-ইমান আন। كما-যেরূপ। امن-ইমান এনেছে। الناس-লোকেরা। قالوا-তারা বলে। أ-কি। نؤمن-আমরা ইমান আনব। كما-যেমন। السفهاء-নির্বোধগণ। الا-সাবধান। ان-নিশ্চয়। هم-তারা। السفهاء-নির্বোধ। و-এবং। لكن-কিন্তু। لا-না। يعلمون-তারা জানে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ বলেন, যখন মুনাফিকদেরকে প্রকৃত ইমানদারগণের ন্যায় পূর্ণ সততার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইমান আনার জন্য বলা হয় ; তখন জবাবে তারা বলে, ‘আমরা কী নির্বোধ লোকদের ন্যায় ইমান আনবো। মুনাফিকদের মতে, সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুমিন হওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মুসলিমগণ শুধু সত্য ও সততার জন্যই সমগ্র দেশের শত্রুতা মাথা পেতে নিয়েছে। তাদের মতে, সত্য ও সততার বিতর্কে জড়িত না হয়ে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। মুনাফিকদের ভ্রান্ত নীতির জবাবে আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মূলত মুনাফিকরাই নির্বোধ-মূর্খ। কিন্তু অহংকার ও অজ্ঞতার কারণে তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। অন্যান্য লোক যেভাবে ইমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ইমান আনো। এখানে লোক বলতে সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। আর সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ইমানই গ্রহণযোগ্য।

এ আয়াতের বক্তব্য হতে যেসব শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে-

(ক) ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে ইমান গ্রহণ করতে হবে।
(খ) নিজের ইমান সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ করতে হবে।
(গ) পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ ও মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য ইমান গ্রহণ করা বোকামি।
(ঘ) সর্বযুগের ভ্রান্তবাদীরাই সৎপথ অবলম্বনকারীদের বিভিন্ন অপনামে আখ্যায়িত করত।
ঙ. মুনাফিকী চরিত্র বর্জন করে খাঁটি মুমিন জীবন গড়ে তুলতে হবে।

(১৪) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

অনুবাদ

১৪. আর তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি- আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করি।

শব্দার্থ

و-এবং। **اذا**-যখন। **لقوا**-তারা মিলিত হয়। **الذين**-যারা। **امنوا**- ইমান এনেছে। **قالوا**-তারা বলে। **امنا**-আমরা ইমান এনেছি। **و**-এবং। **اذا**-যখন। **خلوا**-তারা নির্জনে (মিলিত হয়)। **الى**-সঙ্গে। **شياطين**-বহুবচন। একবচনে **شيطان** এটা **شطن** বা **شيط** ধাতু হতে উদ্ভূত। এর অর্থ দাম্ভিক, অহংকারী, ধর্ম ও সরল পথ হতে দূরীভূত বা বিভ্রান্ত প্রত্যেককেই শয়তান নামে অভিহিত করা হয়। এ শব্দ মানুষ ও জিন উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এখানে মুনাফিকদের দলপতিরাই শয়তান বলে অভিহিত হয়েছে। **هم**-তাদের। **قالوا**-তারা বলে। **انا**-নিশ্চয় আমরা। **مع**-সঙ্গে। **كم**-তোমাদের। **انما**-অবশ্যই। **نحن**-আমরা। **مستهزءون**-উপহাসকারী।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

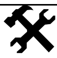
এটি মুনাফিকদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রাস্তা-ঘাটে কিংবা বাজারে-বন্দরে কোথাও মুসলিমদের সাথে দেখা হলে তারা তাদের বলত যে, আমরাও তোমাদের মত আল্লাহ ও রাসূলের (স) ওপর ইমান এনেছি। কিন্তু নির্জনে ও গোপনে যখন তারা তাদের দুষ্ট দলপতি ও নেতাদের সাথে মিলিত হত তখন তারা বলত যে, আমাদের কথা শুনে তোমরা মনে করো না যে, আমরা মুসলিম হয়ে গেছি বরং আমরা তোমাদের সাথেই আছি। ইমান আনার কথা বলে আমরা মুসলিমদের সাথে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকি এবং তাদের তথ্য তোমাদের নিকট পাচার করছি।

شيطان- আরবি ভাষায় দাম্ভিক, অহংকারী, স্বৈরাচার ও মদমত্ত ব্যক্তিকে শয়তান বলা হয়ে থাকে। মানুষ এবং জিন উভয়ের ক্ষেত্রেই এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কুরআনে যদিও এ শব্দটিকে জিন শয়তান সম্পর্কেই অধিকতর ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন স্থানে এটা শয়তান প্রকৃতির মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। শায়াতীন (**شياطين**) শব্দ দ্বারা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন ইসলামের ঐসব প্রধান প্রধান দুশমন ও বড় বড় সর্দারগণকে বুঝানো হয়েছে; যারা ইসলামের বিরোধিতায় সকলের অগ্রণী ছিল।



সারসংক্ষেপ

মুনাফিকরা কপট বিশ্বাসী। এরা ইমান আনার ভান করে মুলিম সমাজ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেয়। অপর দিকে মুনাফিকরা কাফির মুশরিকদের সাথে গোপনে মিলিত হয়ে থাকে। তারা বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য মুসলিম হওয়ার ভান করে থাকি। এদরে সরদার হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুনাফিকদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধারণাপত্র রচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

১. সুফাহা শব্দের অর্থ কী ?
(ক) নির্বোধ (খ) চালাক
(গ) শান্তি স্থাপন কারী (ঘ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী

২. আয়াতে ‘নাস’ বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে ?
(ক) মুনাফিকদের (খ) সাহাবীদের
(গ) ফেরেশতাদের (ঘ) রাসূলগণকে

৩.শয়তান শব্দের অর্থ কী ?
(ক) দাম্ভিক, অহংকারী (খ) সরল ব্যক্তি
(গ) ইমানহীন (ঘ) যুক্তিহীন

৪। আয়াতে ‘শায়াতীন’ বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে ?
(ক) মুনাফিকদের (খ) ইসলামের প্রধান দুশমনদের
(গ) মিথ্যাবাদীদের (ঘ) গিবতকারীদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

সুরাইয়া ও সুমনা দু’জন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। সুরাইয়া হিজাব পরিধান করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। হালাল-হারাম,ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন। ইসলামের পর্দাপ্রথাসহ অন্যান্য বিধিবিধান পালনের ব্যাপারেও সে গভীর মনোযোগী। শরি‘আতের নির্ধারিত সীমা সে কখনো লংঘন করে না। অন্যদিকে সুমনা তার বান্ধবী সুরাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, এসব বোকাদের কাজ। সুমনার মতে দুনিয়া হলো ভোগবিলাসের স্থান। তাই শরি‘আতের হালাল-হারাম বাদ দাও। এখন হলো দুনিয়াকে নিজের মত করে উপভোগ করার সময়।

ক. প্রকৃত বোকা কারা ? ১
খ. বিশ্বাসীদের কাজ কীরূপ হবে ? ২
গ. সুমনার চরিত্রে কীসের অভাব রয়েছে ? ৩
ঘ. সুমনার উক্তি ‘ শরি‘আতের হালাল-হারাম বাদ দাও। এখন হলো দুনিয়াকে নিজের মত করে উপভোগ করার সময়’-সূরা বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

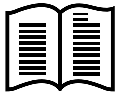
পাঠ -৭: আয়াত নং ১৫ ও ১৬-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১৬ নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	উপহাস, অবাধ্যতা, বিভ্রান্তি, হুদা, ব্যবসায়।



(১৫) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

অনুবাদ

১৫. আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করেন। এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

শব্দার্থ

يَسْتَهْزِئُ -উপহাস করেন। ب-সংগে। هم-তাদের। و-এবং। يمد-অবকাশ দিতেছেন। هم-তাদের। فى-মধ্যে। طغيان-অবাধ্যতা। هم-তাদের। يعمهون- উদভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মুনাফিকরা মুসলিমদের নিকট গিয়ে ঈমানের ভণিতা প্রদর্শন করত। নিজেদেরকে পাক্কা ইমানদার বলে জাহির করত। আর অন্যদিকে কাফির-মুশরিক দলপতিদের নিকট গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বলত যে, 'আমরা তাদের সাথে ইমান এনেছি বলে হাসি-তামাশা করে থাকি।' তাদের এ জঘন্য প্রহসনমূলক আচরণের পরিণাম তুলে ধরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ঘৃণ্য আচরণের শাস্তি সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছেন এ রূপে–

- আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপহাসের জবাব দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে আরো অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন যাতে তারা তাদের ঔদ্ধত্যে আরো হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অপরাধের মাত্রা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলে একদিন হঠাৎ তাদের ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হয়।
- উপহাসের বদলে এ শাস্তি বিধানকেই আল্লাহর উপহাস বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহর পূতঃপবিত্র মহান সত্তা উপহাস করার ন্যায় মানবীয় আচরণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই
- আল্লাহ মুনাফিকদেরকে তাদের ঠাট্টার প্রতিফল দান করবেন।
- মুনাফিকদের বিদ্রূপের প্রতিফল তাদের ওপরই বর্তাবে। তারা ইমানদারদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।
- আল্লাহ মুনাফিকদের লাঞ্ছিত করবেন।
- পরকালে তাদেরকে দোযখের অতল গহীনে নিক্ষেপ করা হবে।
- অতএব সর্বতোভাবে মুনাফিকী ত্যাগ করে খাঁটিভাবে ইমানদার হয়ে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া সকলেরই কর্তব্য।

(১৬) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

অনুবাদ

১৬. এরা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করে। সুতরাং তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।

শব্দার্থ

اولئك এরাই, তারাই। الذين-যারা। اشتروا-ক্রয় করেছে। الضللة-ভ্রষ্টতা। ب-পরিবর্তে। الهدى- সৎপথ। ف-অতঃপর। ما-না। ربحت-লাভজনক হয়েছে। تجارة-ব্যবসায়। هم-তাদের। و-এবং। ما-না। كانوا-তারা হয়েছে। مهتدين-সৎপথ প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে হিদায়াত তথা সত্য-সুন্দর ইসলামের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকরা যে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে এতে মুনাফিকদের কী লাভ হল তারই বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন- তারাই সেসব লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে। এতে তারা লাভবান হতে পারেনি।

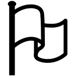
বরং চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা স্বীয় কার্যকলাপের দরুন সুপথগামী হয়নি। বরং পথভ্রষ্টতার পংকে নিমজ্জিত রয়েছে।

- মহান আল্লাহ মুনাফিকীকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে তাদের অবস্থা পরিস্কার করে দিয়েছেন। মুনাফিকরা সৎপথের পরিবর্তে অসৎপথ গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের এ বিনিময় লাভজনক হয়নি।

 **সারসংক্ষেপ**

মুনাফিকরা সুবিধাভোগের জন্য ইসলাম গ্রহণের ভনিতা করে থাকে। সুবিধা দেখলে আগায় এবং বিপদ দেখলে পালায়। তাদের এই ভণ্ডামির ব্যবসায় দ্বারা তারা ইহকাল বা পরকাল কোনোটাতেই লাভবান হতে পারবে না।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ পরস্পর আলোচনা করে মুনাফিকদের চরিত্র উম্লোচন করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ইয়াসতাহযিউ' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) উপহাস করেন (খ) চালাকী করেন
(গ) জটিলতা সৃষ্টি করেন (ঘ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন

২। 'মুহতাদীন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) অসৎপথ প্রাপ্ত (খ) সৎপথ প্রাপ্ত
(গ) বাঁকা পথ (ঘ) পেচানো পথ

৩।'তুগইয়ান' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) অবাধ্যতা (খ) আনুগত্য
(গ) অনুসরণ করা (ঘ) অনুকরণ করা

৪। দালালাহ শব্দের অর্থ কী ?
(ক) কিছু ফেলে আসা (খ) ভ্রষ্টতা
(গ) সভ্যতা (ঘ) অন্যায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বাবার প্রথম সন্তানের নাম আকবর। আকবরের কাজে-কর্মে ইমানদারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। কারণ সে নানা ধরনের অন্যায় কাজ করে বেড়ায়। মুখে ঈমানের কথা বললেও সবার অজান্তে সে মুসলমানের ক্ষতিই করে বেশি। এতে তার বাবা খুবই দুঃখ পান। একদিন ছেলেকে জোর করে মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট নিয়ে গেলেন। ইমাম সাহেব তাকে অনেক বুঝানোর পর সে অঙ্গীকার করে যে, সে আর কখনো মুসলমানের কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে সব কিছু ভুলে যায়।

ক. উপহাস কী ? ১

খ. 'আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন' - আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. আকবরের আচরণ অনুযায়ী তাকে কী নামে অভিহিত করা যায় ? ৩

ঘ. আখিরাতে আকবরের পরিণতি সূরা বাকারার আলোকে তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠ-৮: আয়াত নং ১৭ ও ১৮-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

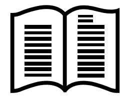


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৭ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ১৮ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নার (আগুন), নূর (আলো), জুলুমাত (অন্ধকার) বধির, বোবা, অন্ধ।



(১৭) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

অনুবাদ

১৭. তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল, অতঃপর যখন এর চারদিক আলোকিত করল তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি ছিনিয়ে নিলেন। আর তাদের এমন ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন যে, তারা আর কিছুই দেখতে পেল না।

শব্দার্থ

مثل-দৃষ্টান্ত, উপমা। هم-তাদের। مثلهم-তাদের দৃষ্টান্ত। كمثل-দৃষ্টান্তের ন্যায়। الذى-যে ব্যক্তি। استوقد-প্রজ্বলিত করল। نار-আগুন। ف-অতঃপর। اذا-যখন। اضاءت-আলোকিত হল। ماحوله- তার চারপাশ। ذهب الله-আল্লাহ ছিনিয়ে নিলেন। نورهم-তাদের আলো। ذهب-শব্দের অর্থ সে নিয়েছে। কিন্তু এ শব্দের পরের যদি হরফে জার (যের প্রদানকারী হরফ) আসে তবে অর্থ হবে- সে ছিনিয়ে নিয়েছে, و-এবং। ترك-তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। وتركهم-এবং فى - মধ্যে। ظلمة-গভীর, অন্ধকার। يبصرون -তারা দেখে। لايبصرون-তারা দেখে না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, তাদের দৃষ্টান্ত হল এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বালাল। সেই আগুনের শিখায় যখন চারপাশ আলোকিত হল, সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিল, সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হল ; তখন আত্মপূজার অন্ধকারে বিভ্রান্ত মুনাফিকরা সে আলোতেও কিছু দেখতে পেল না। আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন।

এখানে আলো প্রজ্জলনকারী হিসেবে রাসূল (স)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি যখন ইসলামের আলোকে চতুর্দিকের অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করলেন তখন মুনাফিক ও কাফির ব্যতীত সকলেই সেই আলোকরশ্মিতে নিজেদের জীবন উদ্ভাসিত করে সাফল্যমণ্ডিত করল। তারা অন্ধকার থেকে আলোয় এল। অর্থাৎ ইসলামের আলোকে আলোকিত হল। তারা হিদায়াত লাভ করল।

'আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন' এই বাক্যাংশ দ্বারা কারও মনে এই ভুল ধারণা আসা উচিত নয় যে, তাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে না। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঠিক তাদেরই দৃষ্টিশক্তি হরণ করেন, যারা নিজেরা সত্য সন্ধানী নয়। যে নিজে হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহী উত্তম বলে মনে করে এবং নিজে সত্যের উজ্জ্বল আলো দেখতে প্রস্তুত নয়। অতএব তারা নিজেরাই যখন সত্যের আলোকচ্ছটা থেকে মুখ ফিরিয়ে বাতিলের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে ইচ্ছা করল তখন আল্লাহও তাদের সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপদান করলেন।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (১৮)

অনুবাদ

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং তারা (সৎপথের দিকে) আর ফিরে আসবে না।

শব্দার্থ

صم-বধির। **بكم**-মূক, বোবা। **عمى**-অন্ধ। **ف**-অতঃপর। **هم**-তারা। لا-না। **يرجعون**-ফির আসবে। **لايرجعون**-অতঃপর আর ফিরে আসবে না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে তাদের চূড়ান্ত ও করুণ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, সত্য কথা শ্রবণের ব্যাপারে এরা বধির, সত্যকথা বলার ব্যাপারে এরা বোবা এবং সত্য দর্শনের ব্যাপারে এরা অন্ধ। মুনাফিকরা ইসলামের ও মানবতার ঘোর দুশমন। তাই এদের শাস্তি ভয়ানক।

আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"অবশ্যই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে।" (সূরা নিসা-৪:১৪৫)



সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করব তা হল :

১. মুনাফিকরা ইসলাম, মুসলিম এবং আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন।
২. এরা সব সময় ইসলামের ক্ষতি করে।
৩. মুনাফিকরা সত্য গ্রহণে এগিয়ে আসে না, বুঝতে চেষ্টা করে না এবং সত্য বলে না।
৪. মুনাফিকরা বধির, মূক ও অন্ধ।
৫. তারা ন্যায় ও সত্যের বদলে অন্যায় ও অসত্যকে বেশি ভালোসে।
৬. তারা সত্য দেখে না ও তা উপলব্ধি করতে চায় না।
৭. আমরা সব রকমের মুনাফিকী থেকে বেঁচে থাকব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	‘মুনাফিকরা ইসলামের শত্রু’ প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘জুলুমাত’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) গভীর অন্ধকার (খ) চালাকী করেন
(গ) জটিলতা সৃষ্টি করেন (ঘ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন

২. কারা আলোতে কিছু দেখতে পায়নি ?

(ক) কাফিররা (খ) মুনাফিকরা
(গ) বোকারা (ঘ) চালাকরা

৩.আয়াতে নূর শব্দের অর্থ কী ?

(ক) দৃষ্টিশক্তি (খ) মনের শক্তি
(গ) চিন্তাশক্তি (ঘ) শারীরিক শক্তি

৪। কারা সৎপথের দিকে ফিরে আসবে না ?

i. যারা বধির ii. যারা মুক iii. যারা অন্ধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

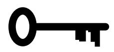
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

উদ্দীপক,

হাসান একজন মুদি দোকানদার। প্রথম দিন থেকেই সে তার আসল চরিত্র গোপন রেখে সৎভাবে দোকান পরিচালনা করতে থাকে। এতে তার সুনাম ও খ্যাতি মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে। দোকানে বিক্রিও ভালো হয়। কারণ প্রথম দিকে সে দোকানে খাঁটি মালামাল বিক্রি করত। ওজনও ঠিকঠাক মত দিত। কিন্তু দোকান চালু হয়ে যাবার পর এখন সে আসল মালের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অধিক ব্যবসায়ের দিকে মন দেয়। এমনকি ওজনেও কম দিতে থাকে । এতে ক্রেতাদের নিকট তার চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। ফলে মহল্লার মানুষ তার দোকান থেকে কেনা-কাটা ছেড়ে দেয়।

ক. জুলুমাত কী ? ১
খ. রাতের আধারে আগুন জ্বালানোর ফলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ? বুঝিয়ে লিখুন। ২
গ. ‘আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন’ বলতে আয়াতে কী বোঝানো হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. ১৭ নং আয়াতে বর্ণিত মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১।ক ২।খ ৩।ক ৪।ঘ

পাঠ-৯: আয়াত নং ১৯ ও ২০-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

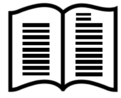


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ১৯ নং আয়াতের অনুবাদ, শিক্ষা ও ব্যাখ্যা জানতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ২০ নং আয়াতের অনুবাদ, শিক্ষা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বর্ষণমুখর, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ চমক, মৃত্যুভয়, গভীর অন্ধকার, বজ্রগতি।



(১৯) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

অনুবাদ

১৯. অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রের গর্জন এবং বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে প্রাণের ভয়ে তারা নিজেদের আঙ্গুল কানে ঢুকিয়েছে। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে ঘিরে রেখেছেন।

শব্দার্থ

او-অথবা। ك-যেমন। صيب-মুষলধারে বৃষ্টি। او كصيب-অথবা যেমন মুষলধারে বৃষ্টি। من-থেকে। السماء- আকাশ। فيه-এতে, এর মধ্যে। ظلمة-গভীর অন্ধকার, (এখানে অন্ধকার গভীর মেঘমালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। و-এবং। برق-বজ্রধ্বনি। رعد-বিদ্যুৎ, মেঘ। يجعلون-তারা রাখে, ঢুকায়। اصابع-আঙ্গুলসমূহ। هم-তাদের। فى-মধ্যে, ভেতরে। اذان-কানসমূহ। فى اذانهم-তাদের কানের মধ্যে। من-থেকে। صواعق-বজ্রধ্বনি। موت-মৃত্যু। حذرالموت- মৃত্যু ভয়ে। والله محيط- এবং আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী। الكافرين-কাফিরদেরকে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল এমন সব মুনাফিকের যারা মানসিক দিক দিয়ে ইমান ও ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করত; কিন্তু কোন স্বার্থ বা সুবিধা লাভের আশায় মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে ঐসব মুনাফিকদের যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকারে পতিত দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল। এরা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করলেও সে জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের তীব্র দহন সহ্য করতে মোটেই তৈরি ছিল না।

এ দৃষ্টান্তে ‘বৃষ্টি' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত হিসেবে এসেছে ইসলাম। অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক দ্বারা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কটের কথা বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামের মোকাবিলায় জাহেলি ও তাগুতি শক্তির প্রবল বিরোধিতার দরুন সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তের শেষভাগে উক্ত মুনাফিকদের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করে বলা হয়েছে যে, সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা যখন বিপদ-মুসিবতের ঘোর অমানিশার সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে ফিরে আসে। কিন্তু আল্লাহর অমোঘ বিধান কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

(২০) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অনুবাদ

২০. (মনে হয়) বিদ্যুতের চমক অচিরেই তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখনই বিদ্যুৎ চমকের কারণে তাদের সামনে একটা আলোক দেখা দেয়, তখনই তারা একটু পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে থাকে আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ের ওপর মহাশক্তিমান।

শব্দার্থ

يكاد-প্রায়, অচিরেই। **برق**-বিদ্যুৎ। **يخطف**-ছিনিয়ে নেবে। **ابصار**-চোখসমূহ, দৃষ্টিশক্তি। **هم**-তাদের। **يكاد البرق** - অচিরেই বিদ্যুৎ। **اذا**-যখনই, **اضاءت** -আলোকিত করে। **لهم**-তাদের জন্য। **مشوا**-তারা চলে। **و**-এবং। **اذا**-যখন। **اظلم**-অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। **عليهم**–তাদের ওপর। **قاموا**-তারা দাঁড়ায়। **لو**-যদি **شاء**-চেয়েছিলেন। **ولوشاءالله**- এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। **ل**-অবশ্যই। **ذهب**-তিনি গিয়েছেন, নিয়েছেন। **سمعهم**-তাদের শ্রবণশক্তি। **لذهب بسمعهم** - অবশ্যই তাদের শ্রবণ শক্তি ছিনিয়ে নিতেন। **ان الله** -নিশ্চয়ই আল্লাহ। **على**-ওপর। **كل**-প্রত্যেক। **شئ**-জিনিস। **على كل شئ قدير**-প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী– ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। তারা ইসলামের বিপদাপদ দেখে এতটুকু ঘাবড়িয়ে যায় যে, মনে হয় এখনই তাদের প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবার ইসলামের মহিমা দেখলে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বিপদাপদের কথা শুনলে আর ইসলাম গ্রহণ করতে চায় না। বিদ্যুতালোকে রাস্তা আলোকিত হলে তারা সামনে অগ্রসর হয় আবার অন্ধকার হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে থাকে।"একথা দ্বারা তাদের মনের উপরিউক্ত অবস্থার কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রথমোক্ত মুনাফিকদের ন্যায় এদেরও শ্রবণ এবং দর্শন শক্তি ছিনিয়ে বধির ও অন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে যারা যে পরিমাণ দেখতে ও শুনতে চায় তাদেরকে ততটুকু শুনতে ও দেখতে না দেওয়া আল্লাহর নীতি নয়। তাই তারা সত্যকে যতটুকু দেখতে এবং সে সম্পর্কে যতটুকু শুনতে প্রস্তুত ছিল, আল্লাহ তাদের সেই পরিমাণ শোনার ও দেখার শক্তি দান করেছেন।

 **সারসংক্ষেপ**

মুনাফিকরা কপট বিশ্বাসী। ইমান-ইসলাম- সত্যের আলো পেয়েও তারা সত্যের আলোয় চলতে চায়নি। বরং অন্ধকারে মিথ্যার তমসায় জাহিলিয়াতের গোলক ধাধাঁয় থাকতে চায়। আল্লাহ এদেরকে সত্য পথ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

 **অ্যাকটিভিটি (**নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুনাফিকদের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড শ্রেণী কক্ষে উপস্থাপন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ১৯ নং আয়াতে কোন ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ?
(ক) মুসলিমদের (খ) কাফিরদের
(গ) মুনাফিকদের (ঘ) মিথ্যাবাদীদের

২। 'সায়্যিবন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) অন্ধকার (খ) মুষলধারে বৃষ্টি
(গ) বিদ্যুৎ (ঘ) আলো

৩. 'বারকুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) বিদ্যুৎ (খ) তারা
(গ)নীহারিকা (ঘ) সূর্য

৪.'আসাবিউন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) আঙুলসমূহ (খ) চোখসমূহ
(গ) হাতসমূহ (ঘ) বাহুসমূহ

৫। কারা নিজেদের আঙুল কর্ণকুহরে ঢুকিয়েছে ?
(ক) ইমানদাররা (খ)পথচারীরা
(গ) মুনাফিকরা (ঘ) পাপাচারীরা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সাবিহুল ইসলাম জুমু'আর খুতবায় বলেন, ইসলামের পথ ফুল বিছানো নয়। এ পথে অবিচল থাকতে হলে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস ও ভরসা করে চলতে হয়। ইসলামের পথে চলতে গেলে কাফির-মুশরিকদের পক্ষ হতে প্রতিনিয়ত বাধা আসতে পারে। এমনকি অনেক সময় জীবনের ওপরও হুমকি আসতে পারে। এ অবস্থায় অনেক দুর্বল ইমানদার লোক একটু বিপদ-আপদ দেখলেই ঘাবড়িয়ে যায়। এরাই আবার ইসলামের মহিমা দেখতে পেলে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নেই। এরা খাঁটি মমিন নয়।

ক. 'সায়্যিবন' কী ? ১
খ. 'আল্লাহ কাফিরদেরকে ঘিরে রেখেছেন' - আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লিখুন। ২
গ. ১৯ নং আয়াতের আলোকে মুনাফিকদের স্বরূপ উল্লেখ করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুনাফিকদের চরিত্র ২০ নং আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। গ

পাঠ-১০: আয়াত নং ২১-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

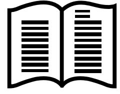


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২১ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নাস (মানব জাতি), ইবাদত, রব, তাকওয়া, রব্ব, খালাকা, নাফরমানি, একত্ববাদ, ইখলাস।



(২১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ

২১. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।

শব্দার্থ

يا-হে। ايها-ওহে। الناس-মানব জাতি। ياايها الناس-হে মানবজাতি। اعبدوا-তোমরা ইবাদাত কর। رب-প্রতিপালক। ربكم-তোমাদের প্রতিপালকের। الذى-যে. যিনি। خلق-সৃষ্টি করেছেন। كم-তোমাদের। خلقكم -তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। و-এবং। الذين-যারা। من -থেকে। قبل-পূর্বে, আগে। والذين من قبلكم- এবং যারা তোমাদের পূর্বে ছিল। لعل-যাতে। كم-তোমরা, لعلكم-যাতে তোমরা। لعلكم تتقون -যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে (বাঁচতে পার) তাকওয়া অর্জন করতে পার।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

মহান আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই মহান প্রভুর দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টিকর্তা। এতেই তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায় নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রান্ত মত ও মতবাদ, ভুল কাজ-কর্ম এবং পরকালে আল্লাহর কঠোর শাস্তি হতে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ এটাই। এখানে গোটা মানবজাতিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন- 'তোমাদের রবের ইবাদাত কর।' ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব, আনুগত্য ইত্যাদি।



সারসংক্ষেপ

দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির পথ তাওহীদকে গ্রহণ করো এবং শিরক হতে বিরত থাকো। আর মহান আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতাকে স্বীকার করে তারই ইবাদাত ও আনুগত্যে নিয়োজিত করো।

সুতরাং এ আয়াতের বিশ্লেষণ হতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

১. আল-কুরআনের মূল শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে- একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা।

২. আর আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে ইহকাল ও পরকালে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	কে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, কেন আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে ? পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ইবাদত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আনুগত্য করা (খ) সেবা করা
(গ) দূরে থাকা (ঘ) বিরত থাকা

২. 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আল্লাহকে দেখা (খ) আল্লাহভীতি
(গ)সহজ-সরল (ঘ) আল্লাহকে না দেখা

৩.'রব' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বর্জনকারী (খ) ক্ষমাকারী
(গ) গ্রহণকারী (ঘ) প্রতিপালক

৪। আলোচ্য ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের সম্বোধন করেছেন-

i. মুসলিমদের ii. কাফিরদের iii. মুনাফিকদের

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক জনাব মফিদুল ইসলাম এক সেমিনারে বলেন, মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, অথচ অনেকেই দুনিয়ার মোহে আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে কেবলই ছুটে চলেছে অর্থ-বিত্তের পেছনে। অথচ মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই আত্মিক শান্তি লাভ করে থাকে।

ক. ইবাদত কী ? ১
খ. আলোচ্য আয়াতে 'মানবজাতি' বলে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ২
গ. প্রকৃত মুত্তাকী হওয়ার জন্য আমাদের করণীয় কী ? ৩
ঘ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ

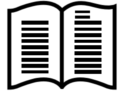
পাঠ-১১: আয়াত নং ২২-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২২নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	পৃথিবী, বিছানা, আকাশ, বৃষ্টি, ফসলাদি, রিয্‌ক, সমকক্ষ।



(২২) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অনুবাদ

২২. যিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য নানা প্রকার ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না।

শব্দার্থ

الذى- যে, যিনি। خلق-করেছেন। لكم-তোমাদের জন্য। الارض- পৃথিবী, যমিন। فراش-বিছানা। و-এবং। سماء-আসমান। بناء-ছাদ। انزل-নাযিল করেছেন, বর্ষণ করেছেন। من-থেকে, হতে। ماء-পানি। ماء من السماء -আসমান থেকে পানি। ف-অতঃপর। اخرج-বের করেছেন, উৎপন্ন করেছেন। ب-দ্বারা। ه-তা, এটা। به-এটা দ্বারা। الثمرت-ফলমূল। من الثمرت-বিভিন্ন রকম ফলমূল থেকে। رزق-জীবিকা, রিযিক। لا-না। تجعلوا-তোমরা কর। فلا تجعلوا-অতঃপর তোমরা কর না। لله-আল্লাহর জন্য। اندادا- কোন সমকক্ষ। انتم-তোমরা। تعلمون-তোমরা জান।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে কেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর এ আয়াতে মানুষের চলাচল ও ফসলাদি উৎপাদনের সুবিধার জন্য যমিনকে সমতল করার কথা বলা হয়েছে। তিনি পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে সামিয়ানার ন্যায় সমতল বানিয়ে মানুষের বসবাসের উপযোগী করেছেন। মানুষের জীবিকার জন্য তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে ফসল ও ফলফলাদি উৎপাদন করত মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। যদি তিনি এ সমস্ত কাজ না করতেন তবে মানুষের বাঁচার কোন উপায়ই থাকত না। উপরিউক্ত কাজসমূহের কোন একটি কাজও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করেনি এবং কারও পক্ষে করা সম্ভবও নয়। কাজেই যিনি সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন, আরাম-আয়েশের সাথে বেঁচে থাকার জন্য নানাবিধ উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই সকলের আনুগত্য ও বন্দেগি পাবার অধিকারী। সুতরাং আনুগত্য ও বন্দেগিতে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বৈধ নয়।

 **সারসংক্ষেপ**

মহান আল্লাহ সৃষ্টি-জগতকে মানুষের বাসোপযোগী করে তৈরি করেছেন। সৃষ্টিজগতের সর্বকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে কোন অনিয়ম নেই। এ সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা একমাত্র মহান আল্লাহ, তাঁর কোনো শরিক-অংশীদার নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	‘মহাসৃষ্টিজগতের সৃষ্টিতে কোনো শরিক নেই’ প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘ফিরাশুন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিছানা (খ) বালিশ

(গ) চেয়ার (ঘ) টেবিল

২. ‘বিনাউন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) কিনারা (খ) ছাদ

(গ) মেঝে (ঘ) প্রান্ত

৩.‘মাউন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আগুন (খ) বাতাস

(গ) পানি (ঘ) মাটি

৪.‘ছামারাত’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আটা (খ) চাউল

(গ) রুটি (ঘ) বিভিন্ন রকম ফল

৫। আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে মানুষের জন্য কী ধরনের সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ?

i. জমিনকে সমতল করেছেন ii. পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন iii. আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ছামি ও রাফি দু’জন একই গ্রামের কৃষক। ছামি জমিতে ধান উৎপাদন করতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। পাশাপাশি অধিক ফলনের আশায় আল্লাহর ওপর ভরসা করেন। পক্ষান্তরে রাফি অহংকার করে বলেন, জমি উত্তমরূপে তৈরি করা হয়েছে। ধানের ভালো চারা লাগানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় পানি, সার, নিরানী সবই দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই ভালো ধান হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ছামির জমিতে অধিক পরিমাণে ধান হলেও রাফির জমিতে আশানুরূপ ফলন হয়নি।

ক. আল্লাহ আসমান থেকে কী বর্ষণ করেন ? ১

খ. জমিন ও আসমানকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ? ২

গ. রাফির চরিত্রে কীসের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে ? ৩

ঘ. ইসলামে শিরকের অবস্থান উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ

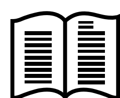
পাঠ-১২: আয়াত নং ২৩ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	রাইবুন, (সন্দেহ), সূরা, অনুরূপ, শুহাদা, সাদিকীন, ইরশাদ, বান্দা।



(২৩) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অনুবাদ

২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তার অনুরূপ কোন সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারী ডেকে নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শব্দার্থ

و-এবং। ان-যদি। كنتم-তোমরা হও। فى-মধ্যে। ريب-সন্দেহ, সংশয়। وان كنتم فى ريب-এবং যদি তোমরা সন্দিহান হও। مما-যা, যা থেকে। نزلنا-আমি নাযিল করেছি। على-ওপর। عبدنا- আমার বান্দা। على عبدنا -আমার বান্দার ওপর। فأتوا-তাহলে নিয়ে এস, আনায়ন কর। سورة-কোন একটি সূরা। مثله-তার অনুরূপ। وادعوا- ডেকে আন, ডাক। شهداء-সাক্ষী ও সহযোগিতাকারীগণ। من-থেকে। دون-ব্যতীত, ছাড়া। دون الله-আল্লাহ ছাড়া। ان-যদি। كنتم-তোমরা হও। صادقين -সত্যবাদী। ان كنتم صدقين-যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

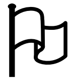
মহান আল্লাহ কাফির-মুনাফিক তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেছেন, আমার প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আমার প্রেরিত যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কিনা, সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় জেগে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে এস। না পারলে সমগ্র পৃথিবী হতে তোমাদের সকল সমর্থক ও একমনা লোকদের সাহায্য-সহায়তা নিয়ে হলেও কুরআনের একটি ছোট সূরা রচনা করে আনায়ন করো।

কিন্তু না, তোমরা তা কখনই পারবে না। আল্লাহ ব্যতীত এ কাজ কেউই করতে পারবে না। জাহান্নামের আগুন ও কঠিন শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। কুরআনের এ আয়াতখানা বিশ্ববাসীর প্রতি চ্যালেঞ্জ। তৎকালীন আরব বিশ্বের সমস্ত কবি-সাহিত্যিক সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়েও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি এবং তারা লজ্জায় নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আরবের অন্যতম কবি 'লাবীদ' কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা আল-কাউসারের অনুরূপ কোন সূরা রচনায় ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন- لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَمِ الْبَشَرِ 'এটা কোন মানুষের বাণী নয়।'

 **সারসংক্ষেপ**

এ আয়াতের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হতে যে শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে-
(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, এরই একটি দলিল হচ্ছে আল-কুরআন।
(খ) কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, এটা মানব-রচিত কোন রচনা কর্ম নয়।
(গ) আল-কুরআন যে আল্লাহর বাণী, এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।
(ঘ) কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিরন্তন মু'জিযা।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ্ নয়' প্রমাণ করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'রাইবুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সন্দেহ (খ) বিশ্বাস (গ) আশ্বাস (ঘ) মিথ্যা

২। ২৩ নং আয়াতটিতে আল্লাহ কাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছেন ?
i. কাফিরদের সাথে ii. মুনাফিকদের সাথে iii. আল্লাহদ্রোহীদের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। 'সুরাতুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) নামায (খ) যে কোন একটি সূরা (গ) রোযা (ঘ) হজ্জ

৪। 'ছাদিকীন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সত্যবাদী (খ) মিথ্যাবাদী
(গ) ওয়াদা পালনকারী (ঘ) ওয়াদা ভঙ্গকারী

৫। আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জে টিকতে না পেরে কাফির-মুনাফিকদের অবস্থা কেমন হয়েছিল ?
(ক) হাসি পেয়েছিল (খ) লজ্জায় নির্বাক হয়ে গিয়েছিল
(গ) কান্না পেয়েছিল (ঘ) মরে গিয়েছিল

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুরাদ ও ফুয়াদ দুই বন্ধু। মুরাদ প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। মুরাদ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি নেকী রয়েছে। পক্ষান্তরে ফুয়াদ কুরআনকে অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মতই মনে করে।

ক. আলোচ্য উদ্দীপকে 'সূরা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে ? ১
খ. 'কুরআন আল্লাহর বাণী' বুঝিয়ে বলুন। ২
গ. কুরআন মানবরচিত কোন গ্রন্থ্ নয়- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। খ

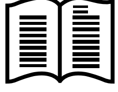
পাঠ-১৩: আয়াত নং ২৪ ও ২৫ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন।
- সূরা বাকারার ২৪ ও ২৫ নং আয়াতের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	আগুন, ইন্ধন, মানুষ, পাথর, কাফির।



(২৪) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

অনুবাদ

২৪. অতঃপর যদি তোমরা এমনটা করতে না পার এবং নিঃসন্দেহে তোমরা এটা কখনও করতে পারবে না। অতএব তোমরা ভয় কর, সেই আগুনকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

শব্দার্থ

ف-অতঃপর, সুতরাং, অতএব। ان-যদি। فان-অতঃপর যদি, সুতরাং যদি, অতএব যদি। لم-না। تفعلوا-তোমরা কর। تفعلوا-অতঃপর যদি তোমরা না কর। و-এবং। لن-কখনও না। تفعلوا-তোমরা করতে পারবে। ولن تفعلوا -এবং তোমরা কখনও করতে পারবে না। اتقوا-তোমরা ভয় কর। نار-আগুন। التى-যা। وقود-লাকড়ি, জ্বালানি। ها-এর। فاتقوا النار التى وقودها - সুতরাং সেই আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে। الناس-মানুষ। حجارة-পাথর। اعدت-তৈরি করা হয়েছে, প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। ل-জন্য। كفرون -কাফিরগণ। للكفرين- কাফিরদের জন্য।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতটি কুরআনের অন্যতম মু‘জিযা, আল্লাহর চিরন্তন ভবিষ্যদ্বাণী ও চ্যালেঞ্জ। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফির, মুশরিক ও অমুসলিমগণ সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও কুরআনের অনুরূপ কোন সূরা তারা রচনা করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলার এ ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জ শোনার পর কাফির ও মুশরিকরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

‘মানুষ ও পাথর হবে যার জ্বালানি’ দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল কাফিররাই জাহান্নামের জ্বালানি হবে না; বরং সে সাথে তাদের নিজেদের হাতে গড়া পাথরের মূর্তিসহ যেগুলোকে তারা দেবতা হিসেবে উপাসনা করত, সেগুলোও দোযখের ইন্ধন এবং জ্বালানি হবে। এসব দেবতা ও মূর্তিগুলো কোন অবস্থাতেই আল্লাহর সমকক্ষ নয়, তা সেখানে বাস্তবে দেখানো হবে। কুরআনের আয়াতে এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানেও এ চ্যালেঞ্জ কার্যকর রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা কার্যকর ও বলবৎ থাকবে। কিন্তু কোন যুগেই কোন পক্ষ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সে ঘোষণাই জারি করেছেন।

(২৫) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অনুবাদ

২৫. আর যারা ইমান এনেছে ও ভালো কাজ করেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত। যখনই সেই জান্নাত থেকে তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেওয়া হত এটা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য পূতপবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

শব্দার্থ

و-এবং। **بشر**-সুসংবাদ দাও। **الذين**-যারা। **امنوا**- ইমান এনেছে। **عملوا**-তারা করেছে। **الصالحات** - সৎকর্মসমূহ। **وعملوا الصلحت**- এবং সৎকর্ম করেছে। **ان**-যে। **لهم** - তাদের জন্য। **جنت**-বাগানসমূহ। **تجرى**-প্রবাহিত হচ্ছে। **تحت**-নিচে। **ها**-তা। **تحتها**-এর নিচ (নিম্নদেশ) দিয়ে। **الانهار**-ঝরনাধারাসমূহ। **كلما**-যখনই। **رزقوا**-তাদের (রিযিক) খেতে দেওয়া হয়। **منها**-তা থেকে। **ثمرة**- কোন ফলমূল। **رزق**-জীবিকা, খাবার। **قالوا**- তারা বলে। **الذى**- এটা, এটি। **رزقنا**-আমাদেরকে খেতে দেওয়া হল। **قبل**-পূর্বে, আগে। **واتوابه**-তাদেরকে দেওয়া হবে, এটা তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে। **متشابها**- অনুরূপ। **ل**-জন্য। **هم**-তাদের। **فى**-মধ্যে। **فيها**-এতে, এর মধ্যে। **مطهرة**-পাক-পবিত্র। **ازواج مطهرة**-সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ। **هم**-তারা। **فيها**-এতে, তাতে। **وهم فيها**-এবং তারা সেখানে। **خالدون**- চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী ও হযরত মুহাম্মাদ (স) কে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় নিজেদের জীবন পরিচালনা করে আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্য চির শান্তিময় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাতের অস্বীকারকারীগণ তাদের উপাস্য দেব-দেবীসহ যেমন দোযখে ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে, তেমনি তাদের বিপরীত আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে মহাসুখ ও পরম শান্তি উপভোগ করবে।

এ আয়াতে জান্নাতের পরম শান্তির উদাহরণগুলোর মধ্য থেকে যেসব উপকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. তলদেশ দিয়ে প্রবাহমান ঝরণাধারা
২. বিভিন্ন ফল-মূল
৩. সতী-সাধ্বী স্ত্রী
৪. চিরকাল অবস্থান।

১. তলদেশ দিয়ে প্রবহমান ঝরণাধারা

জান্নাতে আল্লাহ ইমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের চিত্তবিনোদনে ও পিপাসা নিবারণের জন্য এমন স্বচ্ছ পানির ঝরণা সৃষ্টি করেছেন যার পানি সুশীতল, সুগন্ধময় ও সুমিষ্ট হবে।

২. বিভিন্ন ফল-মূল

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের আহারের জন্য নানা রকম ফল-মূলের ব্যবস্থা করবেন। বেহেশতে অসংখ্য ফল ও ফুলের বৃক্ষরাজি থাকবে। বেহেশতিরা যখন যা খেতে চাইবে তখন তা দেওয়া হবে। ফল-মূলের আকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন ফল-মূলের অনুরূপ হবে; কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবীর ফল অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও স্বতন্ত্র হবে। পরিচিত ফল-মূল পরিবেশনের কারণ এই যে, অপরিচিত ফল-মূলের প্রতি মানুষের মন সহজে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশেই আল্লাহ জান্নাতবাসীদের সামনে পরিচিত ফল-ফলাদি পরিবেশন করতে বলবেন।

৩. পবিত্র ও সতী সাধ্বী স্ত্রী

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মানুষের প্রশান্তির জন্য সঙ্গী প্রদান করবেন। বেহেশতে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত নির্মল ও পবিত্র হবে। কোনরূপ গোলমাল ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না। পৃথিবীতে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সত্যপন্থী হয় তবে বেহেশতেও তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই বসবাস করবে।

৪. চিরস্থায়ী অবস্থান

ইমানদার নর-নারী জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবেন। কারণ আনন্দ যদি স্থায়িভাবে উপভোগ করার নিশ্চয়তা না থাকে তবে মনে পরিপূর্ণ প্রশান্তি আসে না। শান্তি চলে যাওয়ার দুঃশ্চিন্তা প্রতি মুহূর্তে মনে উদিত হলে মনে পরিপূর্ণ স্বস্তি থাকে না। তাই আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন, বেহেশতে মানুষ চিরকাল অবস্থান করবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চূড়ান্তভাবে মানুষকে বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করানোর পর দুম্বা আকারের মৃত্যুকে সকলের সামনে জবাই করে ফেলা হবে, যাতে জান্নাতীদের মনে মৃত্যুভয় এবং জাহান্নামীদের মনে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশা সৃষ্টি হতে না হয়।

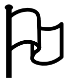


সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে-

১. দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য ইমান আনা জরুরি।
২. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তার নাযিলকৃত কুরআনকে জীবন বিধান রূপে গ্রহণ করতে হবে।
৩. সৎ কর্মমূলক জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

 অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	জান্নাতেরর নিয়মতরাজির বর্ণনা দিন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'কুদু' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) জ্বালানী (খ) কাঠ
(গ) আগুন (ঘ) পানি।

২। ২৪ নং আয়াতটি কী ধরনের ?

i. আল্লাহর মু'জিযা
ii. আল্লাহর চিরন্তন ভবিষ্যদ্বাণী
iii. আল্লাহর চ্যালেঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. 'হিজারাতুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) রড (খ) পাথর
(গ) কয়লা (ঘ)কাঠ

৪.'ছালিহাত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সৎকর্ম (খ) অসৎ কর্ম
(গ) নিজের ইচ্ছামত কাজ (ঘ) পরের ইচ্ছামত কাজ

৫। জান্নাতের উপকরণের মধ্যে রয়েছে -

i. জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহমান ঝরণাধারা
ii.বিভিন্ন ফলমূল
iii. সতী-সাধ্বী স্ত্রী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাওলানা মুবারক জুমু‘আর বয়ানে বলেন- যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক ধর্মগ্রন্থের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আল-কুরআন ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই অবিকৃত অবস্থায় টিকে থাকেনি। আল-কুরআন সম্পর্কেও কাফিরদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলাই এ গ্রন্থের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় চ্যালেঞ্জ করা করা হয়েছে। কুরআনের অনুরূপ ছোট্ট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ তাতে সফল হয়নি। বস্তুত কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কুরআন রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই আজ কুরআনের শিক্ষা ও প্রচার বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

ক. কুরআনের চিরন্তনতার ব্যাপারে কাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল ? ১
খ. ‘মানুষ ও পাথর হবে জাহান্নামের জ্বালানি’ -ব্যাখ্যা করুন । ২
গ. ২৫ নং আয়াতের আলোকে জান্নাতের চিত্র তুলে ধরুন । ৩
ঘ. জান্নাত কাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাসস্থল ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

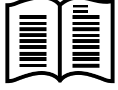
পাঠ-১৪: আয়াত নং ২৬ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের অনুবাদ,ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	মশা, উদাহরণ, হক, ফাসিক, কুফরি।



(২৬) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

অনুবাদ

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ মশা কিংবা তার চেয়েও তুচ্ছ কোন বস্তুর উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ইমান এনেছে তারা অবশ্যই জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। কিন্তু যারা কুফরি করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ কি উদ্দেশে এ উপমা পেশ করেছেন? এটা দ্বারা তিনি অনেককেই পথভ্রষ্ট করেন এবং আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি ফাসিকগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও বিপথগামী করেন না।

শব্দার্থ

ان الله-নিশ্চয়ই আল্লাহ। لا-না। يستحى-লজ্জাবোধ করেন। ان الله لا يستحى-নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। ان يضرب- বর্ণনা করতে। مثل-দৃষ্টান্ত, উপমা। بعوضة -মশা। فما فوقها-কিংবা এর চেয়ে উপরের (তুচ্ছ)। و-সুতরাং। الذين-যারা। فاما الذين-সুতরাং যারা। امنوا-ইমান এনেছে। فيعلمون-সুতরাং তারা জানে। رب-প্রতিপালক। هم-তাদের। من ربهم-তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। و-এবং। كفروا-কুফুরি করেছে, আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। فيقولون-অতঃপর তারা বলে। بهذا-সে কি জিনিস? اراد-ইচ্ছা করেছেন। به-এটা দ্বারা। مثل-দৃষ্টান্ত, উপমা। ماذا اراد الله بهذا - আল্লাহ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন? কি উদ্দেশে আল্লাহ এ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন? يضل- ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন। كثير-বহুসংখ্যক, অনেক। يهدى-সৎপথ দেখান। ما-না। يضل-ভ্রষ্ট করেন এটা দ্বারা। كثير-বরং। فاسقون-ফাসিকগণ। الاالفاسقين -বরং ফাসিকদেরকে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণির উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশের প্রকৃত কারণ ও নিগূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মশা, মাছি ও মাকড়সার ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এরূপ তুচ্ছ কীট-পতঙ্গের উল্লেখ থাকায় কাফির-মুশরিকগণ বিদ্রূপ করে বলাবলি করত যে, মুসলিমদের আল্লাহ, নবী এবং ধর্মগ্রন্থের অবস্থা দেখ। তাদের ধর্মগ্রন্থ যদি উঁচু স্তরের হত তবে মশা-মাছির ন্যায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিসের উপমা থাকত না। তাদের ধারণা, এ সমস্ত জিনিসের উপমা আল্লাহর কালামে বেমানান। সুতরাং যে ধরনের কালামে এ সমস্ত নিকৃষ্ট জিনিসের উদাহরণ রয়েছে তা কখনও আল্লাহর বাণী হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে এ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

বাস্তব জীবনে শিক্ষা

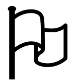
এ আয়াত থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করতে পারি, তা হল :

১. আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। ছোট-বড় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম সবকিছুই তিনি কোন না কোন মহৎ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে নিরর্থক বলে কিছু নেই।
২. আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি উপমা, উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত খুবই তাৎপর্যময় এবং কল্যাণে ভরপুর।
৩. যাদেরকে তা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন তারা সাফল্যময় জীবনের অধিকারী এবং তারাই মুসলিম।
৪. আর যাদেরকে তা বুঝবার ক্ষমতা দেননি, তারা ব্যর্থময় জীবনের অধিকারী এবং তাদের জীবনাচার বক্রতায় ভরপুর।
৫. এদের জীবনে কোন উন্নতি ও সফলতা নেই। কারণ এরা সীমালঙ্ঘনকারী ও পথভ্রষ্ট এদের পরিণাম ভয়াবহ।
৬. এরা মূর্খ। কেননা এরা এদের জীবন, জগত পরিণাম সম্পর্কে জানে না।
৭. এরা তাই সব সময় ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে না বুঝে মূর্খের মত ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কুৎসা রটনা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে।
৮. সত্য-সুন্দরের অনুসারীরা হচ্ছে মুমিন। এরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত সব কিছু গ্রহণ করে।
৯. পক্ষান্তরে ফাসিকদের মন-মানসিকতা সব সময় বক্রতায় ভরা। এরা বিভ্রান্ত ও পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকতেই ভালোসে। তাই এরা আল্লাহর বাণীর মধ্যে খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবং তার কল্যাণ-অকল্যাণ চিন্তা না করে অপপ্রচারে লিপ্ত থাকে।

 **সারসংক্ষেপ**

আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি যা কিছু করেন, বলেন, করতে বলেন, নিষেধ করেন তার সবকিছুই তাৎপর্যময় আর তা মানুষের জন্য কল্যাণকর।
আল্লাহর বাণী ও বিধান চিরসত্য। আল-কুরআনের প্রতিটি বাণী, বিষয়, বক্তব্য, মর্ম, উদ্দেশ্য, চিরসত্য, চিরকল্যাণকর। এর মধ্যে কোন কিছুই অসত্য ও অকল্যাণকর নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'ফাসিকদের মন মানসিকতা সবসময় বক্রতায় ভরা'- ব্যাখ্যা করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'বাউদাতান' (بَعُوضَةً) শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ইঁদুর (খ) তেলাপোকা
(গ) টিকটিকি (ঘ) মশা-মাছি

২. 'ইউদিল্লু' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সুপথে পরিচালিত করেন (খ) ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন
(গ) সোজা পথে পরিচালিত করেন (ঘ)উচু পথে পরিচালিত করেন

২. 'ইয়াহ্‌দী' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সৎপথ দেখান (খ) ভ্রান্ত পথ দেখান
(গ) সোজা পথ দেখান (ঘ) নীচু পথ দেখান

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক জনাব আবুল কাসিম বলেন- আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যা আদেশ ও নিষেধ করেন তার সবকিছুতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ মহাবিশ্বের ছোট-বড় সবই আল্লাহর সৃষ্টি। কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। কোন কিছু সৃষ্টি করার সাধ্য কারও নেই। তাই ছোট-বড়, ক্ষুদ্র কিংবা বিশাল যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে তার পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষ তা বুঝে না।

ক. ফাসিক কী ? ১
খ. 'আল্লাহ তা'আলা তুচ্ছ কোন বস্তু দ্বারা উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না' ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. পবিত্র কুরআনে মশা-মাছি দ্বারা উদাহরণ পেশ করার কারণে কাফির-মুশরিকরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল ? ৩
ঘ. উল্লিখিত আয়াত নাযিলের কারণ বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১। ঘ ২। খ ৩। ক

পাঠ-১৫: আয়াত নং ২৭ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

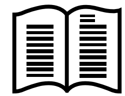


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৭ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফাসিক, নাফরমান, আহদ, মীসাক, আলমে আরওয়াহ, পরোওয়ারদিগার।



(২৭) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অনুবাদ

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথবিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

শব্দার্থ

الذين- যারা। ينقضون-ভঙ্গ করে। عهدالله-আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা। من-থেকে। بعد-পরে। بعد ميثاقه -সুদৃঢ় হওয়ার পর। يقطعون-তারা ছিন্ন করে। ما-যা। ما امرالله-আল্লাহ যা আদেশ করেছেন। به-তার সাথে। يفسدون-(তারা) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। هم-তারাই। خسرون-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফাসিক ও নাফরমান লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে;

(২) যাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং
(৩) পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলা 'আলমে আরওয়াহ' বা আত্মার জগতে হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হবে তাদের সবার আত্মা বের করেছিলেন এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাকশক্তি দিয়ে সবার নিকট থেকে আল্লাহর একত্ব ও আনুগত্যের ওয়াদা নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" (সূরা আরাফ-৭ : ১৭২)

সকলেই সমস্বরে স্বীকার করে বলেছিলেন-

قَالُوْا بَلٰى

'তারা বলল, হাঁ, হে আমাদের প্রতি পালক।' (সূরা আরাফ-৭ : ১৭২)

আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা ভঙ্গের দ্বারা ঐ প্রতিশ্রুতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শরীআত ঘোষিত যে সব সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা ও ছিন্ন করা যেমন আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টি হিসেবে মনিব ও দাসত্বের যে সম্পর্ক রয়েছে তা অক্ষুণ্ন না রাখা। অক্ষুণ্ন না রাখা, তাদের অধিকার ও সম্মান না করা, সালাম না দেওয়া ও আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় না করা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করা

জনগণের অধিকার খর্ব করা, তাদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করা, কাউকে অপদস্থ করা, হক নষ্ট করা, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা। কুফরির কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাঁর প্রতি হিংসা করা এবং মুসলিমদের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে অভ্যন্তরীণ কলহ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা।

عهد (আহদুন) শব্দের অর্থ হল রাজকীয় ফরমান। রাজা বা সম্রাট তার কর্মচারী ও প্রজাদের নামে যে নির্দেশ জারি করেন আরবি ভাষায় তাকেই আহদুন (عهد) বলা হয়। এই ফরমান যথাযথভাবে পালন করা অধীনস্থ প্রজাসাধারণের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কুরআনে উল্লিখিত ও 'আহদুন' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর 'আহদ' অর্থ তাঁর সেই স্থায়ী ও মহান ফরমান যাতে গোটা মানব জাতিকে একমাত্র তাঁরই বন্দেগি, আনুগত্য অনুসরণ এবং ইবাদাত-বন্দেগি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

"সুদৃঢ়রূপে বেঁধে নেওয়ার পর।" (সূরা বাকারা-২ : ২৭)

এ বাক্য দ্বারা হযরত আদম (আ) ও সৃষ্টির সময় সমগ্র মানব জাতির নিকট থেকে একমাত্র আল্লাহর ফরমান পালনের যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল, তা বুঝানো হয়েছে। সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতে এ প্রতিশ্রুতির ও ফরমানের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।



সারসংক্ষেপ

আয়াতের পর্যালোচনা হতে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল :

১. ফিসক জঘন্যতম চারিত্রিক দোষ। কাফির-নাস্তিক, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপাচারে লিপ্ত সবাই এ শ্রেণিভুক্ত।
২. এরা আল্লাহ তা'আলার সাথে যাবতীয় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।
৩. এরা আল্লাহর বিধান অমান্য করে।
৪. আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্ব ও একত্ববাদ অস্বীকার করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে।
৫. ফাসিকরা সকল নবী-রাসূলের আনীত জীবন বিধানকে অস্বীকার করে।
৬. এরা কুরআনের বিধি-বিধান সত্য বলে জেনেও তা অস্বীকার ও অমান্য করে।
৭. এরা পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্বকে অমান্য করে।
৮. এরা খোদ্রাদ্রোহিতায় লিপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৯.	এরা ঈমানের দাবিতে গড়ে ওঠা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথিবীতে গোলযোগ ও অরাজকতা সৃষ্টি করে।
১০.	এরা পৃথিবীতে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে নিয়ে তা পৃথিবীতে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	'আলমে আরওয়াহ' এ কী প্রতিশ্রুতি আমরা সকলে দিয়েছিলাম তা উল্লেখ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ইয়ানকুদুনা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ভঙ্গ করে (খ) রক্ষা করে
(গ)ওয়াদা করে (ঘ) বাতিল করে

২. 'ইয়াকতাউনা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বাতিল করে (খ) ছিন্ন করে
(গ) সোজা করে (ঘ)বাঁকা করে

৩. 'ইউফসিদুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শান্তি স্থাপন করে (খ) শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে
(গ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (ঘ) সহযোগিতা করে

৪. 'ফাসিক' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সত্যত্যগী (খ) ওয়াদা রক্ষা কারী
(গ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারী (ঘ) শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কারী

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

এক সময় মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে মানুষের অস্তিত্ব দান করেন। কিন্তু সেই মানুষ এক সময় এতটাই অকৃতজ্ঞ হয় যে, তারা আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলে যায়। এর ফলে তারা পৃথিবীতে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও আখিরাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে।

ক. 'আহদুন' কী ? ১
খ. আয়াতে বর্ণিত ফাসিকদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। ২
গ. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষ থেকে কোথায় ও কিসের ওয়াদা নিয়েছিলেন ? ৩
ঘ. ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি সূরা বাকারার আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২
জনাব আসগর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি ঢাকায় বসবাস করেন। নিজের প্রয়োজনে কখনো কখনো গ্রামের বাড়িতে যান। কিন্তু নির্বাচনের সময় তিনি এলাকায় থাকেন। গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে জনগণের সুখ-দুঃখের খবর নেন। এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনে জয়ী তিনি হওয়ার পর গ্রামের খবর রাখেন না।

ক. সম্পর্ক ছিন্ন করা বলতে কী বুঝায় ? ১
খ. মুত্তাকী কাকে বলে ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. জনাব আলী আসগরের কর্মকাণ্ড কাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? ৩
ঘ. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষ থেকে কোথায় একং কিসের ওয়াদা নিয়েছিলেন ? - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ-১৬: আয়াত নং ২৮ ও ২৯ এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

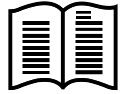


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাথ্যা করতে পারবেন;
- এ সূরার ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৃত্যুদান, হাশর, হিসাব-নিকাশ।



(২৮) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অনুবাদ

২৮. তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরি করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন জীবিত তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আবার তোমাদের মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। পরিণামে তাঁর নিকটেই তোমাদেরকে ফিরানো হবে।

শব্দার্থ

كيف- কিভাবে, কিরূপে। تكفرون-তোমরা কুফরি কর, আল্লাহকে অস্বীকার কর। بالله-আল্লাহর সাথে। و-এবং, অথচ। كنتم-তোমরা ছিলে। امواتا-মৃত। ثم-অতঃপর। يحييكم-জীবন দান করলেন। ثم يحييكم-অতঃপর তোমাদের জীবন দান করলেন। ثم-পুনরায়, আবার। ثم اليه ترجعون-আবার তোমাদেরকে তার নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করার জন্য সুস্পষ্ট যুক্তি পেশকরে কাফির ও মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা কিসের ভিত্তিতে, কোন যুক্তিতে আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা ভুলে তাঁর বিরোধিতা করছ এবং অন্যকে উপাস্য ও মাবুদ স্বীকার করছ? অথচ তিনিই যে তোমাদের একমাত্র মাবুদ এবং আনুগত্যের অধিকারী। যেমন- তোমরা কিছুই ছিলে না, দেহে প্রাণ সঞ্চার করার পূর্বে তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তোমরা ছিলে সম্পূর্ণ নির্জীব। তিনিই তোমাদের প্রাণ দান করে সঞ্জীবিত করেছেন। পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভের মাধ্যমে তোমাদের

পৃথিবীতে আনয়ন করা হয়েছে ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করলে। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মৃত্যুর পর আবার হিসাব-নিকাশের জন্য আবার তাঁর কাছেই তোমরা সমবেত হবে। তোমাদের জীবনের উপরিউক্ত অবস্থাগুলোর কোন একটাও কি তোমাদের নিজস্ব ক্ষমতায় কিংবা তোমাদের দেব-দেবীদের সহায়তায় ঘটেছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে তোমরা অকৃতজ্ঞের ন্যায় কেন এবং কি করে তাঁর বিরোধিতা করছ, সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকবান প্রত্যেকটি হৃদয় অবশ্যই এর বিরোধিতা করবে।

২৮ নং আয়াতের বিশ্লেষণ হতে আমরা যে মূল শিক্ষা পাচ্ছি তা হচ্ছে–

(ক) আল্লাহ মানুষকে অফুরন্ত করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
(খ) মানুষ প্রথমাবস্থায় ছিল নিস্প্রাণ।
(গ) আল্লাহ তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।
(ঘ) আল্লাহ মানুষকে মৃত্যু ঘটিয়ে অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যাবেন।
(ঙ) বিচারের জন্য পুনর্জীবিত করবেন।
(চ) তারপর সকলকেই তাঁর কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।
(ছ) অতএব কখনই আল্লাহর অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়।

(২৯) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অনুবাদ

২৯. তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দান করেন এবং তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবগত।

শব্দার্থ

هو-সে, তিনি। الذى-যে, যিনি। **خلق**-সৃষ্টি করেছেন। **لكم**-তোমাদের জন্য। **هو الذى خلق لكم**-তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। **ما**-যা। **فى**-মধ্যে। **الارض**-পৃথিবী। **مافى الارض**-যা পৃথিবীতে আছে। **ما فى الارض جميعا**-পৃথিবীতে যা আছে তার সবকিছু। **ثم**- তারপর, আবার। **استوى**-লক্ষ করলেন, মনোযোগ দিলেন। **الى**-দিকে, প্রতি। **سموت**-আকাশ। **الى السماء**-আকাশের দিকে। **سوهن**- তাদের বিন্যস্ত করলেন। **سبع**-সাত। **سموت**-আকাশসমূহ। **سبع سموت**-সাত আকাশ। **هو**-তিনি। **ب**-সম্পর্কে, সাথে। **كل**-প্রত্যেক। **شئ**-বস্তু, জিনিস। **عليم** -সর্বজ্ঞ, বিশেষভাবে জ্ঞাত, সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহর অসীম দান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হে কাফিরগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আকাশ-বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি একমাত্র তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন।কোনটি তোমাদের খাদ্য, কোনটি তোমাদের পানীয়, আবার কোনটি তোমাদের চোখের আরামদায়ক। অতএব দাতার দানসমূহ স্বীকারপূর্বক তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষের কর্তব্য। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর সাধারণ ও বিশিষ্ট নিআমতসমূহ স্মরণ করে দিয়েছেন।

'সাতটি আকাশ' বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। প্রত্যেক যুগেই মানুষ আকাশ বা পৃথিবী বহির্ভূত জগৎ সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ বা ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন মতবাদ পেশ করেছে এবং পরবর্তী যুগে আবার তা পরিবর্তিতও হয়ে গেছে। সুতরাং কোন মতবাদের ওপর ভিত্তি করে কুরআনের এ কথার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে না। তবে সাতটি আকাশ বিন্যস্ত করার অর্থ এই যে, পৃথিবী ব্যতীত আরও যে বিরাট জগৎ রয়েছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিন্যস্ত করে রেখেছেন।

'তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবগত'- এ বাক্যাংশ দ্বারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে। প্রথমত এই যে, তোমরা সেই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস কর যিনি তোমাদের সকল কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং যার দৃষ্টি থেকে তোমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ এমনকি মনের কল্পনাও অদৃশ্য নয়। আর দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনিই মূলত সকল জ্ঞানের উৎস। সুতরাং তাঁর দিক থেকে বিমুখ হয়ে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। বরং এটা চরম ক্ষতিকর।

তাফসীরে আশরাফীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রথমে মহান আল্লাহ জমিনের মৌল পদার্থ সৃষ্টি করেছেন এবং তা পৃথিবীর বর্তমান আকৃতিতে আসার পূর্বেই আকাশের মৌল পদার্থ সৃষ্টি করেন- যা প্রাথমিক অবস্থায় ধোঁয়ার আকারে ছিল। অতঃপর পৃথিবীকে বর্তমান আকার দান করে তাতে গাছ, পালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। অতএব এ ব্যাখ্যার পর আর কোন মতানৈক্য থাকে না।

তিনি সকল বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান রাখেন। কেননা তিনিই সকলের স্রষ্টা, সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক। কাজেই মানুষের উচিত তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই ইবাদাত ও আনুগত্য করে জীবনকে সার্থক করে তোলা।

এ আয়াতের পর্যালোচনায় আমরা যে সব শিক্ষা পাই তা হলো-

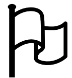
১. মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন একক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনিই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক।
২. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং প্রতিনিধি।
৩. মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।
৪. কাজেই মানুষ কোন সৃষ্ট বস্তুর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে না বা তার মাথা কোন সৃষ্টি বস্তুর কাছে নত করবে না।
৫. মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'আলা মহাবিশ্বের আকাশমণ্ডলের স্রষ্টা এবং তিনিই তা সুবিন্যস্ত করেছেন। এতে অপর কারো হাত নেই।



সারসংক্ষেপ

তিনি সকল সৃষ্টিলোক সম্পর্কে অবহিত। তাঁর জ্ঞানের ও কর্তৃত্বের বাইরে কিছুই নেই।
কাজেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করা বা অমান্য করা কারো উচিত নয়। তাঁরই ইবাদাত করা এবং তাঁরই বিধানমত জীবন পরিচালনা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	'এক আল্লাহই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক' -প্রমাণ করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'আমওয়াত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মৃত (খ) জীবিত
(গ)অর্ধ মৃত (ঘ) অসুস্থ

২. 'ইয়ুহয়িকুম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মৃত ঘোষণা করলেন (খ) জীবন দান করলেন
(গ) সোজা করলেন (ঘ) বাঁকা করলেন

২. 'তুরজাউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পুষিয়ে দেওয়া হবে (খ) দিয়ে দেওয়া হবে

(গ) ফিরিয়ে নেয়া হবে (ঘ) অর্পণ করা হবে

৪. 'জামিয়া' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সবকিছু (খ) অল্প

(গ) অর্ধেক (ঘ) বেশির ভাগ

৪. আল্লাহ আকাশকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন ?

(ক) ৫টি স্তরে (খ) ৭টি স্তরে

(গ) ৯ টি স্তরে (ঘ) ১১ টি স্তরে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জিসান ও রিয়াজ দুই বন্ধু। কলেজ ছুটির সময় তারা উভয়ে কক্সবাজার বেড়াতে যায়। চাঁদনি রাতে তারা সমুদ্রের তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউ, দূরের গাছ-পালার সৌন্দর্য ও ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করছিল। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে জিসান বলল, এসবই মহান আল্লাহর দান। রিয়াজ বলল, এসব হল প্রকৃতির দান।

ক. কুফর কী ? ১

খ. 'আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. আল্লাহ কীভাবে প্রাণহীন মানুষকে প্রাণদান করেছেন ? ৩

ঘ. জিসানের উক্তি 'এসবই মহান আল্লাহর দান' - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ৭টি

পাঠ-১৭: আয়াত নং ৩০ ও ৩১-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

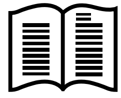


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩০ ও ৩১ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- আয়াত নং ৩০ ও ৩১-এর শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফেরেশতা, পৃথিবী, খলিফা, রক্তপাত, হামদ্, তাসবীহ্, পবিত্রতা, ঘোষণা।



(৩০) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অনুবাদ

৩০. বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

শব্দার্থ

و-এবং। اذا-যখন। قال-বলল। رب-প্রতিপালক। انى-নিশ্চয় আমি। جاعل-করতে যাচ্ছি। فى الارض-পৃথিবীতে। خليفة-প্রতিনিধি। قالوا-তারা বলল। أ-কি? تجعل-আপনি করবেন। فيها-সেখানে। اتجعل فيها- আপনি কি সেখানে করবেন? يفسد- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। فى-মধ্যে। ها-তা, এটি। فيها-তার মধ্যে, এর মধ্যে। يسفك- প্রবাহিত করবে। دم-রক্ত। نحن-আমরা। نسبح-আমরা গুণকীর্তন করছি। لك-তোমার জন্য। قال-তিনি বললেন। انى-নিশ্চয় আমি। اعلم-(আমি) জানি। ما-যা। لا-না। تعلمون-তোমরা জান। مالاتعلمون-যা তোমরা জান না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির রহস্যের কথা বর্ণনা করেছেন। মানুষকে আল্লাহ শুধু একটি সৃষ্টি হিসেবেই সৃষ্টি করেননি, বরং আল্লাহ প্রতিনিধিত্বের বিরল সম্মান দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহত্বের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ও বিশ্ব প্রকৃতিতে তাঁর অবস্থানের কথাও সঠিকভাবে বলে দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা মানব জাতির ইতিহাসের এমন এক অধ্যায় উন্মুক্ত করা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন উপায় মানুষের জানা ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের নিকট পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করলেন তখন ফেরেশতারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আরয করলেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা মারামারি, হানাহানি ও ঝগড়া-বিবাদ করবে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে? আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ফেরেশতাদের এ বক্তব্য তাদের আপত্তি নয়। কারণ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর কোন অধিকার কারও নেই। সুতরাং এটা তাদের প্রকৃত ব্যাপার জানবার প্রবল আগ্রহ মাত্র। ফেরেশতাদের এ উক্তির পেছনে

যুক্তিও ছিল। কারণ, মানব সৃষ্টির পূর্বে যাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছিল তারা সকলেই বিশেষ করে 'জিন' জাতি মারামারি ও হানাহানি করে ভীষণ অঘটন ঘটিয়েছিল। এসব জাতির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও তাদের পরিণতি ফেরেশতাদের চোখের সামনেই ঘটেছিল। সুতরাং আগত জাতি সম্পর্কে তাদের এ জিজ্ঞাসা অযৌক্তিক ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের এ অনুসন্ধিৎসার প্রেক্ষিতে জানিয়েছিলেন যে, খলিফা নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আমি জানি, তোমরা এটি বুঝতে পারবে না। কারণ শুধু ইবাদাত-বন্দেগির জন্যই মানুষ সৃষ্টি করা হবে না। দুনিয়া আবাদ এবং সৃষ্টিকুলের শাসনকার্য পরিচালনা করাও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

(৩১) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অনুবাদ

৩১. আর তিনি আদম (আ)-কে যাবতীয় নাম (জ্ঞান) শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। অতঃপর বললেন, এসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শব্দার্থ

و-এবং। علم-শিখালেন, শিক্ষা দিলেন। ادم-হযরত আদম (আ)। الاسماء-নামসমূহ। كلها-সব। ثم-অতঃপর, পুনরায়, আবার। عرض-পেশ করলেন। هم-তাদের। على-নিকট, প্রতি, ওপর। ثم عرضهم-অতঃপর এগুলো সামনে পেশ করলেন। ملئكة-ফেরেশতাসমূহ (ملك বহুবচন)। على الملئكة-ফেরেশতাদের নিকট। فقال- এবং বললেন। انبئونى-আমাকে বল। هؤلاء-এগুলোর। انبئونى باسماء هؤلاء-আমাকে এগুলোর নাম বল।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ)-কে নিছক একটি সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

- আর খিলাফতের গুরুত্ব দায়িত্ব পালন করার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হচ্ছে সৃষ্টিজগতের সমগ্র বস্তু ও বিষয় অবহিত হওয়া। অন্যথায় খিলাফতের মতো এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।
- কাজেই মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে সমগ্র বস্তুর নাম, গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে খলীফার যোগ্য করে তোলেন।
- আর ফেরেশতাদের স্বভাব প্রকৃতি এমন যে, খিলাফতের দায়িত্ব পালনের এবং যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান লাভের যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা তাদের দেননি।
- তাই আল্লাহ আদম (আ)- কে সমস্ত বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও তথ্যাদি শিক্ষা দিলেন। কারণ মানুষ বস্তুর নামের সাহায্যেই সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ করে থাকে। মানুষের জ্ঞান লাভের এটাই মাধ্যম। মূলত মানুষের সমস্ত জ্ঞান বস্তুর নামের ওপরই নির্ভরশীল। আর আদম (আ)-কে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।
- অতঃপর খলীফা হিসেবে হযরত আদম (আ)-এর যোগ্যতা ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করার উদ্দেশেই আল্লাহ বস্তুগুলোকে ফেরেশতা ও আদম (আ)-এর সামনে উপস্থিত করে সেগুলোর নাম ও গুণাগুণ জানতে চাইলেন। ফেরেশতাগণ তখন বস্তুর নাম ও গুণাগুণ বলতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। আদম (আ) সকল বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে দিলেন। তখন খলীফা হিসেবে আদম (আ)-এর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল।

- এ আয়াতের মাধ্যমে একথাই দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠলো যে, হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা সার্থক হয়েছে।

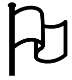


সারসংক্ষেপ

আমরা এ আয়াত থেকে যে শিক্ষা লাভ করতে পারি, তা হল–

১. মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের প্রতি রয়েছে মহান আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামাত ।
২. মহান আল্লাহর অজস্র নিয়ামাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামাত হল পৃথিবীতে মানুষ মহান আল্লাহর খলিফা।
৩. মানুষের সৃষ্টি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা নিরর্থক সৃষ্টি নয়।
৪. মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ।
৫. মানব প্রজন্ম সৃষ্টির পেছনে মহান আল্লাহর মহাপরিকল্পনা রয়েছে।
৬. ফেরেশতাগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন ও স্তব-স্তুতিতে সদা নিমগ্ন থাকেন।
৭. মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমে ফেরেশতাগণ অবহিত ছিলেন না-আল্লাহ তাদেরকে সে মহাপরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আল্লাহ জানেন অন্য কেউই তা জানে না।
৮. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। কাজেই তারা আল্লাহর বিধানমত চলবে এবং পৃথিবীকে পরিচালনা করবে, এবং তা বাস্তবায়ন করবে। পরামর্শ ভিত্তিক খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার শিক্ষাও এখানে রয়েছে।
৯. অতএব আমরা মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আল্লাহর প্রতিনিধি। আমাদের কাজ হবে তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করা এবং তাঁরই বিধান জীবনে বাস্তবায়িত করা। তাহলেই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	‘পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা’ -তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘খলিফা’ শব্দের অর্থ কী ?
(ক) প্রতিনিধি (খ) মালিক
(গ) বার্তা বাহক (ঘ) সংবাদ বাহক

২। ‘দিমাউন’ শব্দের অর্থ কী ?
(ক) রস (খ) রক্ত
(গ) পুঁজ (ঘ)পানি

৩। ‘হামদুন’ শব্দের অর্থ কী ?
(ক) প্রশংসা (খ) নিন্দা
(গ) হিংসা (ঘ) বিদ্বেষ

৪। ‘নুসাব্বিহ’ শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ভালো করি (খ) নিন্দা
(গ) মন্দ করি (ঘ) আমরা গুণকীর্তন করছি

৫। পৃথিবীতে জিন জাতি যা করেছিল-

i. মারামারি
ii. কাটাকাটি
iii. বিবাদ-বিসম্বাদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-**১**

ইমরান সাহেব একজন শিল্পপতি হলেও উচ্চশিক্ষিত নন। তিনি যে প্রকল্পেই হাত দেন সেখানেই সোনা ফলে। তাঁর অধীনে অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক কাজ করে। কিন্তু তাদের তেমন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তাই ইমরান সাহেব নতুন কোন প্রকল্প চালু করতে চাইলে অধীনস্ত কর্মকর্তারা নতুন প্রকল্পে ক্ষতির আশঙ্কা করে তাতে বাধা প্রদান করেন। তখন ইমরান সাহেব বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। আমার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তোমাদের তা নেই।

ক. খলিফা কী ? ১
খ. ফেরেশতাদের কাজ কী ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. মানুষ সম্পর্কে ফেরেশতাদের অভিমত কী ছিল ? ৩
ঘ. পৃথিবীতে খলিফা প্রেরণের উদ্দেশ্য কী - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-১৮: আয়াত নং ৩২, ৩৩ ও ৩৪-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

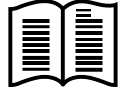


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ আয়াতের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	ইলম, মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, আদম আ., ইবলিস, সুবাহানাকা, মালাইকা, ফেরেশতা।



(৩২) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অনুবাদ

৩২. তাঁরা (ফেরেশতারা) বলল, আপনি মহান ও পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনিই মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

শব্দার্থ

قالوا-তারা বলল। سبحنك-আপনি মহান ও পবিত্র। لا-নেই। علم-জ্ঞান। لنا-আমাদের। لا علم لنا-আমাদের কোন জ্ঞান নেই। الا-বরং, ব্যতীত। ما-যা। علمتنا-আপনি আমাদের শিখিয়েছেন। انك-নিশ্চয় আপনি। انت-আপনি। عليم-মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। حكيم-মহাকৌশলী, বিজ্ঞানময়।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে জাগতিক বস্তুর নাম বলার ব্যাপারে ফেরেশতাদের অপারগতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে যাবতীয় বস্তুর নাম শেখালেন এবং ফেরেশতাদের কাছে তা পেশ করে তাদের নাম জানতে চাইলেন। ফেরেশতাগণ নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ! সব মহিমা আপনার। সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে একমাত্র আপনিই মুক্ত। আমরা তো কেবল ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়েছেন। একমাত্র আপনিই সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল ফেরেশতার জ্ঞান তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বায়ু সম্পর্কে নিযুক্ত ফেরেশতাদের পানি সম্পর্কে জ্ঞান নেই এবং মাটি সম্পর্কে নিয়োজিত ফেরেশতাদের বায়ু সম্পর্কে জ্ঞান নেই। কিন্তু মানুষের জ্ঞান যত কমই হোক না কেন সমষ্টিগতভাবে মানুষকে যে ব্যাপক জ্ঞান দান করা হয়েছে তা ফেরেশতাদের দেওয়া হয়নি।

একথা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, আদম (আ) কে যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব শিখিয়ে দেওয়া এবং ফেরেশতাদের শিখিয়ে না দেওয়ার পেছনে আল্লাহর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। কেননা আদম ও ফেরেশতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়া পরিচালনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা আদমকে এমন সব উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি করলে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন সহজ হয়। সুতরাং যাকে যে উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সে জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষ দুনিয়ার প্রাণি তাই আল্লাহ তাকে দুনিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান দান করেছেন।

(৩৩) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

অনুবাদ

৩৩. তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে আদম! তাদেরকে সকল নাম বলে দাও। অতঃপর যখন সে তাদেরকে এদের নাম বলে দিল তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবগত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ, নিশ্চিতভাবে আমি তাও জানি।

শব্দার্থ

قال-তিনি বললেন। يادم-হে আদম। انبئهم-তাদের বলে দাও। اسمائهم- তাদের নামসমূহ। ف-অতঃপর, যখন। انباهم-তাদের বলে দিলেন। قال-তিনি বললেন। أ-কি? لم-না। اقل-বলি। اقل لكم-আমি কি বলি নি? لكم-তোমাদের জন্য। انى-নিশ্চয় আমি। اعلم-জানি। غيب- অদৃশ্যবস্তু। سموت-আকাশসমূহ (শব্দটি سماء-এর বহুবচন)। و-এবং। ارض-পৃথিবী। غيب السموات والارض-আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু। اعلم-এবং আমি জানি। ما-যা। تبدون-তোমরা প্রকাশ কর। وما-এবং যা। تكتمون-তোমরা গোপন রাখ। وماتكتمون-এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

পূর্বোক্ত দুটি আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে খলিফা হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষে যাবতীয় জাগতিক বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিখিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তাঁর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার লক্ষে ফেরেশতাগণকে ঐ বস্তুগুলোর পরিচয় বর্ণনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ তা অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তারা তা জানতেন না। ফেরেশতাদের অপারগতা প্রকাশ করার পর বর্তমান আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে ঐ সমস্ত বস্তুর নাম ফেরেশতাদের বলে দেবার আদেশ দান করেন এবং হযরত আদম (আ) আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সকল বস্তুর নাম বলে দিলেন।

অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন, একথা তো আমি আগেই বলেছিলাম যে, আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত এবং তোমরা আদমের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে অভিমত পোষণ করেছিলে তাও আমার অজানা নয়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে কি কি যোগ্যতা নিহিত আছে তা তোমরা জান না এবং আমি জানি বলেই তাঁকে খিলাফতের মর্যাদায় আসীন করেছি।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দ্বারা ফেরেশতাদের জানিয়ে দিলেন যে, আমি হযরত আদম (আ) কে শুধু ক্ষমতা এবং ইখতিয়ারই দিচ্ছি না; বরং সাথে সাথে প্রচুর জ্ঞানও দিয়েছি। আদম (আ) কে খলিফা নিযুক্ত করায় তোমরা যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলে তা প্রকৃত ব্যাপারের একটি দিক মাত্র। এতে কল্যাণেরও একটি বড় দিক রয়েছে এবং কল্যাণের দিকটি বিপর্যয়ের দিক থেকে অধিকতর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তা উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৩৪) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অনুবাদ

৩৪. আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

শব্দার্থ

و-এবং। اذ-যখন। قلنا-আমরা বললাম। واذ قلنا-এবং যখন আমরা বললাম। للملئكة- ফেরেশতাদের জন্য। اسجدوا-তোমরা সিজদা কর, অবনত হও। لادم-আদমের প্রতি। ف-অতঃপর, সুতরাং। سجدوا-তারা সিজদা করল। الا-বরং, ব্যতীত। ابليس-ইবলিস, শয়তান। ابى-সে অস্বীকার করল। واستكبر-অহংকার করল। وكان-সে ছিল। من-থেকে। الكفرين-অস্বীকারকারীগণ, কাফির।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে জ্ঞানের কারণে নূরের তৈরি ফেরেশতা এবং আগুনের তৈরি জিন জাতির ওপর মাটির তৈরি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জিন ও ফেরেশতারা যখন জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় আদম (আ)-এর নিকট হেরে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে সাজদা দিয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দান করলেন। আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সব ফেরেশতা আদম (আ)-এর প্রতি সম্মান দেখাল কিন্তু আগুনের তৈরি ইবলিস এই বলে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করল যে, আমি আগুনের তৈরি আর আদম (আ) মাটির তৈরি। সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ। আমি আদমের নিকট মাথা অবনত করতে পারব না। এ গুরুতর অপরাধের কারণে আল্লাহ ইবলিসকে চিরকালের জন্য ফেরেশতাদের নিকট থেকে বের করে দিলেন এবং তার শাস্তির জন্য দোযখ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

'এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' এ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্ভবত একাকী ইবলিসই সিজদা করতে অস্বীকার করেনি; বরং জিনদের একটি দলও হয়ত বিদ্রোহ করেছিল এবং ইবলিস তাদের নেতা ছিল, তাই তার নামই এখানে উল্লেখ হয়েছে।



সারসংক্ষেপ

আমরা এ আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে-

১. মহামহিম আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানব মানুষই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

৩. ফেরেশতা ও জিন জাতি থেকেও মানুষ শ্রেষ্ঠ।

৪. মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫. অহংকার করা কোন সৃষ্টির জন্য সমীচীন নয়। অহংকার কেবল আল্লাহর জন্য শোভন। তাই কোন অংহকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অহংকার পতনের মূল।

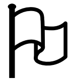
৬. ফেরেশতাদের সর্দার ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং অহংকারবশত মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে ফলে সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।

৭. অহংকার না করে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ যাবতীয় মর্যাদা ও সফলতার চাবিকাঠি।

৮. আল্লাহর আদেশ নিষেধ তথা তাঁর বিধানমত জীবন পরিচালনা না করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধান মেনে চলার মধ্যেই সৃষ্টিলোক এবং মানবজাতির মুক্তি ও সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল বিধান মেনে চলব।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করুন ও পরস্পরে পর্যালোচনা করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'সুবহানাকা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আপনি মহান ও পবিত্র (খ) আপনি রিজিকদাতা

(গ) আপনি আশ্রয়দাতা (ঘ) আপনি বিচারক

২। 'হাকিম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মহাজ্ঞানী (খ) মহাকৌশলী

(গ) মহানুভব (ঘ) মহাবিচারক

৩। 'গায়বুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) দৃশ্য　　(খ) খোলামেলা
(গ) অদৃশ্য　　(ঘ) অগোছালো

৪. 'তুবদুনা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তোমরা গোপন কর　　(খ) তোমরা প্রকাশ কর
(গ) তোমরা দেখাও　　(ঘ) তোমরা ভেঙ্গে ফেল

৫. 'তাকতুমুন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তোমরা গোপন কর　　(খ) তোমরা দেখাও
(গ) তোমরা প্রকাশ কর　　(ঘ) তোমরা ভেঙ্গে ফেল

৬. 'ফেরেশতা' কিসের তৈরি ?

(ক) আগুনের তৈরি　　(খ) নূরের তৈরি
(গ) সোনার তৈরি　　(ঘ) রূপার তৈরি

৭. 'জিন' কিসের তৈরি ?

(ক) আগুনের তৈরি　　(খ) নূরের তৈরি
(গ) সোনার তৈরি　　(ঘ) রূপার তৈরি

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আল্লাহ তা'লার নির্দেশে ফেরেশতা আদম (আ.) কে সিজদা করে। এ ঘটনা থেকে সুরুজ মিয়া ভুলবশত ধারণা করে যে, হয়তবা মানুষকেও সিজদা করা যায়। তাই সুরুজ মিয়া নিজের বাবা-মা এমনকি নিজের পীর ওস্তাদদেরও সিজদা করতে আরম্ভ করলেন। সুরুজ মিয়াকে লক্ষ করে তার বন্ধু আতিক বলল, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যায় না।

ক. সিজদা কী ? ১
খ. 'তিনি বললেন, হে আদম ! তাদেরকে এসবের নাম বলে দাও' ব্যাখ্যা করুন ২
গ. সুরুজ মিয়ার কর্মকান্ডকে কোন অপরাধের সাথে তুলনা করা যায় ? ৩
ঘ. মানুষ, ফেরেশতা ও জিন জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। গ ৬। খ ৭। ক

পাঠ-১৯: আয়াত নং ৩৫, ৩৬, ৩৭, -এর অনুবাদ, ব্যখ্যা ও শিক্ষা

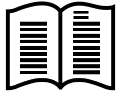


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সূরা বাকারার ৩৫, ৩৬, ৩৭ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এসব আয়াতের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এসব আয়াতের বক্তব্য থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আদম ও হাওয়া আ, জান্নাত, বৃক্ষ, শয়তান।



(৩৫) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ

৩৫. আর আমি (আল্লাহ) বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। এবং যেখানে ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার কর। কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হইও না, হলে তোমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

শব্দার্থ

و-এবং। قلنا-আমরা বললাম। يادم-হে আদম (আ)। اسكن-বসবাস কর। انت-তুমি। زوجك-তোমার স্ত্রী। جنة - বেহেশত। لا-না। تقربا-কাছে যাও দুজনে। لا تقربا-এবং দু'জনে কাছে যেও না। هذا-এই। الشجرة-গাছটি। هذه السجرة-এ গাছটি। ف-তাহলে। تكونا-তোমরা (দুজন) হয়ে যাবে। من الظلمين-যালেমদের অন্তর্ভুক্ত। وكلا-এবং খাও, আহার কর। منها-তা থেকে। رغدا-তৃপ্তি সহকারে। حيث-যেভাবে। شئتما-তোমরা দুজনে চাও।

টীকা :

ظلم-(যুলমুন) শব্দের অর্থ হল যেখানে যে জিনিস রাখা দরকার তা সেখানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা এবং কারও অধিকার হরণ করা। আর যে ব্যক্তি এরূপ কর্ম করে তাকে বলা হয় যালিম। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে সে তিনটি বড় বড় অধিকার হরণ করে থাকে। যেমন-

(১) আল্লাহর অধিকার,
(২) যে সব জিনিস সে ব্যবহার করে সে সবের অধিকার এবং
(৩) নিজের অধিকার হরণ করে।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'পাপ' কে 'যুলুম' এবং পাপীকে 'যালিম' বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (আ)-এর প্রতি বেহেশতে অবস্থানের নির্দেশ ও কতিপয় প্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধের কথা উল্লেখ করেছেন। হজরত আদম (আ) কে সিজদা করার নির্দেশ অমান্য করার কারণে শয়তান বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয় এবং হজরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (আ) সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে বললেন, তোমরা নির্ভয়ে এবং সুখ-শান্তিতে এখানে বসবাস করতে থাক এবং মনের

আনন্দে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াও, যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ গাছটির ফল খাওয়া তো দূরের কথা, কখনও এর ধারে-কাছেও যাবে না। যদি এ আদেশ অমান্য কর তবে নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তাঁরা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে সেই নিষিদ্ধ গাছটির ফল খেয়ে ফেললেন। এ ভুলের কারণে আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন।
যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (আ) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তার নাম সম্পর্কে তাফসীরকারকদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ওটাকে ‘গন্ধম' ফল বলে উল্লেখ করেছেন।

(৩৬) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

অনুবাদ

৩৬. অতঃপর শয়তান এ থেকে তাদের পদস্থলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল। আর আমি বললাম, তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।

শব্দার্থ

فازل-অতঃপর পদস্খলন ঘটাল। هما-তাদের উভয়ের। فازلهما-অতঃপর তাদের উভয়ের পদস্খল ঘটাল। عنها-তা থেকে। فاخرج-অতঃপর বের করল। هم-তাদের উভয়কে। عنها-সেখান থেকে। كانا-তারা (উভয়ে) ছিল। مما كانافيه-যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে। قلنا-আমরা বললাম। اهبطوا-তোমরা নেমে যাও। بعضكم لبعض-তোমরা একে অপরের জন্য। عدو-দুশমন। بعضكم لبعض عدو-তোমরা একে অপরের দুশমন। ولكم-এবং তোমাদের জন্য। فى الارض-পৃথিবীতে। مستقر-অবস্থান স্থল। متاع-সম্পদ জীবিকায়। الى-পর্যন্ত। حين- একটি নির্দিষ্ট সময়। الى حين-একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হযরত আদম (আ) কে সিজদা না করার অপরাধে আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে তাঁর রহমত ও জান্নাত থেকে বিতাড়িত করলেন এবং আদম (আ) ও হাওয়া (রা) কে জান্নাতে স্থান দান করলেন। তাঁরা পরম সুখে জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন। শয়তান তাঁদের সুখ-শান্তি দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগল এবং কি করে তাঁদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করা যায় তার চিন্তায় মশগুল হল।
শয়তান যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ তা'আলা হজরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা) কে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন তখন সে বুঝতে পারল যে, যে করেই হোক এ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে পারলেই ওদের সর্বনাশ করা যাবে। শয়তান সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল। একবার সে হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা) কে বেহেশতে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি এক দরবেশের বেশ ধারণপূর্বক রাস্তায় বসে কাঁদতে শুরু করে। হজরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা) তার ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে সে বলল, আমি তোমাদের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করেই কাঁদছি। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা বেহেশতের এ সুখ বেশি দিন ভোগ করতে পারবে না। অচিরেই তোমাদের মৃত্যু হবে। আদম (আ) ও হাওয়া (রা) তার এ কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন ও ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শয়তান যখন বুঝল যে, তার কথায় কাজ হয়েছে তখন তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলল আমি তোমাদের বন্ধু, তোমাদের কল্যাণ সাধনই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য। তোমরা যদি ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও তবেই তোমরা অমর হয়ে যাবে এবং বেহেশতে চিরকাল অবস্থান করতে পারবে। হজরত আদম (আ) প্রথমে ফল খেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন; কিন্তু শয়তানের বার বার আল্লাহর নামে কসম খাওয়া দেখে একটু নরম হয়ে গেলেন। তার ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। এরপর তাঁদের দেহ থেকে বেহেশতী লেবাস খসে পড়ল। তাঁরা লজ্জা অনুভব করলেন এবং গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহর হুকুম হয়ে গেল যে, তোমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বেহেশতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ। অতএব তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও এবং সেখানে একে অপরের

দুশমন অর্থাৎ শয়তান মানুষের চরম শত্রুরূপে বসবাস করতে থাক। তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বসবাস করবে। যদি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে আমার হুকুম অনুযায়ী সৎভাবে জীবন যাপন করতে পার তবে পুনরায় এ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে, নতুবা দোযখের কঠিন আযাব তোমাদের জন্য অবধারিত। অতঃপর তাঁদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হল।

(৩৭) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অনুবাদ

৩৭. অতঃপর আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখলেন এবং আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।

শব্দার্থ

فتلقى-অতঃপর তিনি শিখলেন । **ادم**- আদম (আ)। **من**-থেকে। **من ربه**-তাঁর প্রভুর নিকট থেকে। **ف**-অতঃপর। **فتلقى**-আদম (আ) শিখে নিলেন। **كلمت**-বাক্যসমূহ, কতিপয় বাক্য। **فتاب**-অতঃপর তিনি (আল্লাহ) দয়াপরবশ হলেন, তাওবা কবুল করলেন। **عليه**-তার প্রতি, তার ওপর। **ان**-নিশ্চয়। **ه**-তিনি। **انه**-নিশ্চয় তিনি। **التواب**-অত্যন্ত ক্ষমাশীল। **الرحيم**-পরম দয়াবান।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় এসে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট ঐকান্তিকভাবে ক্ষমা কামনা করছিলেন। কিন্তু কিভাবে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তার ভাষা ও পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য কতিপয় বাক্য ও প্রার্থনানীতি শিখিয়ে দিলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ আদম (আ)-কে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রার্থনাটি শিখিয়েছেন তা হলো-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ-৭:২৩)

অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি করুণা করলেন এবং তাঁদের তাওবা গ্রহণ করে নিলেন। কেননা নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল এবং অতীব মেহেরবান।

'ফা-তাবা আলাইহি'- এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তাওবা-এর অর্থ : ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। তাওবার সম্বন্ধ যখন মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হয় তিনটি বস্তুর সমষ্টি। যথা :

(ক) কৃত পাপের স্বীকৃতি এবং সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

(খ) পাপ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা।

(গ) ভবিষ্যতে আর এরূপ না করার সংকল্প করা।

এ আয়াতের মূল শিক্ষা হল বান্দা নিজের ভুল স্বীকার করে কৃত পাপ থেকে বিরত হলে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করেন এবং মুক্তি ও রহমত দান করেন।



সারসংক্ষেপ

এ আয়াত থেকে যে সব শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হল:

১. আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সস্ত্রীক জান্নাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।

৩. আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী অহংকারী শয়তানকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করেন।

৪. আল্লাহর আদেশ অমান্য করা কারও জন্যই মঙ্গলদায়ক নয়। তাই আদম (আ) ও হাওয়া (রা) কে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করার কারণে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আসতে হয়।

৫. আদম (আ) ও হাওয়া (রা) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করেন।

৬. শয়তান মানব জাতির চরম দুশমন।

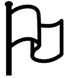
৭. শয়তান সব সময় মানব জাতিকে আল্লাহর বিধান অমান্য করার ব্যাপারে প্ররোচনা দিতে থাকবে। তাই শয়তানের প্ররোচনা থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

৮. পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই পৃথিবীর মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া কারো জন্যই মঙ্গলদায়ক নয়।

৯. পৃথিবীর জীবন সীমিত সময়ের জন্য। পৃথিবীর জীবনের পর মানুষকে অনন্ত জীবনে যেতে হবে। সেটা মানুষের আসল জীবন। সে জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতাই মানুষের প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতা। তাই দুনিয়ার জীবনের জন্য আখিরাত জীবনের কথা ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়।

১০. সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলব, শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করব। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর জীবনকে তুচ্ছ মনে করে আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য ইমান ও আমলী জিন্দেগী গড়ে তুলব।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর পৃথিবীতে আগমনের ইতিহাস লিখুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. যে আল্লাহর নাফরমানি করে সে বড় বড় কয়টি অধিকার হরণ করে ?

(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

২. আদম ও হাওয়া (আ) আল্লাহ তা'আলা কোথায় বসবাসের আদেশ দেন ?

(ক) পৃথিবীতে (খ) জান্নাতে
(গ) মঙ্গল গ্রহে (ঘ) চতুর্থ আসমানে

৩. আদম (আ) ও হাওয় (আ) আল্লাহ কিসের কিসের কাছে যেতে নিষেধ করেন ?

(ক) জাহান্নামের (খ) জান্নাতের
(গ) একটি গাছের (ঘ) শয়তানের

৪. আদমকে সিজদা না করার অপরাধে কাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হয় ?

(ক) হাওয়া (আ) কে (খ) মানুষকে
(গ) শয়তানকে (ঘ) ফেরেশতাদেরকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
আদম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করলেন।
৫. তাওবা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ফিরে আসা (খ) ফিরে যাওয়া
(গ) ক্ষমা চাওয়া (ঘ) দেখা করা

৬. আদম (আ.) আল্লাহর নিকট থেকে যা শিখেছিলেন-

i. হে আমাদের প্রভূ ! আমরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছি
ii. আপনি ক্ষমা না করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো
iii. আপিনি আমাদের প্রতি করুনা করুন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) ii ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

যে কোন সৃষ্টির পেছনে একটি লক্ষ ও উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টির সার্থকতা পাওয়া যায় না। মানুষ সৃষ্টির পেছনেও একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন কারা স্বীয় প্রবৃত্তির ইচ্ছায় চলে, আর কারা স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে। ভালো-মন্দ বিচার করেই প্রতিদান দেওয়া হবে।

ক. মালায়িকা বা ফেরেশতা কী ? ১
খ. 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না' - ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. মানুষ ও ফেরেশতার জ্ঞানের পার্থক্য বর্ণনা করুন। ৩
ঘ. মানুষকে আল্লাহ কীভাবে সম্মানিত করেছেন ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ- ২০: আয়াত নং-৩৮ ও ৩৯ এর অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এই পাঠ শেষে ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শিক্ষ বলতে পারবেন।

(৩৮) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অনুবাদ

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। সুতরাং পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন পথ নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

শব্দার্থ

قلنا-আমরা বললাম। اهبطوا-তোমরা নেমে যাও। منها-এখান থেকে। جميعا-সবাই। فاما-সুতরাং যদি। ياتينكم-তোমাদের কাছে অবশ্যই আসে। منى-আমার পক্ষ থেকে। هدى-হিদায়াত, পথনির্দেশ। فمن-তৎপর যে ব্যক্তি, যারা। تبع-অনুসরণ করবে, মেনে চলবে। هداى-আমার নির্দেশ, আমার হিদায়াত। فلا-সুতরাং না। خوف-ভয়। فلاخوف عليهم-তাদের কোন ভয় নেই। و-এবং। لا-না। هم-তারা, তাদের। ولاهم يحزنون-এবং তারা চিন্তিত হবে না।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হযরত আদম (আ) ও হজরত হাওয়া (রা)-কে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বেহেশ্‌তে রাখা হয়েছিল। হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (রা) আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে আল্লাহর বিরাগভাজন হন। ফলে তাঁদের দেহ থেকে বেহেশ্‌তী পোশাক খসে পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বেহেশ্‌ত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আদম (আ) ও হাওয়া (রা) নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, পৃথিবীতে তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে জীবন বিধান (হিদায়াত) পৌঁছবে।

- যারা আমার সেই জীবন বিধান অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিজেদেরকে সেদিকে পরিচালিত করবে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই কিংবা তারা দুঃখিতও হবে না। অর্থাৎ তারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করে পুনরায় তাদের মূল আবাসস্থল বেহেশ্‌তে ফিরে আসতে পারবে।
- যারা আমার প্রেরিত জীবনব্যবস্থা ও পথনির্দেশনা মোতাবেক তাদের জীবন পরিচালনা করবে না, তারা মুক্তি পাবে না।
- জাহান্নামই হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

(৩৯) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অনুবাদ

৩৯. এবং যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই দোযখবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

শব্দার্থ

و -এবং। الذين-যারা। كفروا-কুফরি করেছে। والذين كفروا-এবং যারা কুফরি করেছে। كذبوا-মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। باٰيٰتنا-আমাদের নিদর্শনাবলি। اولئك-তারাই। اصحاب-বন্ধু, সাথী (শব্দটি صاحب এর বহুবচন)। النار-দোযখ, নরক। اولئك اصحاب النار-তারাই দোযখের সাথী, বন্ধু, দোযখের অধিবাসী। هم-তারাই। فيها-এতে, সেখানে, তার মধ্যে। خلدون-সর্বদা থাকবে, অবস্থান করবে, চিরকাল থাকবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) ও হাওয়া (আ.)-এবং ইবলিসকে ঊর্ধ্ব জগৎ হতে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়ার সময়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, নিশ্চয় পৃথিবীতে আমার তরফ থেকে হিদায়াতের বাণী সম্বলিত কিতাব ও নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটবে। তোমরা যদি সে হিদায়াতের বাণী অনুসরণ কর এবং নবী-রাসূলগণকে মেনে চল, তাহলে তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমাদের কোন চিন্তা থাকবে না। তোমরা অনন্ত সুখের জান্নাতের অধিবাসী হবে। সেখানে তোমরা চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। আর যদি তোমরা আমার সেসব হিদায়াতের বাণী ও নিদর্শনাবলিকে এবং নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার কর, সে সবকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের পরিণাম শুভ হবে না। তোমরা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। আর সেখানেই তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে।

 **সারসংক্ষেপ**

এ আয়াত থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে–

১. পৃথিবীতে মানুষ এসেছে একটি সীমিত সময়ের জন্য।

২. মানুষের পৃথিবীর জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে মানুষের কাছে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত।

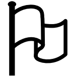
৩. আল্লাহর সেই হিদায়াত ও নবী-রাসূলগণকে মেনে চলার মধ্যেই মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

৪. আর যদি কেউ তা অস্বীকার করে তবে সে হবে কাফির ।

৫. কাফিরদের দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ, বিপর্যস্ত এবং অশান্তিতে ভরপুর। আর আখিরাতে এদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

৬. অতএব আমরা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলব এবং কখনো নাস্তিকদের মত হব না। তাহলেই আমরা মুক্তি পাব।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আদম ও হাওয়া (আ) কীভাবে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন- সেই ঘটনা ‘কাসাসুল কুরআন’ নামক পুস্তক থেকে পড়ে সারসংক্ষেপ লিখে দেখান।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘জান্নাত’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈঠকখানা (খ) বেহেশত
(গ)মুসাফিরখানা (ঘ) হুরাখানা

২। ‘গন্ধম অর্থ কী ?

(ক) নিষিদ্ধ গাছের ফল (খ) বড় গাছের ফল
(গ) ছোট গাছের ফল (ঘ) লতানো গাছের ফল

৩।‘ইহবিতু’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তোমরা ফিরে আস (খ) তোমরা বসে থাক
(গ) তোমরা নেমে যাও (ঘ) তোমরা শুয়ে থাক

৪। ‘মাতাউন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বোঝা (খ) অর্থ সম্পদ
(গ) উপকরণ (ঘ) জীবিকার সম্পদ

৫। ‘আদুউন’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মিত্র (খ) শত্রু
(গ) সাথী (ঘ) পথচারী

৬। ‘আদম’ (আ.)-কে কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল ?

(ক) বাংলাদেশ (খ) সিংহল
(গ) ভারত (ঘ) পাকিস্তান

৭। 'হাওয়া' (আ.)-কে কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল ?

(ক) জেদ্দায়	(খ) সিংহল
(গ) ভারত	(ঘ) পাকিস্তান

৮. 'তওবা' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) চলে যাওয়া	(খ) দোয়া করা
(গ) ফিরে আসা	(ঘ) কান্নাকাটি করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

রায়হান একজন কর্মচারী। সে প্রায়ই দেরিতে অফিসে উপস্থিত হন। তার দেখাদেখি অন্যান্য কর্মচারীরাও দেরি করে অফিসে উপস্থিত হতে থাকেন। অফিসের প্রধান কর্মকর্তা বিষয়টি জানতে পেরে সবাইকে তলব করেন। অফিসের প্রধান কর্মকর্তা অফিসে দেরি করে উপস্থিত হবার কারণ জানতে চান। অন্যান্য কর্মচারীরা বলেন, আমাদের সহকর্মী রায়হান প্রতিদিন অফিসে দেরি করে উপস্থিত হলেও তার কিছুই হয় না। তাই আমরাও অফিসে দেরি করে উপস্থিত হতে শুরু করেছি। অফিস প্রধান এতে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং রায়হানকে বহিষ্কার করেন। রায়হান নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান। অফিস প্রধান লিখিতভাবে আবেদন করতে বলেন। অবশেষে আবেদনের ভাষা কী হবে তাও অফিস প্রধান বলে দিলেন।

ক. সাজারাতা কী ? ১

খ. 'এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কোন অপরাধের কারণে আদম (আ) ও হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন ? ৩

ঘ. রায়হানের আবেদনের ভাষা কেমন ছিল - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

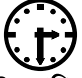
 **উত্তরমালা:** ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ক ৮। গ

আল-হাদিস

ইউনিট
৪

ভূমিকা

ইসলামি জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি আল-কুরআন। দ্বিতীয় ভিত্তি আল-হাদিস। কুরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করে। আর হাদিস সেই মৌলনীতির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। তাই হাদিস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর (স) পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশাবলির বিস্তৃত উপস্থাপনা। ইসলামি জীবন-দর্শনে কুরআনের সাথে হাদিসের রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। এ ইউনিটে হাদিসের পরিচয়, প্রকারভেদ, প্রধান হাদিস সংকলকদের জীবনী ও অবদান এবং হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১২ দিন।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: হাদিস-এর পরিচয়, আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

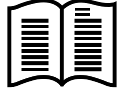


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিসের পরিচয় বলতে পারবেন;
- হাদিসের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হাদিস, ওহী, ইলাহী, শরী'আত, সুন্নাহ, হাদিসে কুদসি, সমর্থন।



১.১ হাদিসের পরিচয়

'হাদিস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা ও বাণী। ইসলামি পরিভাষায় নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স) জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন তার সবগুলোই হাদিস। অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ এবং সমর্থনও হাদিস হিসেবে পরিগণিত।

হাদিসের বিষয়ে আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত ও তথ্য সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে হাদিস।" হাদিসকে সুন্নাহও বলা হয়। তবে সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম। রাসূলে করীম (স)-এর হাদিসও এক প্রকার ওহী। কেননা মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ বলেছেন, ওহী দু'প্রকার-

(১) প্রকাশ্য ও পঠিত ওহী

(২) অপ্রকাশ্য ও অপঠিত ওহী।

কুরআন হল প্রকাশ্য ও পঠিত আল্লাহর বাণী এবং হাদিস হল গোপন ও অপঠিত ইলাহী নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ (স) কখনও শরীআত ও ইসলাম বিষয়ক কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বা মনগড়া বলেননি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া যে তিনি কোন কথা বলেননি আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰى

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম-৫৩ : ৩-৪)

আর প্রকাশ্য ওহী ছাড়া অন্য যে সমস্ত কথা তিনি সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে পেয়েছেন সেগুলোকে হাদিসে কুদসি বলা হয়।

পরিভাষায় মহানবী (স)-এর কথা, কাজ সমর্থনকেই হাদিস বলা হয়। আর সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় আছার এবং তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় ফাতাওয়া।

১.২ হাদিসের আলোচ্য বিষয়

হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর (স) জীবন ও কর্ম, তাঁর কথা, কাজ এবং সম্মতিমূলক কথা-কাজ-আচরণ, তাঁর সামগ্রিক জীবন ও জীবনাদর্শ-ই হচ্ছে হাদিসের আলোচ্য বিষয়। হাদিস-বিজ্ঞানীগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে বলেন, "ইলমে হাদিসের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হল- রাসূলে করীম (স)-এর মহান সত্তা এ হিসেবে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।"

অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের কথা-কাজ ও অনুমোদনমূলক কথা এবং কাজের বিবরণও হাদিসের আলোচ্য বিষয়। তেমনিভাবে তাবিঈনের কথা, কাজ ও তাঁদের অনুমোদনমূলক কথা ও কাজের বিবরণও আলোচ্য বিষয়। শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে কুরআন মাজীদের পরেই হাদিসের স্থান। আর এ হাদিস কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বাস্তব-রূপায়ণ।

১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

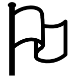
ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপনে করার জন্য হাদিসের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা রাসূলের আনুগত্যের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, কর্ম, অবস্থা ও অনুমোদিত বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। ইসলামি শরীআতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন রাসূলের হাদিসের মাধ্যমেই সম্ভব। আর হাদিসের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তা বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আমল এবং জীবনে বাস্তবায়ন মানব জীবনের মুক্তির জন্য অপরিহার্য।



সারসংক্ষেপ

হাদিস ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। হাদিস ও সুন্নাহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবনাদর্শ। কুরআনকে ইসলামি শরী'আতের মূলনীতি বলা হয়েছে। আর হাদিস সেই মূলনীতির ব্যাখ্যা। কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে হাদিস অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বের দাবিদার।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ হাদিস ও সুন্নাহর পরিচয় নিয়ে পরস্পর আলোচনা করবেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। হাদিস শব্দের আভিধানিক অর্থ-
(ক) কথা ও বাণী (খ) কাজ ও কথা
(গ) সংবাদ ও বাণী (ঘ) সুন্নাহ

২। সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ-
(ক) কথা ও বাণী (খ) কাজ ও কথা
(গ) রীতি-নীতি ও প্রথা (ঘ) একটিও না

৩। ওহী দু প্রকার, যথা-
(ক) পঠিত ও অপঠিত (খ) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য
(গ) মাতলু ও গায়রে মাতলু (ঘ) মুফরাদ ও মুরাক্কাব

৩। রাসূলুল্লাহ (স) শরী'আতের ব্যাপারে -
(ক) নিজে কোন কথা বলেননি (খ) নিজেই বিধান দিতেন
(গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলতেন (ঘ) অন্যের শেখানো কথা বলতেন

৪। হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে -
(ক) পার্থক্য আছে (খ) কোন পাথ্যক্য নেই
(গ) কিছু পার্থক্য আছে (ঘ) অনেক পার্থক্য আছে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

পবিত্র কুরআনের পর সর্বাধিক উন্নত ও সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো হাদীস

৫। হাদীস কার বাণী ?
(ক) আল্লাহর (খ) রাসূলের

(খ) ইমাম আবু হানিফার (গ) ইমাম শাফেয়ীর

৬। হাদিসের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জানতে পারবে-

i. কুরআনের ব্যখ্যা ii. হাদিসের বিষয়বস্তু iii. সুন্নাহর বর্ণনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

বার্ষিক ইসলামি সম্মেলনে প্রধান বক্তা মাওলানা হাফিজুল্লাহ বলেন, প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে সাহাবিদের উদ্দেশে বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি - তোমরা তা দৃঢভাবে ধারণ করতে পারলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীর অনেক মানুষই আজ পথভ্রষ্ট। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানির সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এক কথায় বলা যায়- পৃথিবীর সর্বত্র আজ অশান্তি বিরাজ করছে।

ক. হাদিস কী ? ১

খ. কুরআনের বাণীঃ 'রাসূল (স) নিজ থেকে কিছু বলেন না'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. হাদিস ও সুন্নাহ সম্পর্কে বিবরণ দিন । ৩

ঘ. হাদিসের প্রয়োজনীয়তা _উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। ঘ

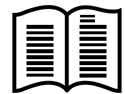
পাঠ -২: হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিসের বিধানগত গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হাদিসের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	উম্মাতে মুহাম্মাদী, হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, শরীআতের উৎস, সালাত কায়েম।



২.১ হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন মাজীদের পরেই হাদিসের স্থান এবং এ হিসেবে হাদিস ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। হাদিস হচ্ছে রাসূল (স)-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরীআতে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদিসে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সালাত ও যাকাতের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে শুধু বলা হয়েছে– "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" কিন্তু কীভাবে সালাত কায়েম করতে হবে এবং কীভাবে যাকাত দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। তাঁর হাদিসে

এর ব্যাখ্যা ফুটে ওঠেছে। হাদিস ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য হাদিস শিক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২.২ দৈনন্দিন জীবনে হাদিসের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই হাদিস অপরিহার্য। উম্মতে মুহাম্মদীর দৈনন্দিন চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল কাজেই হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্মের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদনের জন্য হাদিসের প্রয়োজন। হাদিসকে অস্বীকার করার অর্থ হল ইসলামকেই অস্বীকার করা। কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেন- "হে মানবজাতি! রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর-৫৯ : ৭)

তাই হাদিসের বিধানগত গুরুত্ব হচ্ছে- তা শরীআতের বিধান নির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন করে।

২.৩ অনুসরণীয় আদর্শ

ইসলামি শরীআতের নিরিখে মহানবীর (স) আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, কথা-বার্তা-তথা গোটা জীবনই উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"আল্লাহ রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ২১)

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ বলেন–"রাসূলকে অনুসরণের জন্যই প্রেরণ করেছি।" (সূরা নিসা ৪ : ৬৪)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

"বলুন, অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের।" (আলে ইমরান ৩ : ৩২)

সুতরাং রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর সামগ্রিক জীবন তথা হাদিসের প্রামাণ্য দলিল অনুসরণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

২.৪ কুরআন বুঝার জন্য হাদিসের গুরুত্ব

হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যতীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সকল বিধি-বিধান সঠিক ও যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআনের মর্ম সঠিকভাবে বুঝতে হলে নবী (স) যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্যই জানতে হবে। কারণ রাসূলে করীম (স)-এর সমস্ত জীবনই কুরআনের ব্যাখ্যা। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর নিকট কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী কুরআন পড় না? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র।"

অতএব হাদিস ছাড়া রাসূল (স) কে জানা, বুঝা ও অনুসরণের কোন উপায় নেই। সুতরাং রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যও হাদিসের একান্ত প্রয়োজন।

২.৫ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব

হাদিস ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস। হাদিস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চর্চার পথ উন্মোচিত হয়েছে। হাদিস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদঘাটন করতে গিয়ে বিপুলায়তন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে ওঠেছে। হাদিসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবন যাত্রার তথ্য মিলে। এ ছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

২.৬ হাদিস জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস

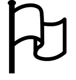
হাদিস কেবল মহানবীর (স) জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং এটা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলিল। ধর্ম, যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) লিখেন–

"ইলমে হাদিস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদিস সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবিদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৃত। বস্তুত হাদিস অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ, যেন সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ শশী। যে এর অনুসারী হবে, একে আয়ত্ত করবে, সে সুপথ প্রাপ্ত হবে; সে লাভ করবে বিপুলায়তন কল্যাণের ফলগুধারা।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)

 **সারসংক্ষেপ**

দৈনন্দিন জীবনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ন্যায় মহানবী (স)-এর হাদিসেরও অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে হাদিস শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ইসলামি জীবনাদর্শ পালনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করবেন। হাদীস শুধু মহানবীর জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং এটা তার সকল কর্মতৎপরতার প্রামাণ্য দলিল। রাসূলুল্লাহর জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এতে পরিপূর্ণরূপে চিত্রিত হয়েছে।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস কোনটি ?

(ক) হাদিস (খ) কুরআন

(গ) ইজমা (ঘ) কিয়াস

২। কার জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে ?

(ক) পিতা-মাতার (খ) রাসূল (স)-এর

(গ) শিক্ষকের (ঘ) বড় ভাইয়ের

৩। 'কুরআনই তাঁর চরিত্র' -তিনি কে ?

(ক) হযরত আবূ বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)

(গ) হযরত মুহাম্মাদ (স) (ঘ) হযরত আয়েশা (রা.)

৪। হাদিসের ভাষা কার ?

(ক) আল্লাহর (খ) সাহাবির

(গ) তাবেয়ীর (ঘ) রাসূল (স)এর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মানিক সাহেব নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং অর্থ বুঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা তার নিকট স্পষ্ট নয়। তাই- শরীআতের পূর্ণ অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

৫। জনাব মানিক মিয়ার সমস্যা সমাধানের উপায় কী ?

(ক) হাদিস অধ্যয়ন (খ) ফিকাহ অধ্যয়ন
(গ) ইসলামি সাহত্যি অধ্যয়ন (ঘ) আইন অধ্যয়ন

৬। হাদীস অধ্যয়ন করলে জনাব মানিক মিয়া -
i. শরীআতের পূর্ণঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারবেন
ii. রাসূল (স) কে অনুসরণ করতে পারবেন iii. ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

কায়েস সাহেব সমাজের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন দানশীলও বটে। নামায-রোযাও আদায় করেন। কুরআন মাজীদকেই তিনি ইসলামের উৎস মনে করেন। কিন্তু হাদিসের ব্যাপারে তার জ্ঞান কম।

ক. হাদিস কী ? ১
খ. لا اله الا الله محمد رسول الله -এর ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সিহাহ সিত্তাহ হাদিস গ্রন্থ গুলো কি কি ? ৩
ঘ. অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ-৩: হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

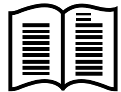


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হাদিস সংগ্রহ, হাদিস সংকলন, ইসলামি হুকুমাত, মুহাদ্দিস, ইন্তিকাল।



৩.১ হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি। এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, তখন উদ্ভূত যে কোন সমস্যার তিনিই সরাসরি সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হাদিস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। মরু আরবের চৌহদ্দি পেরিয়ে তা সাম্য ও শান্তি জ্যোতির বিচ্ছূরণ ঘটায় দেশ হতে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি শাসন। এ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে হাদিসের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নানা সমস্যা ও সংকট উত্তরণের জন্যও হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠে।

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর সাহাবিগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও বসতি স্থাপন করেন। ফলে এক এলাকায় বসবাসরতদের স্মৃতিতে রক্ষিত হাদিস সম্পর্কে অন্য অঞ্চলে বসবাকারীরদের অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। কাজেই সকল হাদিস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সব জায়গার লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইসলামি হুকুমাত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই হাদিসের নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

মহানবীর (স) অবর্তমানে কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাহাবিদের শাহাদাতবরণ ও তিরোধানে হাদিস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। অধিকন্তু এভাবে স্মৃতিপটে হাদিস রক্ষিত হয়ে থাকলে সেগুলোর বিলুপ্তি এবং বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় খ্যাতনামা রাবী ও মুহাদ্দিসগণ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের নিরলস প্রয়াস চালান এবং চিরদিনের জন্য হাদিস সংকলনের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৩.২ হাদিস সংকলনের উদ্যোগ

সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষের দিকে- খারেজি, রাফেজি, মুতাযিলা ও বিদআতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে তারা অনেকেই মহানবী (স) এর হাদিসে পরিবর্তন এনে হাদিস বর্ণনা শুরু করে। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে হাদিসের সত্যাসত্য নির্বাচন একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এ সময়ও বেশ কিছু সাহাবি জীবিত ছিলেন। তাঁদের থেকেই সঠিক হাদিস সংগ্রহ শুরু হয়।

প্রথম হাদিস সংকলনকারী কে? সর্বপ্রথম হাদিসশাস্ত্র সংকলন করার মহৎ কাজে কে ব্রতী হয়েছেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা দুঃসাধ্য। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) সর্বপ্রথম হাদিস লিখে রাখার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে কাজ শুরু করেন। এ সময় অনেক সাহাবিই হাদিস সংকলনে নিজ নিজ শক্তি ব্যয় করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার এ গতি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর তিনি মদীনার কাজী আমর ইবনে হাজমকে হাদিস সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন।
- এ ছাড়াও সাধারণ রাষ্ট্রসমূহে তিনি মুহাদ্দিস, উলামায়ে কিরামসহ সকল সুধী মহলে সঠিক হাদিস সংকলনের নির্দেশ দেন। এ সময় থেকেই প্রধানত রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস লিখন শুরু হয়। এদিক থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযকে প্রথম সংকলনকারী না বললেও প্রথম বাস্তব নির্দেশ প্রদানকারী ও হাদিস সংকলনে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণকারী বলা যায়। আর ইবনে শিহাব যুহরীই হলেন হাদিস সংকলনের প্রথম রূপকার।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইন্তিকালের পরে হাদিস সংকলনের কাজ আরো বেগবান হয়।

ইমাম মালিক (র) সংকলন করেন ‘মুয়াত্তা'। তাছাড়া, আবু আমর (সিরিয়ায়), আওযাঈ (সিরিয়ায়), সুফিয়ান সাওরী (কুফায়), আবু সালামা (বসরায়) হাদিস সংকলন করেন।

হাদিস সংকলনের এ কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সংকলিত হয় মহানবীর (স) হাদিসের বিশাল বিশাল সংকলন।


সারসংক্ষেপ

মানব জীবনে ইসলামি বিধিবিধান অনুসরণে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাঁর সকল হাদিস ছিল লেখকদের মুখে মুখে এবং আমলি যিন্দেগিতে। কালক্রমে বাস্তবতার নিরিখে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মহানবী (স)-এর সময় হাদিস-
(ক) পুস্তিকাকারে সংকলিত হয় (খ) পুস্তিকাকারে সংকলিত হয়নি
(গ) মুখে মুখে ছিল (ঘ) লিখিত হয়েছিল

২। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর ইসলাম হয়ে উঠে-
(ক) দিগন্ত বিস্তারী (খ) সীমিত এলাকায়
(গ) শুধু এশিয়ায় (ঘ) শুধু মদিনায়

৩। হাদিস সংগ্রহের প্রথম রূপকার হলেন-
(ক) হযরত আবূ বকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)
(গ) হযরত ইবনে শিহাব যুহুরী (ঘ) হযরত আলী (রা.)

৪। মুয়াত্তা গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?
(ক) ইমাম শাফিঈ (র) (খ) ইমাম মালিক (র)
(গ) ইমাম আবু হানিফা (র) (ঘ) ইমাম মুহাম্মদ (র)

৫। হাদিস সংকলনে কখন পরিপূর্ণতা আসে ?
(ক) হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দিতে (খ) হিজরি প্রথম শতাব্দীতে
(গ) হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে (ঘ) হিজরি তৃতীয় শতাব্দিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জনাব আশিকে এলাহী একজন ধার্মিক ব্যক্তি। খাবারের টেবিলে প্রায়ই তিনি তার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহ এক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। মানবজাতির জন্য তিনি যা বলেছেন ও যা করেছেন সব কিছুই হাদিছ। হাদিছ ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস। তাই সর্বদা আল্লাহর ও রাসূলের দেওয়া সকল আদেশ নিষেধ ঠিকমত মেনে চলবে। অপরদিকে কায়েস সাহেব সমাজের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন দানশীলও বটে। কিন্তু হাদিসের প্রামাণিকতা নিয়ে তিনি সন্দিহান । তিনি মনে করেন, মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। ইসলামের অন্যান্য বিষয়েও তিনি উদাসীন।

ক. প্রথম হাদিস সংকলনকারী কে ? ১
খ. কখন হাদিস গ্রন্থ সংকলন শুরু হয় ? ২
গ. সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষ দিকে কোন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ? ৩
ঘ. হাদিস সংকলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ক

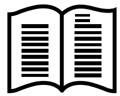
পাঠ-৪: হাদিস সংরক্ষণ

 **উদ্দেশ্য**

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিস সংরক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাদিস সংরক্ষণের উপায় বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন যুগে হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন যুগে হাদিস সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে পারবেন।

ABC ☑ **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	বিশ্বমানব, হিফাযতকারী, তাবিঈন, তাবি তাবিঈন, মুসলিম উম্মাহ, জারাহ-তা'দীল, তান্‌কীদ।



৪.১ হাদিস সংরক্ষণ

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এর প্রধান ভিত্তি কুরআন মাজীদ, যার হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি মহানবীর (স) হাদিসকেও তাঁর সাহাবীগণ, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন এবং পরবর্তী উম্মতগণ হিফাযত করে রেখেছেন।

৪.২ হাদিস সংরক্ষণের উপায়

মুসলিম উম্মাহ হাদিস হিফাযতের জন্য প্রধানত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন :

১. মুখস্থকরণ ২. লিখন ৩. শিক্ষাদান ও ৪. আমল বা জীবনে বাস্তবায়ন।

৪.৩ বিভিন্ন যুগে হাদিস সংরক্ষণ

হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের ক্রমবিকাশের চারটি যুগ রয়েছে:

প্রথম যুগ: রাসূলের (স) নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত।

এ যুগে হাদিসের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজ চলছিল বিশেষভাবে চারটি উপায়ে–

(ক) মুখস্থকরণ (মৌখিকভাবে)

(খ) শিক্ষাদান

(গ) বাস্তব আমল

(ঘ) লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে। তবে এ সময়ও বিচ্ছিন্নভাবে হাদিসের বহু লিখিত সম্পদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগ : হিজরি ১০০-২০০ পর্যন্ত ১০০ বছর। **এ যুগ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত।**

এটা তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন-এর যুগ। এ যুগেও হাদিস মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও সংকলনের বিকাশ শুরু হয় এবং হাদিস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ও সংরক্ষণের সর্বোত্তম ধারাটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। হাদিস লিখনের ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এক সরকারি ফরমান জারি করেন। এ ফরমানের ফলে হাদিস সংগ্রহ-সংকলনের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই হাদিসের অসংখ্য সংকলন তৈরি হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে হাদিসের ব্যাপক চর্চা অনুশীলন ও শিক্ষা দান চলছিল। এ সময়ে অসংখ্য হাফিয-ই-হাদিস জীবিত ছিলেন। তবে এ যুগের তিনজন বিশিষ্ট হাদিসের ইমাম ও তাঁদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থ বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল–

১. ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মুআত্তা গ্রন্থ; ২. ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর কিতাবুল মুসনাদ এবং

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও তাঁর মুসনাদ।

তাছাড়াও ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালিকের ছাত্রগণ হাদিসের বিপুল জ্ঞানসম্ভার বক্ষে ধারণ করে সমগ্র মুসলিম জাহানের কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আর এর প্রচার ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তৃতীয় যুগ : হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ : হাদিস সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণের পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগে এমন সকল হাফিয-ই-হাদিসের জন্ম হয়, যাঁদের নজীর নেই এ যুগে হাদিস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি শাখা এবং বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়।

এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ হাদিসের অনুসন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে হাদিসের খোঁজে তন্ন তন্ন করে বেড়িয়েছেন।

পূর্ণ সনদসম্পন্ন হাদিসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং এর বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রয়োজনে আসমাউর রিজাল বা (চরিত বিজ্ঞান) সংকলিত ও বিরচিত হয়। ফলে হাদিস যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তথা علم الجرح والتعديل এবং تنقيد الحديث এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। সিহাহ সিত্তাহও এ শতকেই সংকলিত হয়।

চতুর্থ যুগ : হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

তারপর এলো চতুর্থ যুগ। এ যুগ ছিল হাদিসের বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। এ চতুর্থ শতকে ইলমে হাদিস পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। তৃতীয় শতকে ইলমে হাদিসের যে চর্চা ও উন্নয়ন সাধিত হয়, তা অতীত সকল কাজকে অতিক্রম করে। তৃতীয় শতকেই হাদিসের সনদকারীদের ইতিহাস, জীবন-চরিত পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই হয়, সর্বতোভাবে ইলমে হাদিস এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে ওঠে।

আর এ চতুর্থ শতকে পূর্বের শতকের কাজ-কর্মেরই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তবে হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নে এ শতকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজও সম্পাদিত হয়েছে।

এভাবে হাদিস শাস্ত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়।

 **সারসংক্ষেপ**

ইসলামি জীবনব্যস্থার দ্বিতীয় উৎস হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনে অবলম্বিত হয়েছে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ও উপায়। মহানবী (স) -এর যুগ থেকে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবি তাবিঈনের যুগে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিকভাবে হাদিস সংকলিত ও গ্রন্থিত হয়ে।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন বিষয়ে একটি রচনা লিখুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। হাদিস হিফাযতের পদ্ধতি কয়টি ?

(ক) ৪টি (খ) ৬টি

(গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

২। হাদিস সংকলনের যুগ কয় ভাগে বিভক্ত ?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে

(গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

৩। হাদিস সংকলনের প্রথম যুগের ব্যাপ্তিকাল কত ?

(ক) ৯৯ বছর (খ) ১০০ বছর

(গ) ১১২ বছর (ঘ) ১২০ বছর

৪। হাদিস সংকলনের দ্বিতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল কত ?

(ক) ৮০ বছর (খ) ১০০ বছর

(গ) ১১২ বছর (ঘ) ১২০ বছর

৫। হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগ কোনটি ?

(ক) তৃতীয় যুগ (খ) চতুর্থ যুগ

(গ) পঞ্চম যুগ (ঘ) ষষ্ঠ যুগ

৬। কোন যুগে ইলমে হাদিস পরিপূর্ণতা লাভ করে ?

(ক) ১ম যুগে (খ) ২য় যুগে

(গ) ৩য় যুগে (ঘ) ৪র্থ যুগে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাদিস সংরক্ষণ, সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের ইতিহাস বুঝাতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ শাকির স্যার বলেন- যেভাবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান-কবিতা ও সাহিত্য ও কর্ম সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, প্রতিষ্ঠা করা হয় নজরুল একাডেমি ও নজরুল ইনস্টিটিউট এবং নজরুল গবেষণা কেন্দ্র- হাদিস শাস্ত্রও রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথম যুগ থেকে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হাদিস মুখস্থ, সংগ্রহ, একত্রকরণ, সংকলন, সঠিকতা যাচাই-বাছাই করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এমন কি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা সংরক্ষিত আছে।

ক. হাদিস সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কোন খলিফা ? ১

খ. কোন সময় থেকে হাদিস সংগ্রহ করা হয়েছে ? ২

গ. হিজরি ১ম শতাব্দীতে হাদিস সংগ্রহের কাজের বিবরণ দিন। ৩

ঘ. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস সংকলনের জন্য কী কী কাজ হয়েছিলো ? ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ক ৬।

পাঠ-৫: কুরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য

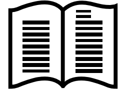


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কুরআন ও হাদিসের পার্থক্য বলতে পারবেন;
- কুরআন ও হাদিসে কুদসীর পার্থক্য বলতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	ইসলামি জীবনবিধান, মুতাওয়াতির, অকাট্য দলিল, পরোক্ষ ওহী, মু'জিযা, ইল্‌হাম।



৫.১ কুরআন ও হাদিসের পার্থক্য

কুরআন ও হাদিস ইসলামি জীবন বিধানের উৎস। কুরআন মাজীদ ইসলামি শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস এবং হাদিস দ্বিতীয় উৎস। ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এ দুটোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ দুটো একই উৎস থেকে উৎসারিত। তবে কুরআন মাজীদ স্বয়ং আল্লাহ পাকের ভাব-ভাষা মর্ম সম্বলিত আর হাদিস আল্লাহর পরোক্ষ ইঙ্গিত যা রাসূলের ভাষায় প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

কুরআন :

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহী।
২. কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে।
৩. কুরআনের শব্দাবলি ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর নিজের।
৪. কুরআনকে বলা হয় "ওহীয়ে মাতলু।
৫. নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয।
৬. কুরআনের সবকিছুই মুতাওয়াতির বা সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত।
৭. কুরআন শরীআতের অকাট্য দলিল।
৮. কুরআনে রাসূলের কোন কিছুই সংযোজন কিংবা বিয়োজনও নেই।
৯. কুরআনের যে কোন বিষয় অস্বীকার করলে কাফির হয়।
১০.অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ।
১১. কুরআন রাসূলের এক চিরন্তন মুজিযা।
১২. কুরআন ইসলামি শরীআতের প্রধান ভিত্তি।

হাদিস : ১. হাদিস আল্লাহর পক্ষ থেকে পরোক্ষ ওহী।

২. হাদিস অপ্রকাশ্য ওহী এবং মহানবী (স)-এর বাণী।
৩. হাদিসের শব্দাবলি রাসূলের নিজস্ব।
৪. হাদিসকে বলা হয় "ওহীয়ে গায়রে মাতলু" বা অপঠিতব্য প্রত্যাদেশ।
৫. নামাযে হাদিস পাঠ করা যায় না।
৬. হাদিস একক ব্যক্তির থেকেও বর্ণিত হয়েছে।
৭. হাদিস কুরআনের মত ততটা অকাট্য দলিল নয়।
৮. বিনা উযুতে হাদিস স্পর্শ করা যায়।
৯. হাদিস মুজিযা নয়।
১০. হাদিস ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় ভিত্তি।

শরীআতের দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদিসের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মর্যাদা ও মূল্যমানের দিক থেকে আল-কুরআন প্রথম এবং হাদিসের স্থান দ্বিতীয় ।

৫.২ কুরআন ও হাদিসে কুদ্‌সি

মোল্লা আলী কারী হাদিসে কুদ্‌সির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন- হাদিসে কুদসি সেসব হাদিসকে বলা হয়, যার বর্ণনাধারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। হযরত মুহাম্মদ (স) কখনও জিবরাঈলের মাধ্যমে জেনে আবার কখনো সরাসরি ওহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।"

আল্লামা আবুল বাকা বলেন-" কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট হতে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। আর হাদিসে কুদ্‌সির শব্দ ও ভাষা রাসূলের (স) নিজস্ব; কিন্তু এর ভাব ও কথা আল্লাহর নিকট হতে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।"

অন্যান্য হাদিসের চেয়ে হাদিসে কুদসীর গুরুত্ব বেশি। আল-কুরআন ও হাদিসে কুদসীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

আল-কুরআন

১. আল-কুরআন মহান মহান আল্লাহর বাণী এবং তা 'লাওহে মাহ্‌ফূয' হতে নাযিল হয়েছে।
২. কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামায সহীহ হয় না।

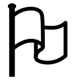
হাদিসে কুদ্‌সি

১. হাদিসে কুদ্‌সির মূল বক্তব্য আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত, কিন্তু ভাষা রাসূল (স) এর।
২. কুরআনের পরিবর্তে হাদসে কুদসি নামাযে পাঠ করলে নামায হয় না।
৩. হাদিসে কুদ্‌সি মু'জিযা নয়।

 **সারসংক্ষেপ**

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, জিব্রাইল (আ) এর মাধ্যমে সরাসরি ওহী যোগে হযরত মুহাম্মাদ (স) -এর প্রতি নাযিল হয়। আর হাদিস রাসূলের (স) কথা, কাজ ও অনুমোদিত কথা-কাজের বিবরণ। হাদিস রাসূলুল্লাহর বাণী। আর কুরআন স্বয়ং আল্লাহর বাণী।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিস ও কুরআনের পার্থক্যের একটি ছক এঁকে টিউটরকে দেখাবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোনটি আল্লাহর প্রত্যক্ষ কথা ?
(ক) কুরআন (খ) হাদিস
(গ) তাওরাত (ঘ) যাবুর

২। কোনটি আল্লাহর পরোক্ষ ইঙ্গিত ?
(ক) কুরআন (খ) হাদিস
(গ) তাওরাত (ঘ) যবুর

৩। কুরআনকে বলা হয় -
(ক) ওহী গায়রে মাতলু (খ) ওহী জলী
(গ) ওহী মাতলু (ঘ) ওহী খফী

৪। হাদিসকে বলা হয় -
(ক) ওহী গায়রে মাতলু (খ) ওহী জলী
(গ) ওহী মাতলু (ঘ) ওহী খফী

৫। হাদিসের শব্দাবলী কার পক্ষ থেকে এসেছে ?
(ক) রাসূলের নিজস্ব (খ) আল্লাহর নিজস্ব
(গ) আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের (ঘ) কিছু আল্লাহর কিছু রাসূলের

৬। কুরআন কী ধরনের গ্রন্থ ?
(ক) কুরআন কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ (খ) কুরআন কেবল তিলাওয়াতের গ্রন্থ
(গ) কুরআন কেবল সম্মান প্রদর্শনের গ্রন্থ (ঘ) কুরআন শরী'আতের অকাট্য দলিল গ্রন্থ

সৃজনশীল পশ্ন
উদ্দীপক,


চিত্র-১ আল-কুরআন



চিত্র-২ হাদিস গ্রন্থ

ক. ওহীয়ে মাতলু কী ? ১
খ. হাদিস ও কুরআনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র দুটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন ? ৩
ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে চিত্র : ১-এ উল্লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

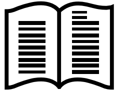
পাঠ-৬: আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা

 **উদ্দেশ্য**

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাসূল, বাণী, সালাত, মহানবী, প্রবৃত্তি, ইজতিহাদ, মিল্লাত।



৬.১ আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের শিক্ষা

হাদিস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামি শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। হাদিসকে বাদ দিয়ে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলের আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা এককথায় তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী ও কর্মময় জীবন ইসলামি শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রেরণের উদ্দেশেই ছিল, তাঁকে মানুষ সকল কাজে ও ব্যাপারে অনুসরণ করে চলবে, তাঁর বাস্তব জীবনধারাকে অনুসরণ করবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই জন্যে যে, আল্লাহর অনুমিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে।" (সূরা নিসা-৪ : ৬৪)

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা আনফাল-৮ : ২০)

রাসূলের অনুগত্য করা বলতে রাসূলের আদেশ নিষেধ ও অনুসৃত রীতি-নীতি মেনে চলা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ আল-কুরআনে আছে। রাসূলের আদেশ নিষেধ ও তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী- তাঁর হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা জানি, আল-কুরআনে জীবন বিধানের মুলনীতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সেই হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি দেখিয়েছেন যা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা নামায আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন, কিন্তু এর পদ্ধতি আল-কুরআনে উল্লেখ নেই।

হযরত জীবরাঈল (আ) মহানবী (স) এর কাছে এসে নামযের ওয়াক্ত ও পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন। মহানবী (স) সাহাবা কিরাম (রা) কে শিখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন- "তোমরা সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ।"

রাসূলের (স) রেখে যাওয়া মহান হাদিস বাদ দিলে ইসলামি শরীআতের ওপর আমল করা সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ মানুষের ওপর রাসূলের অনুসরণ আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর- ৫৯ : ৭)

রাসূল (স) এর নিঃসৃত বাণী যা আহাদীসুল আহকাম হিসেবে পরিচিত -এরূপ হাদিসের সংখ্যা হচ্ছে ৩০০০। এই তিনহাজার বিধান হাদিসগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এই বিপুল সংখ্যক বিধান সম্বলিত হাদিস-ই প্রমাণ করে যে হাদিসের গুরুত্ব কতটুকু ?

রাসূল (স) নিজের খেয়ার খুশী মতো কোন কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার পরই বলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না, এ তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা নাজম-৫৩ : ৩)

রাসূলের হাদীসও পরোক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। আল-কুরআন যেমন সরাসরি ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে; আল-হাদিস সরাসরি ওহী না হলেও পরোক্ষ ওহী। সুতরাং আল-কুরআনকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, আল-হাদিসকে তেমনি অস্বীকার করা যায় না। আল-কুরআনের বিধানাবলির ওপর আমল যেমন ফরয, আল-হাদিসের বিধানাবলীর ওপর আমল করাও জরুরি। কেননা আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স) কে আইন প্রণেতা, ব্যাখ্যাদাতা ও রূপকার হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) যথাযথভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলাম জানতে-বুঝতে ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে রাসূলের হাদিস বা আদর্শের কোন বিকল্প নাই। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অন্ধকার সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে দুঃখ-দুর্দশা বিদায় করে দিয়েছেন। সমাজকে সকল প্রকার কলুষমুক্ত রাখার জন্য আইন বিধান- দিয়েছেন যা মহান হাদিস হিসেবে পরিচিত। বর্তমান সমাজকে অন্যায়, অবিচার, ও নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখার জন্য রাসূল (স) এর হাদিস জীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপহার্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআন মাজিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। হাদিস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়সমূহই তার প্রমাণ। যে সব আয়াতের সঠিক অর্থ সাহবায়ে কিরাম (রা) বুঝতে পারতে না তা নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। রাসূল (স) সে সব আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সাহাবীদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করেছেন। যেমন আল্লহ তা'আলা বলেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোন প্রকার জুলমের সাথে মিশ্রিত করে নাই"

এ আয়াত যখন নাযিল হলো তখন এটা সাহাবীদের মাঝে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায়। তারা এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য রাসূল (স) এর নিকট জিজ্ঞেস করেন:

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি ? (সহীহ বুখারী)

তাঁদের এ প্রশ্ন শুনে রাসূল (স) বুঝতে পারলেন যে, সাহাবী কিরামের নিকট এই আয়াতটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যেরূপ ধারণা করেছে, আয়াতের অর্থ তা নয়। এখানে যুলুম অর্থ শিরক।

তোমরা কি শোন নাই, লোকমান তার পুত্রকে বলেছেন- "হে প্রিয় পুত্র ! আল্লাহর সাথে শিরক করিও না, নিশ্চয় শিরক এক বিরাট যুলুম" (সূরা লোকমান-৩১ : ১৩)

রাসূল (স) এর নিকট আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পেরে সাহাবীগণ প্রশান্তি লাভ করলেন। এ কারণে আল-কুরআনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানার জন্য বিশ্ব মুসলিম রাসূলের হাদিসের মুখাপেক্ষী। রাসূলের (স) ব্যাখ্যা ব্যাতীত আল-কুরআনের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য নির্ভরযোগ্য কোন উপায় সূত্র নেই।

ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব রাসূলের ওপর অর্পিত হয়েছে। রাসূল (স) এই কাজ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিস সমূহ হালাল করেন, তাদের জন্য অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জিনিস হারাম করেন।" (সূরা আরাফ-৭ : ১৫৭)



সারসংক্ষেপ

রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, উপদেশ এবং তাঁর ঘোষিত হালাল হারামের বিধান মেনে চলা সকল মুসলিমের কর্তব্য। তাঁর এই সকল কাজের বিস্তারিত রেকর্ড হাদিসের মাঝে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রতিটি মুসলিমের জীবনে হাদিস অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং বাস্তবায়ন অপরিহার্য। হাদিস ব্যতীত ইসলামি শরী'আতের ওপর চলা ও অবিচল থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করাও সম্ভব নয়। তাই আদর্শ জীবন-যাপন করতে হলে রাসূলের হাদিস অনুসরণ অপরিহার্য।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'মানব জীবনে হাদিসের অনুসরণ অপরিহার্য' শিক্ষার্থীগণ উপরোক্ত বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল-হাদিস ইসলামি শরীআতের

(ক) প্রথম উৎস (খ) দ্বিতীয় উৎস
(গ) সাধারণ উৎস (ঘ) তৃতীয় উৎস

২. "রাসূল (স) এর অনুসরন কর"-এটি কার নির্দেশ ?

(ক) আল্লাহর (খ) জিবরাঈল (আ.) -এর
(গ) সাহাবীদের (রা.) (ঘ) সকল উত্তরই সঠিক

৩. বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলের হাদিস সংখ্যা কত ?

(ক) ২০০০ (খ) ৫০০০
(গ) ৩০০০ (ঘ) ৪০০০

৪. "প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কিছু বলেন না" -এটি কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর (খ) মহানবী (স) -এর
(গ) ইমাম আবু হানিফা (রহ) -এর (ঘ) হযরত আবু বকর (রা.) -এর

৫. রাসূল (স) এর হাদিস হলো

(ক) প্রত্যক্ষ ওহী (খ) পরোক্ষ ওহী
(গ) ওহী নয় (ঘ) সকল উত্তরই সঠিক

ইমাম সাহেব জুমার খুতবায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আমরা মুসলমান। রাসূলের (স.) জীবন চরিতই আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। রসূল মুহাম্মদ (স.) ছিলেন বিশ্বমানবতার নিকট সবচেয়ে সমাদৃত। 'আমাদের উচিত রসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা।

৬। উদ্দীপকে কার আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (স) (খ) হযরত আদম (আ)
(গ) হযরত মুসা (আ) (ঘ) হযরত ঈসা (আ)

৭। মহানবীর জীবনাদর্শ গ্রহণ করার ফলে -

i. আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করা হবে ii. কুরআনের অনুসরণ করা হবে
iii. ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মতিন সাহেব নিজকে একজন আধুনিক মুসলমান হিসেবে দাবি করেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় না করলেও জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত ও শবে বরাতের সালাত আদায় করেন। তিনি আল-কুরআনকে আল্লাহর তা'আলার পবিত্র বাণী হিসেবে বিশ্বাস করেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। যে কোন বিষয়ে তিনি কুরআন থেকে দলিল পেশ করার চেষ্টা করেন। হাদিস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কম। মহানবীর (স.) জীবন চরিতও তিনি অধ্যয়ন করেন নি। অপর দিকে তাঁর বন্ধু মামুন সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করে চলেন। রাসূল (স) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও সমর্থনকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন। রাসূলের (স) হাদিসের পরিপন্থী কোন কাজ তিনি করেন না। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, রাসূল (স) এর হাদিসকে উপেক্ষা করে ইসলামি শরীআতের

ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই একদিন তিনি তার বন্ধু আবদুল মতিন সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আল্লাহর বিধান মানতে হলে রাসূল (স) এর অনুসরণ করতে হবে। আর হাদিস ব্যতীত রাসূল (স) এর অনুসরণ সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন যে, 'আদর্শ জীবন গঠনে হাদিসের অনুসরণ অপরিহার্য কোন মতেই হাদিসকে বাদ দেওয়া যাবে না।'

ক. হাদিস বলতে কী বুঝেন ? ১
খ. হাদিস কত প্রকার ও কি কি ? ২
গ. কুরআন-হাদিসের আলোকে মতিন সাহেব কি সঠিকভাবে কর্ম পালন করেছেন ?
আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। ৩
ঘ. মামুন সাহেবের বিশ্বাস অনুযায়ী হাদিসের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। ক ৭। ঘ

পাঠ -৭ : হাদিসের প্রকারভেদ

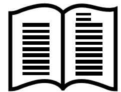


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- সংজ্ঞা হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- সনদ হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- বর্ণনাকারীর সংজ্ঞা হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- রাবীর বিশুদ্ধতা হিসেবে হাদিসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুহাদ্দিস, সনদ, রাবী, কাওলি, ফি'লি, তাক্‌রিরি।



৭.১ সংজ্ঞা হিসেবে হাদিস ৪ প্রকার

রাসূলুল্লাহ (স) যে সব বক্তব্য দিয়েছেন তাঁর দ্বারা যে সব কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং তিনি সাহাবাগণের যেসব কথা, কাজ অনুমোদন করেছেন সবই হাদিস। আর রাসূলের (স) হাদিস সবই সহীহ, কিন্তু সনদ ও বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, গুণাগুণ ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা ইত্যাদির বিবেচনায় মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণীবিভাগের ফলে হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে; হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা স্পষ্ট হয়েছে। উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. কাওলি হাদিস

মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি হাদিস বা বক্তব্যমূলক হাদিস বলা হয়। যেমন-'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ'।

২. ফি'লি হাদিস

মহানবী (স) স্বয়ং যে সকল কর্মকাণ্ড করেছেন এবং কোন সাহাবি তা বর্ণনা করেছেন, তাকে 'ফি'লি হাদিস' বা কর্মমূলক হাদিস বলা হয়। যথা : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَا- "রাসূল (স) এরূপ করেছেন।"

৩. তাকরীরী হাদিস

সাহাবীগণ মহানবীর (স) সম্মুখে শরীআত সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন এবং রাসূল (স) তার প্রতিবাদ করেননি অথবা নীরব থেকে মৌন সম্মতি জানিয়েছেন তাকে তাকরীরী হাদিস বা অনুমোদন মূলক হাদিস বলা হয়। যেমন- কোন সাহাবি বলেছেন : "আমরা রাসূলুল্লাহর (স) উপস্থিতিতে এরূপ কাজ করেছি ইত্যাদি।"

৪. হাদিসে কুদসী

এই তিন প্রকার হাদিস ব্যতীত আরো এক প্রকার হাদিস আছে, যা মহানবী (স) গোপন ওহিরূপে আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি বর্ণনা করতেন; যার ভাষা ছিল রাসূলের, কিন্তু ভাব আল্লাহর- একে 'হাদিসে কুদসী' বলা হয়। যেমন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ- قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

রাসূল (স) বাণী প্রদান করেন : মহান আল্লাহ বলেছেন- "রোযা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব।"

৭.২ সনদ হিসেবে হাদিস ৩ প্রকার

সনদ বা রাবী পরম্পরার দিক থেকে হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) মারফূ : যে সব হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

(খ) মাওকুফ : যে সব হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলা হয়।

(গ) মাকতূ : যে সনদ সূত্রে কোন তাবিঈর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতূ হাদিস বলা হয়।

৭.৩ বর্ণনাকারীর (রাবী) সংখ্যা হিসেবে হাদিস ২ প্রকার যথা-

১. মুতাওয়াতির হাদিস

মুতাওয়াতির অর্থ একের পর এক পর্যায়ক্রমে আসা, বিরামহীন বা অনবরত। হাদিসে মুতাওয়াতির হল এমন হাদিস- যার বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্তরে এত বেশি যে, তাদের সকলের ওপর একযোগে মিথ্যার ওপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব।

২. আহাদ হাদিস

যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন তাকে আহাদ হাদিস বলে। এ শ্রেণীর হাদিস দ্বারা ইলমে যন্নী 'ধারণামূলক জ্ঞান' হাসিল হয়। ইমাম আবু হানিফার (র) মতে, এ জাতীয় হাদিস দ্বারা আমল করা ওয়াজিব হয়। ইমাম আহমদ (র) বলেন, এর দ্বারা ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব হয়।

৭.৪ আহাদ হাদিস ৩ প্রকার

১. মাশহুর হাদিস

মাশহুর অর্থ প্রসিদ্ধ, পরিচিত। যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সাহাবিদের পরবর্তী স্তরসমূহের কোন স্তরে যদি তিনজন হতে কম না হয়, তবে এরূপ হাদিসকে হাদিসে মাশহুর বলা হয়। এ প্রকার হাদিসকে হাদিসে মুস্তাফিযও বলা হয়।

২. হাদিসে আযীয

আযীয শব্দটির অর্থ কম হওয়া, মজবুত ও শক্তিশালী বা বিজয়ী হওয়া। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদিসে আযীয বলা হয় এমন হাদিসকে, যার বর্ণনাকারী সংখ্যা প্রত্যেক যুগে কম পক্ষে দু'জন, এ ধরনের হাদিস দ্বারা আত্মতৃপ্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়।

৩. হাদিসে গরীব

গরীব শব্দের অর্থ স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী ও দুষ্প্রাপ্য। পরিভাষায় এমন হাদিসকে হাদিসে গরীব বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে মাত্র একজন। এ ধরনের হাদিস গ্রহণযোগ্য এবং শরীআতে দলিলযোগ্য হবে।

৭.৫ রাবীর বিশুদ্ধতার বিচারে মুত্তাসিল হাদিস তিন প্রকার

(ক) সহীহ হাদিস

'সহীহ' মানে বিশুদ্ধ। যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'যাবত' গুণ-সম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষ-মুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(খ) হাসান হাদিস

হাসান মানে উত্তম, সৌন্দর্য। যে হাদিসের রাবীর 'যাবত' (স্মরণ শক্তি) গুণে পরিপূর্ণতা য় ঘাটতি রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিক্হবিদগণ শরীআতের বিধান নির্ণয়ে ও আইন প্রণয়নে সহীহ ও হাসান হাদিস গ্রহণ করেন।

(গ) যয়ীফ হাদিস

যয়ীফ মানে দুর্বল। পরিভাষায় যয়ীফ হাদিস বলা হয় এমন হাদিসকে, যে হাদিসের কোন রাবী সহীহ ও হাসান হাদিসের রাবীর গুণসম্পন্ন নয়। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যয়ীফ বলা হয়। নাউযুবিল্লাহ মহানবি (স) এর কোন কথাই যয়ীফ নয়।

 **সারসংক্ষেপ**

'রাবীর' দুর্বলতার কারণেই হাদিসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলা হয়। অন্যথায় রাসূলের (স) কোন কথাই যয়ীফ নয়। যয়ীফ হাদিসের দুর্বলতা কম ও বেশি হতে পারে। খুব কম হলে তা হাসানের কাছাকাছি থাকে। আর বেশি হতে হতে তা একেবারে 'মাওজু' বা জাল হাদিসে পরিণত হতে পারে। প্রথম প্রকারের যয়ীফ হাদিস আমলের ফযীলত বা আইনের উপকারিতা বর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়নে নয়। তবে জাল হাদিস কোন অবস্থায় আমলযোগ্য নয়।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ- হাদিসের প্রকারভেদের সংজ্ঞা লিখে আনবেন এবং পরস্পর আলোচনা করবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সংজ্ঞা হিসেবে হাদিস কত প্রকার ?

(ক) ৪ প্রকার (খ) ৬ প্রকার
(গ) ৮ প্রকার (ঘ) ১০ প্রকার

২। সনদ হিসেবে হাদিস কত প্রকার ?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৫ প্রকার (ঘ) ৬ প্রকার

৩। হাদিসে কুদসী হলো-

(ক) ভাষা ও ভাব রাসূলের (খ) ভাষা ও ভাব আল্লাহর
(গ)ভাষা রাসূলের কিন্তু ভাব আল্লাহর (ঘ) ভাষা আল্লাহর কিন্তু ভাব রাসূলের

৪। রাবীর সংখ্যা হিসেবে হাদিস হলো -

(ক) ২ প্রকার (খ) ৪ প্রকার

(গ) ৬ প্রকার (ঘ) ৮ প্রকার

৫। আহাদ হাদিস কত প্রকার ?

(ক) ৩ প্রকার (খ) ৪ প্রকার

(গ) ৬ প্রকার (ঘ) ৮ প্রকার

৬। হাদিস হলো-

i.রাসূলের কথা ii. রাসূলের কাজ

iii. রাসূলের অনুমোদন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

নাবিল সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তবে তিনি মওযু হাদিসের ওপর প্রাধান্য দেন। নাবিল সাহেবের বন্ধু আজমল সাহেব তার বন্ধুর বাসায় কয়েকটি মওযু হাদিসের কিতাব দেখতে পেয়ে নাবিল সাহেবকে সহীহ হাদীস ও মওযু হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মওযু হাদিসের ওপর আমলের অসারতা এবং সহীহ হাদিসের ওপর আমলের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এতে নাবিল সাহেবের ভুল ভেঙ্গে গেল এবং তিনি সহিহ হাদিস মোতাবেক আমল করার অঙ্গীকার করলেন।

ক. সহীহ হাদিস মানে কী ? ১

খ. হাদিস সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার কারণ কী ? ২

গ. সহীহ হাদিস চেনার উপায় কী ? ৩

গ. মওযু বা জাল হাদিসের অসারতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৮ : হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা

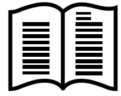


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- হাদিস শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা জানতে ও বলতে পারবেন;
- সাহাবি, তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের পরিচয় জানতে পারবেন;
- আসহাবে সুফ্ফা-এর পরিচয় বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মতন, রাবী, রিওয়াত, সহাবি, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈ, হুজ্জাত।



❒ সনদ

হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা সূত্রকে ‘সনদ' বলে।

❒ মতন

হাদিসে বর্ণিত মূল বক্তব্যকে ‘মতন' বলে।

❒ রাবী

হাদিস বর্ণনাকারীকে ‘রাবী' বলা হয়।

❒ রিওয়ায়াত

হাদিস বা ‘আছার' বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কোন কোন সময় ‘হাদিস' বা আছারকেও ‘রিওয়ায়াত' বলে। যেমন বলা হয়, এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত আছে।

❒ সাহাবি

‘সাহাবি' আরবি শব্দ। বহুবচনে আসহাব, সাহাবা- যিনি ঈমান ও প্রত্যয়ের সাথে রাসূলে করীম (স)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন, রাসূলে করীম (স)-কে দেখেছেন এবং তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূল (স)-কে একবার দেখেছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর টিকে ছিলেন তাকে ‘সাহাবি' বলে।

সাহাবিদের সম্পর্কে সমালোচনা করা বা বিরূপ ধারণা করা জায়িয নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাঁদের ব্যাপারে কটুক্তি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

❒ তাবি'ঈ

যিনি কোন সাহাবির নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে একবার তাঁকে দেখেছেন তাকে ‘তাবিঈ' এবং বহুবচনে তাবিয়ীন বলে। তাবিয়ীনদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেছেন।

❒ তাবি-তাবি'য়ীন

যিনি কোন তাবি'ঈর নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেছেন, তাকে তাবি-তাবি'য়ী এবং বহুবচনে তাবি' তাব'য়ীন বলে। তাদের সংখ্যা অসংখ্য এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। তাঁরা তাবি'য়ীগণের নিকট থেকে হাদিসের ইল্ম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে ছড়িয়েছেন। হিজরি তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন।

❒ (স) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রাসূল (স)-এর নাম উচ্চারণ করলে যা পড়তে হয়। এর অর্থ- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতি দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।

❒ রাদিআল্লাহ্ আন্হু

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। সাহাবায়ে কিরামের নামের সাথে এটা পড়তে ও লিখতে হয়।

❒ হাদিস ও সুন্নাহ

সুন্নাত শব্দের অর্থ হল কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি ও চলার পথ। পরিভাষায় রাসূল (স)-এর অনুসৃত কর্মপন্থা ও কর্মনীতিকে সুন্নাহ বলা হয়। হাদিস এবং সুন্নাহর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নয়। তবে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়-

হাদিস হল মহানবীর (স) কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও আচার-আচরণের বিবরণ। পক্ষান্তরে সুন্নাহ হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নীতি ও কর্মপন্থা।

❒ আস্হাবে সুফ্ফা

'আস্হাবে সুফ্ফা' বলা হয় সাহাবাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে, যাঁরা সরাসরি রাসূলে করীম (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁরা সার্বক্ষণিক রাসূল (স)-এর সাথে থাকতেন, তাঁর কথা শুনতেন এবং তা মুখস্ত করে নিতেন।

❒ মুহাদ্দিস

মুহাদ্দিস মানে হাদিস বিশেষজ্ঞ, হাদিসবিশারদ। যিনি হাদিসের চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। মুহাদ্দিসগণ হাদিস বিশ্লেষণ ও হাদিসের সত্য-মিথ্যা নিরূপণে এবং হাদিসের ব্যাপক পঠন পাঠনে নিয়োজিত থাকেন।

❒ শাইখ

হাদিস শিক্ষাদাতা রাবীকে শাইখ বলা হয়ে থাকে।

❒ হাফিয

'হিফ্য' থেকে হাফিয। 'হিফ্য' অর্থ মুখস্থ করা, যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাফিযে হাদিস বলে।

❒ হুজ্জাত

যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদিস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হুজ্জাত বলে।

❒ হাকিম

যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ সমস্ত হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাকিম বলে।

❒ আদালত

যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া ও মরুওত অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলে। তাক্ওয়া অর্থে এখানে শিরক, বিদাআত ও ফিস্ক প্রভৃতি কবীরাহ গোনাহ এবং পুনঃ পুনঃছগীরা গোনাহ্ করা হতে বেঁচে থাকাকে বুঝায়। 'মরুওত' অর্থে অশোভন বা অভদ্রোচিত কার্য হতে দূরে থাকাকে বুঝায়। যেমন হাট-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি। যিনি এরূপ কার্য করেন এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস সহীহ নয়।

❒ আদ্ল বা আদিল

যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পন্ন তাকে 'আদল' বা 'আদিল' বলে। [অর্থাৎ যিনি (১) রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিস সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, (২) বা সাধারণ কাজ কারবারে কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি, (৩) অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ, দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায় নি, এরূপ লোকও নন, (৪) বে-আমল ফাসিকও নন, (৫) অথবা বদ্-ইতিকাদ বিদআতীও নন তাকে 'আদ্ল' বা আদিল বলে।]

❑ **যাব্ত**

যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যাব্ত' বা (স্মরণশক্তি) বলে। আর এ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে যাবিত বলে।

❑ **ছিকাহ**

যে ব্যক্তির মধ্যে 'আদালত' ও 'যাব্ত' উভয় গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে 'ছিকাহ' বলে।

❑ **সহীহাইন**

হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুখারী ও মুসলিমকে স্থান সর্বোচ্চে। তাই বুখারী ও মুসলিমকে একসঙ্গে সহীহাইন বলে।

❑ **সুনানে আরবা'আ**

'সিহাহ সিত্তা'র অপর চারখানা গ্রন্থ যথাক্রমে আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহকে এক সঙ্গে সুনানে আর্বা'আ বলে।

❑ **জামি**

যে হাদিস গ্রন্থে আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, ফিতান, আহকাম, আদাব, রিকাক ও মানাকিব এ আটটি প্রধান অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে জামি বলে। যেমন, জামি সহীহ্ বুখারী, জামি তিরমিযি।

❑ **সুনান**

যে হাদিস গ্রন্থে হাদিসকে ফিকাহ শাস্ত্রের ন্যায় সাজানো হয়েছে; কিন্তু সেখানে কেবল তাহারাত, নামায, রোযা প্রভৃতি আহ্কামের হাদিসসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে তাকে সুনান বলে। যেমন- সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারিমী।

❑ **মুস্নাদ**

যে হাদিস গ্রন্থে সাহাবিদের থেকে বর্ণিত হাদিসমূহ তাঁদের নামের .... অনুযায়া বিন্যস্ত করা হয়েছে তাকে 'মুস্নাদ' বলে। যেমন, মুস্নাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে তাআলিছী ইত্যাদি।

❑ **মু'জাম**

যে হাদিস গ্রন্থে হাদিসমূহকে শাইখ বা উস্তাদদের নামানুসারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে মু'জাম বলে। যেমন, মুজামে তাবারানী।

❑ **রিসালাহ**

যে ক্ষুদ্র হাদিস গ্রন্থে মাত্র একটি বিষয়ের সমস্ত হাদিসকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তাকে 'রিসালাহ' বা 'জুয' বলে। যেমন- কিতাবুত তাওহিদ (ইবনে খুযাইমা)। এ হাদিস গ্রন্থে তাওহিদ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ একত্র করা হয়েছে।

❑ **রিজাল**

হাদিসের বর্ণনাকারী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে।

❑ **ইলমে আসমাউর রিজাল**

যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'ইলমে আস্মাউর রিজাল' চরিত বিজ্ঞান বলে। এ শাস্ত্রে হাদিসের বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তাঁদের লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্য, তাঁদের শিক্ষকদের ইল্মী অবস্থা, তাঁদের ছাত্রদের অবস্থা, জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও সফর, তাঁদের নৈতিক চরিত্র, তাঁদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারে 'ইলমে হাদিস' বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদি অবস্থার বিষয় আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়।

❑ **মুত্তাফাকুন আলাইহি**

মুত্তাফাকুন শব্দের অর্থ একমত, ঐকমত্য। আর আলাইহি শব্দের অর্থ ওপর। সুতরাং, মুত্তাফাকুন আলাইহি- এর অর্থ হচ্ছে 'তার ওপর একমত বা ঐকমত্য'। যে সকল হাদিস একই সাহাবি থেকে এক ও অভিন্ন সূত্রে ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন তাকে মুত্তাফাক আলাইহি বা ঐকমত্যে বর্ণিত হাদিস বলা হয়। এ জাতীয় হাদিসের গুরুত্ব বা গুণগত বৈশিষ্ট্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রমাণ ও দলিলের দিক থেকে অগ্রগণ্য।

❒ সিহাহ সিত্তাহ

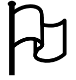
সিহাহ (صحاح) শব্দটি (صحيح) সহীহ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সহীহ। আর সিত্তাহ মানে ছয়। সুতরাং 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয় হাদিস শাস্ত্রের সেই ছয়খানা নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলনকে, যার বিশুদ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত। হিজরি তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদিস চর্চা, লিখন, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও সংকলনের সোনালী যুগ। এ শতাব্দীতে যে ছয়খানি নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকেই একত্রে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। এগুলো হলো-

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি ও সুনানে ইবনে মাজাহ।

 **সারসংক্ষেপ**

হাদিসের পবিভাষাসমূহ জানা থাকলে হাদিসের জ্ঞান সহজে বুঝা যায়। অতএব হাদিসের পরিভাষাগুলো জানা হাদিস পাঠকদের জন্য আবশ্যক।

🛠 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিসের পরিভাষার তালিকা তৈরি করে পরস্পর বসে পাঠচক্র করুন। একে অপরকে প্রশ্ন করে আয়ত্ত করুন। যেমন- রাবী, রিওয়ায়াত, সাহাবী, তাবিঈ, তাবি তাবিঈন, হাফিজ, হুজ্জাত, হাকিম, সহীহায়ন, মুসনাদ ইত্যাদি।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সনদ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সূত্র (খ) হাদিস বর্ণনাকারী
(গ) হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা (ঘ) হাদিসের ভাষা

২। মতন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সূত্র (খ) হাদিসের মূল বক্তব্য
(গ) হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা (ঘ) হাদিসের ভাষা

৩। রাদিআল্লাহু আনহু শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (খ) আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্ট
(গ) আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট (ঘ) আল্লাহ সবার প্রতি সন্তষ্ট

৪। মুহাদ্দিস শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারী (খ) হাদিস সংরক্ষণকারী
(গ) হাদিস সংকলনকারী (ঘ) হাদিস বিশেষজ্ঞ

৫। সুনানে আরবা'আ অর্থ কী ?

(ক) চারখানা সুনান গ্রন্থ (খ) পাঁচখানা সুনান গ্রন্থ
(গ) ছয়খানা সুনান গ্রন্থ (ঘ) সাতখানা সুনান গ্রন্থ

৬। সিহাহ সিত্তাহ হলো-

i. ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ ii. বুখারী, মুসলিম iii.আবু দাউদ, নাসাঈ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

একাদশ শ্রেণির বাংলা ক্লাসের শিক্ষার্থী তাহসিনা মাজিদ শ্রেণি শিক্ষক অধ্যাপক বেগম মঞ্জিলাকে প্রশ্ন করে যে, ভাষার ভিতর আবার পরিভাষা কী ? উত্তরে শিক্ষক বলেন, যে কোন ভাষায় কোন শব্দ যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তা ঐবিষয়ের পরিভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়। যেমন পদ অর্থ পা। কিন্তু যখন বলা হয় পদ কত প্রকার ? তখন বাংলায় শব্দগুলো কত প্রকার তা বুঝায়। এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে বুঝানোর জন্য পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

ক. সনদ কাকে বলে ১
খ. তাবে তাবিঈন কারা ? ২
গ. হাসীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. সিহাহ সিত্তাহ কী ? সহীহ হাদীস চর্চায় সিহাহ সিত্তার হাদিস গ্রন্থসমূহ ও সংকলকদের বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৯: ইমাম বুখারী (র)

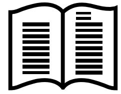


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম বুখারীর পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর অবদান বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমাম, আল-বুখারী, উজবেকিস্তান সিহাহ সিত্তাহ।



ইমাম বুখারী (র)

জন্ম ও শৈশব

ইমাম বুখারীর পুরো নাম হলো- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। পরবর্তীতে তিনি জন্মস্থানের নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপিঠ বর্তমান রাশিয়ার উজবেকিস্তানের অন্তর্গত ইসলামি সভ্যতার লীলাভূমি বুখারায় ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরি সনে (৮১০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবে ইমাম বুখারী (র) পিতাকে হারিয়ে মাতার স্নেহে লালিত-পালিত হন। অতি অল্প বয়সেই ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। এতে তাঁর মাতা দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক রাতে তাঁর মাতা স্বপ্নে দেখতে পেলেন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে এসে বলছেন- “মুহাম্মাদের মাতা! একটি সুসংবাদ জেনে নাও, তুমি আল্লাহর দরবারে অতি মাত্রায় কান্নাকাটি করার কারণে আল্লাহ তোমার ছেলের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।” সকালে উঠে তিনি সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন বুখারী চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা

ইমাম বুখারী (র) অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি মাত্র একবার পড়লে যে কোন কিতাব মুখস্থ হয়ে যেত। শৈশবেই তিনি হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন, "মক্তবে পড়ার সময়ই আমার মনে হাদিস মুখস্থ করার বাসনা জাগে।"

ইমাম বুখারী ছোটবেলা থেকেই হাদিস মুখস্থ করতে থাকেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ও হাকীম তকীর হাদিসগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেন। হিজরি ২১০ সনে ইমাম বুখারী (র) বুখারায় অবস্থানকালে খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করে মা ও ভাইকে নিয়ে হাজ্জে গমন করেন। তিনি হাদিস শিক্ষার করার লক্ষে ৬ বছর মক্কায় অবস্থান করেন।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম বুখারী (র) বাগদাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন। তা ছাড়া আহমাদ ইবনে আল-আরজাকী, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, ইবরাহীম ইবনে মানযার, হাম্মাদ, আবু সাবেত প্রমুখের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারীর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুসলিম নিশাপুরী, আবু আবদুর রহমান আননাসায়ি, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে নাছর যারওয়ারী (র) অন্যতম।

কর্মজীবন

ইমাম বুখারীর কর্মজীবন অতিবাহিত হয় হাদিস সংগ্রহ, মুখস্থকরণ এবং সংকলন ও শিক্ষা দানে বুঝানো হয়। তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি যখন ১৮ বছর বয়স অতিক্রম করি তখন সাহাবি ও তাবেঈদের বিচার-ফায়সালা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ এবং এরপর মদীনায় রাসূল (স)-এর রওযা মোবারকের নিকট বসে আত-তারীখ রচনা করি।"

ইমাম বুখারী (র) ইসলামি বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। আল্লামা যাহবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি হাদিস সংগ্রহে বাগদাদ, বলখ, মক্কা, বসরা, কুফা, আসকালান, হিমস এবং দামেস্কে গমন করেন। ইলমে হাদিসের জন্যে তিনি তদানীন্তন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন।

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

ইমাম বুখারী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থসম্পদ শিক্ষার্থী ও দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করেন। ইমাম তিরমিযি (র) বলেন, "ইমাম বুখারী (র) ছিলেন উম্মতের ভূষণ আর ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন- তাঁর পদচুম্বনে অভিলাষী।"

চরিত্র

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন অতিশয় ভদ্র প্রকৃতির লোক। আত্মসম্মানবোধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। রাজা- বাদশাহগণের তোষামোদে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। একবার বুখারার শাসক খালেদ ইবনে যাহলী তাঁর ঘরে গিয়ে তাকে হাদিস শিক্ষাদানে অনুরোধ জানান। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে বোখারা ছাড়তে বাধ্য করেন। ইমাম বুখারী তা মাথা পেতে মেনে নেন।

মেধা প্রখরতা

ইমাম বুখারীর (র) প্রখর মেধার অধিকারি ছিলেন- একবার সমরকন্দে চারশত মুহাদ্দিস বুখারীর হাদিস জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য হাদিসের 'সনদ' ও 'মতন' উল্টা-পাল্টা করে উপস্থাপন করলে ইমাম বুখারী (র) সবগুলো সঠিক ভাবে উপস্থাপন করেন। এতে মুহাদ্দিসগণ বিস্মিত হন। ইমাম মুসলিম তাঁকে "হাদিস রোগের চিকিৎসক" বলে আখ্যায়িত করেন।

হাদিস সংকলনে তাঁর অবদান

হাদিস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান আকাশ ছোঁয়া। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "আমি সিরিয়া, মিসর ও জর্জিয়ায় দু'বার করে উপস্থিত হয়েছি। বসরায় চারবার, কুফা ও বাগদাদে অসংখ্যবার গিয়েছি এবং হেজাজে ছয় বছর অবস্থান করেছি।"

সহীহ বুখারী সংকলনের অনুপ্রেরণা

সহীহ বুখারী সংকলনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র) দু'টি মন্তব্য করেন–

(ক) একবার তাঁর ওস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি রাসূল (স)-এর হাদিস গ্রন্থ প্রণয়ন করত, যা হবে বিশুদ্ধ তাহলে সকলের উপকার হতো। একথা শুনে তিনি সহীহ বুখারী সংকলনে আত্ম নিয়োগ করেন।

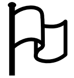
(খ) তিনি এক রাতে এমন একটি স্বপ্ন দেখলেন যার ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'তুমি রাসূল (স)-এর সকল সত্য রক্ষা করবে।' আর সেই সত্য হলো রাসূল (স)-এর সকল হাদিস শুদ্ধভাবে সংকলন করা।

ইন্তেকাল : তিনি ২৫৬ হিজরি মোতাবেক ৮৭০ খ্রি. সমরকন্দের খরতংগ শহরে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

 **সারসংক্ষেপ**

ইমাম বুখারি (র) হাদিস জগতে মহান দিকপাল। তাঁর বিস্ময়কর প্রয়াস ও সাধনায় হাদিস শাস্ত্র বিশুদ্ধ ও সহীহভাবে আমরা পেয়েছি। বিশ্ববাসী বিশুদ্ধ হাদিসের ওপর আমল করতে পারছেন।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (র) এর অবদান বিষয়ক একটি রচনা লিখুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম বুখারীর পুরো নাম কী ?

(ক) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (খ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বুখারী

(গ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ফয়সল (ঘ) আবূ আবদুল্লাহ আল বুখারী

২। ইমাম বুখারীর জন্ম তারিখ কত ?

(ক) ৯৪ হিজরি (খ) ১৯৪ হিজরি

(গ) ২৯৪ হিজরি (ঘ) ৩৯৪ হিজরি

৩। ইমাম বুখারী হাদিস চর্চার জন্য কত বছর মক্কায় অবস্থান করেন ?

(ক) ৩ বছর (খ) ৫ বছর

(গ) ৬ বছর (ঘ) ৭ বছর

৪। মুহাদ্দিস শব্দের অর্থ কী ?

(ক) হাদিস বর্ণনাকারী (খ) হাদিস অনুবাদকারী

(গ) হাদিস মুখস্তকারী (ঘ) হাদিস বিশেষজ্ঞ

৫। ইমাম বুখারির শিক্ষকমন্ডলী হলো-

i.আহমদ ইবনে আল-আরজাকী ii. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ

iii.ইবরাহীম ইবনে মানযার

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ড. শাহজাহান লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর হাদিস শাস্ত্রের ওপর গবেষণা করেন। তার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধয়ক ছিলেন একজন ওরিয়েন্টালিস্ট। তিনি তাকে গবেষণা কর্মে ইমাম বুখারী (র) এবং তাঁর সংকলিত সহীহ বুখারী সম্পর্কে মিস গাইড করেন। এতে হাদিসের প্রতি তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তখন থেকে তিনি হাদিস বাদ দিয়ে আল-কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে আসছেন। তা ছাড়া হাদিস অনুযায়ী তিনি কোন আমলই করেন না। একবার তিনি মসজিদে নববীতে গমন করেন এবং প্রধান ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ড. শাহজাহানের অনৈসলামিক আচরণ দেখে ইমাম সাহেব তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রধান ইমাম তাকে ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রন্থ, আসমাউর রিজাল গ্রন্থ এবং হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ উপহার হিসেবে দিলেন এবং হাদিস সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তার সামনে উপস্থাপন করলেন। এতে ড. শাহজাহানের ধারণা পাল্টে গেল এবং হাদিসকে ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন।

ক. ইমাম বুখারী (র) কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ? ১

খ. সহীহাইন বলতে কী বোঝেন ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে হাদিস শাস্ত্রের একজন শিক্ষকের গুণাবলী কেমন হওয়া উচিত ? আলোচনা করুন। ৩

ঘ. ইমাম বুখারীর বর্ণাঢ্য জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠ-১০: ইমাম মুসলিম (র)

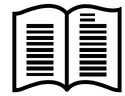


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম মুসলিমের পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম বুখারীর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুসলিমের অবদান বলতে পারবেন;
- ইমাম মুসলিমের জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইমাম, সহীহ মুসলিম, সিহাহ সিত্তাহ।



ইমাম মুসলিম (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ সহীহ মুসলিম শরীফের প্রণেতার পুরো নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী। তিনি হিজরি ২০৪ সনে (মোতাবেক ৮১৯ খ্রি.) খুরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

হাদিসের ওপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পর ১৮ বছর বয়স হতে তিনি পূর্ণমাত্রায় হাদিস শিক্ষা শুরু করেন। হাদিস শিক্ষার জন্যে তাকে দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে হয়েছে। তিনি ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে গমন করে সে স্থানে অবস্থানকারী বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মুসলিম (র) সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ উস্তাদগণের সাহচর্য লাভ করার সুযোগ লাভ করেন। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াই প্রমুখ অন্যতম। তিনি নিশাপুরেই বুখারীর শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র ও শিক্ষক সবাই একমত।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

সে সময়কার বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে যাঁরা অন্যতম তারা হলেন আবু হাতিম আর-রায়ী, মূসা ইবন হারুন, ইমাম তিরমিযি (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম মুসলিম (র) অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি কোন তোষামোদীর প্রশংসায় প্রভাবিত হননি। তাই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হাতিম আর রাযী, মূসা ইবনে হারুন, আহমদ ইবনে সালামা সহ অনেকের নামই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি সরাসরি উস্তাদগণের নিকট শ্রুত এবং গৃহীত তিন লক্ষ হাদিস যাচাই বাছাই করে রচনা করেন অমর গ্রন্থ সহীহ মুসলিম।

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান আকাশচুম্বী। এই মহাপণ্ডিতের অধিকাংশ সংকলনই হাদিস সংক্রান্ত। এর অন্যতম সহীহ মুসলিম। সহীহ মুসলিম ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো-১. আল-মুসনাদুল কাবীর, ২. কিতাব আল-আসমা, ৩. কিতাব আল-জামি, ৪. কিতাব আল-তামীম, ৫. কিতাব আল-ইলম।

ইমাম মুসলিমের সহীহ মুসলিম সহীহ ও শুদ্ধতার বিচারে এ গ্রন্থখানি বুখারীর পরেই শ্রেষ্ঠ তম। তিনি কেবল নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতেই এ হাদিসগ্রন্থ সংকলন করেননি বরং পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়েছেন। তাঁর মতে-“কেবল আমার বিবেচনায়ই সহীহ হাদিসসমূহ কিতাবে সন্নিবেশিত করিনি বরং সেসব হাদিসই সন্নিবেশ করেছি যাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।”

তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করে এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। সহীহ মুসলিমে মোট ‘বার হাজার' হাদিস সন্নিবেশিত আছে। তবে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদিস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজে বলেন, “মুহাদ্দিসগণ দুইশত বছর পর্যন্ত যদি হাদিস লিখতে থাকেন তবুও তাদেরকে অবশ্যই এই সনদযুক্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে।”

চরিত্র

তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে একজন উন্নত চরিত্র, উচ্চ মর্যাদা এবং বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন এ প্রসঙ্গে সকল মনীষীই একমত। পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। সকলের মঙ্গল কামনা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।

ইন্তেকাল

ইমাম মুসলিম (র) ৫৭ বছর বয়সে ২৬১ হিজরিতে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিশাপুরে সমাহিত করা হয়।

 **সারসংক্ষেপ**

ইমাম মুসলিম (র) হাদিস জগতে অন্যতম দিশারী। তাঁর বিস্ময়কর সাধনার বদৌলতে আমরা সহীহ হাদিস পেয়েছি। হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান আকাশ চুম্বী। তাঁর রচিত মুসলিম সহীহ ও শুদ্ধতার বিচারে বুখারীর পরেই শ্রেষ্টতম। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। ৫৭ বছর বয়সে তিনি নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	হাদিস সংকলনে ইমাম মুসলিমের অবদান বিষয়ক একটি রচনা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম মুসলিমের পুরো নাম কী ?

(ক) নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী

(খ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বুখারী

(গ) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ফয়সল (ঘ) আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী

২। ইমাম মুসলিমের জন্ম তারিখ কত ?

(ক) ৯৪ হিজরি (খ) ২০৪ হিজরি

(গ) ২৯৪ হিজরি (ঘ) ৩৯৪ হিজরি

৩। আল-মুসনাদুল কাবীর গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

(ক) ইমাম বুখারী (র) (খ) ইমাম নাসায়ী (র)

(গ) ইমাম মুসলিম (র) (ঘ) ইমাম তিরমিযী (র)

৪। ইমাম মুসলিম কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ?

(ক) ২৬১ হিজরিতে (খ) ২১০ হিজরিতে

(গ) ২৩০ হিজরিতে (ঘ) ২৪০ হিজরিতে

৫। ইমাম মুসলিমের ছাত্র হলো-

i. আবু হাতিম আর-রায়ী ii. মূসা ইবন হারুন iii. ইমাম তিরমিযি (র)

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইমরান সাহেব সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। তবে তিনি তার জীবনকে ইসলামী ধারায় পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। তাই তিনি ঘরে বসে কুরআন-হাদিস চর্চা করেন এবং ছেলে-মেয়েদের কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন। তার ছেলে-মেয়েরা কুরআন হাদিসে পান্ডিত্য অর্জনের জন্য মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছ। পড়া- লেখার পাশাপাশি সুন্নাতের ওপর আমল করার আগ্রহ বেড়েছে। তারা নবি (স) -এর প্রতিটি সুন্নাতের আমল করার চেষ্টা করছে। তাদের বন্ধু-বান্ধবরাও তাদের দেখে সুন্নাতের ওপর আমল করা শুরু করেছে। পবিত্র কুরআনের পরেই তারা হাদিসকে ইসলামি শরীআতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ক. ইমাম মুসলিম কে ছিলেন ? ১

খ. সহীহাইন বলতে কী বুঝেন ? লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে হাদিসের ওপর আমল করা জরুরি কিনা ? আলোচনা করুন। ৩

ঘ. হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান উল্লেখ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

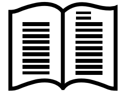
পাঠ-১১: ইমাম আবু দাউদ (র) ও ইমাম তিরমিযি (র)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম আবু দাউদ (র) -এর জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন
- ইমাম তিরমিযি (র) এর জীবনী ও তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	সুনান, জামে, তিরমিযি, নাসাঈ।

১১.১ ইমাম আবু দাউদ (র)

নাম-সুলায়মান, উপাধি-আবূ দাউদ, পুরো নাম- সুলায়মান ইবনে আশআছ সিজিস্তানী। তাঁর জন্মভূমি-কান্দাহারের নিকটবর্তী সিজিস্তান। তিনি ২০২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা ও হাদিস অনুসন্ধানার্থে ইমাম আবু দাউদ (র) বহু দেশ সফর করেন। ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, হিজাজ, মিসর ও আরবের অন্যান্য দেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি হাদিস শুনেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর সমসাময়িক। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ হলেন- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ইবনে মুঈন (র), উসমান ইবনে আবূ শাইবা (র), কুতাইবা (র), কানাবী (র) ও তায়ালুসী (র) প্রমুখ। ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর উস্তাদগণের থেকে পাঁচ লাখ হাদিস লিখেন। ইমাম তিরমিযি (র), ইমাম নাসায়ি (র) ও ইমাম আহ্মাদ ইবনে খিলাল (র) তাঁর নিকট হাদিস শুনেছেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ লু'লুভী ইবনুল আরাবি এবং ইবনে ওয়াসা (র) প্রমুখ তাঁর মশহুর শিষ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ছিলেন উঁচুস্তরের হাদিসের হাফিয। ইবাদাত, আত্মশুদ্ধি ও ফাত্ওয়ার অলংকার দ্বারা তাঁর জীবন ছিল সুসজ্জিত। বহুবার বাগদাদ এসেছিলেন। বসরায় তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করতেন। ১৫ শাওয়াল ২৭৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব হলো সুনানে আবু দাউদ ও মারাসীল।

১১.২ ইমাম তিরমিযি (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ সিত্তাহ, অন্যতম গ্রন্থ জামে তিরমিযি প্রণেতা ইমাম তিরমিযি (র)-এর পুরো নাম আল-ইমাম আল-হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি।

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের শাসনামলে মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পার্শ্বে জীহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত 'তিরমিয' নামক স্থানে হিজরি ২০৯ সনে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযির বাল্যকাল তিরমিয শহরেই অতিক্রান্ত হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে কোন হাদিসে একবার চোখ বুলালে তা পুনরায় দেখার প্রয়োজন হতো না। তাঁর মেধার বিকাশ দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতো।

শিক্ষা জীবন

ইমাম তিরমিযি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই হাদিস অধ্যয়ন ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি মুসলিম জাহানের বিখ্যাত হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে গমন করে হাদিস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। এমনও সময় গেছে যে, কোন স্থানে হাদিস সংগ্রহে তাকে নিরুদ্দেশ থাকতে হয়েছে পরিবার-পরিজন থেকে।

শিক্ষা সফর

তিনি হাদিস সংগ্রহের জন্য বছরের পর বছর ধরে মুসলিম জাহানের জ্ঞানের পাদপিঠ বসরা, কুফা, ইরাক, রাই, খুরাসান, হিজাজ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক সফর করেন। সেখানে অবস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করতেন।

তিরমিযি (র)-এর ওস্তাদগণ

ইমাম তিরমিযি (র)-এর সৌভাগ্য যে, তিনি সমসাময়িক বড় বড় উস্তাদ ও আলিম -ওলামার সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যারা অন্যতম তাঁরা হলেন- ইমাম বুখারী, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে মূসা, মাহমুদ ইবনে গাইলান, সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান (র) সহ আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম তিরমিযির যেমন বড় বড় উস্তাদ ছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে সে সময়কার তুখোড় তুখোড় বেশ কয়েক জন শিষ্য। তাঁরা হলেন- আবু হামেদ আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মারুফী, আহমদ ইবনে ইউসুফ নাসাফী ও মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ (র) প্রমুখ শিষ্যগণ।

স্মৃতি শক্তির গভীরতা

তিনি ছিলেন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রখরতা সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার তিনি জনৈক শাইখের বর্ণিত কয়েকটি হাদিস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বর্ণনা ভালোভাবে শোনেননি বলে তা ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। একদিন ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে শায়খের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ হাদিস শোনার ইচ্ছা করেন। শাইখ বললেন-

"আমি পাঠ করি তুমি তোমার লিখিত অংশ বের করে মিলিয়ে নাও। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ইমাম তিরমিযি (র) তাঁর লিখিত অংশটি পেলেন না। তাই তিনি একটি সাদা কাগজের টুকরা ধরেই শাইখের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। এমতাবস্থায় শাইখ বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? তিনি বললেন না, আপনি যা বলেছেন তা আমি বলে দিতে পারি। এই বলে তিনি মুখস্থ বলে দিলেন। শাইখ এতে বিস্মিত হয়ে গেলেন।"

অবদান

ইমাম তিরমিযি (র) সমসাময়িককালের হাদিস বিশারদদের অন্যতম ছিলেন। হাদিস শাস্ত্রের উৎকর্ষের জন্যে তিনি সারা জীবন সাধনা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছেন। তিনি হাদিস শাস্ত্রের ওপর বহু মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে- আল জামিউত তিরমিযি, কিতাবুল আসমা ওয়ালকুনা, শামায়েলুত তিরমিযি অন্যতম। তবে তাঁর সংকলনগুলোর মধ্যে জামে আত্তিরমিযি অমর সংকলন।

জামে আত্ তিরমিযি

ইমাম তিরমিযির অন্যতম সেরা সংকলন 'আল-জামিউত তিরমিযি' কে 'সুনান'ও বলা হয়। ব্যাপকতায় এটি সহীহ বুখারী, হাদিস বিন্যাসে মুসলিম এবং আহকামে আবু দাউদের স্থান দখল করে আছে। গ্রন্থটিতে তিন হাজার আটশত বারটি হাদিস সংগৃহীত হয়েছে। ইমাম তিরমিযি (র) তাঁর সংকলনটি সম্পর্কে বলেন-

"যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে মনে করা যাবে যে, তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী (স) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।"

চরিত্র

ইমাম তিরমিযি (র) অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিক্ষকদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করতেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন।



সারসংক্ষেপ

হাদিস বিদগণের আরো দু'জন মহামণীষী হলেন- ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি (র)। এ দু'জন হাদিস বিজ্ঞানীর অশেষ পরিশ্রমে হাদিস বিজ্ঞান বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	হাদিস বিজ্ঞানী হিসেবে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি (র) -এর জীবন কাহিনী লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম আবু দাউদের পুরো নাম কী ?
(ক) সুলাইমান ইবনে আশআছ সিজিস্তানি (খ) সুলাইমান নাসিরউদ্দীন
(গ) সুলাইমান ইবনে ইয়াসীন (ঘ) সুলাইমান ইবনে মামুন

২। ইমাম আবু দাউদ কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ?
(ক)১০২ হিজরি (খ) ২০২ হিজরি
(গ) ৩০২ হিজরি (ঘ) ৪০২ হিজরি

৩। ইমাম আবু দাউদ কত হিজরিতে ইন্তেকাল ছিলেন ?
(ক) ১৭৫ হিজরিতে (খ) ১৯৫ হিজরিতে
(গ) ২৭৫ হিজরিতে (ঘ) ৩৭৫ হিজরিতে

৪। ইমাম তিরমিযির পুরো নাম কী ?
(ক) আল-ইমাম আল-হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি (র.)
(খ) ইমাম আল-হাসান (গ) আল-ইমাম হাফিয আবূ ঈসা নায়িম (র) (ঘ)
ইমাম আবু নাঈম

৫। ইমাম তিরমিযি কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ?
(ক) ১০৯ হিজরি (খ) ২০৯ হিজরি
(গ) ৩০৯ হিজরি (ঘ) ৪০৯ হিজরি

৬। আত-তিরমিযি কী ধরনের গ্রন্থ ?
(ক) জামে (খ) সুনান
(গ) যায়ীফ (ঘ) হাসান

৭। ইমাম নাসায়ির পুরো নাম কী ?
(ক) আবদুর রহমান আহমদ আলী
(খ) আবদুর রহমান আহমদ হাসান
(গ) আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ি
(ঘ) আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ি

উত্তরমালা: ১।ক ২।খ ৩।ক ৪।ক ৫।ক ৬।ক ৭। ৮।ক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আহমাদ সাহেব একজন সাংবাদিক। তিনি ইসলামি জীবনব্যবস্থায় তেমন আগ্রহী নহেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি জুমুআর সালাত আদায় করেন। আল-কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে বিশ্বাস করেন। তিনি মাঝে মধ্যে কুরআনের অনুবাদ, আয়াতের শিক্ষা প্রভৃতি চর্চা করেন। তবে হাদীসের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা রয়েছে। মহানবীর (স.) হাদিস ও ইসলামের

দলীল বিষয়টি তিনি জানতেন না। স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও খতীব মুফতী তানভীর আহমাদ সিদ্দিকী বিষয়টি জানতে পেরে তার সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন খতীব সাহেব তার বাসায় গিয়ে হাদিসের গুরুত্ব, মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূলের বিখ্যাত হাদিসটির উদ্বৃতি দিলেন যার অর্থ হচ্ছে- "জেনে রেখো ! সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্ম বিধান হচ্ছে মুহাম্মাদ (স) এর উপস্থাপিত জীবন বিধান।

ক. ইমাম আবু দাউদ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ? ১

খ. জামে আত-তিরমিযি কোন্ শ্রেণির হাদিস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ? বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাংবাদিক আহমাদ সাহেব যেভাবে ইমলামি জীবন যাপন করছেন- তা কি শরীআত সম্মত ? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে ইবাদাত করার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-১২: ইমাম নাসায়ি (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)

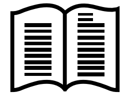


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম নাসায়ির জীবনী ও তাঁর অবদান জানতে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম ইবনে মাজাহ'র জীবনী ও তাঁর অবদান জানতে ও বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সিজিস্তানী, মশহুর, হাদিসের হাফিয।



১২.১ ইমাম নাসায়ি (র)

জন্ম ও শৈশব

সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ সুনানে নাসায়ি প্রণেতা ইমাম নাসায়ির পূর্ণ নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবন শুআইব আন-নাসায়ি।এই ক্ষণজন্মা মনীষী খুরাসানের অন্তর্গত 'নাসা' শহরে ২১৫ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নাসা'র নামানুসারেই পরবর্তীকালে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি শৈশবকাল থেকেই প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ইসলামি জ্ঞানের প্রতি পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। তিনি শৈশবকাল প্রিয় জন্মস্থানে অতিবাহিত করেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যাপিঠে হাদিস ও কুরআন পাঠে মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি অসংখ্য হাদিস মুখস্থ জানতেন বলে তাঁকে হাদিসের হাফিযও বলা হতো। তিনি ১৫ বছর বয়স থেকেই হাদিস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন হাদিসকেন্দ্রে অবস্থান করেন। তিনি হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বিদেশ ভ্রমণ

ইমাম নাসায়ি (র) হাদিস শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দেশ বিদেশে সফর করেন। প্রথমে তিনি কুতাইবা বলখীর নিকট উপস্থিত হন এবং দুই মাস এক বছর সেখানে অবস্থান করে তাঁর নিকট থেকে হাদিসের ওপর তা'লিম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিসর গমন করেন। সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে বেশ কিছু রচনা সংগ্রহ করেন। তাঁর মিসর গমন তাঁকে দেশ বিখ্যাত আলিম-ওলামার সাহচর্য লাভের সুযোগ করে দেয়।

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

ইমাম নাসায়ি (র) মিসর সফরকালে বেশ কয়েকটি মূল্যবান হাদিসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এগুলো পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি হিজরি ৩০২ সনে মিসর ত্যাগ করে দামেস্ক উপস্থিত হন এবং সেখানে হযরত আলী (রা) ও রাসূল (স)-এর বংশধরদের ওপর প্রশংসা সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রেষ্ঠ সংকলন

ইমাম নাসায়ির অমর সংকলন হলো 'সুনানুল কুবরা'। এটি তাঁর প্রথম হাদিসগ্রন্থ সংকলন। পরবর্তীতে তিনি কুবরা থেকে যাচাই বাছাই করে সংক্ষিপ্ত আকারে একখানি গ্রন্থ তৈরী করেন এবং এর নাম করেন সুনানুস সুগরা। এর আরেক নাম হলো আল-মুজতাবা-সঞ্চয়িত। এ গ্রন্থে ইমাম নাসায়ি (র) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সকল রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

ইমাম নাসায়ি (র) এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে সনদ প্রদান করেন তা হলো- হাদিসের সঞ্চয়ন মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদিসই বিশুদ্ধ।

চারিত্রিক গুণাবলি

আল-হাদিস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন গ্রন্থের লেখকের মতে, ইমাম নাসায়ি (র) অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা ও সত্যবাদিতা এবং নম্রতা সকলের নিকট প্রশংসনীয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির মুত্তাকী। মানুষের সাথে সদাচরণ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র) বলেন- "তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং ইমাম মুসলিমের চেয়েও উচ্চস্তরের হাফিযে হাদিস।"

মিসরবাসীর অশোভন আচরণ

তিনি যখন মিসর সফর করছিলেন তখন লক্ষ করলেন যে, উমাইয়া বংশের লোকজনের অত্যাচারে লোকজন হযরত আলী ও রাসূল (স) এর বংশধরদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাদের এ ভুল সংশোধন করার জন্য দামেস্কের মসজিদে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতে শুরু করলেন, যাতে হযরত মুহাম্মদ (স) ও আলী পরিবার-এর ওপর প্রশংসা করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনার খুৎবায় মুয়াবিয়ার কোন প্রশংসা আছে কি? উত্তরে ইমাম নাসায়ি (র) বলেন, মুয়াবিয়ার নিষ্কৃতি পেলেই কি যথেষ্ট নয়? উত্তরে লোকটি বলে উঠলো, এ লোক শিয়া। তাকে প্রহার করো, তারপর তাঁর ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলো। ইমাম নাসায়ি এতে ভীষণভাবে আহত হলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, তোমরা অনুগ্রহ করে আমাকে মক্কা শরীফ নিয়ে যাও। আমি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।

ইন্তেকাল : ইমাম নাসায়ি ৩০৩ হিজরিতে ৮৮ / ৮৯ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

১২.২ ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর জীবনী ও অবদান

নাম-মুহাম্মাদ, উপনাম-আবূ আব্দুল্লাহ, পুরো নাম- মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাযভীনী। দাইলাম এলাকার কাযভীন তাঁর বাসভূমি। তাঁর জন্ম ২০৯ হিজরিতে। হাদিস সন্ধানের অদম্য আগ্রহে তিনি ইরাক, বসরা, কুফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর ও হিজায যান এবং অসংখ্য হাদিস লিখেন। তিনি হাদিসের ইমাম এবং বিখ্যাত হাফিয ছিলেন। জাব্বরাহ ইবনুল মুগাল্লিস (র) প্রমুখ থেকে তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আবুল হাসান কাত্তান (র) ও ঈসা ইবনে আবহার (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলো সুনানে ইবনে মাজাহ, যা সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত। এ কিতাবটির ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। এ কিতাবটি বিশ্বের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানভাবে সমাদৃতও হয়েছে। তিনি ২৭৩ হিজরির ২২ রমযান ইন্তেকাল করেন।

 **সারসংক্ষেপ**

হাদিস বিজ্ঞানের আরো দু'জন মহামনীষী হলেন- ইমাম নাসায়ি ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)। তাঁদের দু'জনের সংকলিত দু'খানি গ্রন্থ ও সিহাহ সিত্তার উন্তর্ভুক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, সিহাহ সিত্তাহ হাদিস গ্রন্থের নাম ও সেগুলোর সংকলক ইমামগণের নাম লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম নাসায়ির অমর সংকলন হলো-

(ক) সুনানুল কুবরা (খ) নাসায়ি

(গ) যিলালিল কুরআন (ঘ) আকায়িদ

২। ইমাম নাসায়ি কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ?

(ক) ১০৩ হিজরিতে (খ) ২০৩ হিজরিতে

(গ) ১৯০ হিজরিতে (ঘ) ৩০৩ হিজরিতে

৩। ইমাম ইবনে মাজাহ কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ?

(ক) ১০৯ হিজরিতে (খ) ২০৯ হিজরিতে

(গ) ৩০৯ হিজরিতে (ঘ) ৪০৯ হিজরিতে

৪। ইমাম ইবনে মাজাহ কত হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ?

(ক) ১৭৩ হিজরিতে (খ) ১৮৩ হিজরিতে

(গ) ২৭৩ হিজরিতে (ঘ) ৩৭৩ হিজরিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাজী মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার ২০১৭ সালের রমযান মাসে উমরা করার উদ্দেশে মক্কায় যান। তিনি মসজিদুল হারামের লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ দেখতে পান। সিহাহ সিত্তার হাদিস গ্রন্থগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে দেখে তিনি হাদিস গ্রন্থগুলো নাড়াচড়া করে দেখতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার মনে কৌতুহল জাগে সিহাহ সিত্তার হাদিসগ্রন্থগুলো ক্রয় করার। কারণ বাংলা বাজারে তার পুস্তকের ব্যবসা রয়েছে। তাছাড়া তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থার মালিকও বটে। তিনি এ হাদিস গ্রন্থগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বাজারজাত করতে চাচ্ছেন।

ক. প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ কয়টি ? ১

খ. সিহাহ সিত্তাহ বলতে কী বোঝায় ? লিখুন। ২

গ. সিহাহ সিত্তা হাদিসের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৩

ঘ. হাদিস শাস্ত্রে ইমাম নাসায়ির অবদান উল্লেখ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

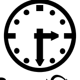
নির্বাচিত হাদিসের অনুবাদ ও শিক্ষা

ইউনিট ৫

ভূমিকা

*বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী, কর্ম এবং সমর্থনকে হাদিস বলে। মূলত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শের লিখিত রূপই হাদিস। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে হাদিস। আল-কুরআন ইসলামি জীবন বিধানের মূলনীতি উপস্থাপন করেছে, আর হাদিস তার **ব্যাখ্যা**-বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা তুলে ধরেছে। ইসলামি শরীআতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিসের মাধ্যমেই সম্ভব।*

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিসের সংখ্যা লক্ষাধিক। এ ইউনিটে পনেরটি গুরুত্বপর্ণ হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১৫ দিন।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

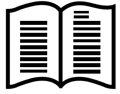
পাঠ-১: হাদিস-১: ইসলামের বুনিয়াদ

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন;
- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- হাদিসের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	বুনিয়াদ,নামায, সালাত, মাবুদ, মনিব, বান্দা, একত্ববাদ, যাকাত, হজ্জ, মুত্তাফাকুন আলাইহি।



١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- (متفق عليه)

অনুবাদ

১. হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত : এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ (মাবুদ-মনিব) নেই এবং অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

عن-থেকে, হতে। ابن-পুত্র, ছেলে। عن ابن عمر (رضى)-হযরত ওমর (রা)-এর ছেলের নিকট থেকে। قال-তিনি বলেছেন। بنى الاسلام- ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। على-উপরে। خمس-পাঁচ। شهادة-সাক্ষ্য দেওয়া। ان-যে। لا اله-কোন ইলাহ নেই। الا-বরং, ব্যতীত। الا الله-আল্লাহ ব্যতীত। شهادة ان لا اله الا الله- সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। وان محمد-এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স)। عبده- তাঁর বান্দাহ। ورسوله-এবং তাঁর রাসূল। اقام-কায়েম করা। الصلوةসালাত। واقام الصلوة- এবং সালাত কায়েম করা। وايتاء- এবং দেওয়া, প্রদান করা। الزكوة-যাকাত। وايتاء الزكوة-এবং যাকাত প্রদান করা। والحج-এবং হজ্জ করা। وصوم رمضان-এবং রমাযান মাসে রোযা রাখা।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

ইসলাম মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পাঁচটি স্তম্ভ বা ভিত্তির ওপর এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য হাদিসটিতে উক্ত পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। কোন একটি তাঁবু কিংবা প্রাসাদ যেমন কতগুলো স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ইসলামি জীবন বিধানও মূল পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাসাদ বা তাঁবুর কোন একটি স্তম্ভ যদি দুর্বল হয়, তবে পুরো প্রাসাদ এবং তাঁবু উভয়ই দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। আর যদি ঐগুলো মজবুত ও ত্রুটিহীন হয়

তাহলে প্রাসাদ এবং তাঁবুটিই মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। অনুরূপভাবে ইসলামি জীবন বিধানের ভিত্তিগুলো যত মজবুত হবে ইসলামের ভিত্তি তত মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। ইসলামের ভিত্তির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

১. ঈমান গ্রহণ

ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হল ঈমান। ইমানের অর্থ হল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি। প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের এ কথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহর নিরেট একত্ববাদের পরিবর্তে ইহুদিরা নিজেদের পণ্ডিত-পুরোহিতদের আল্লাহর আসনে আসীন করে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য করছে। তাদের নবী হযরত উযাইর (আ)-কে আল্লাহর পুত্র ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরাও তাদের নবী হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেছে। মুশরিকগণ অসংখ্য দেব-দেবীকে এমনকি সাপ, বিচ্ছু, পাথর এবং তুলসী গাছের মধ্যেও দেবত্ব আবিষ্কার করে এক আল্লাহর পরিবর্তে তাদের উপাসনা করছে। ইসলাম উপরিউক্ত সব ধরনের শিরক ও শিরকের উপলক্ষ দূর করে তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতিকেই ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২. সালাত কায়েম

একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয় তখন সর্বপ্রথম দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার ওপর পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার সালাত আদায় করার কর্তব্য আরোপিত হয়।

৩. যাকাত আদায়

হাদিসে সালাতের পরই যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায় যে, ইসলামে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। আল-কুরআনে যে যে স্থানে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় সেসব স্থানেই সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রে যাকাত আদায় করতে হবে বাইতুলমাল বা ইসলামি রাষ্ট্রের মাধ্যমে। ইসলামি সমাজে কোন মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলামি রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

৪. রোযা পালন

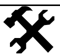
প্রতিটি মুমিনের ওপর রমযানের পুরো একমাস রোযা পালন করতে হয় । রোযা পালনের মাধ্যমে সংযম, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৫. হজ্জ পালন

দৈহিক, আর্থিক ও পথের নিরাপত্তা আছে এমন সামর্থ্যবান মুমিনের জীবনে একবার বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ পালন করতে হবে। এ হজ্জ পালনের দ্বারা তার মধ্যে আল্লাহ প্রেম ও বিশ্বমানবতার সাথে একত্মতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

 **সারসংক্ষেপ**

মানুষ আল্লাহর আনুগত্য প্রধান পাঁচটি উপায়ে পেশ করতে পারে, তাই আরকানে ইসলামকে এ পাঁচটি ভিত্তির ওপর সীমিত করা হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলাম শাব্দিক অর্থে এ পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যেই সীমিত। বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের নামই ইসলাম। কেউ এ পাঁচটি কাজ সম্পন্ন করলেই ইসলামের সমগ্র দায়িত্ব পালন হয়ে যায় না। সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য হল আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব এবং মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতকে মেনে নিয়ে সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম ইত্যাদি ইসলামের ইবাদাতকে যথাযথভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ইসলামের বুনিয়াদ বিষয়ক হাদিসখানি অর্থসহ মুস্থ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

২। ইসলামের প্রথম ভিত্তি কী ?

(ক) ঈমান (কালিমা) (খ) নামায
(গ) রোযা (ঘ) হজ্জ

৩। ইসলামি রাষ্ট্রে কার মাধ্যমে যাকাত আদায় করতে হবে ?

(ক) ব্যক্তির মাধ্যমে (খ) সমাজের মাধ্যমে
(গ) রাষ্ট্রের মাধ্যমে (ঘ) চেয়াম্যানের মাধ্যমে

৪। মুমিনের জন্য কখন হজ্জ ফরয হবে ?

(ক) যখন দৈহিক সামর্থ্য থাকবে (খ) যখন আর্থিক সামর্থ্য থাকবে
(গ) যখন পথের নিরাপত্তা থাকবে (ঘ) যখন দৈহিক, আর্থিক ও পথের নিরাপত্তা থাকবে

৫। 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' অর্থ কী ?

(ক) ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র.) একই বর্ণনাকারী হতে হাদিস সংকলন করেছেন
(খ) ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র.) ভিন্ন বর্ণনাকারী হতে যে হাদিস হাদিস বর্ণনা করেছেন
(গ) ইমাম বুখারি (র) হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে
(ঘ) ইমাম মুসলিম (র.) যে হাদিস বর্ণনাকরেছেন

৬। রোযা পালনের মাধ্যমে অর্জিত হয় -

i.সংযম ii. আত্মশুদ্ধি
iii.আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

নাছের মিয়া নিজকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন, কিন্তু মুসলিম হওয়ার জন্য যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা তার মধ্যে নেই। মুখে মুখে তিনি নিজকে ইসলামের অনুসারী বলে দাবি করেন। অথচ প্রতিনিয়ত শিরক করে। নামাযের সময় হলে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। যাকাত প্রদানের সামর্থ্য থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি উদাসীন। অসুস্থতার কথা বলে প্রতি বছরই রোযা ভঙ্গ করেন। এমনকি হজ্জ করা থেকেও বিরত থাকেন। এর পরও নাছের মিয়া বিভিন্ন সভা-সমাবেশে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঈমানদার বলে পরিচয় দিতে পিছপা হন না।

ক. ঈমান কী ? ১
খ. 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত'- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. কোন ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় না করতে চায় - সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কীরূপ হবে ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাছের মিয়ার আচরণ হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-২: হাদিস-২ : ইমানের শাখা-প্রশাখা

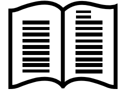


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলাহ, লজ্জাশীলতা, শাখা, রাস্তা, হায়া।



٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ
الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ- (متفق عليه)

অনুবাদ

২.হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ইমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টটি হচ্ছে একথা বলা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর ক্ষুদ্রতমটি হচ্ছে, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ইমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

الايمان-ঈমান, বিশ্বাস। بضع-অংশ, টুকরা, তিন থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন একটি বেজোড় সংখ্যা। شعبة-শাখা। افضل-সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ। افضلها-এদের মধ্যে সর্বোত্তম। قول-বলা, কথা। ادنا-ক্ষুদ্রতম, নিকৃষ্টতম। اماطة- সরিয়ে দেওয়া, দূর করা। الاذى-কষ্টদায়ক বস্তু, কাঁটা বা এমন বস্তু যা চলার সময় পায়ে লাগলে কষ্ট হতে পারে। عن الطريق- রাস্তা থেকে। والحياء- লজ্জা, শরম।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমত

ঈমান শুধু আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ স্বীকৃতির সাথে সাথে আরও তিয়াত্তর থেকে ঊনাশিটি করণীয় কর্তব্য রয়েছে। এগুলো সম্পাদন করা না হলে একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাকে ইমানের অঙ্গীভূত করে জনসেবার অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জনসেবামূলক কাজ না করা কিংবা এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা পূর্ণাঙ্গ ইমানের লক্ষণ নয়। সুতরাং জনসেবায় আত্মনিয়োগ না করে কেবল ইবাদাত-বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত

লজ্জাশীলতাকে ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ঘোষণার মাধ্যমে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলোকে ঈমান বহির্ভূত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপর একটি হাদিসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই'। লজ্জা মানুষের ভূষণ। লজ্জাশীলতা মানুষকে অসংখ্য পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। লজ্জাহীন পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা সমাজে নানা প্রকার অনাচার সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়।

بِضْع শব্দের দ্বারা ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত যে কোন একটি বেজোড় সংখ্যা বুঝায়। সুতরাং بِضْع দ্বারা ৭৩ থেকে ৭৯ পর্যন্ত যে কোন বেজোড় সংখ্যা হতে পারে। অর্থাৎ কেউ যদি এ কথা বলে যে, ইমানের পঁচাত্তর কিংবা সাতাত্তরটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে তবে ভুল হবে না। মূলকথা হল ইমানের ছোট বড় ৭৩ থেকে ৭৯টি শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

শিক্ষা : এ হাদিস থেকে যে সব **শিক্ষা** লাভ করি, তা হল-

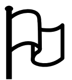
১. ঈমান ইসলামের মৌল ভিত্তি।
২. ইমানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আছে।
৩. ইমানের সর্বোত্তম শাখা হল তাওহীদে বিশ্বাস।
৪. এক আল্লাহকে ইলাহ এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া।
৫. একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত বন্দেগী করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়া।
৬. গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা।
৭. ইমানের সবচেয়ে ছোট শাখা হচ্ছে রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।
৮. মানুষের চলার অসুবিধা হয়, এমন কোন জিনিস মল, মূত্র। ময়লা আবর্জনা, কাঁটা, কলার খোসা, কাঁচ ভাঙা ইত্যাদি না ফেলা। কেউ এমন ক্ষতিকারক কিছু ফেললে, তা কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য।
৯. অহেতুক বারবার রাস্তা খোঁড়া উচিত নয়। এত নাগরিকদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
১০. লজ্জা ইমানের অন্যতম অঙ্গ।
১১. লজ্জা মানুষকে সর্বপ্রকার, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে রক্ষা করে।
১২. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে লজ্জাশীল হওয়া উচিত। লজ্জা মানুষের ভূষণ স্বরূপ। কাজেই আমাদের সকলকেই লজ্জাশীল হতে হবে।



সারসংক্ষেপ

ইমানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদানপূর্বক জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার আমল ও অনুশীলন করা প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'বিদউন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) জোড় সংখ্যা (খ) বেজোড় সংখ্যা
(গ) নির্দিষ্ট সংখ্যা (ঘ) অনির্দিষ্ট সংখ্যা

২। 'বিদউন' শব্দটি কত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ?

(ক) ১ থেকে পর্যন্ত ৩ (খ) ২ থেকে ৫ পর্যন্ত
(গ) ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত (ঘ) ৯ থেকে ১২ পর্যন্ত

৩। ইমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি ?

(ক) ৩০টির বেশি (খ) ৫০টির বেশি
(গ) ৭০টির বেশি (ঘ) ৮০টির বেশি

৪। ইমানের সর্বোচ্চ শাখা কোনটি ?

(ক) নামায (খ) রোযা
(গ) কালিমা (ঘ)যাকাত

৫। ইমানের সর্বনিম্ন শাখা কোনটি ?

(ক) মানুষকে খাওয়ানো (খ) মানুষকে লেখা শেখানো
(গ) মানুষকে পড়া শেখানো (ঘ) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

৬। লজ্জাশীলতাকে ইমানের শাখা বলার কারণ হলো -

i.নির্লজ্জতা ii. অশ্লীলতা
iii. বেহায়াপনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

রফিক ও আরমান একই ক্লাসে পড়ে। রফিক খুবই চঞ্চল ও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে। অপর দিকে আরমান তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রফিক টিফিন আওয়ারে খাবার খেয়ে ময়লাগুলো ক্লাসেই ফেলে রাখে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। কিন্তু আরমান খাবার খেয়ে ময়লাগুলো নির্ধারিত ঝুড়িতে রাখে। ফলে সবাই তাকে খুবই পছন্দ করে।

ক. উল্লিখিত হাদিসটিতে কয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ? ১
খ. ইমানের সত্তরটিও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. রফিক ও আরমানের স্বভাবের পার্থক্য নিরূপণ করুন। ৩
ঘ. রফিকের কর্মকান্ড হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ ৬। ঘ

পাঠ-৩ : হাদিস-৩ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা

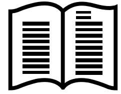


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন ;
- বাস্তব জীবনে এ হাদিসের ব্যাখ্যা, শিক্ষা লাভ করতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ঈমানদার, মুহাব্বাত, সাহাবায়ে কিরাম, রাসূলের আদর্শ, ওলাদ, ওয়ালিদ।



وَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -
(متفق عليه)

অনুবাদ

৩. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি [মুহাম্মদ (স)] তার-নিকট তার পিতা, সন্তানাদি এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হব। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

لايومن-ঈমানদার হবে না, ঈমান আনবে না, বিশ্বাস করবে না। احدكم- তোমাদের কেউ। اكون-আমি হই। احب- বেশি প্রিয়, অধিক প্রিয়। والده- তার পিতা-মাতা। ولد-সন্তান। والناس اجمعين- এবং সকল মানুষ।

ব্যাখ্যা

একজন মানুষকে প্রকৃত মুমিন-মুসলিম হতে হলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য ও ত্যাগের মনোভাব পোষণ করতে হবে তা এ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিজের ও অন্যান্য আপনজনের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি এই আনুগত্য ও ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র হকদার। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা করেছেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

" নবী মুমিনদের নিকট নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর" (সূরা আহযাব- ৩৩ : ৬)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রকৃত উদাহরণ সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে রেখে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে তাঁরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন, তাঁকে রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে জীবন দিয়েছেন। আনুগত্য করতে গিয়ে জীবনের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ত্যাগ করে রাসূলের (স) সঙ্গী হয়েছেন। নিজেদের জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর চাচা আবু তালিবও ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর এ ভালোবাসা ভাতিজা হিসেবে ছিল, রাসূলুল্লাহ হিসেবে ছিল না।

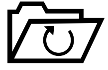
রাসূলুল্লাহ (স)-কে অধিক ভালোবাসার অর্থ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনকে ঘৃনা করা কিংবা উপেক্ষা করা নয় ; বরং এর অর্থ হল প্রয়োজনের সময় এদের আকর্ষণ পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যখন কোন লোক অসুস্থ ছেলেমেয়েকে বাসায় রেখে চাকরি ক্ষেত্রে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও অন্যান্য

জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য চলে যায়; তখন এ কথা বলা হয় না যে, ছেলেমেয়ের জন্য তার অন্তরে দরদ নেই। এর দ্বারা ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ত্যাগ করা বুঝায়।

শিক্ষা

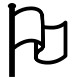
আমাদেরকে এ হাদিস থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে-

১. আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।
২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করতে হবে।
৩. রাসূলুল্লাহ (স)-কেই একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে।
৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ নিজ জীবন ও সমাজে চালু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সংগ্রাম চালাতে হবে।
৫. তাঁকে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন এক কথায় সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে।
৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালোবাসাকে সমুন্নত রাখার নিমিত্তে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বদা ও প্রস্তুত থাকতে হবে। এসবই এ হাদিসের মূল শিক্ষা।

 **সারসংক্ষেপ**

রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- ১. তাঁর আদর্শ গ্রহণ, ২. পালন, ৩. রক্ষা করা, ৪. এর জন্য জীবন উৎসর্গ করা, ৫. তাঁর আনীত শরীআতকে ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা করা, নবি (স) এর সন্তুষ্টির উদ্দেশে নিজের ধন-সম্পদ এবং জীবন উৎসর্গ করা। পিতামাতা, সন্তানাদি ও অপরাপর মানুষের ওপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা অনুভব করতে না পারলে ইমানের পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জিত হয় না।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নবী প্রেমের দু'টো উদাহরণ ইতিহাস থেকে লিখে দেখাবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'ওয়ালাদুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) পিতা (খ) সন্তান
(গ) মাতা (ঘ) ভাই

২। 'বিশ্বাসীদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও কে বেশি প্রিয় ?
(ক) সাহাবায়ে কিরাম (রা) (খ) হযরত আবূ বকর (রা)
(গ) রাসূলুল্লাহ (স) (ঘ) হযরত ফাতেমা (রা)

৩। ঈমানদারের একমাত্র আদর্শিক নেতা কে ?
(ক) রাসূলুল্লাহ (স) (খ) হযরত আবূ বকর
(গ) সাহাবায়ে কিরাম (ঘ) হযরত ফাতেমা (রা)

৪। রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি ভালোবাসার অর্থ হলো -
i. তাঁর আদর্শ গ্রহণ করা ii. তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করা
iii. তাঁর শরীআতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা

নিচের কোন্‌টি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

বিশ্ববাসীদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও মহানবী (স) অধিক প্রিয়।

৫। মহানবীকে ভালোবাসা কিসের অংশ ?

(ক) ইমানের অংশ (খ) অমানতদারীতার অংশ

(গ) আদলের অংশ (ঘ) অঙ্গীকারের অংশ

৬। রাসূলুল্লাহ (সা এর ভালোবাসা পেতে হলে অমাদের করনীয়-

i. রাসূলকে সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা ii. রাসূলের আদর্শকে গ্রহণ করা

iii. রাসূলুল্লাহ (স) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুহাদ্দিস মাওলানা আসমত হাদিসের দরস দিতে গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক এমনকি প্রতিবেশীকেও ভালোবাসবে। তবে এ ভালোবাসার গভীরতা আমাদের প্রিয় নবী (স)-এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না। তাই মহানবী (স)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে। প্রাপ্য অধিকার অনুযায়ী অন্যান্য মানুষের প্রতিও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে।

ক. মুহাব্বত কী ? ১

খ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসার পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ করুন। ২

গ. রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি সাহাবায়ে কিরাম কীভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিলেন ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুহাদ্দিস সাহেবের বক্তব্য হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

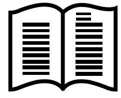
পাঠ-৪: হাদিস-৪ : মুনাফিকের পরিচয়

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মুনাফিকের পরিচয় সম্পর্কিত হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হাদিসের শিক্ষা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুনাফিক, নিফাক, ওয়াদা, বিশ্বাসঘাতকতা, খিয়ানত, আলামত।



٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ
الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ- (متفق عليه)

অনুবাদ

৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স) হতে বর্ণনা করেছেন, মুনাফিকের (কপট বিশ্বাসীর) নিদর্শন তিনটি :

যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে; যখন সে ওয়াদা করে, তখন সে তার বিপরীত করে এবং যখন তার নিকট কোন জিনিস আমানত বা গচ্ছিত রাখা হয়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

ايةٌ-চিহ্ন, পরিচয়। منافق-কপট। ثلاث- তিনটি। كذب-মিথ্যা বলে। وعد - ওয়াদা করে। اخلف-খেলাফ করে, ভঙ্গ করে। اوتمن-আমানত রাখা হয়। خان-খেয়ানত করে, আত্মসাৎ করে।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসে মুনাফিকদের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকরা কপট এবং বন্ধুর বেশে মারাত্মক শত্রু। তারা মুখে ইমানের কথা বললেও অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে। তারা মুখে যা বলে; কাজ করে তার বিপরীত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা বাকারার ২য় রুকুতে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি তাদের সম্পর্কে সূরা 'মুনাফিকুন' নামে একটি স্বতন্ত্র সূরাই নাযিল হয়েছে। উক্ত সূরায় তাদের বহুবিধ দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য। কারণ কাফেররা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু হওয়ার কারণে তাদের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ কিন্তু মুনাফিকরা বন্ধুর বেশ ধারণ করে বলে তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করা খুবই কঠিন। এমনকি রাসূলে করীম (স) ও তাদের দ্বারা বহু কষ্ট পেয়েছেন। এরা মুসলিমদের চরম শত্রু। বিশ্বাসঘাকতা এদের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" (সূরা নিসা-৪:১৪৫)

ছদ্মবেশী গোপন শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন হাদিসে তাদের কতিপয় নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসেও তাদের বড় বড় তিনটি আলামত তুলে ধরা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা ও আমানতের খেয়ানত করা তাদের স্বভাব। অপর একটি হাদিসে তাদের আরেকটি স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। তা হল- কারও সাথে বিতর্ক বা ঝগড়া লাগলে তারা অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

শিক্ষা

এ হাদিস থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তা হল-

১. মুনাফিকি মারাত্মক গুণাহের কাজ।
২. মুনাফিকরা ইসলামের ঘোর দুশমন। কখনও মুনাফিকি আচরণ করা উচিত নয়।
৩. মুনাফিকরা সুযোগ সন্ধানী। এরা মুসলিম দলের মধ্যে আসে সুযোগের সন্ধানে। সুযোগ ফুরালে এরা কেটে পড়ে। তাই মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
৪. মুনাফিকদের চেনার উপায় হচ্ছে ৩টি : সত্য না বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা। এবং আমানতের খিয়ানত করা। যাদের মধ্যে এরূপ দোষ দেখা যাবে, মনে করা হবে এরাই মুনাফিক। কাজেই এদের ধোঁকা থেকে বাঁচতে হবে।
৫. নিজেরা কখনও মুনাফিকি কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া উচিত নয়।
৬. মুনাফিকরা বিশ্বাসঘাতক ও মুসলিম উম্মাহর ঘোর শত্রু। তাই এদেরকে চিহ্নিত করা দরকার।
৭. মুনাফিকরা কাফিরদের থেকেও নিকৃষ্ট ও জঘন্য চরিত্রের লোক।

অতএব মুনাফিকির মত জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ হতে আমাদের বেঁচে থকতে হবে।

 **সারসংক্ষেপ**

মুসলিমদের মুনাফিকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। উপরোক্ত হাদিসে যে তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে মূলত এ তিনটি লক্ষণই মানুষের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এগুলো যাতে মানবজীবনে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় সরলমনা বিশ্বাসীরা প্রতি ক্ষেত্রে ধোঁকা খেয়ে তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলবে। হাদিসে মুনাফিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে মুসলিমদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে কেউ এ দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন না করে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, মুনাফিকদের সম্পর্কিত এ হাদিসটি অর্থসহ মুখস্থ করবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'মুনাফিক' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিশ্বাসী (খ) কপট
(গ) অবিশ্বাসী (ঘ) খাঁটি মুসলিম

২। 'মুনাফিকের' আলামত কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি
(গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

৩। পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় মুনাফিকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ?

(ক) সূরা বাকারায় (খ) সূরা ত্বীনে

(গ) সূরা নাসে (ঘ) সূরা কাউসারে

৪। মানুষের দ্বিমুখী নীতির ওপর ভিত্তি করে কোন সূরা নাযিল হয়েছে ?

(ক) সূরা বাকারা (খ) সূরা মুনাফিকুন

(গ) সূরা নাস (ঘ) সূরা কাউসার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহজান্নামের সর্বনিম্নস্তরে শাস্তি ভোগ করবে।

৫। মুনাফিকের আলামত কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

৬। মুনাফিকী থেকে বিরত থাকা সম্ভব হলে-

i. মারাত্মক গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে ii. শত্রুতা থেকে অত্মরক্ষা করা সহজ হবে

iii. সকলের ভালোবাসা পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একবার টেলিভিশনের টকশোর আলোচনায় আলোচকগণ বলেন, মানুষের মধ্যে দুমুখো নীতি প্রকটভাবে দেখা যায়। কথা বলে এক রকম আর কাজ করে অন্য রকম। আজকাল নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ সমাজের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তারা স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন বটে, কিন্তু স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যান। রহমত আলী এমনই একজন ব্যক্তি। তার এমন নীতিতে এলাকার জনগণ খুবই অসন্তুষ্ট। রহমত আলীর চরিত্রের মধ্যে ভালো মানুষের লক্ষণ দেখা যায় না।

ক. মুনাফিকি কী ? ১

খ. ‘নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ম স্তরে শাস্তি ভোগ করবে’-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মুনাফিক চেনার উপায় কী ? ব্যাখা করুন। ৩

ঘ. রহমত আলীর চরিত্রে কোন বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৫: হাদিস-৫ : আল্লাহর পথে দান ও কল্যাণময় জ্ঞানের মাহাত্ম্য

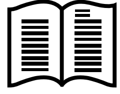


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হাসাদ, তাওফিক, হিংসা, ফাসাদ, পরশ্রীকাতরতা, গিবতা, মহাপাপ, হিকমাত।



٦. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
حَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ
اٰتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا - (متفق عليه)

অনুবাদ

৫. হযরত ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : দু'জন লোক সম্পর্কে ঈর্ষা করা সংগত, একজন হচ্ছে সেই লোক যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দান করেছেন এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করার ক্ষমতা ও তাওফিক দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ হিকমাত- জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন এবং সে তদনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে ও লোকদেরকে তা শিক্ষাদান করে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

حسد-হিংসা। لاحسد- অর্থ হিংসা বা ঈর্ষা নেই। হাসাদ (حسد) এর আভিধানিক অর্থ, হিংসা করা, ঈর্ষা করা, ঈর্ষাপোষণ করা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ-অপরের ধন-সম্পদ দেখে অন্তরে জ্বলে মরা এবং তার ধন-সম্পদ ও সুখ সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার কামনা করা, তা নিজে অর্জন করুক বা না করুক। ইসলামি শারীআতে হাসাদ নিষিদ্ধ। আর অন্যের সম্পদ নষ্ট না হয়ে অনুরূপ সম্পদ নিজে পাওয়ার ইচ্ছাকে গিব্‌তা (غبطة) বলা হয়। গিবতা জায়িয। এ হাদিসে 'হাসাদ' বলতে 'গিবতা' বুঝানো হয়েছে।

الحكمة-জ্ঞান-বিজ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা, জ্ঞান ও নিখুঁতভাবে উপলব্ধিকরণ, বিচার ইত্যাদি। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী 'ওহী' কে হিকমাত বলেছেন। কুরআন ও হাদিসে এটা দ্বীনের বর্ণনায় ও দ্বীনের আহকাম অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিসেও এটা ইলমে দ্বীনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে আল্লাহর পথে দন-সম্পদ ব্যয়, জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিচার ফায়সালা করা এবং মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে।

হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা জঘন্য মানসিকতার পরিচায়ক। হিংসা মানুষের সৎ কার্যগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন কাঠ জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলে। হিংসা শব্দের অর্থ হল পরশ্রীকাতরতা, মানুষের সুখ-সুবিধা দেখে সহ্য করতে না পারা এবং মনে মনে তার ধ্বংস কামনা করা।

সুতরাং অত্র হাদিসে বর্ণিত হাসাদ (حسد) শব্দের আভিধানিক অর্থ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নয়, বরং এখানে হিংসার অর্থ হল কোন মানুষের ধন-সম্পদ, সুখ-সুবিধা ও বিদ্যা-বুদ্ধি দেখে মনে মনে এমন ভাব পোষণ করা যে, আমিও যদি তার ন্যায় ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করতে পারি, তবে এ সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা তার মত কিংবা তার চেয়েও বেশি করে সৎকর্ম সম্পাদন করব এবং বেশি লোকের উপকার করব। এরূপ সৎকর্মে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অবৈধ নয় ; বরং বৈধ, প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য।

শিক্ষা

অতএব আমরা এ হাদিস হতে যে শিক্ষা পেলাম তা হচ্ছে নিম্নরূপ–

১. ধন-সম্পদ আল্লাহর দান। আর তা তাঁরই পথে ব্যয় করতে পারা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তার মতো নিজেকে গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা করা প্রশংসনীয় কাজ, যা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

৩. দান-খয়রাত, সমাজ সেবামূলক কাজ, সাদকায়ে জারিয়ামূলক সেবা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং এসব ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়। তাতে আল্লাহ খুশি হন।

৪. অপর মানুষের অকল্যাণ ও ক্ষতি হয় এমন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা অপরাধ।

৫. কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে ঈর্ষা খুবই নিন্দনীয় কাজ।

৬. ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহর দান। আর তদনুযায়ী নিজে চলা ও লোকদেরকে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতা করাও প্রশংসনীয় কাজ।

৭. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দান এবং প্রচার করাও মহৎ কাজ।

৮. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকাই শ্রেয়।

৯. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য ব্যাপৃত থাকা এবং ন্যায় ইন্‌সাফ কায়েমের জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা খুবই কল্যাণকর কাজ।

 **সারসংক্ষেপ**

কেউ যদি কারও কোন সৎ কাজ দেখে সে কাজে তাকে অতিক্রম করার উদ্দেশে তার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে, কিংবা দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে কারও সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে এটাকে হিংসা বলা যাবে না। ইসলামে এটাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কেননা সৎপথে ব্যয় বলতে দান-খয়রাতে, আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ, কিংবা সমাজসেবা বা জনহিতকর কার্যে দান করাকে বুঝায়, যা প্রশংসনীয় কাজ বলে বিবেচিত। সুতরাং এ ধরনের সৎ কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকে হিংসা বলা যায় না। এটা অবৈধ নয়; বরং প্রশংসনীয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নিজ নিজ জীবনের পাঁচটি সমাজ কল্যাণমূলক কাজের উদাহরণ দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা যায় ?

(ক) এক ব্যক্তির (খ) দুই ব্যক্তির
(গ) তিন ব্যক্তির (ঘ) চার ব্যক্তির

২। 'হাসাদ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ভালোবাসা (খ) হিংসা-বিদ্বেষ
(গ) প্রশংসা করা (ঘ) সমালোচনা করা

৩। হাদিসে 'হাসাদ ' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে ?

(ক) গিবত (সৎ প্রতিযোগিতা) (খ) হিংসা
(গ) ঈর্ষা (ঘ) সমালোচনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রহিমউদ্দীন সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে পরিচিত। তিনি সমাজের অনেক গরীব লোকদের সাহায্য করেন। তার দেখা দেখি ছোট ভাই করিম উদ্দীন ও এলাকার গরীব লোকদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

৪। 'হাসাদ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি ?

(ক) গিবতা (খ) কিযবুন
(গ) ইলমুন (ঘ) গোলামুন

৫। যে সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার জন্য ইসলামে সম্মতি রয়েছে-

i. বৈধভাবে অথ উপার্জনের প্রতিযোতা ii. জ্ঞান অর্জনের প্রতিযোগীতা
iii. ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাসুম ও মামুন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা উভয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্র। তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেন। কিন্তু লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ কারণে তারা উভয়েই সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়। ইসলামে এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৈধ।

ক. হাসাদ কী ? ১
খ. হাদিসে হিকমত বলতে কী বুঝানো হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসা করা যায় ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুম ও মামুনের প্রতিযোগিতার স্বরূপ- হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ-৬: হাদিস-৬ : বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন

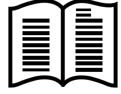


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বন্ধুত্ব, ধর্ম, বিধান, দ্বীন, মুমিন, খোদাভীরু,অসৎ, দুশ্চরিত্র।



٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ- (احمد، ابوداؤد، ترمذى)

অনুবাদ

৬. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। (মুসানাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

শব্দার্থ

المرء- মানুষ, ব্যক্তি, লোক। ينظر-দেখে নেয়। دين-ধর্ম। দ্বীন ইসলাম মানে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম নামে যে জীবন বিধান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীন মানে মতাদর্শ, মতবাদ, ধর্ম ও জীবন বিধান। خليل- বন্ধু। يخالل-বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসখানিতে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য হাদিসে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের ওপরে মহানবী (স) আলোকপাত করেছেন। মহানবী (স) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। কেননা মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর মত, পথ, স্বভাব, আদর্শ ও ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই এক বন্ধু অপর বন্ধুর প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাংলায় এ মর্মে একটি প্রবাদ আছে, “সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ”।

দুই বন্ধুর একজন যদি ধার্মিক হয়, তবে অন্যজনও বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ধার্মিক হয়ে থাকে। বন্ধুত্ব স্থাপন করার পূর্বে ভালোরূপে দেখে নেয়া কর্তব্য যে, লোকটি ভালো, না মন্দ স্বভাবের। অপর এক হাদিসে আছে, “যে ব্যক্তি যে জাতির লোকদের বেশ-ভূষা, চাল-চলন অনুসরণ করবে সে ঐ জাতির মধ্যে গণ্য হবে।” কাজেই যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিশ্বাস করে, যারা সৎকাজে অভ্যস্ত, যারা ধর্মপ্রাণ, সদাচারী, সৎস্বভাব বিশিষ্ট, মুত্তাকী-তারাই কেবল মুমিনদের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত। তাদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।

পক্ষান্তরে যারা অসৎ, ঝগড়াটে, অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত কিংবা অবিশ্বাসী, কপট প্রকৃতির তাদের সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কেননা এদের বন্ধুত্ব কেবল লোক দেখানো, যা নিঃস্বার্থ হতে পারে না। এরা সুখের সময় স্বীয় স্বার্থের লোভে বন্ধুত্ব করবে, কিন্তু স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে কিংবা স্বার্থ উদ্ধার হলে অথবা বিপদে পড়লে তখন কেটে পড়বে।

বন্ধু নির্বাচনের পূর্বে হবু বন্ধুকে ভালোভাবে দেখে শুনে পরখ করে নিতে হবে। অন্যথায় এর পরিণাম দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ হতে বাধ্য।

শিক্ষা

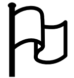
এ হাদিসের মূল শিক্ষা হচ্ছে-

১. মানুষ বন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়;
২. মানুষ তাঁর বন্ধুর ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৩. এক বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ অপর বন্ধুর ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।
৪. বন্ধুত্ব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
৫. ধার্মিক ও আদর্শবান লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।
৬. অসৎ, দুশ্চরিত্র, লম্পট, অধার্মিক লোকের সাথে কখনও বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

 **সারসংক্ষেপ**

আল-কুরআনে মুমিনদেরকে-মুমিনদের ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত একজন মুমিনের বন্ধুত্ব করতে হলে একজন আদর্শবান ও মৌলিক মানবীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুমিনের সাথেই বন্ধুত্ব করা উচিত।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ব্যক্তি জীবনে বন্ধুর প্রভাব” শীর্ষক একটি প্রতিবেদন লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মানুষ কার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় ?
(ক) শিক্ষকের আদর্শ দ্বারা (খ) বন্ধুর আদর্শ দ্বারা
(গ) পিতার আদর্শ দ্বারা (ঘ) নেতার আদর্শ দ্বারা

২। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করলে কী হয় ?
(ক) অমুসলিম হয় (খ) ক্ষতি হয়
(গ) লাভ হয় (ঘ) হিংসা হয়

৩। কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিৎ ?
(ক) ভালো মানুষদের সাথে (খ) ব্যবসায়ী মানুষদের সাথে
(গ) সবার সাথে (ঘ) সুদখোরদের সাথে

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মুহাইমিনুল ইসলাম ৮ম শ্রেণি ছাত্র। প্রথম থেকেই সে ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু কিছু দিন হল মহল্লার একটি ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। সেও ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। ছয়মাস যেতে না যেতেই তারা উভয়ে নানা ধরনের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। মুহাইমিনুল ইসলাম স্কুলের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করতে থাকে।

৪। মানুষ কার দারা প্রভাবিত হয় ?

(ক) বন্ধুর দারা　　(খ) শিক্ষকের দারা
(গ) ব্যবসায়ীর দারা　　(ঘ) ডাক্তার দারা

৫। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়-

i. স্বভাব চরিত্র　　ii. সৎকাজে অভ্যস্থ ব্যক্তি
iii. মুমিন মুত্তাকী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii　　(খ) ii ও ii
(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

সুমন ও সুজন একই ক্লাসে পড়ে। তবে উভয়ের স্বভাব-চরিত্রে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সুমন নিয়মিত ক্লাস করে, যথাসময়ে নামায-রোযা আদায় করে, খেলাধুলা করে, পরীক্ষায় কখনো নকল করে না। সব দিকই তার ভালো। বছর শেষে পরীক্ষার ফলাফলও খুব ভালো হয়। কিন্তু সুজন নিয়মিত নামায-রোজার ব্যাপরে আন্তরিক নয়। এমনকি খেলাধুলাও করে না। কেবল আজে-বাজে ছেলেদের সাথে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। পরিশেষে দুষ্ট ছেলেদের পাল্লায় পড়ে পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়। তাই সুমন সব সময় সুজনকে এড়িয়ে চলে।

ক. মানুষ কার দ্বারা প্রভাবিত হয় ? ১
খ. “সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ” ব্যাখ্যা করুন ; ২
গ. ভালো বন্ধু কে হতে পারে ? ভালো বন্ধুর গুনাবলি লিখুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সুজনের কর্মকান্ড হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। খ ৩। ক

পাঠ-৭: হাদিস-৭ : মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য

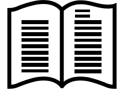


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জুলুম, ইরশাদ, মুসলিম, আখুন, ইরশাদ, দুশমন, হাজাত, সম্প্রীতি।



عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ
فِيْ حَاجَتِهِ– (متفق عليه)

অনুবাদ

৭. হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : "এক মুসলিম অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচারও করবে না এবং তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

المسلم-একজন মুসলিম। اَخٌ-ভাই। يظلمه-সে তাকে অত্যাচার করবে। لايظلمه- সে তাকে অত্যাচার করবে না। و لا يسلمه- এবং তাকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করবে না।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক কি এবং একের প্রতি অপরের কর্তব্যই বা কি তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং ভাইয়ের কর্তব্য হল তার ভাইকে বিপদাপদে সাহায্য করা এবং শত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"নিশ্চয় মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও।" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১০)

কোন মুসলিমকে অত্যাচার করা যাবে না। এবং তাকে কোন অবস্থাতেই দুশমনের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। আপন ভাইয়ের বিপদের সময় অপর ভাই যেমন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তেমনি এক মুসলিম ভাইও অপর মুসলিম ভাইয়ের বিপদাপদ দূর করার জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থায় সাহায্য করবে। এ মর্মে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন–

وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِمَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন ; যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।" (মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য পেতে হলে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। এক মুসলমানের বিপদে অপর মুসলমানের এগিয়ে না আসার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিমগণ নিজেদের ভোগ-বিলাস ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা পরিহার করে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতো, তাহলে বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের এ দুর্দশা হত না। অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যার্থে অপর মুসলিম এগিয়ে না আসার কারণে জাতি হিসেবে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য থেকেও বঞ্চিত।

শিক্ষা

১. মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই।

২. এক মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করতে পারে না।

৩. তাকে শত্রুর নিকটও সোপর্দ করতে পারে না।

৪. সর্বদা এক মুসলিম আরেক মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা কর্তব্য।

৭. মুসলিমদের স্বার্থ হানিকর ও ক্ষতিকর কোন কাজ করা যাবে না।

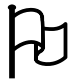
৮. মুসলিম ভাই কোন অন্যায় করলে তা সংশোধন ও ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

১০. আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় চললে তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে।

 **সারসংক্ষেপ**

এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা অনুচিত। অত্যাচার-নিগ্রহ করা অন্যায়। শত্রুতা করা এবং শত্রুর হাতে সপর্দ করা ইমানের পরিপন্থী কাজ। অতএব, আল্লাহ আমাদের উল্লিখিত হাদিসের **শিক্ষা** গ্রহণ করে তা বাস্তব জীবনে অনুশীলনের সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক হাদিসটির তাৎপর্য নিয়ে শিক্ষার্থী একটি পাঠচক্র আয়োজন করবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের কী ?

(ক) আত্মীয় (খ) ভাই

(গ) প্রতিবেশী (ঘ) শত্রু

২। এক ভাইয়ের প্রতি অপর ভাইয়ের কর্তব্য হলো -

i.বিপদাপদে সাহায্য করা ii. শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা iii. শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। “নিশ্চয় মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই” -এটি কোন্ সূরার অংশ ?

(ক) সূরা বাকারা (খ) সূরা নূর

(গ) সূরা হুজুরাত (ঘ) সূরা নাবা

৪। আল্লাহ কতক্ষণ পর্যন্ত তার বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন ?

(ক) যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে

(খ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন জীবজন্তুর সাহায্য করতে থাকে

(গ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিবেশের প্রতি সাহায্য করতে থাকে

(ঘ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজের প্রতি সাহায্য করতে থাকে

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

নিশ্চয় মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই

৫। কার পরস্পর ভাই ভাই ?

(ক) মুসলিম (খ) হিন্দু

(গ) খ্রিস্টান (ঘ) বৌদ্য

৬। এক ভাইয়ের প্রতি আরেক ভাইয়ের দায়িত্ব হলো-

i. আপদ মিমাংশা করা ii. শত্রুতা না করা

iii. বিপদ আপদে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জিসান ও মিনার দুই বন্ধু। তারা উভয়েই কলেজে পড়াশোনা করে। একদা দু’জনই বই কেনার জন্য নীলক্ষেত বইয়ের মার্কেটে যায়। বিভিন্ন দোকান ঘোরাঘুরি করে তারা দু’জনেই দুটি পছন্দের বই ক্রয় করে। জিসান যথারীতি বইয়ের দাম পরিশোধ করে। কিন্তু মিনার বইয়ের দাম পরিশোধ করতে পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে, তার টাকা চুরি হয়ে গেছে। এতে মিনারের মন খুব খারাপ হয়। জিসান তার বন্ধু মিনারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে বন্ধু টাকার কোন চিন্তা করবে না-আমি তোমার বইয়ের মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি।

ক. ‘মুসলিম’ কী ? ১

খ. এক মুসলিম অপর মুসলমানের ভাই’-এর ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. জিসানের ভূমিকা উল্লিখিত হাদিসের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ ? ৩

ঘ. বিশ্বমুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের করণীয় বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

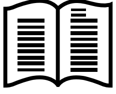
পাঠ-৮: হাদিস-৮ : আত্মসংযমের গুরুত্ব

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	গযব, কুস্তিগীর, বীরশ্রেষ্ঠ।



عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-(متفق عليه)

৮. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: শক্তিশালী সে ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

ليس-নয়। الشديد- শক্তিশালী। الصرعة- কুস্তি লড়া। الغضب- ক্রোধ, রাগ।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসখানিতে মহানবী (স) বলেছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর তিনি প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর নন। কেননা কুস্তিতে জয়লাভ করা তার দৈহিক শক্তির একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু এতে মানবিক শক্তি ও মনোবলের পরিচয় মেলে না। ক্রোধের সময় সাধারণত মানুষ নিজকে সামলাতে পারে না। যিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে নিজের মনুষত্ববোধ বজায় রেখে কাজ করতে পারেন, সত্যিকার অর্থে তিনিই প্রকৃত বীর। হাদিসে তাকেই বীরশ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ক্রোধ দমন করা বীরত্বপূর্ণ কাজ। কেননা ক্রোধের সময় মানুষ যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। মারামারি, খুন-খারাবি এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও যুদ্ধ বাঁধিয়ে বিশ্বমানবতাও ধ্বংস করতে পারে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা পাই বিশ্ব ইতিহাসের পাতা উল্টালে বিভিন্ন যুদ্ধের পরিণামের দিকে তাকালে। কিন্তু ক্রোধের সময় নিজকে সংযত রাখা সাধারণ লোকের পক্ষে আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। এটা মহাবীরত্বেরই কাজ।

ক্রোধ একটা হীন কু-প্রবৃত্তি। এ হীন কু-প্রবৃত্তিই সমাজ, রাষ্ট্রে-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল উৎস। ইসলাম তাই এ কু-প্রবৃত্তি ক্রোধকে মোটেই পছন্দ করে না। সুতরাং যিনি নিজকে ক্রোধ অবস্থায় সংযত রেখে আত্মার ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম, তিনিই যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ।

ক্রোধ দমনের উপায়

কখনও কোন মানুষের মধ্যে ক্রোধ নামক কু-প্রবৃত্তি প্রবল হলে একে দমন করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন–

১. ক্রোধ অগ্নিতুল্য এবং তার গতি উর্ধ্বমুখী। তাই ক্রোধের উদ্রেক হলে দাঁড়ানো হতে বসে পড়তে হয়; বসা অবস্থায়ও দমন না হলে শুয়ে পড়তে হয়। এভাবেই উর্ধ্বমুখী ক্রোধ নিম্নগামী হতে পারে।

২. ক্রোধের সময় মানুষের ওপর শয়তান ভর করে। সুতরাং শয়তানকে দূর করার জন্য “আউযুবিল্লাহি” পাঠ করা হলে অথবা উযু করে নিলে ক্রোধ দমন হতে পারে।

৩. উপরের দুটি উপায় অবলম্বনের পরও যদি ক্রোধ দূর না হয়, তবে দু'রাকআত নফল নামায পড়তে হয়। নামায পড়ার পর আর ক্রোধ থাকতে পারে না।

শিক্ষা

এ হাদিসের মূল **শিক্ষা** হল–

১. বীরত্বের লক্ষণ বা পরিচয় পেশী শক্তি প্রদর্শনের মধ্যে নয়।

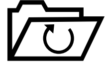
২. সংযম ও ধৈর্যের সাথে ক্রোধ সংবরণের মধ্যে বীরত্ব ফুটে উঠে।

৩. ক্রোধ বা রাগ মুমিন চরিত্রের কাম্য নয়।

৪. ক্রোধ সংবরণ করতে না পারলে জীবনে ও সমাজে বহু অনিষ্ট সাধিত হয় এবং সমাজ-সভ্যতা বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৫. ক্রোধের সময় মানুষের বিবেক লোপ পায় এবং মানুষ তখন পশুর ন্যায় দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে।

৬. জ্ঞানী ও সুস্থ বিবেকবান মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

 **সারসংক্ষেপ**

যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় তা দমন করতে পারে, সেই প্রকৃত বাহাদুর ও শক্তিশালী। ক্রোধের সময় মানুষের বিবেক লোপ পায় এবং মানুষ তখন পশুর ন্যায় দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে। এটা জ্ঞানী ও বিবেকবান মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। কাজেই আমরা সর্বদা ক্রোধ নামক কু-রিপুকে দমন করে প্রকৃত বীর হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা বিশ্ব দরবারে ইসলামের ব্যবহারিক আদর্শ তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

উক্ত হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা সর্বদা ক্রোধ নামক কু-রিপুকে দমন করে প্রকৃত বীর হয়ে রাষ্ট্র, সমাজ তথা বিশ্বের দরবারে ইসলামের ব্যবহারিক আদর্শ তুলে ধরা জাতিকে ধৈর্যশীল ও সহনশীল জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নিজের জীবনে কে কত বার ক্রোধ দমন করে বিরাট ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তা পরস্পর তুলে ধরুন।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তি কে **?**

(ক) যিনি ক্রোধের সময় নিজকে দমন করতে পারেন
(খ) পেশি শক্তিতে শক্তিমান ব্যক্তি
(গ) সন্ত্রাসী ও সংগ্রামী
(ঘ) মাস্তান ও বিপ্লবী।

২। ক্রোধ দমন করা কেমন কাজ ?

(ক) কাপুরুষের কাজ
(খ) বীরত্বের কাজ
(গ) মুমিনের কাজ
(ঘ) মুনাফিকের কাজ।

৩। ক্রোধ দমন করার উপায় হলো -

i. দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়তে হয়
ii. বসে থাকলে শুয়ে পড়তে হয়
iii. উযু করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i
(খ) i ও ii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৪। ক্রোধের সময় মানুষের ওপর কী চেপে বসে ?

(ক) জিন
(খ) মানুষরূপী শয়তান
(গ) শয়তান ভর করে
(ঘ) শত্রু ভর করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মানুষের মধ্যে এমন কিছু কু প্রবৃত্তি রয়েছে যা মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। তাই সমস্ত রকমের কু প্রভৃত্তির থেকে দূরে থাকতে হবে-

৫। উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে-

(ক) ক্রোধ ইসলামে বৈধ নয়
(খ) শক্তি প্রদর্শন করতে হবে
(গ) ক্ষমতা প্রদর্শন করতে
(ঘ) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে হবে।

৬। উদ্দীপকের অন্যতম শিক্ষা হলো-

i. ক্রোধ থেকে বিরত থাকতে হবে
ii. মারামারি হতে দূরে থাকতে হবে
iii. মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii
(খ) ii ও ii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

নাসির উদ্দীনরা চার ভাই। তার সর্বশেষ ভাই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। পাড়ার সব ছেলে দলবেঁধে স্কুলে যায় আবার দল বেঁধে স্কুল থেকে ফেরে। ফেরার পথে সব বন্ধু মিলে ফুটবল খেলতে মাঠে নামে। খেলা ভালোই চলছিল। হঠাৎ একটা ফাউলকে কেন্দ্র করে লেগে গেল মারামারি। মারামারিতে এক পর্যায়ে নাসির উদ্দীনের ছোট ভাইয়ের হাত ভেঙ্গে যায়। নাসির উদ্দীনরা এলাকার মধ্যে খুবই ক্ষমতাশালী। তিনি ইচ্ছা করলে এর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বরং অন্যদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে পাঠালেন এবং নিজের আপন ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন।

ক. মুত্তাফাকুন আলাইহি কী ? ১
খ. বীরত্বের লক্ষণ পেশী শক্তি প্রদর্শনের মধ্যে নয়- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. নাসির উদ্দীনর চরিত্রে কোন গুণের প্রকাশ পেয়েছে ? বুঝিয়ে লিখুন ৩
ঘ. প্রকৃত বীরের পরিচয় হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠ-৯: হাদিস-৯ : অশ্লীলতা পরিহার

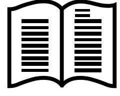


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অশ্লীলতা, পরনিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, নিকৃষ্ট।



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ- (متفق عليه)

অনুবাদ

হযরত ‘আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট যার অশ্লীলতার ভয়ে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

শব্দার্থ

شر- নিকৃষ্ট। الناس-মানুষ। تركه الناس-মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। فحشه- যার অশ্লীলতা।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসে রাসূলে করীম (স) অশ্লীলতাকে একটি মারাত্মক ও ঘৃণ্য চারিত্রিক দোষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় মানুষকে গালাগালি করে, মানুষ তাকে ঘৃনার চোখে দেখে। কেউ তাকে কোন কাজে লাগাতে চায় না এবং কোন কাজে তার সহকর্মী, সহযোগী এবং সহগামী হতে চায় না। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (স) অশ্লীল চরিত্রের মানুষকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللِّعَانِ وَالْفَاحِشَ

“পরনিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও নির্লজ্জ চরিত্রের ব্যক্তি মুমিন নয়।” (তিরমিযী)

অশ্লীল বাক্যে মুখ অপবিত্র হয়, মনকে কলুষিত করে, মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। মানুষকে পশুর স্তরে নিপতিত করে। রাসূলুল্লাহ (স) অশ্লীলতাকে মুনাফিকির একটি চিহ্ন ও নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণেই রাসূলে করীম (স) যার চরিত্র অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, তাকে মানব জাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

যার চরিত্র এই দোষে দুষ্ট, সে যদি তা ত্যাগ করে ভালো হতে চায় তবে তাকে সালাতে অভ্যস্ত করতে হবে। কেননা একমাত্র নামায তাকে এ দোষ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ

“ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আনকাবুত-৪৫)

শিক্ষা

হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে–

১. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা নিন্দনীয় এবং জঘন্য অপরাধ।

২. অশ্লীল ও লজ্জাহীন ব্যক্তি নিকৃষ্টতম।

৩. যে ব্যক্তি অন্যায় অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাকে ঘৃনা করেন।

৬. এ দোষ হতে মুক্ত ও পবিত্র হতে চাইলে নামাযের অভ্যাস করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

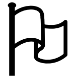
আল্লাহ আমাদেরকে আলোচ্য হাদিসের **শিক্ষা** গ্রহণে তাওফিক দান করুন। (আমীন)।



সারসংক্ষেপ

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা মানবচরিত্রের ভূষণ। আর অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা মন্দ চরিত্রের মধ্যে জঘন্যতম। এ নিকৃষ্ট স্বভাব মানুষকে পশুর চেয়ে অধম করে। যার ঈমান নেই- তার লজ্জা নেই। আর যার লজ্জা নেই তার দ্বারা এমন কোনো মন্দ কাজ নেই যা সে করতে পারে না। কাজেই অশ্লীলতা পরিহার করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিসটি মুখস্থ করে টিউটরকে শোনান।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। অশ্লীলতা কেমন কাজ ?

(ক) ঘৃনার কাজ (খ) আধুনিক কাজ
(গ) উত্তমকাজ (ঘ) অপছন্দনীয় কাজ।

২। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা কী ধরনের গুনাহ ?

(ক) ছগীরা গুনাহ (খ) কবীরা গুনাহ
(গ) মোটামুটি গুনাহ (ঘ) বেশি গুনাহ

৩। অশ্লীল বাক্য ব্যবহারে

(ক) মানুষ ভয় পায়। (খ) মানুষ সমীহ করে
(গ) মুখ অপবিত্র হয় (ঘ) মানুষ ঘৃনা করে

৪। ইসলামে কীসের স্থান নেই ?

(ক) ভদ্রতার (খ) অশ্লীলতার
(গ) ঘৃনার (ঘ) বিপদের

৫। যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে সে-

i. মুমিন নয় ii. অশ্লীলতা মুনাফিকির লক্ষণ
iii. অশ্লীলতা ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে.

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে।

৫। কোন মানুষ সবেচেয়ে নিকৃষ্ট ?

(ক) যার মধ্যে অশ্লীলতা বিদ্যমান (ক) যিনি দেখতে কালো
(গ) যিনি অন্ধ (ঘ) যিনি পঙ্গু

৬। মুমিনের বৈশিষ্ঠ্য হলো-

i. যিনি পর নিন্দা হতে মুক্ত ii. যিনি অশ্লীলতা হতে মুক্ত
iii. যিনি নির্লজ্জ চরিত্র হতে মুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মুমতাহানার বাবা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের একজন শিক্ষক। মুমতাহানা একজন হিজাবধারী শিক্ষার্থী। হিজাব পরেই সে কলেজে যায়। একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় তার বান্ধবী সুমাইয়াকে বাসায় নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর মুমতাহানার বাবাও বাসায় উপস্থিত হন। তিনি মেয়ের বান্ধবীকে অনৈসলামিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি মেয়েটিকে কিছুই বললেন না। মেয়েটি যাওয়ার সময় ইসলামে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি বই উপহার দিলেন। পরবর্তীতে বাবা তাঁর মেয়েকে অশালীন মেয়ের সংগ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন।

ক. হযরত আয়েশা (রা) কে ছিলেন ? ১
খ. ইমানের পরিচয় দিন। ২
গ. বাবা কেন তার মেয়েকে অশালীন মেয়ের সংগ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩
ঘ. অশ্লীলতার কুফল হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ

পাঠ-১০: হাদিস-১০ : বৃক্ষ রোপণের উপকারিতা

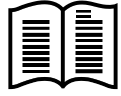


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বৃক্ষরোপণ, সাদাকাহ, মরুকরণ, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, ইনসান।



١. عَنْ اَنَس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ- (متفق عليه)

অনুবাদ

১০. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: যদি কোন মুসলিম একটি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোন শস্য ফলায় এবং তা হতে কোন মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু আহার করে, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

مسلم-কোন মুসলিম। يزرع-রোপণ করে, লাগায়। غرس-চারা, গাছ। او-অথবা। يزرع-বপন করে, ফলায়। زرعا-বীজ, শস্য। فياكل-অতঃপর খায়, ভক্ষণ করে। فياكل منه-অতঃপর তা থেকে খায়, ভক্ষণ করে। انسان-মানুষ। الطير-পাখি। بهيمة-পশু। صدقة- দান, সাদাকা।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করাসহ পশু-পাখির প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। গাছ বিশেষ করে, ফলজ গাছ মানুষের অত্যন্ত উপকারী বন্ধু। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গাছের অবদান সর্বাধিক। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মরুকরণ, নদী ভাঙন ইত্যাদি প্রতিরোধে গাছের অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়া গাছ মানুষকে ছায়া, জ্বালানি, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য পুষ্টি ও অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে ও বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণপূর্বক মানুষের জীবন রক্ষা করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ ও বনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের কথা বর্তমান সভ্য জগৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে বুঝলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তা দেড় হাজার বছর পূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বৃক্ষরোপণের প্রতি তিনি এত গুরুত্বারোপ করেছেন।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আল্লাহর প্রতিনিধি। খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত পশুপাখি ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের লালন-পালন ও সেবা যত্নের দায়িত্ব মানুষের ওপর অর্পিত। সুতরাং এ উদ্দেশে মানুষ যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে অথবা জমিতে ফসল ফলায় এবং এ বৃক্ষের ফল ও জমির ফসল কোন মানুষ, পশু অথবা কোন পাখি খায় তবে তা রোপণকারীর জন্য সাদাকা স্বরূপ গণ্য হবে।

শিক্ষা

আলোচ্য হাদিসের মূল শিক্ষা হচ্ছে- শ্রমের মর্যাদা এবং বৃক্ষ রোপণ, কৃষিকাজ এবং সৃষ্টি জীবের প্রতি মানব জাতির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ।

১. মহানবী (স)- এ হাদিসে মানুষকে শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিজে ভোগ করুক বা অপরে ভোগ করুক বা অন্য সৃষ্টি জীব তা ভোগ করুক সে সাওয়াব পাবে।

২. বৃক্ষ মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সৃষ্টি। বৃক্ষ খাদ্য, ছায়া, আশ্রয় দেয়, ও অক্সিজেন দেয়, পরিবেশ সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখে। সর্বোপরি বৃক্ষের কাছে আমাদের প্রয়োজন অনেক। তাই বৃক্ষ রোপণ করার জন্য মহানবী (স) এ হাদিসে আমাদেরকে তাকিদ প্রদান করেছেন।

৩. যে কেউ ভক্ষণ করুক তাতে সাদকা দানের সমতুল্য সাওয়াব হবে।

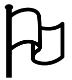
৪. এ হাদিসে মহান আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি মানব জাতির দায়িত্ব, কর্তব্য ও দয়া প্রদর্শনের **শিক্ষা** দিয়েছেন এবং সাথে সাথে কর্মীর কোন শ্রমই বৃথা যায় না, সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সর্বশেষে আমরা বলতে পারি, আমরা অধিক পরিমাণে গাছ লাগাব, তার যত্ন নেব, ক্ষেত-খামারে অধিক ফসল ফলানোর চেষ্টা করব এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াবের অধিকারী হব।

 **সারসংক্ষেপ**

এ হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, পশু-পাখির প্রয়োজন পূরণ ও এদের উপকার করলে আল্লাহ খুশি হন এবং তাকে কিয়ামতের দিন উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করবেন। মানুষ ও পশু-পাখি সকলেরই খাদ্যের প্রয়োজন। তাই পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের খাদ্যের যোগান দেওয়াও মানুষের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দান-খয়রাতের পুরস্কারে ভূষিত করবেন। অতএব প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পশু-পাখির খিদমত এসব বিবিধ কারণেই বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'বৃক্ষ রোপণ অভিযান' পরিচালনা করবেন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজন আছে কী ?

(ক) নাই (খ) অনর্থক
(গ) লাগানো ভালো (ঘ) অবশ্যই প্রয়োজন

২. বৃক্ষ রোপণ কিসের কাজ ?

(ক) নেকির কাজ (খ) সময় অপচয়
(গ) অনর্থক কাজ (ঘ) গুনাহের কাজ

৩. কারো রোপিত বৃক্ষ থেকে ফল খেলে সাওয়াব হবে ?
(ক) নিজে খেলে (খ) অন্য মানুষ খেলে
(গ) পশু-পাখি খেলে (ঘ) সব কটি সঠিক

৪. পশু-পাখির উপকার করলে কে খুশি হয় ?
(ক) মানুষ খুশি হয় (খ) ফেরেশতা খুশি হন
(গ) আল্লাহ খুশি হন (ঘ) শয়তান খুশি হয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন
রহিম সাহেব একজন দীনদার মানুষ্ তিনি মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন। প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন্

৫। রহিম সাহেবের কাজ কোন হাদীসের কোন আমলের ইঙ্গিত করে ?
(ক) সাদকা (খ) যাকাত
(গ) রোযা (ঘ) হজ্জ

৬। রহিম সাহেব কাজ প্রমাণ করে-
i. তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি ii. তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা
iii. তিনি মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জনাব হাফিজউদ্দীন একজন ঈমানদার মানুষ। তিনি ইসলামের ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম,ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি মেনে চলার চেষ্টা করেন। তার পরিবারের অন্যান্য লোকজনও খুব ধার্মিক। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। হাফিজউদ্দীন সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যবসায়ী। তবে তিনি অন্য দশজন ব্যবসায়ী থেকে আলাদা। তিনি ওজনে কম দেন না এবং পণ্যেও কোন ধরনের ভেজাল মেশান না। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার দোকানে সব সময় ক্রেতাদের ভীড় লেগেই থাকে। আয়-উপার্জনও খুব ভালো। কর্মচারিদের তিনি ভালো বেতন দিয়ে থাকেন। ফলে ক্রেতা ও কর্মচারিদের কাছে তিনি বেশ সমাদৃত রাসূলুল্লাহ (স) এমন ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন।

ক. সহীহ বুখারি কী ধরনের গ্রন্থ ? ১
খ. হাদিস কত প্রকার ও কী কী ? ২
গ. জনাব হাফিজউদ্দীন এর কর্মকান্ডে কোন হাদিসের প্রতিফলন ঘটেছে ? ৩
ঘ. মানব জীবনে হাদিস পাঠের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ২। ৩। ৪।

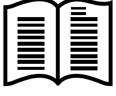
পাঠ-১১: হাদিস-১১ : ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততার গুরুত্ব

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাস্তব জীবনে হাদিসের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	শহীদ, বিশ্বাসী, সত্যবাদী, ইয়াওমুল কিয়ামাহ, সাদিক।



عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –(المستدرك للحاكم)

অনুবাদ

১১. হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : একজন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী শেষ বিচারের দিবসে শহীদগণের সাথী হবেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ীর প্রশংসা করে বলেছেন যে, তাঁরা কিয়ামতের দিন শহীদদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মানুষ সাধারণত অন্যায় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে সাধারণ লোকদের প্রবঞ্চনা করে থাকে। সাধারণ মানুষকে ব্যবসায়ীদের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে হাদিসে সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের এই মহাপুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য হল জীবনের বৈষয়িক উন্নতি লাভের প্রধান হাতিয়ার। এটা কৃষি, চাকরি ও অন্যান্য পেশা থেকে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহর রহমতের দশ ভাগের নয় ভাগই ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত। রাসূলে করীম (স) স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই ব্যবসা করেছেন। তাঁদের সকলেই মুসলিমদের ব্যবসায় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

কিন্তু ব্যবসায়ে যদি সততার পরিবর্তে দুর্নীতি অবলম্বন করা হয় তবে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি অবধারিত। সৎ ব্যবসায়ীদের দুনিয়ায় উন্নতির সাথে সাথে এ হাদিসে তাদের পরকালের উন্নতির সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন নিষ্ঠাবান মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে শহীদগণের সমমর্যাদা দান করা হবে। কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে শহীদগণ মহাসম্মানের অধিকারী হবেন। সেই শহীদগণের সমমর্যাদা লাভ করা একমাত্র সৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষেই সম্ভব। তাই ব্যবসায়ে দুর্নীতি অবলম্বন করার পরিবর্তে সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা প্রতিটি মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য।

শিক্ষা

আলোচ্য হাদিস থেকে যেসব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা নিম্নরূপ-

১. ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি মহৎ পেশা।

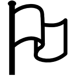
২. মহান আল্লাহর কাছে সৎ ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।
৩. ব্যবসায়-বাণিজ্যে ফাঁকি-ধোঁকা এবং প্রতারণা গর্হিত কাজ।
৪. সৎ ব্যবসায়ীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (স) ভালোবাসেন।
৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা অবলম্বনের জন্য এবং সৎভাবে টিকে থাকার জন্য অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়। এটা জিহাদের তুল্য কঠিন কাজ।
৬. মুসলিম সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে থাকবেন।



সারসংক্ষেপ

ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা রক্ষা করা কঠিন কাজ। তাই দুর্নীতিমুক্ত ব্যাবাসায়ের ও ব্যবসায়ীর মর্যাদা ইসলামে অনেক উচ্চে। সৎ ব্যবসায়ীকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে।

 **অ্যাকটিভিটি (**নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হাদিসখানি অর্থসহ মুখস্থ করুন। নিজে আমল করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'তাজের' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ব্যবসায়ী (খ) চাকরিজীবী
(গ) আমদানীকারী (ঘ) রফতানি কারক।

২। আল্লাহর রহমতের ১০ভাগের কতভাগ ব্যবসায় নিহিত রয়েছে ?
(ক) ৫ ভাগ (খ) ৭ ভাগ
(গ) ৯ ভাগ (ঘ) ১০ ভাগ

৩। কিয়ামতের দিন কারা শহীদের মর্যাদা লাভ করবে ?
(ক) সৎ ব্যবসায়ী (খ) সৎ চাকরিজীবী
(গ) সৎ কৃষক (ঘ) দাওয়াত দানকারী

৪। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন -
i. একজন সৎ ব্যবসায়ী
ii. একজন নবী ও রাসূলুল্লাহ
iii. একজন পথ-প্রদর্শক
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী ?

৫। উদ্দীপকে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ?
(ক) ২দুটি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৬। কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম বলে বিবেচিত ?

i. মুমিন

ii. যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে

iii. যে নিজের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাসান একজন মুদি দোকানদার। প্রথম দিন থেকেই সে সৎভাবে দোকানে খাঁটি মালামাল বিক্রি আরম্ভ করেন। ওজনও ঠিকঠাক মত দেন। এতে তার সুনাম ও খ্যাতি মহল্লায় ছড়িয়ে পরে। দোকানে বিক্রিও বেড়ে যায়। অপরদিকে পাশের দোকানি তারেকের কাস্টমার দিন দিন কমে যেতে থাকে। তাই একদিন তারেক হাসানকে বললেন-এত সৎভাবে তুমি দোকান বেশি দিন চালাতে পারবে না। প্রতি উত্তরে হাসান বললেন, আমার ব্যবসায় লাভ কম হলেও আখিরাতে শহীদগণের সাথী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ক. বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? ১

খ. 'ব্যবসায় করা রাসূলের সুন্নাত'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. দোকানদার হাসানের মধ্যে কোন বিশেষ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাসানের দৃষ্টিভঙ্গি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ

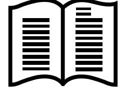
পাঠ-১২: হাদিস-১২ : আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্ব

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন;
- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফী- ছাবিলিল্লাহ, মু'মিন, খলিফা, আল্লাহর পথে জিহাদ।



عَنْ اَبِىْ سَعِيدِ الْخُدْرِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ
اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ-(بُخَارِىْ)

অনুবাদ

১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলাহলো, হে রাসূল! কোন্ ধরণের মানুষ সর্বোত্তম? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এমন মুমিন যে নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (বুখারি)

শব্দার্থ

اى الناس- কোন মানুষ। افضل- সর্বোত্তম। مؤمن- মু'মিন। يجاهد- জিহাদ করে। في سبيل الله- আল্লাহর পথে। بنفسه- নিজের জীবন। وماله- এবং তার ধন-সম্পদ।

ব্যাখ্যা

মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে দ্বীনকে কায়েম রাখার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। সুতরাং যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং নিজের ধন-সম্পদকেও আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেবে মহান আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।

শিক্ষা

আলোচ্য হাদিস থেকে আমরা বাস্তব জীবনে নিম্নোক্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি–

১. যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চায় তার উচিত ঐ বিষয় সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তিকে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করা।

২. মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু জ্ঞান গরিমায় ও আমলের কারণে মর্যাদায় পার্থক্য আছে।

যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত- ৪৯ : ১৩)

৪. মানুষের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে।

৫. জিহাদ বিভিন্ন রকমে হতে পারে- জীবন দিয়ে, ধন-সম্পদ দিয়ে, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কিংবা শিল্প সাহিত্য ও বুদ্ধিমত্তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে।

৬. মুমিনের আদর্শ হলো সত্য প্রতিষ্ঠা করা। কোন অন্যায় তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারবে না।

৭. অন্যায় বিদূরিত করার জন্য প্রয়োজনে জানমাল বাজী রাখতে হবে।

 **সারসংক্ষেপ**

একজন মুসলমানের প্রত্যাশা হলো সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মুমিন হওয়া। এ প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আমাদেরকে মুমিন ও আল্লাহর পথের সৈনিক হতে হবে। একজন মুমিনের পরম প্রত্যাশা হলো আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা। মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই আমাদের জীবন ও সম্পদ তাঁর পথে উৎসর্গ করতে হবে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্ব' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'জিহাদ' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা
(খ) বড় নেতা হওয়ার চেষ্টা করা
(গ) বীর হওয়া
(ঘ) পরাজিত করা

২। মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য কোনটি ?
(ক) শিক্ষক হওয়া
(খ) আল্লাহর দীদার লাভ করা
(গ) ব্যবসায়ী হওয়া
(ঘ) বড় চাকরিজীবী হওয়া

৩। মুমিনের আদর্শ কোনটি ?
(ক) সত্য প্রতিষ্ঠা করা
(খ) নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা
(গ) পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকা
(ঘ) আত্মীয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা

৪। জিহাদ বিভিন্ন রকম হতে পারে -
i. জীবন দিয়ে
ii. ধন-সম্পদ দিয়ে
iii. জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আমেনা ও আছিয়া দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তারা ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধার্মিক। আমিনা সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তাকে বিভিন্নভাবে টাকা-পয়সা অপচয় করতে দেখা যায়। কিন্তু আছিয়া সচ্ছল হলেও সে টাকা-পয়সা অপচয় না করে জমানোর চেষ্টা করে। সে গরিব-দুঃখীদের অভাব মোচনের চেষ্টা করে ও আল্লাহর পথে ব্যয় করে। আছিয়ার দেখাদেখি আমিনাও টাকা-পয়সা জমিয়ে গরিব-দুঃখীর অভাব মোচনে মন দেয় এবং দ্বীনের পথে আত্মনিয়োগ করে।

ক. জিহাদ মানে কী ? ১
খ. আল্লাহর পথে জিহাদ বলতে কী বোঝায় ? ২
গ. কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম ? কেন ? বুঝিয়ে লিখুন ৩
ঘ. আমেনা ও আছিয়ার কর্মকান্ড উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-১৩: হাদিস-১৩ : হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

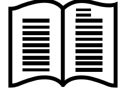


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	ফরয, হালাল, উপার্জন, হারাম উপার্জন, পবিত্র বস্তু।



وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ
فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ- (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অনুবাদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : (অন্যান্য) ফরযের পর হালাল উপার্জনও একটি ফরয। (বায়হাকী)

শব্দার্থ

كسب- উপার্জন। الحلال- হালাল। فريضة- ফরয। بعد- পরে।

ব্যাখ্যা

সালাত, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জ্ঞান অর্জন করা, জিহাদে অংশগ্রহণ করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখা ইত্যাদি মুসলিমদের ওপর ফরয, । আর এর মাঝে অন্যতম ফরয হলো সম্পদ উপার্জনে হালাল পথ অবলম্বন করা। হাদিস দ্বারা ইসলামে জীবিকা নির্বাহের অবৈধ পথকে হারাম করা হয়েছে।

শিক্ষা

এ হাদিসের বক্তব্য থেকে বাস্তব জীবনে যে **শিক্ষা** গ্রহণ করতে পারি তা হলো-

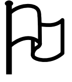
১. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্বশর্ত হলো হালাল উপার্জন।
২. উপার্জনে সৎপথ অবলম্বন করাকে ইসলাম ফরয করে দিয়েছে।
৩. হারাম পথে সম্পদ উপার্জন হালাল সম্পদকে কলুষিত করে।
৪. মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের সবার উচিত হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করা।
৫. রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে খাদ্য উপার্জন করার জন্য তাকিদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– "নিজ হাতে উপার্জন করার চেয়ে উত্তম খাবার কেউই খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।" (বুখারি)
৬. হারাম উপার্জনকারীর ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।
৭. হারাম উপার্জনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।



সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে হারাম উপার্জন ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন। আল্লাহ বলেন– "হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তোমরা তা থেকে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না"। (সূরা বাকারা-২:১৬৮) একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবিকা নির্বাহের সকল উপকরণ বৈধ ও সঠিকভাবে হওয়া উচিত। হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে আল্লাহর ধ্যানে পীর-সন্ন্যাসী হলেও পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই আমাদেরকে উপার্জনে হালাল পথ অবলম্বন করতে হবে।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	হালাল উপার্জনের উপায় এবং হারাম উপার্জনের বিষয়গুলোর পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করে টিউটর মহোদয়কে দেখাবেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'হালাল' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ

(গ) জোরপূর্বক উপার্জন (ঘ) নীতিহীন

২। 'ফরয' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ইচ্ছাধীন (খ) অত্যাবশ্যক

(গ) কম গুরুত্বপূর্ণ (ঘ) গুরুত্বপূর্ণ নয়

৩। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পূর্ব শর্ত কোনটি ?

(ক) হালাল উপার্জন (খ) বাড়ি নির্মাণ

(গ) গাড়ি ক্রয় (ঘ) জমি ক্রয়

৪। কোন ফরয আদায়ের পর হালাল উপার্জনের স্থান ?

i. নামায ii. রোযা iii. হজ্জ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম উপার্জন করা অবৈধ। সুতরাং হারামভাবে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- যে ব্যক্তির শরীরের রক্ত-মাংস হারাম পথে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ঘঠিত- সেই শরীর জান্নাতে যেতে পারবে না।

৫। হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা কী ?

(ক) ফরয (খ) হারাম

(গ) সুন্নাত (ঘ) মুস্তাহাব

৬। যে ব্যক্তির রক্ত-মাংস হারাম দ্বারা ঘঠিত সে কোথায় প্রবেশ করবে ?

(ক) বেহেশতে (খ) জাহান্নামে

(গ) মসজিদে (ঘ) ঘরে

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হারুন সাহেব একজন বড় চাল ব্যবসায়ী। তিনি চালের আরতে বিভিন্ন মূল্যের নানা রকম চাল বিক্রি করেন। পাইকারী কিংবা খুচরা কোন ক্রেতার নিকটই চালের দোষ-ত্রুটি গোপন করেন না। এক ধরনের চাল দেখিয়ে অন্য ধরনের চাল বিক্রি করেন না। অপর দিকে তেল ব্যবসায়ী গণি মিয়া প্রথম দিকে খাঁটি তেল বিক্রি করলেও দোকান চালু হয়ে যাবার পর খাঁটি তেলের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অধিক মুনাফার দিকে মন দেয়, এমনকি ওজনেও কম দিতে থাকে । একদিন হারুন সাহেব তেল ব্যবসায়ী গণি মিয়াকে ডেকে বললেন সৎভাবে ব্যবসায় করা ফরয।

ক. ফরয কী ? ১

খ. 'নিজ হাতে উপার্জন করার চেয়ে উত্তম খাবার কেউই খায়নি'- হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হারুন সাহেব ও গণি মিয়ার চরিত্রের পার্থক্য কোথায় ? ৩

ঘ. হাদিসের আলোকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন । ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। খ

পাঠ-১৪: হাদিস-১৪ : তিনটি ভালো কাজ যা মৃত্যুর পরও উপকারে আসে

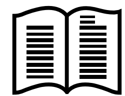


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আমল, সাওয়াব, সাদাকা জারিয়া, উপকারি বিদ্যা, সৎ সন্তান, ইনসান।



عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّمِنْ ثَلٰثٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ–

অনুবাদ

১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিন ধরনের আমল জারি থাকে ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম বা বিদ্যা যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয় এবং ৩ সুসন্তান যে সন্তান তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম)

শব্দার্থ

مات- মৃত্যুবরণ করে। الانسان- মানুষ। انقطع- বন্ধ হয়ে যায়। عمله- তার কাজ। صدقة جاريه - সাদাকা জারিয়া।

علم- জ্ঞান। ينتفع- উপকার সাধিত হয়। ولد صالح- সু সন্তান। يدعوله- তার জন্য দু'আ করে।

ব্যাখ্যা

কোন মানুষই পৃথিবীতে চিরদিন বেঁচে থাকবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকি পরিবার-পরিজনের স্মৃতিপট হতেও মুছে যাবে। কিন্তু এমন কতকগুলো উত্তম কর্ম আছে যেগুলো ঠিকভাবে করে যেতে পারলে দুনিয়াবাসীর নিকট অমর হয়ে থাকবে। অত্র হাদীসে সেই কাজগুলোর বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষা

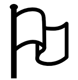
হাদিসের মাধ্যমে আমরা বাস্তব জীবনে যে **শিক্ষা** গ্রহণ করতে পারি তাহলো–

১. পার্থিব জীবন পরকালের কর্মক্ষেত্র স্বরূপ।
২. দুনিয়ার জীবনের কাজের ভিত্তিতেই পরকালের সুখ-দুঃখের পুরস্কার নির্ধারিত হবে।
৩. যে জ্ঞান বা বিদ্যা মানব জাতির কল্যাণে আসে, এ ধরনের জ্ঞান অর্জন ও প্রসার করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৪. ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আমাদেরকে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে।
৫. মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যেমন হাসপাতাল, সেতু, এতিমখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বেশি বেশি করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।
৬. নিজে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করব এবং অন্যকেও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাগিদ প্রদান করব।
৭. পিতা-মাতা যখন আল্লাহর নিকট সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করে ও রহমত কামনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তা কুবল করে নেন।
৮. সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।
৯. সন্তানদের দায়িত্ব হল পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা।


সারসংক্ষেপ

মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত ইসলামি আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালের কাজে আসবে এবং সন্তান সন্ততিকে এমন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন যারা মৃত্যুর পর পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করবে। এমন মানব কল্যাণ মূলক কাজ বহুদিন পর্যন্ত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, জনকল্যাণমূলক কয়েকটি কাজের তালিকা তৈরি করুন।


পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'দু'আ' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পিতা-মাতার নিকট চাওয়া (খ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা
(গ) ভাই-বোনের নিকট চাওয়া (ঘ) শিক্ষকের নিকট চাওয়া

২। কয় ধরনের আমল সর্বদা অব্যাহত থাকে ?

(ক) ৩ ধরনের (খ) ৫ ধরনের
(গ) ৭ ধরনের (ঘ) ১১ ধরনের

৩। যে কাজগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসনীয় তা হলো -

i. সাদাকায়ে জারিয়া ii. উপকারী জ্ঞান iii. সু-সন্তান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাওলানা আনিস একজন বড় আলিম ও ইসলামি গবেষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক হাদিসগ্রন্থের অনুবাদ করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুত্র-কন্যাগণও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সামাজিক দিক থেকেও তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। বস্তুত তিনি একজন সার্থক মানুষ।

ক. সাদাকায়ে জারিয়া কী ? ১

খ. ইসলামে ভালো বই-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. নেক সন্তান কীভাবে উপকারী ? বুঝিয়ে লিখুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আল্লামা রহিমউল্লাহ অবদান হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ঘ

পাঠ-১৫: হাদিস- ১৫ : হারাম খাদ্যের পরিণাম

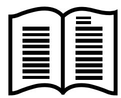


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- এ হাদিসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- হাদিসের বক্তব্য **ব্যাখ্যা** করতে পারবেন;
- এ হাদিসের শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হারাম, দোযখ, নার, জান্নাত।



عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ-
(رواه احمد، الدارمى واالبيهقى فى شعب الايمان)

অনুবাদ

১৫. হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে গোশত হারাম দ্বারা গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর প্রত্যেক হারাম মাল দ্বারা গঠিত দেহের জন্য দোযখই শ্রেষ্ঠ স্থান। (আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী)

শব্দার্থ

لايدخل-প্রবেশ করবে না। الجنة-জান্নাত, বেহেশত, স্বর্গ। لحم-গোশত, মাংস نبت- গঠিত, বেড়ে উঠেছে, উৎপন্ন হয়েছে। السحت- হারাম বস্তু, ঘৃণিতসম্পদ, অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ। كل- সমস্ত, সকল, সব। النار- দোযখ, আগুন, اولى- অধিক উপযুক্ত, উত্তম, যথেষ্ট, শ্রেষ্ঠতম।

ব্যাখ্যা

আমরা যে সকল বস্তু খাই, তার নির্যাস বা সার পদার্থ আমাদের দেহের শিরা-উপশিরায় ও রক্তে মিশে দেহকে সবল, সতেজ ও কর্মক্ষম করে। শারীরিক অবকাঠামো গড়ে তোলে, বৃদ্ধি ঘটায়।

আল্লাহ তা'আলা এ নিখিল বিশ্বে আমাদের জীবিকার জন্য সব রকম আয়োজন করেছেন। আমাদের দেহ গঠন ও পরিপুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তা হালাল ও বৈধ উপায়ে উৎপাদন ও উপার্জন করার জন্য বলেছেন। আমাদেরকে বৈধটা গ্রহণ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা-

كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

"আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যেসব পবিত্র বস্তু দান করেছি তোমরা তা থেকে আহার করো।" (সূরা বাকারা-২ : ১৭২)

আমাদের এ রিয্ক বা জীবিকা দু'রকমের। হালাল ও হারাম। আল্লাহ হালাল বা বৈধ রিয্ক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর হারাম বা অবৈধ বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

আবার দ্রব্যের মধ্যে কিছু আছে যা এমনিতেই আমাদের জন্য খাওয়া বা গ্রহণ করা অবৈধ ও হারাম। এ হারাম বস্তু খেয়ে আমাদের যে শরীর হবে; তা জাহান্নামের উপযুক্ত।

শিক্ষা

এ মহান বাণী থেকে আমরা যে **শিক্ষা** গ্রহণ করতে পারি তা হলো :

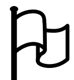
১. হালাল উপার্জন করে হালাল রিয্ক খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।
২. হারাম উপায়ে অর্জিত ও উপার্জিত জীবিকার দ্বারা গঠিত শরীরের রক্ত-মাংস অপবিত্র।
৩. হারামের শরীর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না।
৪. হারামের দ্বারা গঠিত শরীর জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জাহান্নামের আগুনে তা দগ্ধ হবে।



সারসংক্ষেপ

অবৈধ সম্পদের দ্বারা লালিত-পালিত দেহ জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তাই হারাম উপার্জন সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। যত কষ্টই হোক হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালালের দিকে সকলেরই আসা অপরিহার্য।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হারাম বস্তুর একটি তালিকা তৈরী করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'হারাম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) নিরপেক্ষ (ঘ) নিষিদ্ধ

২। ‘রিযিক’ কয় ধরনের ?

(ক) ২ ধরনের (খ) ৪ ধরনের

(গ) ৬ ধরনের (ঘ) ৮ ধরনের

৩। হারাম রিযিকে পরিপুষ্ট দেহ কোথায় যাবে ?

(ক) জান্নাতে (খ) জাহান্নামে

(গ) আকাশে (ঘ) পাতালে

৪। ‘জান্নাত’ শব্দের অর্থ হলো -

i. বেহেশত ii. বাগান iii. স্বর্গ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

তোমরা উত্তম ও পূত-পবিত্র বস্তু খাও, যা আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দান করেছি।

৫। কোন ধরনে মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে না ?

(ক) যে মানুষ হারাম খায় (খ) মোটা মানুষ

(গ) খাট মানুষ (ঘ) লম্বা মানুষ

৬। হাদীসে কোন ধরনের রিজিক থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে ?

i. হারাম পথে উপার্জিত রিজিক ii. অপবিত্র বস্তু

iii. অপবিত্র পানীয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-

এক সময় শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় একদল উশৃঙ্খল তরুণদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। তাদের গলায় থাকত চেইন, হাতে চুরি, চোখে কালো চশমা। তারা মেয়েদের উত্যক্ত করত। কখনো তাদের ব্যাগ ধরে টান দিত। সময় সুযোগমত তারা পথচারীদের নিকট থেকে মালামাল লুট করে নিত। এরা খুব একটা লেখা-পড়া করেনি। পরবর্তীকালে একদল শিক্ষিত চোরের আবির্ভাব ঘটে। এরা মানুষকে হয়রানি করে অফিসের কোন কাজ করে দিবে বলে কিংবা ব্যাংক থেকে উন্নত প্রযুক্তিগত কৌশলে টাকা লুট করে। এরা সমাজের কলংক।

ক. হালাল রিযিক কী ? ১

খ. ‘যে শরীরের মাংস হারাম থেকে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না’- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. হাদিসের শিক্ষা বুঝিয়ে লিখুন। ৩

ঘ. ‘আজকাল একদল শিক্ষিত চোরের আবির্ভাব হয়েছে’-হাদিসের আলোকে এদের পরিণতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

ইজমা, কিয়াস ও ফিক্হ শাস্ত্র

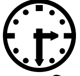
ইউনিট ৬

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। আর তা হল ইসলাম। ফিক্হ শাস্ত্র বা ইসলামি আইন বিজ্ঞান কালোত্তীর্ণ বিধান। এর সকল বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই এর মৌল কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে যুগ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষীদের গবেষণায় এটা ইলমে ফিক্হ বা ইসলামি আইন বিজ্ঞান রূপে পরিচিতি লাভ করে।

ফিক্হ হচ্ছে আহকামে শরীআত সম্পর্কে ইসতিম্বাত (আবিষ্কার) করার জ্ঞান। ইসলামি শরী'আর বিধানাবলি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে ফিক্হ শাস্ত্র বলা হয়। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব কাজকর্ম বিষয়ে শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে যিনি অভিজ্ঞ তাকে বলা হয় 'ফকিহ'।

ফিক্হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন– "প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলো স্তম্ভ আছে। আর ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে আল্-ফিক্হ।" ফকীহগণের মতে- দৈনন্দিন জীবনে জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এর চেয়ে বেশি শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়া'। ফিক্হ শাস্ত্রের প্রধান উৎস- কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। এ ইউনিটে ইজমা ও কিয়াস এবং ফিক্হ শাস্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

 ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১০ দিন।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১: ইজমা (الاجماع)

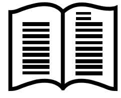


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইজমা কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার প্রমাণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইজমা, শরীআত, মুজতাহিদ, মধ্যমপন্থী, উম্মাত, পরামর্শ, তারাবিহের নামায, শুরা, ইসলামি চিন্তাবিদ, ফকিহ, ইমাম।



ইজমার পরিচয়

ইজমা শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ- ঐকমত্য হওয়া, শক্তিশালী করা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া, একমত হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করার নামই হলো ইজমা। ইসলামি শরীআতের ভাষায়-"কোন কাজ অথবা কথার ওপর এক যুগের উম্মাতে মুহাম্মদীর ন্যায়বান মুজতাহিদগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে ইজমা বলে।" ইজমা শরীআতের তৃতীয় উৎস। গুরুত্বের বিচারে কুরআন ও হাদিসের পরেই ইজমার স্থান। কোন বিশেষ যুগে আইন সংক্রান্ত কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসকে অবলম্বন করে মুসলিম পণ্ডিতগণ যে সম্মিলিত অভিমত পোষণ করেছেন ইসলামি শরীআতে সেটা ইজমা।

১.২ ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার প্রমাণ

ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার পেছনে কুরআন ও হাদিসের যে দলিল রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো- কুরআনে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই উত্তম উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহতে ইমান আনবে।" (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১১০)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে– "আর আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাতরূপে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের প্রতি সাক্ষ্যদানকারী হতে পার। "আয়াতে উম্মাতের ন্যায়পরায়ণতাকে মধ্যপন্থী উল্লেখ করেছে, যা কিনা ইজমার একটি পরোক্ষ দলিল।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন-

ان أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِع عَلَى الضَّلاَلَةِ

"আমার উম্মাত কোন ভুল বিষয়ে ঐকমত্য হবে না।" (ইবনে মাযাহ)

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদিসের বাণী প্রমাণ করে উম্মাতের ইজমা শরীআতের উৎস।

ইজমা যে শরীআতের উৎস তা প্রমাণিত হয় সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্প্রসারিত হলে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার সাথে ইসলামের পরিচয় হয়। ফলে সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। তখন সাহাবীগণ বাধ্য হয়ে ইজমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর সাহাবীদের কর্মের উপরে কোন মুসলমান সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। সুতরাং ইজমা শরীআতের উৎস।

১.৩ ইজমা উৎপত্তির সময়কাল

ইজমা শরীআতের তৃতীয় উৎস। এটা তৃতীয় উৎস হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগ থেকেই স্বীকৃতি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেও কোন সমস্যার সমাধান কুরআনের মধ্যে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে তার সমাধান দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

"তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।" (সূরা শুরা- ৪২ : ৩৮)

যেমন-

রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণের সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছায় গুরুত্ব প্রদান করলে রসূলুল্লাহ (স) উহুদে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিসীমা বিস্তৃতি লাভ করলে নানা জাতি-গোষ্ঠীর সাথে ইসলামের পরিচয় ঘটে। ফলে নানা সমস্যারও উদ্ভব হয়। তখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামি চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করে ঐ সমস্যার সমাধান করেন। হযরত উমর (রা) নানা বিষয়ে ইজমার মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদার অন্যান্য খলিফাগণও ইজমার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দিতেন। সাহাবীদের জীবনে বহু ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাঁরাও যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদিস দ্বারা সমাধান দিতে পারেননি, সেসব বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যেমন-

হযরত উমর (রা)-এর আমলে রমাযান মাসের বিশ রাকআত তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় জনিত সমস্যার সমাধানটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাবিঈগণও কোন সমস্যার সমাধানে সরাসরি কুরআন ও হাদিসের সাহায্য পেতে ব্যর্থ হলে কুরআন ও হাদিসের সাহায্য নিয়ে ইজমা করতেন।

বর্তমান যুগে ইজমা

বর্তমান যুগেও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন।

যেমন-

পবিত্র নগরী জেরুসালেমকে ইয়াহুদিদের হাত থেকে উদ্ধার করতে মুসলমানগণ ইজমার মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১.৪ ইজমার প্রয়োজনীয়তা

মানব সমাজ গতিশীল। মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তৃতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম সমাজ এমন কতকগুলো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় যার সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআনে আল্লাহ মানুষের জন্য সব কিছু বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কুরআনে কিছু বাদ রাখিনি।" (সূরা আনআম ৬ : ৩৮)

মানব জ্ঞান সসীম। তাদের সীমিত জ্ঞান-গবেষণায় কুরআন থেকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান আহরণ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সাবাহীদের যুগ হতেই কুরআন-হাদিস থেকে না পাওয়া বিষয় ইজমার মাধ্যমে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ থেকে ইজমার উৎপত্তি।

১.৫ ইজমার গুরুত্ব

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরোক্ষভাবে ইজমার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

"সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও নিজেদেও মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টি করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান-৩:১০৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন : "তুমি যদি নিজে না জান, তবে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা আল নাহল-১৬:৪৩)

মহানবী (স) বলেন : "আমার উম্মত ভুল বিষয়ে একমত হবে না।"

সকল মায্হাবে ইজমাকে আইনের উৎস গন্য করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন-হাদিসে নেই এমন কোন বিষয়ে উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে তা মেনে চলা প্রত্যেকের কর্তব্য।

১.৬ ইজমার পদ্ধতি

ইজমা তিনটি উপায়ে বা পদ্ধতিতে সংঘঠিত হয়। (ক) قَوْل বা মৌখিক উক্তি দ্বারা অর্থাৎ যখন মুজতাহিদগণ কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করেন। (খ) فِعْل বা কর্ম দ্বারা অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে যখন সকলে একই পন্থা অবলম্বন করে কাজ করে। এতেও ইজমা সংঘঠিত হয় এবং (গ) سُكُوْت বা মৌন সম্মতি অর্থাৎ মুজতাহিদগণ যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রকাশিত মতের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করেন তখন ইজমা সংঘঠিত হয়।

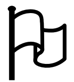
১.৭ ইজমার হুকুম

ইসলামি শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা দ্বারা অকাট্য দলিল সাব্যস্ত হয়। তাই কোন ক্রমেই ইজমার বিরোধিতা করা যায় না। ইজমার দ্বারা প্রবর্তিত বিধি-বিধান বিনা দ্বিধায় পালন করা কর্তব্য।

 **সারসংক্ষেপ**

ফিক্হ্ শাস্ত্রের চারটি মূল উৎসের মধ্যে ইজমা অন্যতম। চার মাযহাবের ইমামগণ ইজমাকে শরীআতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইজমা ব্যতীত শরীআতই অপূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং ইজমার গুরুত্ব অত্যধিক। যেহেতু এটি কুরআন ও সুন্নাহর ওপরে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফসল তাই ইজমা মেনে চলা ও বিশ্বাস করা অপরিহার্য।
পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল। চলমান পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক ও যথার্থ সমাধান পেশকরণে ইজমার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	১. শিক্ষার্থীগণ 'ইজমা বিষয়ক আয়াত ও হাদিসগুলো মুখস্থ করবেন। ২. 'ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শরীআতের কয়েকটি বিষয়ের তালিকা করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামি শরী'আতের তৃতীয় উৎস কোনটি ?
(ক) ইজমা (খ) কিয়াস
(গ) কুরআন (ঘ) হাদিস

২। গুরুত্বের বিচারে ইজমার স্থান কোথায় ?
(ক) কুরআনের পরে (খ) হাদিসের পরে
(গ) উরফের পরে (ঘ) কিয়াসের পরে

৩। ইজমার আভিধানিক অর্থ কী ?
(ক) ঐকমত্য হওয়া (খ) নীরব থাকা
(গ) সমর্থন করা (ঘ) সিদ্ধান্ত নেওয়া

৪। ইজমার উৎপত্তির সময়কাল কখন ?
(ক) হযরত আদম (আ.)এর সময় থেকে (খ) হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এর সময় থেকে

(গ) হযরত আবূ বকরের এর সময় থেকে (ঘ) হযরত উসমানের সময় থেকে

৫। তারাবির নামায জামায়াতের সাথে আদায়ের বিধান কিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(ক) কুরআনের মাধ্যমে (খ) কিয়াসের মাধ্যমে
(গ) ইজমার মাধ্যমে (ঘ) হাদিসের মাধ্যমে

৬। ইজমার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়-

i.নতুন মূলনীতি ii. নতুন সমস্যার সমাধান
iii.ইজমার সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭। ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি কয়টি ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৮। ইজমা কত প্রকার ?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক–১

জনাব আদিলুর রহমান শুক্রবারে মসজিদে জুমু‘আ নামায আদায় করতে যায়। মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য থেকে তিনি জানতে পারেন যে, তারাবির নামাযের বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উমরের সময় ইজমার মাধ্যমে জামায়াতের সাথে তারারির নামাযের বিধান প্রচলিত হয়। ইজমার অনুমোদিত না হলে জামায়াতের সাথে তারারির নামায আদায়ের বিধান হয়তো পেতাম না।

ক. ইজমা কী ? ১
খ. ইজমার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে ? ২
গ. ইজমা ইসলামি শরী‘আতের উৎস হওয়ার প্রমাণ কী ? ৩
ঘ. ইসলামি শরী‘আতে ইজমার প্রয়োজনিয়তা কতটুকু ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন ৪

উদ্দীপক-২

জহির সাহেব বাস্তব জীবনে কুরআন ও হাদিসের পূর্ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন, পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার বাইরে অন্য কোন মত ও পথ খোঁজ করা উচিত নয়। কিন্তু জুবায়ের সাহেব মরণোত্তর চক্ষুদান বিষয়ে শরী‘আতের ফয়সালা জানতে চান। তিনি জানতেন কুরআন হাদিস ব্যতীত শরী‘আতের আরও দুটি উৎস রয়েছে, সেগুলোর ওপর আমল করা জায়েয এবং এর মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করা যায়।

ক. ইসলামি শরী‘আতের উৎস কয়টি ? ১
খ. ইজমা কত প্রকার ও কি কি ? ২
গ. জহির সাহেবের উল্লিখিত মনোভাব পোষণ কী যথার্থ ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. জুবায়ের সাহেবের সাথে জহির সাহেবের মনোভাবের কী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বলে আপনি মনে করেন ? এ ব্যাপারে আপনার মতের পক্ষে প্রমাণ দিন। ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।খ ৩।ক ৪।খ ৫।গ ৬।ক ৭।খ ৮।ক

পাঠ-২: কিয়াস (القياس)

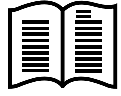


উদ্দেশ্য

ই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কিয়াস-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- কিয়াস-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- কিয়াস-এর উৎপত্তির কারণ বর্ণনা দিতে পারবেন;
- কিয়াস-এর নীতিমালার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কিয়াস, আসল, ইল্লাত, হারাম, নেশা, বিচার-বুদ্ধি, ফয়সালা, সূরা।



২.১ কিয়াসের পরিচয়

কিয়াস আরবি শব্দ। অর্থ হলো - পরিমাপ করা, অনুমান করা, তুলনা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ- শাব্দিকভাবে কিয়াস হলো কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা।

> কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে শরীআতের যেসব হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, শাখা-প্রশাখার মধ্যে ঐ হুকুমের কারণ পাওয়া গেলে শাখায় মূলের অনুরূপ হুকুম প্রদান করাকে শরী'আতের ভাষায় কিয়াস বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, "কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট না হয়, তখন মূল আইন থেকে ইল্লাতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। আর তখন যে আইনের সম্প্রসারণ হয় তাই কিয়াস।"

মূলত মূল আইনকে শাখায় তুলনা করেই নতুন আইনের জন্ম হয়। আর এটিই হল কিয়াস।

উদাহরণ : কুরআন মাজীদের মাধ্যমে ইসলামি শরীআতে মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হলো 'নেশা'। অনুরূপভাবে কিয়াসের মাধ্যমে গাঁজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি নেশা জাতীয় জিনিসকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

২.২ কিয়াসের উৎপত্তি

ইসলামি আইন শাস্ত্রের চতুর্থ ভিত্তি হলো কিয়াস। কোন সমস্যার সমাধানে যখন কুরআন, হাদিস ও ইজমা কোন নির্দেশনা না পাওয়া যায় তখন ইসলামি পণ্ডিতগণ কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাটি সমাধান করেন।

প্রমাণ :

দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) যখন তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা মনোনীত করে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি (মুআয) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? তিনি বলেন, তিনি কুরআনের অনুসরণ করবেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "যদি কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?" তখন মুআয (রা) উত্তর দিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর (হাদিসের) অনুসরণ করবেন। আর রাসূল (স)-এর সুন্নাহর দ্বারা ফায়সালা করতে না পারলে তিনি তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর জবাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং তাঁর জন্য দুআ করেন।

অন্য একটি হাদিসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) আবু মূসা আল-আশআরী রা. কে বললেন, "আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী বিচার কর। তোমার যা প্রয়োজন, তা যদি এতে না থাকে তবে তেমাদের নবী (স)- এর সুন্নাহ হতে খোঁজ কর। সেখানেও যদি না পাও তখন নিজের মতামত ব্যক্ত কর।"

২.৩ কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ইসলাম একটি যুক্তিভিত্তিক গতিশীল জীবনব্যবস্থা। জীবন জিজ্ঞাসার সাথে সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান ইসলাম প্রদান করছে। হযরত মুহাম্মদ (স) জানতেন সময়ের বিবর্তনে মানব সমাজে নানারকম সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। সে সব সমস্যা হতে তাঁর উম্মতকে বাঁচানোর জন্য তিনি সমাধানের পথ হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের পথ খুলে রেখেছেন।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর আসমানী বার্তা প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিসীমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নব বিজিত মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় ঘটে। ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। সাহাবাগণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নতুন সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন।

প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষ দিকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। ফকিহগণ কুরআন ও হাদিসের নিরিখে চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় ঘটাতেন। সম্ভবত ইমাম শাফিঈ প্রথম ব্যক্তি যিনি উসূলে ফিকহের সংকলন চেষ্টা করেন এবং ইসলাম ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন- “কিয়াসের ব্যবহার সে সময় করা যাবে যখন কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।”

সুতরাং কুরআন, হাদিস, ইজমা দ্বারা সমাধান বের করতে না পারলে কিয়াসের আশ্রয় নিতে হবে।

২.৪ কিয়াসের-এর নীতমালা

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাথে কিয়াসের অনুসরণে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতেন। পরবর্তীকালে ইসলামের মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণও কিয়াস প্রয়োগ করতেন। কিয়াস এমন সব সমস্যার সমাধান করে যা কুরআন-হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ইমামগণ নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর লক্ষ রেখে কিয়াস গ্রহণ করতেন-

(ক) কিয়াস কুরআন-হাদিস ও ইজমার পরিপন্থী হবে না।

(খ) কুরআন-হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত কোন আইনের মূলনীতি বিরোধী কোন আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।

(গ) কিয়াসের মূলনীতি মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

(ঘ) যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে কিয়াস প্রযোজ্য নয়।

 **সারসংক্ষেপ**

মানবসমাজ গতিশীল। যতই দিন যেতে থাকে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে। বহু উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ-গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিয়াস ইসলামি আইন-বিজ্ঞানের এক গতিশীল ধারা। কিয়াস আইনকে কালোত্তীর্ণ এবং সার্বজনীনতা দান করেছে। ইসলামি আইন-বিজ্ঞান যে সর্বকালের মুক্তিসনদ তা এ থেকেই বুঝা যায়।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ওপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. কিয়াসের আভিধানিক অর্থ কী ?

(ক) ঐকমত্য (খ) পরিমাপ করা
(গ) ইচ্ছা করা (ঘ) সংকল্প করা

২. কোন আইন দ্বারা গাঁজা, আফিম ও হিরোইন নিষিদ্ধ হয়েছে ?

(ক) হাদিস (খ) কুলরআন
(গ) কিয়াস (ঘ) ইজমা

৩. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা সমাধান করা যায় না এমন বিষয়ে কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হবে ?

(ক) ইজমা সুকূতী দ্বারা (খ) কিয়াস দ্বারা
(গ) ইজমা আযীমত দ্বারা (ঘ) ইজমা রুখসাত দ্বারা

৪. কিয়াসের পথ কে খুলে দিয়েছেন ?

(ক) হযরত আদম (আ.) (খ) হযরত মুহাম্মাদ রাসূল (স)
(গ) হযরত আবূ বকর (রা.) (ঘ) হযরত উসমান (রা.)

৫. রাসূলের যুগে কোন কিয়াস সংঘঠিত হয়েছিল কি ?

(ক) প্রথম দিকে হয়েছিল (খ) শেষদিকে হয়েছিল
(গ) হয়েছিল (ঘ) হিজরতের পরে হয়েছিল

৬. কোন বিষয়ে কিয়াস করা যাবে ?

(ক) যে সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদিস ও ইজমায় স্পষ্ট উল্লেখ নেই
(খ) যে সমস্যার সমাধান কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ নেই
(গ) যে সমস্যার সমাধান হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই
(ঘ) যে সমস্যার সমাধান কুরআনে আছে কিন্তু হাদিসে নেই

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মাওলানা নাজিম একটি মসজিদের ইমাম। তিনি প্রতিদিন এশার নামাযের পর মুসল্লীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। একজন যুবক দাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, বাজারে প্রচলিত কোন কোমল পানীয়ের মধ্যে যদি নেশা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় তাহলে তা পান করা কী বৈধ হবে ? ইমাম সাহেব জবাবে বললেন- যদি নেশা জাতীয় কোন কিছু পাওয়া যায় তাহলে তা বৈধ নয়।

৮। ইমাম সাহেবের জবাব ইসলামের কোন উৎসের ইংগিত বহন করে ?

(ক) কুরআন (খ) হাদীস
(গ) ইজমা (ঘ) কিয়াস

৯। উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার সমাধান প্রমাণ করে-

i.ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা ii. ইসলামে চিন্তা ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে
iii.ইসলামের গবেষণার সুযোগ নেই।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

আল-কুরআনে জুমু'আর দিন আযানের পর বেচাকেনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন – "হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনাবেচা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।"(সূরা জুমু'আ-৬২ : ৯) কাজেই ইজারা, ধার কর্জসহ যত কাজ মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখবে, সব কাজই আযানের পরে নিষেধ। অন্যান্য সকল প্রকার লেনদেনও একই কারণে বেচাকেনার সাথে নিষেধ বলে গণ্য হবে।

ক. কিয়াস কী ? ১

খ. কিয়াসের উৎপত্তি কখন হয়েছে ? ২

গ. বেচাকেনা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার লেনদেন নিষেধ হওয়ার পিছনে কী কারণ আছে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করুন ৪

উদ্দীপক-২

জামিল ও জাহিদ দুই বন্ধু। জামিল সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু জাহিদ মাদরাসা শিক্ষিত। জামিল মনে করেন বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নিত্য-নতুনভাবে উদ্ভাবিত সামাজিক সমস্যার সমাধান ইসলামি বিধানাবলির আলোকে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাহিদ সুন্দর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন 'ইসলাম সর্বাধুনিক ও গতিশীল একটি ধর্ম।' তাই একমাত্র ইসলামেই সব সমস্যার যৌক্তিক সমাধান রয়েছে। জাহিদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনে অবশেষে জামিল তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

ক. কিয়াসের প্রথম নীতিটি কী ? ১

খ. 'তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হয় তাদের মধ্যকার পাস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে'- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কিয়াস সম্পর্কে ইমামগণ কী মতামত দিয়েছেন ? ৩

ঘ. 'ইসলাম সর্বাধুনিক ও গতিশীল একটি ধর্ম-' কিয়াসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। খ ৫। খ ৬। গ ৭। ক ৮। ঘ ৯। ক

পাঠ-৩: ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয় ও এর উৎপত্তি

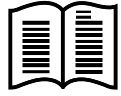


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফিক্‌হ, গভীর জ্ঞান, আহ্‌কাম, ইবাদাত, মুআমালাত, মুনাকিহাত, উকূবাত, মুখাসামাত, প্রজ্ঞা, ব্যুৎপন্ন, আলিম, ইলমে ফিক্‌হ, মুসলিম মণীষীগণ।



৩.১ ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয়

ফিক্‌হ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা। ইসলামি পরিভাষায় যে শাস্ত্রে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত শরীআতের বিধি-বিধান ইত্যাদি খুঁটিনাটি আলোচিত হয় তাকে 'ইলমুল ফিক্‌হ' বলে।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে অনেক মুসলিম মনীষী কুরআন ও হাদিসের ওপর গবেষণা চালিয়ে তা থেকে জীবন যাপনের বাস্তব কর্মপন্থা বের করার চেষ্টা করেন। তাদের গবেষণার ফল হচ্ছে ফিক্‌হ শাস্ত্র

৩.২ ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ

"প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলো স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ ফিক্‌হ"। (বায়হাকী)

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ফক্বীহগণ বলেন, দৈনন্দিন জীবনে জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এর চেয়ে বেশি শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া।

কুরআন ও হাদিসে ইসলামি শরীআতের বিধি-বিধান বিন্যস্ত অবস্থায় নেই। আহকামে শরীআতকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা না হলে সাধারণ মানুষ দূরের কথা, শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা সম্ভব হত না। তাছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্দেশে কুরআন ও হাদিসের গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে মানব কল্যাণমূলক বিধান প্রস্তুত করা জনসাধারণের পক্ষে সহজ নয়। ইসলামের প্রাজ্ঞ মনীষীগণ অক্লান্ত সাধনার ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। এর উদ্ভাবন ও উৎপত্তির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাবে।

৩.৩ ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু

ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শরীআতের হুকুম-আহকাম। শরীআতের অনুসারী তথা মুকাল্লাফ অর্থাৎ বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল নিয়ে আলোচনা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান, মুবাহ, জায়িয, নাজায়িয, হালাল, হারাম, মাকরূহ, তাহ্‌রীমী ও মাকরূহ তানযীহি ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। তাই শরীআতের অনুসারী মানুষের কর্ম ও আমলই হল ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

৩.৪ ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-

১. ইবাদাত : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার মধ্যে গভীর সংযোগকারী বিষয় হল ইবাদাত।

২. মু'আমালাত : সামাজিক জীবনের লেন-দেন যেমন, অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন যা পরস্পর সাহায্য সহায়তা দান ও যৌথ কাজের জন্য নির্ধারিত। যেমন, বেচা-কেনা, লেন-দেন, ধার-কর্জ, আমানত ইত্যাদি।

৩. মুনাকিহাত : বৈবাহিক বিষয়াদি তথা মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন। যেমন-বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়াত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকূবাত : অপরাধ ও শাস্তি। যেমন- হত্যা, চুরি, যিনা, দুর্নাম-অপবাদ এর হূদূদ, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি বিষয়ক আইন-কানুন।

৫. মুখাসামাত : বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৬. হুকুমাত ও খিলাফত : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি। লেন-দেন, সন্ধি ও যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদমর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি।

৩.৫ ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ

মহানবীর (স) জীবদ্দশায় শরী'আহর যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি ওহীর আলোকে প্রদান করতেন। তাঁর তিরোধানের পর সাহাবীগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতেন। তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈনের যুগেও এ ধারাই চলতে থাকে। তবে সাহাবী, তাবি'ঈ এবং তাবি-তাবি'ঈনের সময় কুরআন ও হাদীসের সাথে তাঁদের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং অভিজ্ঞান দ্বারাও কিছু নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন। তখন থেকেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করে।

নব নব যুগ সমস্যা

গতিশীল জীবনের প্রয়োজনে জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেসব সমস্যার সমাধান দিতে কেবল কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয় বরং গবেষণা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাঁদের অনুগামীগণের মধ্যে যারা এরূপ গুণে গুণান্বিত ছিলেন-মুসলিম জগৎ তাঁদের গবেষণা, ইজতিহাদ ও ফয়সালার ওপর নির্ভর করত। তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের সমাধান বহাল রেখে নতুন সমস্যার ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন। এছাড়া ভবিষ্যতে আরো যে সকল নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে সেগুলো সমাধানের মূলনীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে উসূলুল ফিক্‌হ নামক এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।

আইন সুসংবদ্ধকরণ

কুরআন ও হাদিস থেকে হুকুম-আহকাম খুঁজে বের করে সাধারণের পক্ষে আমল করা সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় ইসলাম একটি দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে এসেছে- এ ধারণা দূরীভূত করার জন্য ইসলামি আইন-বিধান সুসংবদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এসব প্রয়োজনে সাহাবীদের যুগেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তবে তাবি'ঈনের যুগে শাস্ত্রাকারে এর সংকলন শুরু হয়। এরপর তাবি-তাবি'ঈনের যুগে তথা আব্বাসীয় খিলাফতকালে বিধিবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ব্যাপক সংকলন ও সম্পাদনা সম্পন্ন হয়।

৩.৬ ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা

ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামি আইন-কানুন তথা শরীআতের যাবতীয় বিধি-বিধান জানা যায়। অর্থাৎ ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে শরীআতের বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

৩.৭ ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস বা ভিত্তি

ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস বা ভিত্তি চারটি। (ক) কুরআন, (খ) হাদিস, (গ) ইজমা ও (ঘ) কিয়াস। প্রথম দুটির ওপর পরবর্তী দুটি নির্ভরশীল।

(ক) কুরআন

শরীআতের প্রধান উৎস কুরআন মাজীদ। এটি শরীআতের অকাট্য দলিল। এর ওপরই শরীআতের মূল কাঠামো দণ্ডায়মান। কুরআনে শরীআতের উৎস হিসেবে প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াত রয়েছে।

(খ) হাদিস

শরীআতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ বা হাদিসের স্থান দ্বিতীয়। আল-কুরআন হচ্ছে শরীআতের মূল; আর হাদিস এর ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদে শরীআতের সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আর হাদিস ঐ সব বিষয়ের বিশ্লেষণ। যেমন সালাত আদায় করা ফরয। তবে কিভাবে আদায় করতে হবে কুরআনে তার উল্লেখ নেই। হাদিসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(গ) ইজমা

শরীআতের তৃতীয় উৎস ইজমা। কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণের শরীআতের কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে একমত হওয়াকে ইজমা বলে। বহু নতুন প্রশ্নের মীমাংসা প্রসঙ্গে সাহাবী, তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনদের এরূপ একমত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। যে সকল বিধানে ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে, বিশেষত সাহাবীদের ঐকমত্যযুক্ত বিধানসমূহ মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

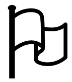
(ঘ) কিয়াস

শরীআতের চতুর্থ উৎস কিয়াস। যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, হদিস ও ইজমায় সুস্পষ্ট বিধি-বিধান পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে প্রদত্ত অনুরূপ প্রশ্নের মীমাংসাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এ ধরনের যুক্তি প্রয়োগকে কিয়াস বলা হয়। সাহাবী, তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈগণ এ পদ্ধতিতে শরীআতের বহু নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। এটি কুরআন ও হাদিসের সমতুল্য নয়; বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান।

 **সারসংক্ষেপ**

মহান আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। ফিক্হ শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামি আইন সম্পর্কীয় শাস্ত্র। এর সকল বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই এর মৌল কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষীদের গবেষণায় এটি ইলমে ফিক্হ বা ফিক্হ শাস্ত্র রূপে রূপায়িত হয়।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ফিক্হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নিয়ে এক অপরের সাথে আলোচনা করবেন। ফিক্হ এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ফিক্হ শাস্ত্রের আভিধানিক অর্থ কী?

(ক) বুদ্ধিবৃত্তি (খ) গভীর জ্ঞান
(গ) সূক্ষ্মদর্শিতা (ঘ) সবকটি ঠিক

২. ব্যবহারিক জীবনের কর্মসংক্রান্ত ব্যবহারে শরিঅতের বিধানসমূহ যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে কী বলে ?

(ক) ফিক্হ শাস্ত্র (খ) আইন শাস্ত্র
(গ) শরীআত (ঘ) আকায়িদ শাস্ত্র

৩. ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্রের নাম কি ?

(ক) উসুলুদ দীন (খ) উসুলুল হাদিস
(গ) উসুলুল ফিক্হ (ঘ) উসুলুত তাফসীর

৪. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি ?

(ক) ৩টি	(খ) ৪টি
(গ) ৫টি	(ঘ) ৬টি

৫. ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-

(ক) ইবাদত	(খ) মুয়ামালাত
(গ) হুকুমাত ও খিলাফত	(ঘ) সব কটি ঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

শরিফ সাহেব যাকাত প্রদান সংক্রান্ত একটি মাসআলার সমাধানের জন্য ফিকহের কিতাব খোঁজ করেন। কিন্তু তার বন্ধু আরিফ সাহেব বলেন, যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন-হাদিসের বিধানই যথেষ্ট। অন্যকিছু খোঁজাখুঁজির দরকার হয় না। এ পর্যায়ে শরিফ সাহেব বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কুরআন- হাদিসের ওপর ইজতিহাদ ও গবেষণালব্ধ সমাধানই ফিক্‌হ। তাই ইসলামের সঠিক সমাধান পেতে হলে ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

ক. ফিক্‌হ কী ? ১

খ. ফিক্‌হ শাস্ত্র উৎপত্তির কারণ কী ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল ভিত্তিগুলো কি কি ? আলোচনা করুন ৩

ঘ. ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ -৪: ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন

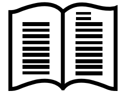


উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের সময়কাল বলতে পারবেন;
- ফিক্‌হ সংকলনের যুগ ও প্রতিটি যুগের কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ফিক্‌হ-এর প্রধান ইমামগণের পরিচয় বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলমে ফিক্‌হ, সীরাতুল মুস্তাকীম, ফিরকা, খুলাফায়ে রাশেদীন, শাহাদাতবরণ, বাতিল পন্থী, খারিজী, শরী'আত, ইজতিহাদ, তাকলিদ, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি।



৪.১ ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের পরিপ্রেক্ষিত

ইলমে ফিক্‌হ বিশাল ও বিস্তৃত এক বিজ্ঞান। মানবজীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড শরীআতের নিক্তিতে পরিমাপ করে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় ফিক্‌হ শাস্ত্র। ইসলামি বিধানের অনিবার্য প্রয়োজনে ফিক্‌হ্ শাস্ত্র সংকলন শুরু হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীন এবং পর্যায়ক্রমে সাহাবীদের ইন্‌তিকালের ফলে ইসলামি বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরীআতের হুকুম আহকাম পালন ও চর্চার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত; হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা, তাঁর পুত্র ইয়াযিদ-এর সময়ে রাসূল (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা)-এর হৃদয় বিদারক শাহাদাতবরণ, এসব কারণে ইসলামে নানা ফেরকা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে "খারিজী" ও 'শীআ' নামে মতাবলম্বী দুটি পৃথক উপদল গড়ে উঠে। খারেজীরা শুধু কুরআন মাজীদ ও প্রধানত প্রথম দুই খলীফার শাসনামলের প্রমাণিত হাদিসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। শীআরাও চরমপন্থী উপদল, তারা নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করতে থাকে।

উমাইয়া শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে হকপন্থী উলামা-ই কিরাম দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি ধারার পরিচিত নাম 'আহলুল হাদিস', যাঁরা হাদিসের যাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন। কিয়াসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া তারা অপছন্দ করতেন। দ্বিতীয় ধারার তৎকালীন পরিচিত নাম ছিল 'আহলুর রায়'। যাঁরা কুরআন মাজীদ ও হাদিসের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি তর্কের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতায় ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁরা কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিধানের কারণ-উপকারণ ও যুক্তিধারা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি অনুশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। আর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ সকল সমস্যার ইসলামি সমাধান সম্বলিত সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ আইন-কানুন তথা ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ প্রণয়নের। আবু হানিফা (র) প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উমাইয়া যুগের পতনের পর পর তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সমন্বয়ে একটি পর্ষদ গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট অবদান রেখে যান।

৪.২ ফিক্‌হ সংকলনের সময়কাল

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইসলামি জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব জোয়ার শুরু হয়। এ সময় ব্যাপকভাবে হাদিস সংগ্রহ, সংকলন এবং ফিক্‌হ-এর মাসআলা সম্পাদনা ও ফাতাওয়া সংকলন শুরু হয়। তবে

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনা শুরু হয়। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. গবেষণা ও সংকলনের যুগ; ২. পূর্ণতা ও তাকলিদের যুগ; ৩. তাকলিদের যুগ। এ তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল-

*** প্রথম যুগ : গবেষণা ও সংকলন**

এ যুগে ইমাম আবু হানিফা (র) নিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বপ্রথম ইসলামি ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনা শুরু করেন। তিনি তাঁর জীবনকালে ইসলামি ফিক্হ-এর ওপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় অবদান রাখেন।

তাঁর এ পথ ধরে এ যুগে আরো অসংখ্য মুজতাহিদ ফিক্হ সম্পাদনা ও সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এ যুগেই চার মাযহাবের আলোকে ফিক্হ গ্রন্থ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়। এ যুগেই ফিক্হ শাস্ত্রের নীতি নির্ধারণী 'উসূলুল ফিক্হ' নামক আরেকটি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহ তাঁদের সম্পাদিত ফিক্হ'র অনুসরণ করতে থাকেন। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত থাকে। এ যুগকে বলা হয়, ইজাতিহাদ তথা গবেষণার যুগ।

*** দ্বিতীয় যুগ: পূর্ণতা ও তাকলিদ**

ফিক্হ সংকলনের দ্বিতীয় যুগকে তাকলিদের যুগ বলা হয়। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শুরু হতে সপ্তম শতাব্দীতে আব্বাসীয় রাজবংশের পতন পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত ছিল। এ যুগে তাকলিদ ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম যুগের ইমামগণের উদ্ভাবিত নিয়ম নীতির সমর্থনে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এ সময়ে মানবজীবনের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিলে তার ধর্মীয় সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। প্রথম যুগের নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের আলোকে মাসআলা উদ্ভাবনই ছিল এ যুগের ব্যাপক কাজ। এ যুগের লোকেরা বিশেষত চার ইমামের অনুসরণ করতে থাকেন। এ যুগের বিশেষ দিক হল-

- এ পর্বে নতুন কোন ইমামের উদ্ভব হয়নি।
- এ যুগে পূর্ববর্তী ইমামদের পূর্ণ অনুসরণ করা হতে থাকে।
- এ যুগে পূর্ববর্তী ইমামদের প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহের ব্যাখ্যা এবং তার সমর্থনে যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন।
- যুক্তিভিত্তিক গ্রন্থ রচনা হতে থাকে।

*** তৃতীয় যুগ : তাকলিদ**

হিজরি ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় শাসনের সমাপ্তির পর আজ পর্যন্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ যুগ যা এখনো চলমান। এ যুগে আলিম ও সাধারণ মানুষ তাকলিদ করতে থাকে। পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের ফাতাওয়ার পূর্ণ অনুসরণ করা হচ্ছে। এ জন্য এ যুগকে বলা হয় একান্ত তাকলিদের যুগ। তবে এ যুগে অনেক ফাতওয়ার কিতাব রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ফিক্হ্-এর ইমাম

যে সকল মুজতাহিদ ও ফিক্হবিদের অক্লান্ত সাধনার ফলে ফিক্হ শাস্ত্রাকারে সংকলিত হয় তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন- চারজন

(১) ইমাম আবু হানিফা (র) (ইরাক : মৃত্যু ১৫০ হি.)

(২) ইমাম মালিক (র) (মদিনা : মৃত্যু ১৭৯ হি.)

(৩) ইমাম শাফিঈ (র) (মক্কা: মৃত্যু ২০৪ হি.)

(৪) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (ইরাক : ২৪১ হি.)

ইমাম আবু হানিফার (র) দু'জন শিষ্য- ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন।



সারসংক্ষেপ

ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। আর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ সকল সমস্যার ইসলামি সমাধান সম্বলিত সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ আইন-কানুন তথা ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ প্রণয়নের। আবু হানিফা (র) প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উমাইয়া যুগের পতনের পর পর তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সমন্বয়ে একটি পর্ষদ গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট অবদান রেখে যান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ফিক্হ সংকলনের প্রয়োজনীতা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইলমে ফিক্হ্র পরিধি কতটুকু ?

(ক) বিশাল ও বিস্তৃত (খ) সংকীর্ণ
(গ) ক্ষুদ্র (ঘ) মধ্যম

২। ফিক্হ্ শাস্ত্র কোন পথের নির্দেশ দেয় ?

(ক) সঠিকপথের (খ) সংকীর্ণ পথের
(গ) বক্র পথের (ঘ) কঠিন পথের

৩। খারেজী ও শিয়া দুটো উপদলই হলো -

(ক) উদারপন্থী (খ) মধ্যমপন্থী
(গ) বামপন্থী (ঘ) চরমপন্থী

৪। প্রকৃত মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কোন দুটি উপদল গড়ে উঠেছিল ?

(ক) খারেজী (খ) শিআ
(গ) খারিজী ও শিআ (ঘ) রাফিযী

৫। উমাইয়া শাসনামলে হকপন্থী আলিমগণ কয়টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ?

(ক) ২ টি ধারায় (খ) ৩ টি ধারায়
(গ) ৪ টি ধারায় (ঘ) ৫ টি ধারায়

৬। সর্বপ্রথম কে ফিক্হ শাস্ত্র সংকলনের গুরুত্ব অনুভব করেন ?

(ক) ইমাম বুখারী (র.) (খ) ইমাম মুসলিম (র)
(গ) ইমাম আবূ হানিফা (র.) (ঘ) ইমাম শাফিঈ (র)

৭। 'আহলুল হাদিস' কারা ?

(ক) যারা হাদিসের যাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন।
(খ) যারা কুরআনের অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন।
(গ) যারা কুরআন ও হাদিসের অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন ।
(ঘ) যারা ফিক্হ অনুযায়ী আমল করা জরুরি মনে করেন।

৮। ফিক্হ্ এর সময়কালকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয় ?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে

(গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

৯। ফিক্হ্ এর সময়কালকে প্রধানত যে কয়ভাগে ভাগ করা হয়,তা হলো -

i. গবেষণা ও সংকলনের যুগ ii.পূর্ণতা ও তাকলিদের যুগ

iii. তাকলিদের যুগ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

শ্রেণিকক্ষে ইসলামি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক ইসলামের এমন একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যা জানা না থাকলে বাস্তব জীবনে ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করা যায় না। এমনকি ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম, সুন্নত, নফল ইত্যাদির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

ক. 'আহলুল হাদিস' কী ? ১

খ. ফিকহের একটি মজলিস ষাট বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম কেন ? ২

গ. ফিক্হ সংকলনের সময়কাল কয়ভাগে বিভক্ত ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।ক ৩।ঘ ৪।গ ৫।ক ৬।গ ৭।ক ৮।ক ৯।ঘ

পাঠ -৫: মাযহাবের পরিচয়

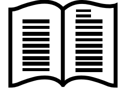


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মাযহাব কী, তা বলতে পারবেন;
- মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মাযহাব, হানাফি, মালিকি, শাফিঈ, হাম্বলি।



মাযহাব-এর পরিচয়

মাযহাব (مَذْهَبْ) আরবি শব্দ। আভিধনিক অর্থ হচ্ছে- পথ, মত, দল। ইসলামি আইন-কানুন, মু'আমালাত ও ইবাদাত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যতীত সেগুলোর শাখা-প্রশাখায় ইসলামি আইন বিশারদগণের বিভিন্ন মতবাদকে মাযহাব বলে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা এবং হাদিসমূহের মধ্যে কোনটি অধিক প্রামাণ্য আর কোনটি কম নির্ভরযোগ্য এসব বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে মুসলিম সমাজে যে সকল ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তাকে মাযহাব বলে।

মুসলিম সমাজে অনেকগুলো মাযহাব বা মতবাদের উদ্ভব হয়। এসবের মধ্যে চারটি মাযহাব অন্যতম। এ চারটি মাযহাব সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ এ চারটি মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাকলিদ করাকে অবশ্য করণীয় বলে ফাতওয়া প্রদান করেন।

বিশ্বমুসলিম কর্তৃক সমাদৃত চারটি মাযহাব হচ্ছে-
(ক) হানাফি মাযহাব : ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতানুসারীকে হানাফি বলা হয়।
(খ) মালিকি মাযহাব : ইমাম মালিক (র)-এর মতানুসারীকে মালিকি বলা হয়।
(গ) শাফি'ঈ মাযহাব : ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতানুসারীকে শাফিঈ বলা হয়।
(ঘ) হাম্বলী মাযহাব : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতানুসারীকে হাম্বলি বলা হয়।

৫.২ মাযহাবের পার্থক্যের কারণ

ইসলামি শরীআতের ফিক্‌হি মাযহাবের পার্থক্যের অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে যার কয়েকটি নিম্নরূপ-

প্রথমত: মহানবী (স)-এর হাদিস বিভিন্ন সাহাবী বর্ণনা করেন। অনেক বর্ণনাকারী তা অপরের নিকট বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একই হাদিস বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ফলে বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও মতপার্থক্য হয়েছে।

তৃতীয়ত: কখনও বর্ণনার সূত্রেও কোন দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। যেমন বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা নির্ভরযোগ্য না হওয়া। সুতরাং এক ইমামের বিবেচনায় যে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য, তা হয়ত অন্য ইমাম গ্রহণ করতে রাযি হননি। তিনি হয়ত অন্য হাদিসটি গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থত: বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একই মর্মের হাদিসে একটি মর্মকে একজন ইমাম অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অপর ইমাম অন্য মর্মকে নির্ভরযোগ্য মনে করে গ্রহণ করেছেন।

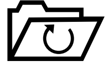
পঞ্চমত : আল-কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য। এটিও মাযহাবের পার্থক্যের অন্যতম কারণ হতে পারে। একজন তাফসীরকার একটি আয়াতের এক ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। আর একজন অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অবশ্য এসব শরীআতের কোন মৌলিক নির্দেশের (ফরযের) ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে পার্থক্য হয়নি; বরং মতপার্থক্য হয়েছে শাখা-প্রশাখায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: ফজরের সালাত পড়া ফরয। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। মতানৈক্য রয়েছে আদায়ের সময়ের ব্যাপারে। একজন ইমাম ফজরের সালাত আলো-আঁধারে পড়া ভালো মনে করেন। অন্যজন ফরসা বা আরো আলো হবার পর পড়া ভালো মনে করেন। এ ব্যাপারে দুই ইমাম দুই হাদিস দ্বারা নিজেদের মতামত প্রমাণ করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ করতে হবে, না চুপ করে থাকতে হবে, এ ব্যাপারেও দুটি মত রয়েছে। প্রত্যেকেরই যুক্তির ভিত্তিতে হাদিস রয়েছে। এমন সব প্রাসংগিক বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

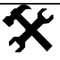
ষষ্ঠত: যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে এ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ফয়সালা যেমন দুইজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ মৌলিক আইনের ব্যাখ্যায় একমত হওয়া সত্ত্বেও এর ধারা-উপধারায় ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রকাশ করে থাকেন। আর মুজতাহিদদের ভিন্ন মত পোষণ করা কোন দূষণীয় নয়। মহানবী (স) বলেছেন, "যারা এ জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে, তারা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দুটি পুরস্কার পাবে, আর ভুল হলেও শ্রমের মর্যাদাস্বরূপ একটি পুরস্কার পাবে।"

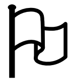
সপ্তমত: বিতর্কমূলক প্রশ্নে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও বিচারকের মীমাংসা। যেমন, ইসলামি আইনের ব্যাপারে ফকিহদের ফাতওয়াও সেইরূপ। বিভিন্ন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে ফয়সালা পাওয়া যায় না, সেসব ব্যাপারে ফকিহদের ইজতিহাদ ও রায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর ঐ সব ইজতিহাদ ও রায়ের ব্যাপারে সব সময়ে মতৈক্যের আশা করা যায় না।



সারসংক্ষেপ

ইসলামি আইন-কানুন ও মূলনীতির গবেষণাকারী মুজতাহিদগণের মূল ও প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্যতায় ইমামদের মতপার্থক্যের কারণ থেকেই বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে। তবে উক্ত পার্থক্যসমূহ শরীআতের মৌলিক বিষয়ে হয়নি, হয়েছে শাখা-প্রশাখায়। অতএব সকল মাযহাবই সত্যাশ্রয়ী এবং অনুকরণীয়-অনুসরণীয়। যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করলেই ইসলামের অনুসরণ করা হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	মাযহাবের মতপার্থক্যের কারণের ওপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে টিউটরকে দেখাবেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাযহাব শব্দের আভিধানিক অর্থ কী ?

(ক) মত
(খ) পথ
(গ) দল
(ঘ) সবকটি ঠিক

২.ইমাম আযম কে ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা (র.)
(খ) ইমাম নাসায়ি (র.)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র.)
(ঘ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)

৩। ইমামগণের মাযহাবের পার্থক্যসমূহ হচ্ছে-

(ক) শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে (খ) শাখা-প্রশাখায়

(গ) কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যায় তারতম্য (ঘ) ব্যক্তিগত রেষারেষির জন্য

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জিয়াউর রহমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি কোন মাযহাবেরই অনুসরণ করতে চান না। কিন্তু একদা ইমাম সাহেবের একটি বক্তব্য শুনে তিনি মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দী করেন।

৪। ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের নাম কী ?

(ক) হানাফি মাযহাব (খ) শাফিঈ মাযাহাব

(গ) মালিকি মাযহাব (ঘ) হাম্বলি মাযহাব

৫। মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দী করায় জিয়াউর রহমান জানতে পরবে-

i. ইমামদের মাঝে মতানৈক্যের কারণ ii. কুরআন হাদিসের বিধি-বিধান

iii.বিভিন্ন মাসআলার সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ফাতেমা ও আমেনা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তারা ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বিষয় শিক্ষক হাবিব স্যারের কাছে জানতে চাইলেন। শিক্ষক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ফিক্হ শাস্ত্র ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী শরীআত পালন সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানা সম্ভব নয়। তাই ফিক্হ এর জ্ঞান প্রয়োজন। এ জন্যে মুজতাহিদ ফকিহ ও ইমামগণ কুরআন-হাদিসের ওপর ইজতিহাদ ও গবেষণা করে মাযহাব উদ্ভাবন করেছেন।

ক. মাযহাব কী ? ১

খ. মাযহাব কয়টি ও কি কি ? ২

গ. মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে কেন ? ৩

ঘ. মাযহাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. ঘ

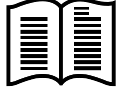
পাঠ-৬: ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর মাযহাব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম আবু হানিফার পরিচয় দিতে পারবেন;
- ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	ইসলামি আইন শাস্ত্র, প্রদীপ, ইমাম-ই-আযম, কুনিয়াত,মনীষী, বিশ্ববরেণ্য, পাণ্ডিত্য।

পরিচয়

ইসলামি আইন শাস্ত্রের জগতে যে ক'জন মনীষী অসামান্য অবদান রেখে গেছেন ইমাম আবু হানিফা (র) তাদের অন্যতম। ইসলামি আইন শাস্ত্রের প্রদীপকে দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রজ্বলিত করার কারণে মুসলিম মনীষীগণ তাকে ইমাম-ই-আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন প্রখর প্রজ্ঞা ও তুখোড় যুক্তিবাদী। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মত চৌকস ব্যক্তিত্ব বিরল।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রকৃত নাম নুমান ইবনে সাবিত। উপনাম আবু হানিফা। পিতার নাম সাবিত। ইমাম আবু হানিফার উপনাম দ্বারাই হানাফি মাযহাবের নামকরণ করা হয়। তিনিই হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

ইমাম আবু হানিফা (র) মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুণ্যভূমি বর্তমান ইরাকের কুফা নগরীতে ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম এবং ফিক্হশাস্ত্রের বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত।

ইমাম আবূ হানিফা (র) বাল্যকাল হতেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র কুফা নগরীতে জ্ঞান অর্জন করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স) এর খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হন।

ইমাম আবু হানিফা (র) প্রথমে কুরআন, হাদিস এবং আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর তিনি দীর্ঘকাল দর্শন ও কালাম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ফিক্হ শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি কুফার বিখ্যাত ফকিহ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান এর প্রতিষ্ঠিত "মাদরাসাতুর রায়"-এ পড়াশুনা করেন।

ইমাম আবূ হানিফার প্রাথমিক কর্মজীবন একজন কাপড় ব্যবসায়ী হিসেবে আরম্ভ হয়। সততা ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা তিনি অতি অল্প সময়েই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেন। সমসাময়িককালে তিনি অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতুর রায়-এ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১২০ হিজরিতে ইমাম হাম্মাদের ইন্তিকালের পর আবু হানিফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

খলিফা উমর ইবন আব্দুল আযীযের ইন্তিকালের পর তিনি উমাইয়া খলিফাদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। খলিফাগণ ইমামকে নিজ নিজ দলে আনতে চাইলেন। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইমাম আবূ হানিফা (র) কে কারারুদ্ধ করা হয় এবং সৈন্যরা প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করতো।

ইমাম আবু হানিফাকে (র) এক সময়ে কারাগারে অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক বিষ পান করানো হয়। অতঃপর তিনি ১৫০ হিজরিতে নামাযে সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

৬.২ ইসলামি আইন শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইসলামি আইন শাস্ত্রে আবু হানিফার ভূমিকা সুবিশাল। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান- তিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মানবজীবনের নানা জিজ্ঞাসা এবং উদ্ভূত সমস্যার কুরআন, সুন্নাহ এবং গবেষণাপ্রসূত যৌক্তিক সমাধান প্রদান করেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র) ফিক্হ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। এটা সর্বজন বিদিত যে, তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদিসের ওপর গবেষণা করে ইসলামি আইন কানুন প্রণয়ন করেন। তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদকেই অধিকতর গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি যে কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান কুরআনের আলোকে প্রদান করতেন। কুরআনের পর তিনি হাদিসের ওপর নির্ভর করতেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র) এর অন্যতম অবদান হলো উসূলে ফিক্হ'র উদ্ভাবন। তিনি বিষয়টির যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ফিক্হ সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, "আমি সর্বাগ্রে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধির অনুসরণ করি। সেখানে না পেলে হাদিসের অনুসরণ করি। আর সেখানে না পেলে সাহাবীদের যুক্তিযুক্ত অভিমত গ্রহণ করি। তাদের সকলের অভিমত পরিত্যাগ করে আমি নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।"

৬.৪ হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি শরীআতের চিন্তার সীমাহীন নীলিমায় বিশাল এক আলোকপথ হানাফি ফিক্হ শাস্ত্র। সাবলীলতা ও সহজতার জন্যে এই মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক। হানাফি ফিক্হের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হল :

(১) আল-কুরআন ও হাদিসের গুরুত্ব

হানাফি ফিকহের মূলভিত্তি হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনের উপস্থিতিতে হাদিসের আশ্রয় খুব কম নিতেন।

(২) হিকমত ভিত্তিক ফিক্হ

ইমাম আবূ হানিফার (র) ফিক্হ -এর প্রত্যেকটা মাস'আলা, তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও মানুষের কল্যাণকারিতার ওপর পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হতো। যেমন অন্যান্য ইমামগণ যখন সালাত বা অন্যান্য ফরয বিষয়কে এজন্য ফরয মনে করতেন যে, শরীআত প্রবর্তকের নির্দেশ। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা (র) সালাত বা অন্যান্য ফরযসমূহের কল্যাণকারিতার দৃষ্টিকোণ যাচাই করতেন। যেমন সালাত সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আন্‌কাবুত-২৯ : ৪৫)

এমনিভাবে সাওমের উপকারিতা হলো তাকওয়া অর্জন।

(৩) সরল-সহজ ফিক্হ

হানাফি ফিক্হ্ অন্যান্য মাযহাব অপেক্ষা খুবই সহজ-সরল, যা সাধারণত মানুষের জন্য কল্যাণকর। মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখেই এ মাযহাব প্রণীত হয়েছে। চোরের হাত কাটার হুকুম প্রসঙ্গে-

- হানাফি ফিক্হ মতে ন্যূনতম এক আশরাফী বা স্বর্ণমুদ্রা বা ঐ পরিমাণ অর্থ চুরি না করলে হাত কাটা যাবে না।
- অন্যান্য ইমামের মতে ন্যূনতম ১/4 স্বর্ণমুদ্রা চুরি করলেই হাত কাটা যাবে। এই মতামত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, হানাফি ফিক্হ মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর এবং সহজ-সরল।

(৪) মানবিক আবেদন

সাধারণ মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (র) মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির সাথে সমাধান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীতে বাহ্যিক নস ও

প্রকাশ্য কিয়াস দ্বারা মাস'আলা ও সমস্যার সমাধান করেছেন। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মতে কনে তার বিয়ের ব্যাপারে মত প্রকাশে পুরুষের ন্যায় স্বাধীন।

(৫) অমুসলিমদের স্বাধীনতা দানকারী

হানাফি ফিক্‌হ ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম জিম্মিদেরকে উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করে। যেমন-

হানাফি ফিক্‌হ্ মতে যিম্মির রক্ত মুসলমানদের ন্যায় নিরাপদ। অর্থাৎ যিম্মিকে হত্যার অপরাধে কিসাস তথা মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া যাবে।

* ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে যিম্মিকে হত্যা করার অপরাধে দিয়াত বা রক্তমূল্য ওয়াজিব হবে, মৃত্যুদণ্ড নয়। আবার ইমাম মালিকের (র) মতে দিয়াতের অর্ধেক ওয়াজিব।

(৬) শক্তিশালী মত গ্রহণ

হানাফি ফিক্‌হের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা) শক্তিশালী মত গ্রহণ করেন। যেমন- উযূর ক্ষেত্রে।

* ইমাম আবূ হানিফার (র) মতে উযূর ফরয ৪টি, যা কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।

(৭) কিয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ

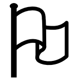
ইমাম আবূ হানিফা (র) ফিক্‌হের ক্ষেত্রে কিয়াসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিয়াসভিত্তিক রায় প্রদানে ইমাম আবূ হানিফা (র) যুক্তিগ্রাহ্য ও শক্তিশালী মতামত গ্রহণ করতেন।



সারসংক্ষেপ

ইমাম আবূ হানিফার (র) ফিক্‌হ্- সর্বজনীন ও অধিক ভারসাম্যপূর্ণ। এ মাযহাবে গোঁড়ামী আবার উঁচুমানের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পরিহার করা হয়েছে। হাদিস, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কিয়াস ও ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে সর্বজনগ্রাহ্য করে সমাধান প্রণীত হয়েছে। এ সব কারণে হানাফি ফিক্‌হ মুসলিম মিল্লাতের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হানাফি মাযহাবের অনুসারী সর্বাধিক' -প্রমাণ করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইমাম আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমামের নাম কি ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা (র) (খ) ইমাম মালিক (র)

(গ) ইমাম শাফিঈ (র) (ঘ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)

২ ইমাম আবূ হানিফার আসল নাম কি ?

(ক) ইসমাঈল (খ) নুমান ইবনে সাবিত

(গ) ইবরাহীম (ঘ) ইয়াকুব

৩. হানাফি মাযহাবের নামকরণ কার নামে করা হয়েছে ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফার (র.) নামে (খ) ইমাম মালিকের (র.) নামে

(গ) ইমাম শাওিপর (র.) নামে (ঘ) ইমাম আহামাদের (র.) নামে

৪। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন ?
(ক) একজন ফল ব্যবসায়ীরূপে।
(খ) একজন বই ব্যবসায়ীরূপে।
(গ) একজন তেল ব্যবসায়ীরূপে।
(ঘ) একজন কাপড় ব্যবসায়ীরূপে।

৫. ইমাম আযম কোথায় কি অবস্থায় ইনতেকাল করেন ?
(ক) মসজিদে নামাযরত অবস্থায় (খ) কারাগারে নামাযরত অবস্থায়
(গ) কাবাঘরে নামাযরত অবস্থায় (ঘ) রাস্তায় হাঁটা অবস্থায়

৬। ইমাম আবূ হানিফা শ্রেষ্ঠ অবদান কী ?
(ক) তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (খ) তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা
(গ) তিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (ঘ) তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা

৭। বিশ্বে কোন মাযহাবের অনুসারী সর্বাধিক ?
(ক) হাম্বলী (খ) শাফিঈ
(গ) হানাফী (ঘ) মালিকী

৮। হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ঠ্য হলে-
i. হিকমত ভিত্তিক ii. সহজ সরল
iii. মানবিক আবেদন ভিত্তিক
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন
উদ্দীপক,
একদিন এক ক্লাসে ছাত্রীদের উদ্দেশে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন- ইসলামি আইন শাস্ত্রের জগতে এমন ক'জন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লেখা থাকবে। ইসলামি আইন শাস্ত্রের প্রদীপকে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রজ্জ্বলিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও অবদান অপরিসীম। তাঁদের মধ্যে অন্তত এমন একজন ছিলেন,যাঁর প্রজ্ঞা, যুক্তিবাদী ও বিরল ব্যক্তিত্বের কাছে অন্যরা হার মেনেছিলেন। তাই মুসলিম জাতি চিরদিন তাঁর কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবে।

ক. ইমাম আবূ হানিফা (র) কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন ? ১
খ. ইমাম আবূ হানিফার (র) সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন। ২
গ. ইমাম আবূ হানিফার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলো কি কি ? ৩
ঘ. আপনি কেন হানাফি মাযহাব অনুসরণ করবেন ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ ৭। গ ৮। ঘ

পাঠ-৭: ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাব

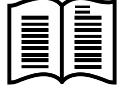


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম মালিকের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের সংকলিত মুয়াত্তা কিতাবের মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আল-মুয়াত্তা, হাদিস, ফিক্হ, ইমাম, দারুল হিজরাহ, মুহাদ্দিস, ইলমে কিরাত।



৭.১ পরিচয়

ইমাম মালিক (র)-এর মূল নাম হচ্ছে মালিক, কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি হলো ইমাম দারিল হিজরাহ। তাঁর পিতার নাম হলো- আনাস। ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম হয়েছে হিজরি ৯৩ সালে।

তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজের পরিবার থেকেই। তাঁর পিতা আনাস (র) পিতামহ মালিক ইবন আবু আমর মদীনায় হাদিস বিশারদ ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে হাদিস বিষয়ে জ্ঞান অর্জন শুরু করেন।

ইমাম মালিক (র) প্রখ্যাত ফকিহ রাবিয়াতুর রায় এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান ইবনে হরমুযসহ যুহরী ও নাফে (র) প্রমুখের নিকট হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমামুল কুর্‌রা নাফে বিন আব্দুর রহমান থেকে ইলমে কিরাত শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় ৯০০ বলে জানা যায়।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে শিহাব আয-যুহরী, ইবনে উমায়ের আবুয্ যিনাদ, হাশেম ইবনে ওরওয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, মুহাম্মাদ আল-মুনকাদির। ইমাম সুয়ূতী (র) তাঁর ৯৫ জন উস্তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

এই জগদ্বিখ্যাত হাদিস সংকলকের নিকট থেকে সমসাময়িক কালের সেরা সেরা জ্ঞানপিপাসুগণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আওজায়ী, ইবনে সা'দ, শু'বা, সাওরী ও ইবনে উয়াইনা অন্যতম।

৭.২ গবেষণা ও ইসলামি আইন প্রণয়ন

ইমাম মালিক (র) ইসলামি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি হানাফি মাযহাব থেকে ভিন্নভাবে তাঁর গবেষণা শুরু করেন এবং কিয়াস পরিত্যাগ করেন। তিনি মানবজীবনে প্রয়োজনীয় নানা আইন কানুন প্রণয়ন করে তা পরবর্তীতে নিজস্ব মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইমাম মালিক (র) হাদিস সংকলনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি সংগৃহীত হাদিসগুলো সঠিক ও সুন্দরভাবে যাচাই করে নিতেন। যে সকল হাদিস তাঁর নিকট সন্দেহজনক মনে হতো সেগুলো তিনি বাদ দিয়ে দিতেন।

তিনি ইসলামি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মদীনার প্রচলিত রীতি-নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। ফলে তাঁর উদ্ভাবিত আইন-কানুন সকলের নিকট সহজবোধ্য। তাঁর উদ্ভাবিত সকল আইন-কানুনই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। সে সময় তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর বংশধরের পরিচয়ে খিলাফতের দাবিদার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিদ্রোহের সাথে জড়িত করা হয়। ইমাম মালিক জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে খলিফা আল-মনসুরের বিরোধী ছিলেন। ৭৬২ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুহাম্মদ মদীনার অধিপতি হয়ে ইমাম বলে ফতোয়া জারি করলেন যে, আল-মনসুরের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। কারণ তিনি আনুগত্য জোর করে আদায় করেছেন। মুহাম্মদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেলে ইমাম মালিক (র) মদীনার গভর্নর জাফর ইবনে সুলায়মান-এর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন।

৭.৩ ইমাম মালিক (র)-এর মৃত্যু

ইমাম মালিক (র) ৮৪ মতান্তরে ৯৩ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৭৯ হিঃ সনে রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৭.৪ হাদিস সংকলন

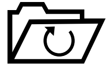
ইমাম মালিক (র)-এর যুগ পর্যন্ত হাদিসশাস্ত্র ততটা সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন হাদিস বিভিন্ন জনের কাছে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুরের অনুরোধে জনগণের জন্য সহজ সরল করে মুয়াত্তা রচনা করেন। হাদিসশাস্ত্রে মুয়াত্তার স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন–

مَا عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

"আল্লাহর কিতাবের পর মালিক (র) সংকলিত হাদিসের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়ার বুকে আর নেই।" (রিওয়াত ইবনে হাসান, আল-মুআত্তা-১/২৫)

৭.৫ মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

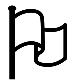
১. ইমাম মালিক (র) সকল যুক্তিতর্কের ওপর কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যকে প্রাধান্য দিতেন।
২. তাঁর ফিক্‌হ মদীনাবাসীদের আমলের ওপর ভিত্তি করে রচিত।
৩. মালিকি মাযহাবে অমুসলিমদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হয়নি।
৪. তিনি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেছেন।
৫. মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ তাঁর ফিক্‌হের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৬. এই মাযহাব প্রকাশ্য রিওয়াত অনুযায়ী রচিত। বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ তেমন নেই। এজন্য এ মাযহাব অত্যন্ত কঠোর।

 **সারসংক্ষেপ**

ইমাম মালিক (র) হাদিস শাস্ত্রে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নানা প্রতিকূলতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হাদিস শাস্ত্র সংকলনে পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহানবি (স)-এর বিশুদ্ধ বাণী অনাগত কালের উম্মতের নিকট উপস্থাপনের সাহসী প্রয়াসের প্রথম বাস্তব নমুনা হচ্ছে তাঁর অমর সংকলন মুয়াত্তা গ্রন্থ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম মালিকি মাযহাব।

ইমাম মালিক (র) কুরআন ও হাদিসকে অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতেন। তিনি তাঁর রেখে যাওয়া ফিক্‌হের মাধ্যমে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মালিকের (র) অবদান এর ওপর একটি রচনা লিখুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইমাম মালিকের মূল নাম হলো-

(ক) মালিক (খ) আনাস
(গ) আবদুল্লাহ (ঘ) আবূ সোলায়মান

২ ইমাম মালিকের উপাধি কী ছিল ?

(ক) দারুন নাজাত (খ) ইমামু দারিল হিজাবাহ
(গ) দারুল খুলদ (ঘ) আব্দুস সালাম

৩. ইমাম মালিক (র.) কত হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন ?

(ক) ৭৩ হিজরিতে (খ) ৮৩ হিজরিতে

(গ) ৯৩ হিজরিতে (ঘ) ১০৩ হিজরিতে

৪. ইমাম মালিক কত হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন ?

(ক) ৭৩ হিজরিতে (খ) ৮৩ হিজরিতে

(গ) ৯০ হিজরিতে (ঘ) ১৭৯ হিজরিতে

৫। ইমাম মালিকের শিক্ষাকেরা হলেন-

i.ইবনে শিহাহ আয-যুহরী ii. ইবনে উমায়ের আবুয যিয়াদ

iii.হাশেম ইবনে ওরওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে গিয়ে প্রভাষক জনাব আবদুল বারী ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন- " ইমাম মালিক (র) একজন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছিলেন। তাঁর হাদিস গ্রন্থের নাম আল-মুয়াত্তা। তিনি হাদিস সংকলনে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি স্বীয় ও প্রজ্ঞা দিয়ে হাদিসের সনদ ও মতন যাচাই বাছাই করতেন। অতঃপর সংকলনে স্থান দিতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম মালিকি মাযাহাব।"

ক. ইমাম মালিকের জন্ম হয় ? ১

খ. ইমাম মালিকের শিক্ষা লাভের বর্ণনা দিন। ২

গ. ইমাম মালিকের গবেষণার বর্ণনা দিন। ৩

ঘ. মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

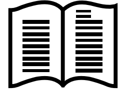
উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠ-৮: ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় ও জীবনী লিখতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর অবদান বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	মক্কা, আল-কুরআন, আরবিভাষা ও সাহিত্য, উলুমুলফিক্হ।

৮.১ জীবন চরিত

যে সমস্ত মনীষীর আপ্রাণ চেষ্টায় ইসলামি ফিক্হ শাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে সমন্বয় সাধন করে তিনি শক্তিশালী মতামত উপস্থাপন করেন।

ইমাম শাফিঈর (র) পূর্ণ নাম হলো আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ। তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশসূত্র কুরাইশ নেতা কুসাই-এর সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত হাশিমী শেখার লোক ছিলেন।

তিনি বর্তমান ইসরাঈল দখলীকৃত ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ১৫০ হিজরি সনে (৭৬৭ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন।

দু'বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা গেলে তাঁর মাতা উম্মুল হাসান গাজা ছেড়ে তাঁকে নিয়ে মক্কা নগরীতে উপস্থিত হন। মক্কাতেই তিনি লালিত-পালিত হন। কুরআন মাজীদ নিয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি দশ বছর ধরে মক্কার বিখ্যাত হুযায়ল গোত্রে বসবাস করে আরবি ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) দশ বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ মুফতি মুসলিম ইবন খালিদ যানজীর নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি পনের বছর বয়সে ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করেন। তারপর তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়ে সরাসরি ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার প্রণীত মুয়াত্তা তাকে শুনান। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট থেকে বিপুল পরিমাণে ফিক্হ শাস্ত্রের ওপর জ্ঞান হাসিল করেছিলেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর অপূর্ব মেধা, অনন্য ধীশক্তি ও অবিস্মরণীয় অধ্যয়ন পিপাসা দেখতে পেয়ে তাঁকে অত্যধিক সম্মান ও স্নেহ করতেন। তিনি অন্যান্য বিখ্যাত ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

এই জগদ্বিখ্যাত ইসলামি আইন প্রণেতা ২০৪ হিজরি সনের রজব মাসের শেষ দিন (২০ জানুয়ারি ৮২০ খ্রি:) ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মোকাত্তাম পর্বতের পাদদেশে সমাহিত করা হয়।

৮.২ ইমাম শাফিঈর (র) অবদান

ইসলামি আইনশাস্ত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা হলো-

ইমাম শাফিঈ (রহ.) শিয়া মতবাদ প্রচারের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৮৭ হিজরি সনে। তাঁকে বাগদাদে খলিফা হারুন আর-রশীদের দরবারে হাজির করা হলে দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ফজল ইবন রাবি-এর সুপারিশে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইমাম শাফিঈ ১৮৮ হি সনে মক্কা, সিরিয়া হয়ে মিসরে উপস্থিত হন এবং ইমাম মালিকের শিষ্য হওয়ার সুবাদে মিসরের লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫ হিজরি পর্যন্ত মিসরে অবস্থান করার পর পুনরায় ইরাকে গমন করেন এবং সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত করেন।

হিজরি ১৯৫ সনে ইরাকে অবস্থানকালে সেখানকার আলিম-উলামা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ ও যথার্থ সম্মানে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সেখানকার আলিমগণের সহযোগিতায় হানাফি ও মালিকি মাযহাবের নির্যাস নিয়ে একটি মাযহাব প্রবর্তন করেন। ইতিহাসে একে শাফিঈ মাযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না দিতে পারলে কিয়াসের সাহায্য গ্রহণ করতেন। তাঁকেই ইসলামি ফিক্হশাস্ত্রে সর্বপ্রথম কিয়াসের ব্যবহারকারী হিসাবে ধরা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) ফিক্হ ও হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তিনি নিজকে বড় মাপের হাদিস ও ফিক্হ বিশারদরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছাত্র ইমাম আহমদ (র) বলেন, “হাদিস বিশারদগণ ঘুমন্ত ছিলেন, ইমাম শাফিঈ (র) তাদের জাগিয়ে তোলেন।”

ইমাম শাফিঈ (র) ফিক্হ শাস্ত্রের গবেষণা ও চিন্তা ভাবনায় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর নিকট যা সঠিক বলে মনে হতো ঠিক তাই গ্রহণ করতেন। তিনি মূলত হানাফি ও মালিকি মাযহাবের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে শাফিঈ মাযহাবের ভিত্তি নির্মাণ করেন।

উসূলে ফিক্হর সুশৃঙ্খল নিয়মাবলির উদ্ভাবনে ইমাম শাফিঈ যে অবদান রেখেছিলেন তা অন্য কোন ফকিহর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের ওপর ভর করেই পরবর্তীকালের ফিক্হ গবেষকগণ সামনে এগিয়ে যান।

ইমাম শাফিঈ একমাত্র ব্যক্তি যিনি ফিক্হ পন্থী (اصحاب الفقه) এবং হাদিস পন্থীদের (اصحاب الحديث) মাঝে দূরত্ব কমিয়ে একই সমতলে অবস্থান করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এদেরকে কাছাকাছি নিয়ে এসে উভয়ের মাঝে এক মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি মূলত হাদিসের মধ্যে পারস্পরিক বাহ্যিক হুকুমের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করেন। তিনি হাদিসের বাণীগুলোকে আইনের উৎস হিসেবে মনে করেন। তিনি কুরআন ও হাদিসের সাথে কোন রূপ পার্থক্য আনতে নারাজ।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রচেষ্টায় ফিক্হ শাস্ত্র বিষয়ক মূলনীতির প্রসার ঘটলেও তা সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ইমাম শাফিঈ (র)। আর এ কারণেই তাঁকে ফিক্হ-বিজ্ঞান বা উসূলে ফিক্হর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাহ্যত বিরোধী হাদিসগুলোর সুনিপুণ সমাধান করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ইখতিলাফুল হাদিসে (اختلاف الحديث) পরস্পর বিরোধী হাদিসগুলো এমনভাবে সমন্বিত করেছেন যে, দুটি হাদিস থেকে দুটি মত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার এ গ্রন্থটি সুধী মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছিল।

৮.৩ শাফিঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. আইন নির্ণয়ে কুরআনকে সর্বাগ্রে গ্রহণ।

২. কুরআন-হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

৪. হাদিসকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করেননি।

৫. হাদিসের পর ইজমা গ্রহণ করতেন।

৬. ইস্তিহ্সান ও ইসতিসলাহ মানেননি বরং ইস্তিদলাল পদ্ধতি গ্রহণ করে ফিক্হ রচনা করেছেন।

৭. কিয়াসকে আনুপাতিক হারে কম গ্রহণ করতেন।

 **সারসংক্ষেপ**

ইসলামি চিন্তাজগতে ইমাম শাফিঈ (র.) এক বিস্ময়কর প্রতিভা। মুসলিম বিশ্বে তাঁর চিন্তা দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি স্বীয় প্রতিভাদীপ্ত ইজতিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন।

হাদিস ও ইসলামি আইন শাস্ত্রে ইমাম শাফিঈ যে অবদান রেখে গেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ লাখ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীরা। ইসলামি আইন শাস্ত্রের আকাশে তাঁর পদচারণা এতটা দাপটের যে, যার আভা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলোকিত করে সারা বিশ্বকে সম্মোহিত করেছে।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শ্রেণিকক্ষে ইমাম শাফিঈ (র) -এর জীবন ও অবদান নিয়ে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পূর্ণ নাম কী ?

(ক) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ (র.)
(খ) আনাস (গ) আবদুল্লাহ (ঘ) আবূ সোলায়মান

২। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর জন্ম তারিখ কত ?

(ক) ৮০ হিজরিতে (খ) ১৫০ হিজরিতে
(গ) ২০০ হিজরিতে (ঘ)২৫০হিজরিতে

৩। ইমাম শাফিঈ (র.) কত বছর বয়সে হাফিয হয়েছিলেন ?

(ক) ৫ বছর (খ) ৭ বছর
(গ) ১০ বছর (ঘ) ১৫ বছর

৪। ইমাম শাফিঈ (র.) কে কোন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় ?

(ক) উসূলুল হাদিস (খ) উসূলুত তাফসীর
(গ) উসূলুল ফিক্হ (ঘ) উসূলুশ শাশী

৫। ইমাম শাফিঈ (র.)- কখন মৃত্যু বরণ করেন ?

(ক) ৯০ হিজরিতে (খ) ১০৪ হিজরিতে
(গ) ১৫০ হিজরিতে (ঘ) ২০৪ হিজরিতে

৬। ইমাম শাফিঈ (র.) এর মাযহাবের বৈশিষ্ঠ্য হলো-

i. প্রথমে কুরআনকে প্রাধান্য দিতেন ii. দ্বিতীয় পর্যায়ে হাদিসকে পাধান্য দিতেন
iii.হাদিসের পর ইজমা গ্রহন করতেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একদিন আফসোস করে প্রবীণ শিক্ষক সৈয়দ সালেহ উদ্দীন বলেন- বর্তমানে স্কুল পড়ূয়া ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। ইসলামের অতি প্রয়োজনীয় দু'আ-দুরুদ ও উযূ-গোসলের মাসআলা-মাসায়েল পর্যন্ত তারা বলতে পারে না। কিছুদিন আগেও ছেলেমেয়েরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই আরবী পড়ার জন্য মক্তবে যেত। কালের বিবর্তনে তা অনেকটাই পাল্টে গেছে। মক্তব প্রথা দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় দু'আ-দুরুদ, উযূ-গোসলের মাসআলা-মাসায়েল শেখা ও কুরআন শরীফ পড়ার তেমন একটা সময় পায় না। ফলে তারা অনেক নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা ও দেশী-বিদেশী খেলোয়াড়দের নাম জানলেও ইসলামের অনেক খ্যাতনামা মনীষীদের নাম পর্যন্ত জানে না। এমনটি হওয়া উচিত নয়।

ক. ইমাম শাফিঈ (র.) কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন ? ১

খ. হানাফি মাযহাবের সর্বজনীনতা লাভের কারণ উল্লেখ করুন। ২

গ. ইমাম শাফিঈ (র.) মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৩

ঘ. ইমাম শাফিঈ (র.) সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁর অনন্য অবদান বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ঘ

পাঠ-৯: ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব

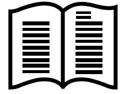


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম আহমদের (র.) পরিচয় ও জীবনী উল্লেখ করতে পারবেন;
- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (র.) অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

 মুখ্য শব্দ (Key Words)	বাগদাদ, মুসনাদ, রক্ষণশীল, উচ্চাদর্শ, হাম্বল।



৯.১ জীবনী ও কর্ম

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) ইসলামি ফিক্হ শাস্ত্রের চতুর্থ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিজরি ১৬৪ মোতাবেক ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন হাম্বল নামে সুপরিচিত। তৎকালীন অনেক অভিজ্ঞ আলিমের নিকট থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হাদিসের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। হাদিসের ওপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুসনাদ। এতে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদিস আছে। পুরোপুরি হাদিসের ওপর নির্ভর করতেন বলে তিনি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রতি তেমন জোর দিতেন না।

তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যুক্তি কম প্রয়োগ করতেন। দুর্বলতম হাদিসকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। কোন আকস্মিক ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস সন্ধান যখন সম্ভব হত না, কেবল তখনই তিনি যুক্তি প্রয়োগের সাহায্য গ্রহণ করতেন। হাদিসের ওপর নির্ভর করা এবং যুক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতি না হওয়ায় তাঁর মাযহাব অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মাযহাবে যুক্তির প্রয়োগ যথাসম্ভব কম ছিল। এর ফলে তিনি চার ইমামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর উচ্চাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) অবাধে যুক্তি প্রয়োগ করতেন। কুরআনের আলোকে যুক্তির সাহায্যে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করতেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) রক্ষণশীল ছিলেন। মুতাযিলা মতবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক খলিফা মুনতাসির বিল্লাহ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে কারামুক্ত করেন। ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কড়াকড়ি নীতি অনুসরণের জন্য হাম্বলী মাযহাবের তেমন প্রসার হয়নি।

ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান-এর মতে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (র) জানাযায় প্রায় আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাজার মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাযাতে এই বিরাট সমাবেশ তাঁর জনপ্রিয়তার কথাই প্রমাণ করে।

৯.২ হাম্বলি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম আহমদের ফিক্হে কুরআন ও হাদিসের বাহ্যিক প্রতিফলন ঘটেছে।

২. তিনি হাদিসে মারফূ ও মাওকুফকে সমমর্যাদা দিয়ে ফিক্হ রচনা করেছেন।

৩. যথাসম্ভব তিনি কিয়াস বর্জন করেছেন।

৪. তাঁর ফিক্হ খুবই সহজ সরল।

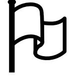
৫. বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের স্থান তাঁর মাযহাবে অতি কম ছিল।



সারসংক্ষেপ

শতাব্দীর গুলিস্তানে যারা ক্ষণিকের পুষ্পরাজ হয়ে আগমন করেন ইমাম আহমদ (র) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শন মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়। তিনি নিজ কর্মের মাঝে চির অম্লান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফিকহি মাযহাবের নাম হাম্বলি মাযহাব। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ, তেমনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামি ফিক্‌হ শাস্ত্রের চতুর্থ ইমামের নাম কী ?

(ক) ইমাম বুখারী (র.) (খ) ইমাম আবূ হানিফা (র.)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র.) (ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)

২ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কোন নামে বেশি পরিচিত ছিলেন ?

(ক) ইমাম (র.) (খ) ইমাম আহমদ (র.)
(গ) ইবনে হাম্বল (র.) (ঘ) ইমাম আযম (র.)

৩. আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করতেন কোন ইমাম ?

(ক) ইমাম বুখারী (র.) (খ) ইমাম আবূ হানিফা (র.)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র.) (ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)

নানা তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে “ইসলামী জ্ঞানের” প্রতিযোগীতার আয়োজন করলেন। নানা বললেন- তোমরা কি এমন একজন ইমামের নাম বলতে পারবে- যিনি হাদিসের ওপর আমল করতেন, বিচার-বুদ্ধির ওপর জোর দিতেন না।

৪। নানা তার নাতি-নাতনিদের নিকট কোন ইমামের নাম জানতে চেয়েছেন ?

(ক) ইমাম আবু হানিফা (র.) (খ) ইমাম শাফেঈ (র.)
(গ) ইমাম মালেক (র.) (ঘ) ইমাম আহমাদ (র.)

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

অধ্যাপক আবদুর রহমান ইবনে হোছাইন একটি সেমিনারে বলেন- আল-কুরআন ও হাদিসে ইসলামের মৌলিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের খুঁটি-নাটি বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার জন্য ইসলামি আইন শাস্ত্রের জগতে খ্যাতনামা কয়েকজন মুসলিম মনীষীর জন্ম হয়। ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা ছিলেন জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা, মেধায় অতুলনীয় ও অপ্রতিন্দ্বী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও লেখনির মধ্য দিয়ে শরয়ী বিধান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইসলামি ফিক্‌হ শাস্ত্রের কততম ইমাম ? ১
খ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র.) মাযহাব প্রসার না হওয়ার কারণ কী ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ? তাঁদের নাম উল্লেখ করুন। ৩
ঘ. হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্টগুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

 **উত্তরমালা:** ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠ-১০: ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা

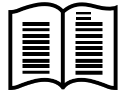


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফিক্‌হ, শরী'আত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল।



ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্র মূলত কুরআন-হাদিসের নির্যাস। মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা রয়েছে।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত আহকাম

ইসলামি শরীআতের বিধান মতে মানুষের কাজগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যায়–

(১) মাশরু (শরীআত সম্মত)

(২) গাইরে মাশরু (শরীআত পরিপন্থী)।

শরীআত সম্মত কার্যাবলিকে ছয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

(ক) ফরয

ফরয অর্থ-অবশ্য পালনীয়। এটি মহান আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আদেশ, যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানের ওপর তা অপরিহার্য ও অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। এর অস্বীকারকারী কাফির। এর পরিত্যাগকারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।

ফরয দু প্রকার : যথা- (১) ফরযে আইন ও (২) ফরযে কিফায়া।

(১) ফরযে আইন

এমন ফরয যা প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেই পালন করতে হয়। এ ধরনের ফরয কাজ এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে আদায় করতে হয়। যেমন- সালাত ও সাওম ইত্যাদি। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে হয়।

(২) ফরযে কিফায়া

এমন ফরয যা সমাজের কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ আদায় না করে, তবে সকলেই এর জন্য গুনাহগার হবে। যেমন- জানাযার সালাত ইত্যাদি।

(খ) ওয়াজিব

হাদিস দ্বারা যে সব অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হয়েছে তাকে ওয়াজিব বলে। ওয়াজিবও ফরযের ন্যায় অবশ্যই পালনীয়। তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরযের পরে এর স্থান। ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হয় না। বিনা কারণে তা ত্যাগ করলে ফাসিক হবে এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(গ) সুন্নাত

ফরয এবং ওয়াজিব ছাড়া শরীআতের যে সকল কাজ নবী করীম (স) নিজে করেছেন এবং যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। এছাড়াও খুলাফায়ে রাশেদীন শরীআতের যে সকল কাজ প্রবর্তন করেছেন

সেগুলোকেও মহানবী (স)-এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهدِيْن

অর্থ : "তোমাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য-আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা।" (রেওয়াতে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান, আল-মুয়াত্তা-৩/৮০)

সুন্নাত দু প্রকার। যথা-(১) সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ও (২) সুন্নাতে গাইরে-মুওয়াক্কাদা বা সুন্নাতে যায়িদাহ।

(ঘ) মুস্তাহাব

নবী করীম (স) যে সব কাজ কখনো কখনো অন্যদেরকে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন তাকে মুস্তাহাব বলা হয়। মুস্তাহাব কাজ আদায় করলে সাওয়াব হয়, তবে না করলে গুনাহ হয় না। পরিভাষায় মুস্তাহাবকে 'নফল' ও মানদুব বলা হয়ে থাকে।

ঙ. মুস্তাহসান

যে সব কাজ উলামা মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্‌খিরীন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ) কুরআন, হাদিস ও সুন্নাতের আলোকে ভালো বলে গ্রহণ করেছেন তাকে মুস্তাহসান বলা হয়। মুস্তাহসান পালনে সাওয়াব আছে, তবে বাদ দিলে গুনাহ হয় না।

চ. মুবাহ

যে কাজ করাতে কোন সাওয়াব নেই এবং না করাতে কোন গুনাহ নেই, শরীআতের পরিভাষায় সেসব কাজকে মুবাহ বলা হয়। ইচ্ছা করলে তা করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারে।

হালাল

শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়।

মাকরূহ তাহরীমী

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় ; বিনা কারণে এ সব কাজ করা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মাকরূহ তানযীহ

যে সকল কাজ পরিত্যাগ করাতে সাওয়াব লাভ হয় না এবং করলে গুনাহগার হয় না। তবে শরীআতের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এরূপ কাজ মাকরূহে তানযীহ।

হারাম

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাকে হারাম বলা হয়। বিনা কারণে যে এমন কাজ করে সে ফাসিক। তার জন্য কঠিন আযাব নির্ধারিত। হারামের অস্বীকারকারী কাফির। ফরয এবং হারাম প্রমাণের বিষয়টি একই পর্যায়ের। ফরয কাজ করা ফরয আর হারাম কাজ বর্জন করাও ফরয।

- **মুফতি**

যিনি ফাতাওয়া দান করেন। যে ফিক্‌হতত্ত্ববিদ বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দান করেন তাকে মুফতি বলা হয়। মুফতির জন্য উসূলে শরীআত হতে মাসআলা উদ্ভাবনের যোগ্যতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

আল্লামা শামী (র) বলেন, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নন সে ব্যক্তি মুফতি হতে পারেন না। এমন ব্যক্তির নিকট যখন কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন তার উচিত তার ঐ কথাটি কোন মুজতাহিদের উক্তি তা উল্লেখ করা। এমন ব্যক্তি মূলত ফাতাওয়া নকলকারী হিসেবে গণ্য হন।

- **আল ইমামুল-আযম : (বড় ইমাম)**

হানাফি ফিকহের কিতাবে 'আল-ইমাম' কিংবা আল-ইমামুল আযম শব্দের প্রয়োগ হলে এর মাধ্যমে হানাফি মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা (র) কে বুঝানো হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে যাঁর সঠিক কর্তৃত্ব থাকে, তাঁকেও ইমাম বলা হয়।

- **সাহিবাইন, শায়খাইন, তারফাইন**

হানাফি মাযহাবে সাহিবাইন শব্দ দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (র)-এর শিষ্যদ্বয় যথাক্রমে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) কে একসঙ্গে বুঝানো হয়। অনুরূপভাবে শায়খাইন শব্দ দ্বারা স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে। তারফাইন শব্দের মাধ্যমে একত্রে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অন্যতম শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে বুঝানো হয়ে থাকে।

আয়িম্মায়ে ছালাছা

হানাফি মাযহাবে আয়িম্মায়ে ছালাছা বলতে তিন ইমাম অর্থাৎ হযরত আবু হানিফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) কে বলা হয়। আর সাধারণভাবে ইমাম আযম আবু হানিফা ছাড়া ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) কে বুঝানো হয়।

- **আয়িম্মায়ে আরবাআ**

ফিক্হর কিতাবে আয়িম্মায়ে আরবাআ বলতে চার ইমামকে বুঝানো হয়। ইমাম চার জন হলেন− ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)।

- **মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন**

ফিকহের কিতাবে মুতাকাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ব কালের উলামা বলতে সাধারণত তাঁদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে, যাঁরা তিন ইমাম অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তাঁদের পরবর্তীগণকে মুতাআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তী কালের উলামা বলা হয়।

- **ইস্তিহ্সান**

ইসতিহসান শব্দের অর্থ কোন কিছুকে ভালো মনে করা। পরিভাষায় ইস্তিহসান শব্দটি এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা কিয়াসে জলীর মোকাবিলায় আসে।

- **ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ**

ইজতিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা সাধনা করা। পরিভাষায় কোন ফকিহ আলিমের কোন শরয়ী হুকুম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের নিমিত্তে চিন্তা ও গবেষণা করাকে ইজতিহাদ বলা হয়। শরয়ী হুকুম গবেষণাকারীকে বলা হয় মুজতাহিদ।

- **আল মাযাহিবুল আরবাআ**

প্রসিদ্ধ ফিক্হী চার মাযহাবকে এক সাথে আল-মাযাহিবুল আরবাআ বলা হয়ে থাকে। মাযহাব চারটি হল−হানাফি, শাফিঈ, মালিকি ও হাম্বলী।

 **সারসংক্ষেপ**

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রাশাখার বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করার জন্য কিছু ভাষা-পরিভাষা থাকে। সে সব পরিভাষা জানা থাকলে উক্ত জ্ঞানের কথা সহজে বুঝা যায়। ফিক্হ শাস্ত্রেরও পরিভাষা রয়েছে যা আমরা এ পাঠ থেকে জানলাম।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো শ্রেণি কক্ষে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'গাইরে মাশরু' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শরী'আত সম্মত (খ) মধ্যম পন্থী
(গ) শরী'আত পরিপন্থী (ঘ) কট্টরপন্থী

২। 'ফরয' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অবশ্য পালনীয় নয় (খ) ইচ্ছাধীন
(গ) অবশ্য পালনীয় (ঘ) অনিচ্ছাকৃত

৩। 'ফরয' কত প্রকার ?

(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

৪। 'ওয়াজিব' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অবশ্য পালনীয় নয় (খ) ইচ্ছাধীন
(গ) অবশ্য পালনীয় (ফরযের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ)
(ঘ) অতিরিক্ত

৫। 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আচার (খ) রীতিনীতি
(গ) অপব্যবহার (ঘ) মত ও পথ

৬। 'হালাল' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) খাওয়ার অনুপযুক্ত (ঘ) ব্যবহারের অনুপযুক্ত

৭। 'হারাম' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) মুবাহ (ঘ) সচরাচর

৮। 'সাহেবাইন' কারা ?

(ক) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মালিক (র.)
(খ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
(গ) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
(ঘ) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম নাসায়ী (র.)

৯। 'শায়খাইন' কারা ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)
(খ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেক (র.)
(গ) ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)
(ঘ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম জাফর (র.)

১০। 'তারফাইন' কারা ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফিঈ (র.)
(খ) ইমাম মালিক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)

(গ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
(ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)

১১। 'মুতাকাদ্দিমীন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) পূর্বকালের উলামা
(খ) পরের কালের উলামা
(গ) আধুনিক কালের উলামা
(ঘ) মধ্যম যুগের উলামা

১২। 'মুতাআখখিরীন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) পূর্বকালের উলামা
(খ) পরবর্তী কালের উলামা
(গ) আধুনিক কালের উলামা
(ঘ) মধ্যম যুগের উলামা

১৩। 'ইসতিহ্‌সান' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) কোন কিছুকে খারাপ মনে করা
(খ) কোন কিছুকে মধ্যম মনে করা
(গ) কোন কিছুকে ভালো মনে করা
(ঘ) কোন কিছু মনে না করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইমতিয়াজ ও রোহান দু'জনই একটি নামি-দামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। জীবনের অনেকগুলো দিন পেরিয়ে এসে তারা আজ কিশোর জীবনে পা ফেলেছে। তারা আধুনিক বিষয় সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করলেও ইসলামের মৌলিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত তারা অর্জন করার সুযোগ পায়নি। মুসলিম ছেলে-মেয়েদের যে ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞানটুকু শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল-একথাটুকু পর্যন্ত তাদের পিতা-মাতা ভুলে গেছে। ফলে ইসলামে পালনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

ক. ফরয কী ? ১
খ. ফিক্‌হ শাস্ত্র বলতে কী বুঝায় ? ২
গ. সাহিবাইন, শায়খাইন, তারফাইন বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ৩
ঘ. ফিক্‌হ শাস্ত্র কী ? ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতের বর্ণনাপূর্বক উল্লেখ করুন যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সোহান ও রোহান কোন বিষয়ের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল ? ৪

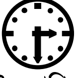
উত্তরমালা: ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ ৬। ক ৭। খ ৮। গ ৯। ক ১০। গ ১১। ক ১২। খ ১৩। গ

মৌলিক ইবাদাতসমূহ

ইউনিট ৭

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ হচ্ছে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। তিনি একমাত্র মাবুদ। আর আমরা তাঁর বান্দা। বান্দার কাজ হচ্ছে মাবুদের ইবাদাত করা। ইসলামে কতকগুলো মৌলিক ইবাদাত আছে। যেমন- সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এ ইউনিটে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ৬ দিন।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হলো-

পাঠ -১: ইবাদাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

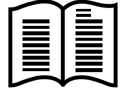


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- ইবাদাতের অর্থ বলতে পারবেন;
- ইবাদাতের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ইবাদাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইবাদত, আশরাফুল মাখলুকাত, জিন।



১.১ (عبادة)ইবাদাতের পরিচয়

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব করা, বন্দেগি করা, আনুগত্য করা, উপাসনা করা, স্তব-স্তুতি করা, আরাধনা-অর্চনা করা।

ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর প্রেরিত নবীর প্রদর্শিত পথে যে কাজ করি তাই ইবাদাত। আল্লাহর প্রতি মানুষের যে সব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা পালন করাই ইবাদাত। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হল ইবাদাতের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেক আল্লাহ নির্দেশিত যে কোন কাজই ইবাদাত। মোটকথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নির্দেশিত পথের সমস্ত কাজই ইবাদাত। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই ইবাদাত। এভাবে আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে চলি তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের তিনি পুরস্কৃত করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা পাব অনাবিল সুখ আর শান্তি।

১.২ মানব জীবনে ইবাদাতের গুরুত্ব

ইবাদাতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন ও পালন করছেন। তাঁরই হাতে রয়েছে আমাদের জীবন-মরণ। তিনিই আমাদের মালিক-মনিব, প্রভু। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের কাজ হল তাঁর হুকুমমত চলা ও তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগি করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগির জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিআত ৫১ : ৫৬)

আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়নই ইবাদাত

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখলুকাত) হিসাবে অতীব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহর অগণিত নিয়ামতরাজির মধ্যে ডুবে আছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই প্রতিনিধি করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলব, তাঁরই নিয়মমত পৃথিবীকে চালাব, এটাই আমাদের কাছে ইসলামের দাবি।

ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্যই

মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আর কারও অংশীদারিত্ব নেই, তার সমকক্ষও কেউ নেই। তাই ইবাদাত করতে হবে একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ বলেন - "তারা তো কেবল এ জন্যেই আদিষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে একান্তভাবে দাসত্ব ও গোলামী করবে।" (সূরা বায়্যিনাহ- ৯৮ : ৫)

বান্দার সকল কাজই ইবাদাত

ইবাদাত মানে শুধু উপাসনা বা আধ্যাত্মিক ইবাদতকে বুঝায় না। আল্লাহর নির্দেশিত পথে মুমিনের সকল কর্মকাণ্ড ইবাদাতের শামিল। আল্লাহর ঘোষণা থেকে তাই বুঝা যায়। তিনি বলেন : "সালাত আদায় করার পর ভূ-মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপৃত হও।" (সূরা জুমুআ ৬২ : ১০)

ইবাদাত সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর জন্য

মানুষ যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়; সে জন্য আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের জন্য সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের মত চারটি বুনিয়াদি ইবাদাত বাধ্যতামূলক করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে এই ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে আমরা সর্বক্ষণের জন্যে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

সকল নবী ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেছেন

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, সবাই আল্লাহর ইবাদাতগুযার বান্দা ছিলেন। যেমন- আল্লাহ বলেন : "তারা সবাই আমার ইবাদাতগুযার বান্দা ছিলেন।" (সূরা আম্বিয়া ৭৮ : ৭৩) আর সকল নবী-রাসূলের একই আহ্বান ছিল- "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর।"

দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য ইবাদত

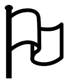
মানুষের পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যেমন আল্লাহর ইবাদত করা এবং তারই হুকুম আহকাম মেনে চলা অপরিহার্য, তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তির জন্য ইবাদাত করা প্রতিটি মানব সন্তানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

 **সারসংক্ষেপ**

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেবা জীব। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ হচ্ছে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় উত্তম কাজই হল ইবাদাত। তিনি একমাত্র মাবুদ। আমরা তাঁর আব্দ বা বান্দা। আবদের কাজ হচ্ছে মাবুদের ইবাদাত করা। ইসলামে কতকগুলো মৌলিক ইবাদাত আছে। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ।

 **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ**	"বান্দার কাজ বন্দেগি" এর তাৎপর্য পরস্পর আলোচনা করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সৃষ্টির সেরা জীব কী ?

(ক) মানুষ (খ) ফেরেশতা

(গ) জিন (ঘ) দানব

২। মানুষকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ?

(ক) পিত-মাতার খিদমতের জন্য (খ) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য

(গ) স্বামীর খিদমতের জন্য (ঘ) মানুষ মানুষের জন্য

৩। ইবাদত মানে হলো -

i. দাসত্ব করা ii. বন্দেগি করা iii. আনুগত্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। মৌলিক ইবাদত হলো ?

i. নামায ii. রোযা iii. হজ্জ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ?

(ক) কাজ করার জন্য (খ) খাওয়ার জন্য

(গ) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য (ঘ) লেখা-পড়ার জন্য

৬। বান্দার সকল ভালো কাজকে কি বলা হবে ?

(ক) দায়িত্ব (খ) ইবাদত

(গ) কর্তব্য (ঘ) মানবাধিকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

নিসার উদ্দীনরা চার ভাই ও তিন বোন। বোনদের অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের পিতা মৃত্যুর সময় অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে সম্পদ নিয়ে ভাই-বোনদের মাধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। কারণ তিন প্রবাসী বোন জানতে পারে যে, চারভাই মিলে বোনদের বঞ্চিত করে পিতার সকল সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে। এতে বোনরা ক্ষিপ্ত হন। উপায়ন্তর না দেখে চারভাই-এর বিরুদ্ধে বোনেরা আদালতে মামলা দায়ের করেন।

ক. ইবাদত কী ? ১

খ. ‘আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি’ ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. চারভাই ইসলামের কোন বিধানটি লঙ্ঘন করেছেন ? কীভাবে ? ৩

ঘ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কুরআন-হাদিসের আলোকে বর্ণনা করুন। ৪

উদ্দীপক-২

রাজিব ও হুমায়ূন দুই বন্ধু। রাজিব ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পুরোপুরি পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু হুমায়ূন কখনো পালন করেন আবার কখনো ত্যাগ করেন।

ক. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ? ১

খ. ইবাদতের হকদার কে ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. ইসলামে মৌলিক ইবাদতগুলো কি কি ? ৩

ঘ. সালাত মানুষকে কীভাবে সামাজিক হতে সাহায্য করে-বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ ৬। খ

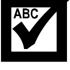
পাঠ-২: সালাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

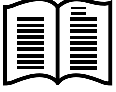


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- সালাত কাকে বলে বলতে পারবেন;
- সালাতের গুরুত্ব বুঝাতে পারবেন;
- সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সালাতের সামাজিক শিক্ষার বিবরণ দিতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	সালাত, স্তম্ভ, দু'আ, প্রার্থনা, বান্দা, মিরাজ, দায়িত্ব, মিফতাহ, হাদিসে কুদসি, মানসিক প্রশান্তি।



২.১ সালাতের পরিচয়

ইসলামি জীবনব্যবস্থা পাঁচটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সালাত পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ। ঈমানের পরই এর স্থান। সালাত শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত আরবি শব্দ-এর অর্থ– দু'আ, প্রার্থনা, সান্নিধ্য। যেহেতু নামাযে দুআ ও প্রার্থনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায়, তাই নামাযকে আরবিতে সালাত বলা হয়।

২.২ সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলাম যে পঞ্চ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে সালাতের স্থান দ্বিতীয়। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব এতই বেশি যে, সালাত ব্যতীত ইসলামের কল্পনাই করা যায় না। যে সালাত পরিত্যাগ করে সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলে। সালাত ত্যাগ করা কুফরেরই নামান্তর। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত। সালাত বেহেশতের চাবি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি সালাতের মাধ্যমেই হয়। সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত মানবসমাজে সাম্য, শৃঙ্খলা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব নির্বাচন, আনুগত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। অতএব ইসলামে সালাতের ধর্মীয় এবং সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

দাসত্বের প্রকাশ

সালাতে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে আনুগত্য, দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হাদিসে কুদ্সিতে আছে, আল্লাহ বলেন : "বান্দা যখন সিজদা করে তখন আমি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হই।" নামাযের মাধ্যমে নামাযী ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে। কেননা নামায হল বেহেশতের চাবি। মহানবি (স) বলেন-"নামায বেহেশতের চাবি।" নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে অত্যধিক স্মরণ করার সুযোগ হয়। যে ব্যক্তি যত অধিক নামায আদায় কওে, সে তত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।

মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কারী :

ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান উপায় হচ্ছে সালাত। মহানবি (স) বলেছেন : "মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তু হলো নামায বর্জন করা।" নামায হচ্ছে ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। যে মুমিন। নামায আদায় না করে কেউ মুমিন হতে পারে না। মহানবি (স) বলেন- "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয় সে কাফির হয়ে যায়।"

মহানবি (স) বলেছেন : "নামায দ্বীনের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি নামায প্রতিষ্ঠা করে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করল। আর যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলল।"

সর্বোত্তম নেক আমল :

মহানবি (স) -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন: "সময়মত নামায পড়া" নামায মানুষের দেহ-মনকে সকল প্রকার পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে।"

নামাযে মানসিক পরিশুদ্ধি ঘটে এবং প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন পূর্বশর্ত। আর নামায আদায় করতে বাহ্যিক পবিত্রতা তথা উযু ও গোসল করে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তারপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে মন হতে সকল প্রকার পার্থিব লোভ লালসা, হিংসা-দ্বেষ, ইত্যাদি মানসিক পাপ হতে ও মনকে পবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"যে মুমিন নামাযে বিনয়াবনত তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত।" (সূরা মুমিনুন-২৩: ১-২)

২.৩ সালাতের শিক্ষা

সালাত ব্যক্তিগত ইবাদাত হলেও সমাজের ওপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে। সালাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে : একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামায়াতে পড়ার কারণে মুসল্লিগণ দৈনিক পাঁচবার একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা ও রোগ-শোকের কথা জানতে পারে এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা করতে পারে।

সাম্য প্রতিষ্ঠা :

সালাতে দাঁড়াবার সময় কারো জন্য পূর্ব নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ থাকে না। ফলে ধনী-গরিব, বাদশাহ ফকির, চাকর-মনিব, বিদ্বান- মূর্খ, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে দাঁড়ায়। এতে শ্রেণী বৈষম্য দূর হয় এবং অনুপম সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা :

সালাতের ওয়াক্ত হলে একই সময়ে আযান, একই সময়ে সালাত এবং একই সময়ে ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের ফলে শৃঙ্খলা বোধ ও সময়ানুবর্তিতা জন্ম লাভ করে। সামাজিক কোন সমস্যা সবাই মিলে সমাধান করার শিক্ষা পাওয়া যায়। আদর্শ সমাজ গঠনের প্রেরণা জাগ্রত হয়।

নিয়মানুবর্তিতা :

সালাত আদায় করতে একই সাথে নিয়ত করা, তাকবীরে তাহরিমা বাঁধা, একই সাথে রুকু সিজদা করা, একই সাথে সালাতের কার্যাবলি ইমামের পেছনে আদায় করতে হয়। এতে নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলন করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

নেতা নির্বাচন :

সালাতে একজন ইমাম নির্বাচন করতে হয়। আল্লাহভীরু ও সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিকেই ইমাম নির্বাচন করতে হয়। এ সময়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। জোরপূর্বক কিংবা অযোগ্য লোককে ইমাম নির্বাচন করা যায় না। কাজেই সালাতের মাধ্যমে সমাজে নেতা নিবাচন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

জামাআতবদ্ধ জীবন :

সালাত একাকী আদায় করা ঠিক নয়। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে হয়। এতে সমাজের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে ঐক্য, সংহতি, সংঘবদ্ধ জীবনবোধ এবং জামায়াতী জিন্দেগীর নিয়ম কানুন। ফলে সংঘবদ্ধ জীবন পরিচালনায়

উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় সাপ্তাহিক জুমুআর সালাত ও বছরে দুটি ঈদের সালাত আরোও বৃহত্তর অঙ্গনে ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা জাগে।

কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :

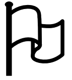
কুরআনে ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে সালাত কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। একজন মুসলিম ব্যক্তির যেমন প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সালাত কায়েম করা, ঠিক তেমনি গোটা ইসলামি রাষ্ট্রেরও সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সমগ্র রাষ্ট্রে সালাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করা। যে লোক সালাত পড়ে না, সে যেমন দ্বীন ইসলাম পালন করে না, তেমনি যে রাষ্ট্রে বা সরকার সালাত কায়েমের ব্যবস্থা করে না, সেটাও ইসলামি রাষ্ট্র নয়।



সারসংক্ষেপ

দৈনিক পাঁচ বার সালাত আদায় করার জন্য উত্তম রূপে পাক পবিত্র হতে হয়। উযূ-গোসল করতে হয়। উযূর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এতে মুখ পরিষ্কার হয়। উযূ গোসলের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করতে হয়- এর ফলে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা আসে। শারীরিক পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে মনকেও যাবতীয় কুচিন্তা হতে মুক্ত করতে হয়। এতে মানসিক প্রশান্তি আসে। তাছাড়া সালাত আদায় করতে হলে ওঠা-বসা করতে হয়। এর মাধ্যমে দৈহিক কসরৎ হয়। এতে দেহ সতেজ সবল হয় এবং দেহ মনে প্রফুল্লতা আসে। সালাতের এতসব কর্মকাণ্ডের কারণে মুসল্লি দৈহিক দিক থেকে ও মানসিক দিক থেকে অনেক রোগ-শোক ও টেনশন থেকে মুক্ত থাকেন। পবিত্র দেহ মন নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণায় উজ্জীবিত হন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	"নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে" এ প্রসংগে শ্রেণীকক্ষে পরস্পর আলোচনা করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামি জীবনব্যবস্থা কয়টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ?

(ক) পাঁচটি (খ) সাতটি
(গ) নয়টি (ঘ) এগারটি

২। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ কোনটি ?

(ক) রোযা (খ) সালাত
(গ) হজ্জ (ঘ) যাকাত

৩। সালাত কোন ভাষার শব্দ ?

(ক) আরবি (খ) ফার্সি
(গ) উর্দু (ঘ) বাংলা

৪। যে ব্যাক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দেয় তাকে কী বলে ?

(ক) ফাসিক (খ) কাফির
(গ) মুনাফিক (ঘ) মুশরিক

৫। কোন ইবাদত পাপ ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে ?

(ক) রোযা (খ) যাকাত

(গ) হজ্জ (ঘ) সালাত

৬। ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারের নামায কায়েমের কোন দায়িত্ব আছে কী ?

(ক) নেই (খ) কিছু দায়িত্ব আছে

(গ) অবশ্যই আছে (ঘ) ইচ্ছাধীন

৭। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য নামায কোন উপকারে আসে কী ?

(ক) অবশ্যই আসে (খ) আসে না

(গ) মাঝে-মধ্যে আসে (ঘ) জানি না

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

সুমাইয়া ও রুমানা দুই বোন। তারা নিয়মিত সালাত আদায় করেন। একদিন তারা তাদের বড় বোনের বিয়ের কেনাকাটা করার জন্য নিউ মার্কেটে যায়। এ সময় আসরের সালাতের ওয়াক্ত হয়। সুমাইয়া তার বড় বোন রুমানাকে বলে আপু! চল যাই সালাত আদায় করে আসি। সালাতের সময় যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রুমানা ছোট বোনকে বলে-চল তাড়াতাড়ি কেনাকাটা শেষ করে বাসায় ফিরে যাই। বাসায় গিয়েই সালাত আাদায় করে নেব । ততক্ষণে আসরের সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়।

ক. সালাত কী ? ১

খ. সালাতের চারটি সামাজিক শিক্ষা উল্লেখ করুন। ২

গ. সুমাইয়া ও রুমানা সালাতের কোন বিধানটি লঙ্ঘন করল ? ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. সালাতের গুরুত্ব কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

মসজিদের পাশেই রশিদ উদ্দীন সাহেব মুদি দোকানের ব্যবসা করেন। নামাযের সময় হলে তিনি দোকান বন্ধ করে মসজিদের উদ্দেশে রওনা হন। পাশের অন্যান্য দোকানদারসহ পথে যার সাথেই সাক্ষাৎ হয় তাকেই নামাযের দাওয়াত দেন। কিন্তু পাশের দোকানদার নামাযের সময় দোকান বন্ধ করেন না। তিনি মনে করেন নামাযে সময় নষ্ট হয়। ব্যবসায় লাভ কম হয়।

ক. সালাতের পরিচয় দিন। ১

খ. সালাত বেহেশতের চাবি-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মুমিনের সালাতকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩

ঘ. সালাত মুমিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়” - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।খ ৩।ক ৪।খ ৫।ঘ ৬।গ ৭।ক

পাঠ-৩: যাকাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

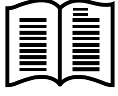


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- যাকাতের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- যাকাতের আর্থ-সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	যাকাত, পবিত্রতা, নিসাব, সাহিবে নিসাব, ২.৫%, আধাত্মিক শান্তি। দারিদ্রবিমোচন, জাতীয় যাকাত তহবিল।



৩.১ যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زكوة) আরবি শব্দ। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবৃদ্ধি-ক্রমবৃদ্ধি। যাকাতের সংজ্ঞা হলো- কোন 'সাহিবে নিসাব' মুসলমানের তথা নিজ ও নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছর শেষে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন সম্পদের শতকরা আড়াই (২.৫%) ভাগ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

প্রত্যেক 'সাহিবে নিসাব' বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলিমের ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয। অনেক কিছুর ওপরই যাকাত ফরয হয় এবং তা দিতে হয়। জমাকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, জমির ফসল, ব্যবসায়ের পণ্য, ঘরপালিত গবাদি পশু, গরু, ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে যাকাত দিতে হয়।

৩.২ যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

আসুন, যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্বের বিষয়ে জানি-

ফরয ইবাদাত : যাকাত একটি আবশ্যকীয় ফরয ইবাদাত। যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। কুরআনের বহু স্থানে সমান গুরুত্ব দিয়ে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। এ মর্মে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- "যারা যাকাত আদায় করে না, তারা আখিরাতে অস্বীকারকারী।" (সূরা হামিম-আস-সাজ্দা : ৬-৭)

ঈমানের পরীক্ষা : যাকাত ফরয করে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন যে, সে ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে কিনা। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।"

জাহান্নাম হতে মুক্তি : যাকাত আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অপরপক্ষে যাকাত আদায় না করলে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ প্রদান করুন।" (সূরা তাওবা ৯: ৩৪)

আধ্যাত্মিক শান্তি : একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। সে স্বীকার করে ধন-সম্পদ আল্লাহর দান এবং তিনি ইচ্ছা করলে তা কেড়েও নিতে পারেন। তাই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত আদায় করে সে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করে। যাকাতদাতার মনে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জন্মায়। তাই যাকাতদাতা সম্পদের সঠিক হিসাব করে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করে। এক্ষেত্রে কোন রূপ ফাঁকির প্রবণতা সৃষ্টি হয় না।

৩.৩ যাকাতের সামাজিক শিক্ষা

যাকাতের সামাজিক শিক্ষা ব্যাপক। আমরা যাকাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক এখানে জানাবো :

বৈষম্য দূরকরণ :

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য ক্রমে হ্রাস পায় এবং তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন :

'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিগণ যদি সততার সাথে এবং আল্লাহর নির্দেশমত যাকাত আদায় করেন, তাহলে সমাজে কোন মানুষ অন্নহীন-বস্ত্রহীন এবং ঘরহীন থাকতে পারে না। দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন।

সেতুবন্ধন :

যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহৃদয়তা ও সহনশীলতার উন্মেষ ঘটে। কেননা যাকাত হচ্ছে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের একটি সুন্দরতম সেতুবন্ধন। মহানবি (স) বলেছেন "যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন।"

সহানুভূতি সৃষ্টি :

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে আছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ফলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ কমে আসে। গরিবরাও ধনীদেরকে তাদের বন্ধু মনে করে এবং সহানভূতিশীল হয়ে ওঠে। ধনিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও দানের অর্থে সমাজের অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন মিটিয়ে বহু সমাজকল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। ফলে সমাজ সমৃদ্ধ হয়।

৩.৪ যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা

যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষার কয়েকটি দিক সম্পর্কে জানবো :

জাতীয় আয় :

যাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড়ো উৎস। 'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ 'জাতীয় যাকাত তহবিলে' প্রদান করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে পারে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক যে ব্যবধান, তা যাকাতের মাধ্যমে দূর হতে পারে। যাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা :

যাকাত মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে। অক্ষম ও অসমর্থ সকলকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করতে হয়। এতে যাকাত সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। যাকাত প্রদানের খাতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। যাকাতের ৮টি খাত হচ্ছে-

(ক) গরিবদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত।
(খ) অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত।
(গ) যাকাত আদায়ের প্রশাসনিক ব্যয়।
(ঘ) দাসমুক্ত করা।
ঙ. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য।
চ. নও-মুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন।
ছ. মুসাফিরদের সাহায্য।
জ. আল্লাহর পথে কল্যাণকর সামাজিক কার্যে ও যুদ্ধ-জিহাদে।

কুরআনে নির্দেশিত উপরিউক্ত আটটি খাতকে সম্প্রসারিত করে যাকাতের অর্থ আরো ব্যাপকায়তনে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে লাগানো যায়। সুতরাং যাকাতের ভূমিকা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে খুবই বিস্তৃত।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

যাকাত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র-দুস্থ মানুষের অভাব-অনটন বিমোচনে এবং জীবন-জীবিকা যোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাত রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে, যাকাতের অর্থের মাধ্যমে দরিদ্রের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্প ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দরিদ্র-বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যাকাতের অর্থ দিয়ে গড়ে ওঠা এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গরিব-অভাবী ব্যক্তিরা কাজ করে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং তাদের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অভাব পূরণ করতে পারে। তাছাড়া যাকাতলব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঋণমুক্ত করা যায়।

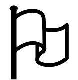
সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি :

যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত হয়ে থাকতে পারে না, অগণিত মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, বাজারে চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলে বেকারত্ব দূর এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে যাকাত ইসলামি সমাজে কর্ম, ভোগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে। যাকাত সম্পদ মজুদ করার ঘোর বিরোধী। যাকাত অর্থকে অলসভাবে মজুদ করে রাখার প্রবণতা দূর করে এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করার জন্য বলিষ্ঠ প্রেরণা যোগায়। ফলে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব তিরোহিত হয়ে যায়। যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাতের অর্থ ব্যয় করার খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। কাজেই এক্ষেত্রে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই। আধুনিক করের মতো যাকাতের ব্যাপারে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বিরল। মানুষ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যাকাত দিয়ে থাকে। সুতরাং যাকাত হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফাঁকি ও প্রতারণার প্রবণতা দূর করার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অনন্য।

 **সারসংক্ষেপ**

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরই এর স্থান। প্রত্যেক ধনবান মুসলমান নর-নারীদের ওপর যাকাত ফরয। কেউ এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। যাকাত হল অর্থনৈতিক ইবাদাত। মহানবি (স) যাকাতকে ‘ইসলামের সেতু' বলেছেন। যাকাতের ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকেও এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় যাকাতদানের মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি আনায়ন করা।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	‘দারিদ্রে বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা’ বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ কোনটি ?

(ক) সালাত　　(খ) যাকাত

(গ) সাওম　　(ঘ) হজ্জ

২। যাকাত অর্থ কী ?

(ক) পূত-পবিত্র　　(খ) পরিশুদ্ধ

(গ) ক্রমবৃদ্ধি　　(ঘ) সব কটি ঠিক

৩। কাদের ওপর যাকাত ফরয ?

(ক) সাহিবে নিসাব ব্যক্তিদের　　(খ) নির্দয় ব্যক্তিদের

(গ) ধনি-গরিব সকলের (ঘ) ধনী লোকেদের।

৪। যাকাত কী ধরনের ইবাদত ?

(ক) শারীরিক ইবাদত (খ) আর্থিক ইবাদত

(গ) শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত (ঘ) মানসিক ইবাদত।

৫। শতকরা কত অংশ যাকাত দিতে হয় ?

(ক) শতকরা দশভাগ (খ) শতকরা পাঁচভাগ

(গ) শতকরা আড়াই ভাগ (ঘ) শতকরা বিশভাগ ।

৬। যাকাতের অর্থ কোথায় খরচ করার বিধান ?

(ক) নির্ধারিত আটটি খাতে (খ) নির্ধারিত সাতটি খাতে

(গ) নির্ধারিত পাঁচটি খাতে (ঘ) নির্ধারিত তিনটি খাতে ।

৭।নিচের কোন বস্তুর যাকাত দিতে হয় ?

(ক) জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (খ) জমির ফসল

(গ) ঘরপালিত গবাদি পশু (ঘ) ওপরের সবকটিতে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

জিয়াদুল ইসলাম এক শিল্পপতি। প্রতি বছর তিনি অনেক টাকা টেক্স দেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অনেক টাকা প্রদান করেন। কিন্তু যাকাত আদায় করেন না। তিনি মনে করেন ট্যাক্স ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে টাকা প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৮। উক্ত কাজের মাধ্যমে জিয়াদুল ইসলাম শরীআতের কোন বিধান লঙ্গন করেছেন-

(ক) ফরয (খ) ওয়াজিব

(গ) নফল (ঘ) মুস্তাফিজ

৯। উক্তকাজের মাধ্যমে জিয়াদুল ইসলাম-

i. ফরয লঙ্গনের শাস্তি পাবেন ii. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন।

iii. গরীবের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

নাসির সাহেব একজন ধনীলোক। দু'একবার চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। তিনি দান খয়রাত করেন। কিন্তু হিসাব করে যাকাত দেননা। তার ধারণা, দান খয়রাত করলে যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তার বন্ধু জসিম সাহেব একজন আলিম। তিনি বলেন, যাকাত ধনীর সম্পত্তিতে গরীবের অধিকার। তাই প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। কারণ অন্যান্য ফরয ইবাদতের ন্যায় যাকাত দেওয়াও ফরয। যাকাত না দিলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. যাকাত কী ? ১

খ. কাদের ওপর যাকাত ফরয ? বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. নাসির সাহেবের যাকাত না দেওয়ায় সমাজে এর প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. আপনি কি মনে করেন যে, জসিম সাহেব ঠিক কথা বলেছেন ? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দিন। ৪

উদ্দীপক-২

জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। যাকাত দিতে হবে এই ভয়ে তিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন না। তাই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে ফ্ল্যাট কিনে ফেলেন। ফলে তার হাতে কোন টাকা জমা থাকে না বলে যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকেন। কিন্তু মহল্লার ইমাম সাহেব একদিন জুমুআর খুতবায় বলেন, ফ্ল্যাট ভাড়ার ওপরও যাকাত প্রদান করতে হবে। ফলে জামিল সাহেব এবার যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকতে পারলেন না।

ক. যাকাতের পরিমাণ কত ? ১

খ. "যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধন" -বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে সম্পদ ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে ? ৩

ঘ. যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা কী ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। গ ৬। ক ৭। ঘ ৮। ক ৯। ঘ

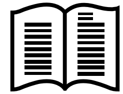
পাঠ-৪: যাকাতের নিসাব ও ব্যয়ের খাত



উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- যাকাতের নিসাব কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি জানতে পারবেন;
- যাকাত ও সাদাকা গ্রহণকারীদের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	ফরয, বাধ্যতামূলক, মূল্যবান ধাতু ব্যবসায়িক পণ্য-দ্রব্য, সঞ্চয়।

৪.১ যাকাতের নিসাব

সারা বছর যার কাছে নিজের ও পরিবারের যাবতীয় খরচ বাদে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকে অথবা এর সমপরিমাণ টাকা থাকে এরূপ প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয। ধনীর সম্পদের ওপরে বছরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাতের হার নির্ধারিত হয়েছে। মজুদকৃত অর্থ নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত দিতে হয় না। কেবল নগদ টাকার ওপরই যাকাত ফরয নয়, মুসলমানদের অনেক সম্পদের ওপরই যাকাত ফরয। খেতের ফসল, গরু-মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা এবং সোনা, রুপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্যেরও যাকাত দিতে হয়। যে সমস্ত জিনিসের যাকাত দিতে হবে, সে সমস্ত জিনিসের মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি থাকতে হবে। কারও সঞ্চয়ের পরিমাণ রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন তোলা ও সোনার ক্ষেত্রে সাড়ে সাত তোলা পরিমাণ হলে অথবা অনুরূপ অর্থ থাকলে যাকাত দিতে হয়। সকল প্রকার পণ্যের বেলায় রূপার মান হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে নিসাব বা পরিমাণ হিসাব ঠিক করা হয়।

৪.২ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত

যাকাত ধনবান মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয। ইসলামে যাকাত রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস। যাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে এটি আদায় ও ব্যয় করলে এর পুরোপুরি হক আদায় হয় না। কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক এটি আদায় ও খরচ করতে হবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত কেবল মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের এবং যাদের অন্তরকে (আল্লাহর দিকে) আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং বন্দিদের মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য আল্লাহর পথে- এবং মুসাফিরের জন্য এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ৯ : ৬০)

কুরআনে উল্লিখিত এ আটটি খাতেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। যথা–

- ফকির অর্থাৎ যারা একেবারে নিঃস্ব নয়; কিন্তু যাদের মালের পরিমাণ নিসাবের কম, তাদের এ শ্রেণীতে গণ্য করা হয়।
- মিসকীন বা বিত্তহীন লোক যার কিছুই নেই। মিসকীন শব্দের অর্থ অচল বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা এ পর্যায়ভুক্ত।
- যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীবৃন্দ। এ সকল কর্মচারীর জন্য যাকাত তহবিল থেকে ব্যয় করা যাবে ।
- সত্যের সন্ধানী ব্যক্তিগণ। যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের প্রতি অনুরাগী, কিন্তু অর্থের অভাবে সেই সত্যতা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, তাদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা যায়। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যারা নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি হারিয়েছে তাদেরও যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।
- বন্দিদের মুক্তিদানের ব্যাপারে তাদের মালিকদের যাকাত তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা যায়।
- ঋণ পরিশোধে অসমর্থ লোক। সমাজে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে ঋণমুক্ত করার জন্য এক-অষ্টমাংশ ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ অর্থ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়।
- বিপদগ্রস্ত ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার জন্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী প্রথিক। প্রবাসে অবস্থানকালে অর্থের অভাবের কারণে মুসাফিরগণ বিপন্ন হয়ে পড়লে তাদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য করা যায়।
- ইসলামের রক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ ফি-সাবিলিল্লাহি বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা যেতে পারে। জিহাদে যোগদানকারীকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৪.৩ যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

নিম্নলিখিত শর্তে একজন মুসলমানের প্রতি যাকাত ফরয। যেমন–

- যাকাতদাতাকে মুসলমান হতে হবে;
- যাকাত প্রদানকারীকে বুদ্ধিমান হতে হবে;
- যাকাত প্রদানকারীকে স্বাধীন হতে হবে, পরাধীন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়;
- যাকাত প্রদানকারীকে বালেগ হতে হবে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়;
- নিসাবের মালিক হতে হবে। নিসাবের কম হলে যাকাত ফরয নয়;
- ঋণমুক্ত হতে হবে। ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তির ওপর যাকাত দেওয়া ফরয নয়;
- নিসাবের মালিক থাকা অবস্থায় সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে; পাগল, অমুসলমানের ওপর যাকাত ফরয নয়।

৪.৪ সাদাকা

ইসলামে দান দুই প্রকার- বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক। বাধ্যতামূলক দান হচ্ছে যাকাত। স্বেচ্ছামূলক দানকে বলা হয় সাদাকা। সাদাকার জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যে কোন মুসলিম যে কোন সময়ে এ ধরনের দান করতে পারে। সাদাকা বাধ্যাতমূলক না হলেও এটি খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কুরআনে সাদাকার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। সাদাকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। মানুষ তার সামর্থ্যানুযায়ী যত ইচ্ছা সাদাকা দিতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর জন্য ইচ্ছামত দান করা ভালো। নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে সাদাকা গ্রহণকারী হিসেবে অনুমোদন করা হয় :

১. নিকট আত্মীয়-স্বজন; ২. ইয়াতীম; ৩. অভাবগ্রস্ত; ৪. প্রবাসী (মুসাফির); ৫. ভিক্ষুক; ৬. বন্দির মুক্তিপণ ক্রয়ের জন্য; ৭. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে জীবিকা উপার্জনে অক্ষম এমন গরিব লোক।



সারসংক্ষেপ

নিসাব অর্থ পরিমাণ। সাহিবে নিসাব মানে যাকাত প্রদানের নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ যার আছে। একজন মুসলমানকে বাৎসরিক জীবন নির্বাহের পর দেনা-পাওনা বাদে যদি 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাকে যাকাত দিতে হবে। যাকাতের সম্পদ কুরআন নির্দিষ্ট ৮টি খাতে প্রদান করতে হবে। যাকাত বাধ্যতামূলক আর্থিক ইবাদত। সাদাকা হলো সেচ্ছা দান। সাদাকার ফযিলত ও সাওয়াব অনেক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'যাকাতের আটটি খাত'- কুরআনের যে আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তা অর্থসহ মুখস্থ বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিসাব অর্থ কী ?

(ক) নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ (খ) নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা
(গ) নির্দিষ্ট পরিমাণ গরু (ঘ) নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ

২। সোনার নিসাব কত ?

(ক) সাড়ে ছয় তোলা (খ) সাড়ে সাত তোলা
(গ) সাড়ে আট তোলা (ঘ) সাড়ে নয় তোলা

৩।. রূপার নিসাব কত ?

(ক) সাড়ে ছয় তোলা (খ) সাড়ে সাত তোলা
(গ) সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ঘ) সাড়ে নয় তোলা

৪। কি পরিমাণ সম্পদ যাকাত আদায় করতে হবে ?

(ক) শতকরা আড়াই ভাগ (খ) শতকরা তিন ভাগ
(গ) শতকরা পাঁচ ভাগ (ঘ) শতকরা সাত ভাগ

৫। যে সকল সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয় তাহলো

i. খেতের ফসল ii. গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া iii. সোনা-রূপা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। মিসকিন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিত্তহীন লোক, যার কিছুই নেই (খ) বিত্তহীন লোক, যার কিছু আছে
(গ) যার বাড়ি নেই (ঘ) যার গাড়ি নেই

৭। ফকির কাকে বলে ?

(ক) যার একটি গাড়ি আছে (খ) যার একটি দোকান আছে
(গ) যে একেবারে নিঃস্ব নয়, যার কিছু আছে (ঘ) যার অন্তত একটি বাড়ি আছে

৮। যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত হলো-

i. নিসাব পরিমাণ মাল থাকা ii. মুসলমান হওয়া iii. সম্পদ এক বছর থাকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। সাদাকা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অস্বেচ্ছামূলক দান　　(খ) জোরপূর্বক দান

(গ) স্বেচ্ছামূলক দান　　(ঘ) দানে বাধ্য করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

সিরাজ সাহেব এলাকার একজন বিখ্যাত জমিদার। প্রতি বছর তিনি জমি থেকে হাজার হাজার মন ধান ও পাট পান। অন্যান্য শাক-সব্জী তো আছেই। বাড়ির পাশেই রয়েছে বিরাট আকৃতির গাভীর খামার। গাভী থেকে প্রতিদিন শত শত মন দুধ উৎপাদিত হয়। গরু-মহিষের খামার তো রয়েছে। রাখালরা সারাদিন এগুলো চড়িয়ে বেড়ায়। পাইকারদাররা প্রতিদিন তাঁর খামার থেকে গোশতের জন্য গরু-মহিষ ক্রয় করে নিয়ে যায়। এ ভাবে সিরাজ সাহেব প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হলেও যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন।

ক. নিসাব কী ? ১

খ. যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো কি কি ? ২

গ. যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হয় ? যাকাত ও সাদাকার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। গ ৬। ক ৭। গ ৮। গ ৯। গ

পাঠ-৫: সাওমের গুরুত্ব ও শিক্ষা

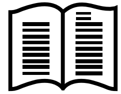


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- সাওমের পরিচয় বলতে পারবেন;
- সাওমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাওমের সামাজিক শিক্ষা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সাওম, সাওম, তাকওয়া, মুহাররম, রমাযান, সহমর্মিতা, ঈদুল ফিতর, উম্মাত, ঈমানি গুণাবলি, নৈতিক গুণাবলি।



৫.১ সাওমের পরিচয়

সাওম ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে তৃতীয়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মুসলমানের ওপর রমাযান মাসে সাওম পালন করা 'ফরয' । সাওম মানে বর্জন করা বা বিরত থাকা। ইসলামি শরীআতের পরিভাষায় সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়াতের সাথে যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'।

হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমাযান মাসে ইসলামে সাওম পালন করার বিধান চালু হয়। রমযান মাসকে সাওম সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। 'রময' শব্দের অর্থ-পুড়িয়ে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেওয়া। মানুষের যাবতীয় খারাপ প্রবণতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য বছর ঘুরে আসে রমযান মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। রমযান মাস ইবাদাতের মাস। মানুষ এ মাসে বেশি বেশি ইবাদাত করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা দেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাকারা ২ : ১৮৩)

রমাযান মাসের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মহানবি (স) মুহাররম মাসের দশ তারিখে সাওম পালন করতেন। এ সময়ে রাসূলে করীম (স) ইয়াহূদীদের রীতি অনুযায়ী সাওম পালন করতেন।

সাওম একটি প্রাচীন ধর্মীয় বিধান। সাওমের প্রচলন সকল ধর্মের মধ্যে থাকলেও তার ধরন ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

৫.২ সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

আত্মিক উৎকর্ষ সাধন : আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য বা সকল যুগ ও কালের ইবাদাত। রোযা কেবল মুসলমানদের জন্যই অপরিহার্য নয় এবং পূর্ববর্তী কালের সকল নবী-রাসূলের উম্মাতের ওপর অপরিহার্য ছিল।

তাকওয়া সৃষ্টি :

রোযার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মহান প্রভুর ভালোবাসা ও ভয়ে বান্দার কিছু গ্রহণ না করা এবং যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা 'তাকওয়ার' নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন- "তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদেও পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পার।" রোযার মধ্যে কোনরূপ লৌকিকতা নেই। সাওম একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসারই নিদর্শন। রোযা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। রোযা রাখলে মানব মনে খোদা-ভীতি জাগ্রত হয়, সংযমে ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে। এটা একটি নীরব ইবাদাত।

রোযা ঢাল স্বরূপ : রোযা মানুষকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে ঢাল স্বরূপ বাঁচিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা ইত্যাদি রিপুর তাড়নায় মানুষ বিপদগামী হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়; রোযা মানুষের এসকল কুপ্রবৃত্তি দমন করে। মহানবি (স) বলেছেন : "রোযা ঢাল স্বরূপ"।

রোযা মুক্তির উপায় : কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এ মর্মে মহানবি (স) বলেন : "রোযা সুপারিশ করে বলবে, হে প্রভু! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে পানাহার ও অন্যান্য কামনা বাসনা হতে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" (বাইহাকী)

সাওমের ফযীলতও অনেক বেশি। আল্লাহ নিজ হাতে এর প্রতিদান দেবেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে-

"সাওম একমাত্র আমার জন্য। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (মিশকাত)

রমাযানের শেষের দশ দিন আরও তাৎপর্যপূর্ণ এ জন্য যে, এ সময়ে ইতিকাফ করা হয়। ইতিকাফে অনেক সওয়াব আছে। রমাযানের পুরো মসই ফযীলতপূর্ণ। এর পর আসে ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্ব। এ দিনে মুসলমানরা ঈদগাহে জামাআতে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করেন। সালাতের পূর্বে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিতরা আদায় করতে হয়। ফরয সাওম ব্যতীত নফল সাওমও আছে। বছরে পাঁচ দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন তা পালন করা যায়।

৫.৩ সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি : সাওমের অনুশীলনের মাধ্যমে সামাজিক জীবনে মানুষ ক্ষুধার্ত, অনাহারী ও অর্ধাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং ক্ষুধা-পিপাসার অসহ্য কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে

আদর্শ সমাজ গঠন : সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা পায়। যার ফলে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, ঝগড়া-ফাসাদ, অশ্লীলতার চর্চা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সুষ্ঠু-সুন্দর আদর্শ জীবন লাভ করে থাকে।

সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে : সাওম সমাজের অবহেলিত ও মেহনতি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) -বলেন, "এ মাসে যারা দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার কওে, তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা করেন।"

দৈহিক সুস্থতা বিধান : সাওমের মূল উদ্দেশ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঈমানি গুণাবলি সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব গুণাবলি অর্জনের পাশাপাশি দৈহিক কল্যাণের দিকটি কোনক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে। অব্যাহত ভোগ মানুষের দেহযন্ত্রকে অবসন্ন ও একঘরে করে দেয়। এ জন্য মাঝে মধ্যে উপবাস থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

প্রশিক্ষণ : পবিত্র রমযান মাস হচ্ছে মুসলমানদের জন্য প্রক্ষিণের মাস। রমযান মাস হচ্ছে বছরের ১২ মাসের মধ্যে এক মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স। এটি সমাপ্ত করতে হবে দক্ষতার সাথে। আর এ দক্ষতা বাকি ১১ মাস কাজে লাগাতে হবে।

রমাযান মাসের সাওম পালন একটি সমষ্টিগত ইবাদাত। এ মাসের আগমনের সাথে সাথে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এক অনাবিল প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। এ মাসে প্রতিযোগিতা শুরু হয় ইবাদাত-বন্দেগি, দান-খয়রাত, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতায় কে কার চেয়ে বেশি অগ্রগামী হবে।

এর মাধ্যমে ঐক্য ও সৎসাহস বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাওম আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

আর্থ-সামাজিকতার ক্ষেত্রে : সাওমের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন ও শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাওম বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। মুসলমান এ মাসে দান-খয়রাত, যাকাত-ফিতরা ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসে।

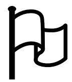
সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা : উন্নতি ও বিকাশের জন্য মানুষের উত্তম পরিবেশ প্রয়োজন। পবিত্র ও পুণ্যময় জীবন যাপনের জন্য পবিত্র ও সুন্দর অনুকূল পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। রমযান মাস মুসলমানদের জন্য এক সুন্দর ও পূতপবিত্র পরিবেশ নিয়ে আসে।



সারসংক্ষেপ

সাওম মুসলমানদের মধ্যকার সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। রমাযান আসার সঙ্গে সঙ্গে সকল সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। এ একটি মাস ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে সমভাবে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। যে ধনী ব্যক্তির ঘরে খাদ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, তাকেও দু এক দিন নয়, পুরো এক মাস দিনের বেলা অনাহারে কাটাতে হয়। সুতরাং মুসলিম জাহানে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকে এ সময়ে একই পর্যায়ে এনে দেয়। রমযান মাসের ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে দেয়।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বস্তুত সমাজ উন্নয়নের জন্য, সামাজিক সুষম বিকাশের জন্য, বিশ্বমানবের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করার মানসে, পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সাওম পালন একান্ত অপরিহার্য।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ কোনটি ?

(ক) সালাত
(খ) যাকাত
(গ) সাওম
(ঘ) হজ্জ

২। কার ওপর সাওম বাধ্যতামূলক ?

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক সব পুরুষদেরর ওপর
(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক সব মুসলমানের ওপর
(গ) প্রাপ্ত বয়স্ক সব নারীর ওপর
(ঘ) প্রাপ্ত বয়স্ক সব মুসলমান পুরুষের ওপর

৩। কখন সাওম এর বিধান চালু হয় ?

(ক) হিজরি প্রথম বছরে রমাযান মাসে
(খ) হিজরি দ্বিতীয় বছরে মুহাররম মাসে
(গ) হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমযান মাসে
(ঘ) হিজরি তৃতীয় বছরে রমযান মাসে

৪। রমযানের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মহানবি (স) কখন রোযা রাখতেন ?

(ক) মুহাররম মাসের দশ তারিখে
(খ) রমাযান মাসের দশ তারিখে
(গ) রজব মাসের দশ তারিখে
(ঘ) রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখে

৫। কোন ইবাদত প্রাচীন অনুশাসন ?

(ক) সালাত
(খ) যাকাত
(গ) সাওম
(ঘ) হজ্জ

৬। রোযা ঢাল স্বরূপ-এটা কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর
(খ) রাসূল (স) -এর
(গ) আবু বকর (রা)-এর
(ঘ) আয়িশা (রা.)-এর

৭। হাশরের মাঠে রোযাদারগণ কোথায় স্থান লাভ করবে ?

(ক) আল্লাহর আরশের নিচে
(খ) আল্লাহর আরশের ওপরে
(গ) আল্লাহর আরশের ডান দিকে
(ঘ) আল্লাহর আরশের বাম দিকে

৮। রোযার পুরস্কার কী ?

(ক) বান্দার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে
(খ) বান্দার খাদ্যের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে
(গ) বান্দার পানি লাভের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে
(ঘ) বান্দার সুস্থতার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে

৯। ই'তিকাফ কী ?

(ক) রমাযান মাসে মসজিদে অবস্থান করা
(খ) মসজিদে অবস্থান করা
(গ) মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করা
(ঘ) মসজিদের ওপরে অবস্থান করা

১০। কখন ফিতরা দিতে হয় ?

(ক) মুহাররম মাসে
(খ) রমাযান মাসে
(গ) রজব মাসে
(ঘ) সাবান মাসে

১১। মুসলমানদের প্রশিক্ষণের মাস কোনটি ?

(ক) মুহাররম মাস
(খ) সফর মাস
(গ) রমাযান মাস
(ঘ) যিলহজ্জ মাস

১২। সর্বজনীন ও সমষ্টিগত আর্ন্তাতিক ইবাদত কোনটি ?

(ক) রমযান মাসে হজ্জ পালন করা
(খ) রমাযান মাসে জুমা আদায় করা
(গ) রমাযান মাসে কুরবানী করা
(ঘ) রমাযান মাসে রোযা পালন করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
একদা জামিল সাহেব তার এক আত্মীয় গফুর সাহেবের বাসায় গেলেন। গফুর সাহেব তখন জামিল সাহেবের খাওয়ার আয়োজন করলেন। তখন গফুর সাহেব বললেন- আমি আল্লাহর এমন একটি বিধান পালন করছি যা যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত রাখে।

১৩। গফুর সাহেব আল্লাহর কোন বিধানটি পালন করে চলেন ?

(ক) নামায (খ) রোযা
(গ) হজ্জ (ঘ) যাকাত

১৪। রোযা পালন করার মাধ্যমে

i. তাকওয়া সৃষ্টি হয়
ii. অপরের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়।
iii. দৈহিকভাবে সুখী থাকা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক

জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। তার শিল্পকারখানায় অনেক শ্রমিক কাজ করে। তিনি প্রচুর বেতনও দেন। তিনি গরিব-দুঃখিদের অনেক দান-খয়রাতও করেন। গরিব আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখেন। তাঁর কোন রোগ-শোকও নেই। নিয়মিত নামাজ আদায় করেন। কিন্তু রমযান মাসের সাওম পালন করেন না। তিনি বলেন, একাধারে একমাস সাওম পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সিয়ামের পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করেন। বিষয়টি ইমাম সাহেবের কানে গেলে তিনি জুমুআর খুৎবায় সাওমের বিস্তারিত বিধান ব্যাখ্যা করেন।

ক. সাওম কী ? ১
খ. কাদের ওপর সাওম ফরয ? ২
গ. জামিল সাহেবের কর্মকান্ড কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩
ঘ. সাওম পালন না করার পরিণতি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। গ ৬। খ ৭। ক ৮। ৯। ক ১০। খ
১১। গ ১২। ঘ ১৩। খ ১৪। ঘ

পাঠ-৬: হজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা

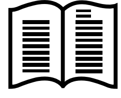


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- হজ্জের পরিচয় ও পটভূমি বলতে পারবেন;
- হজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- হজ্জের সামাজিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হজ্জ, মিনা, মুযদালিফা, আরাফাত, তাওয়াফ, সাঈ’, বাইতুল্লাহ, কাবা, হারাম শরিফ, মদিনা শরিফ, মক্কা শরিফ, মক্কা মু‘আজ্জামা।



হজ্জের পরিচয় ও পটভূমি

হজ্জ একটি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদাত। হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। হজ্জ-এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ-কোন সম্মানিত স্থানে গমনের সংকল্প। ইসলামি পরিভাষায় হজ্জ-এর অর্থ মক্কা মুআযযামায় অবস্থিত কাবা শরীফের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে কতিপয় বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের সংকল্প। নির্দিষ্ট দিনক্ষণে অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করাকেও হজ্জ বলে। নির্দিষ্ট স্থানগুলো হচ্ছে : মক্কা শরীফ ও পার্শ্ববর্তী মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফা। হজ্জের সময় হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ থেকে বার তারিখ পর্যন্ত।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা ফরয। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার আবশ্য কর্তব্য।” (সূরা আলে-ইমরান-৩ : ৯৭)

তবে মক্কার মুসলমানের জন্য গরিব হলেও হজ্জ ফরয। কারণ, তারা মক্কা মুআযযামার এত নিকটে বসবাস করে যে, তারা পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করতে পারে। এছাড়া মক্কার বাইরের লোক গরিব হলেও হজ্জের সময়ে মক্কাতে উপস্থিত থাকলে তার জন্য হজ্জ ফরয বা বাধ্যতামূলক। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইসলাম বলে, যে স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত নেই সে এমন একজন সঙ্গীর সাথে মক্কা শরীফে গমন করতে পারবে যার সাথে উক্ত স্ত্রীলোকের বিবাহ হারাম। উপযুক্ত সঙ্গী না থাকলে স্ত্রীলোকের জন্য হজ্জ ফরয নয়।

হজ্জের নির্দেশ নতুন কিছু নয়। ইতিহাসে এর প্রবর্তনের কোন নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে হযরত ইবরাহীম (আ) হজ্জের প্রচলন করেন। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে-

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

“নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কা) তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী ।” (সূরা আলে-ইমরান-৩ : ৯৭)

কুরআন মাজীদে এ ঘরকে ‘আল-বাইতুল আতীক' বা সুপ্রাচীন পবিত্র ঘর রূপে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) হজ্জের প্রচলন করেন।

কাবা ঘর আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাতের সর্বপ্রথম ঘর। কুরআনে একে বাইতুল আতীক-সুপ্রাচীন ঘর বলা হয়েছে। এই স্থানে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বলে এর অপর নাম ‘বাইতুল হারাম'। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)ও এখানে ইবাদাত করতেন।

হজ্জ প্রবর্তনের সঠিক তারিখ জানা না গেলেও হজ্জের কতিপয় অনুষ্ঠান যথা- তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং সাফা মারওয়ায়ে সাঈ মহানবি (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে হজ্জ একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। হজ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ যা হযরত মুহাম্মদ (স) -এর সময় প্রচলিত হয় তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুষ্ঠানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত শরীআত নির্ধারিত পন্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ করাকে উমরা বলা হয়। হজ্জের ফরয হচ্ছে (ক) ইহরাম বাঁধা, (খ) তাওয়াফ করা ও (গ) আরাফাতে অবস্থান। অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে ওয়াজিব ও সুন্নাত। ওয়াজিব তিনটি : (ক) সাফা মারওয়ায় সাঈ; (খ) মুযদালিফায় অবস্থান; (গ) কঙ্কর নিক্ষেপ ; (ঘ) বিদায়ী তাওয়াফ (বহিরাগত হাজীদের জন্যও)

(ঙ) মাথামুণ্ডন করা। যে সব কাজ বাদ পড়লে কুরবানী দিতে হয় তাও ওয়াজিব; বাকি সব সুন্নাত।

৬.২ হজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব

হজ্জ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যতম বুনিয়াদি ইবাদাত। এটি শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ইবাদাতের অনন্য সমন্বয়। হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এ সম্পর্কে আলোচিত হলো :

হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত : ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত। হজ্জ একাধারে দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক ইবাদাত। এ অনন্য ইবাদাত দ্বারা নিষ্ঠা, তাকওয়া, নম্রতা, আনুগত্য, প্রবৃত্তি কামনা বাসনা শুদ্ধি, ত্যাগ, কুরবানী, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য প্রভৃতির প্রেরণা ও ভাবাবেগ পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করে।

মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক সক্ষম ও সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর হজ্জ ফরয করে দিয়ে ঘোষণা করেন–

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে-ইমরান-৩ : ৯৭)

আর মুসলিমগণ হজ্জ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর এ নির্দেশই পালন করে থাকেন।

হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। যার ওপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে সে যদি বিনা কারণে হজ্জ ব্রত পালন না করে তা হলে ধর্মচ্যুতি হওয়ার আশংকা আছে।

দোযখের শাস্তি হতে পরিত্রাণ : হজ্জ দোযখের আগুন হতে পরিত্রাণ দেয়। মহানবি (স) বলেন: "আল্লাহ্ যাকে হজ্জব্রত পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন যদি সে হজ্জ না করে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তা হলে সে দোযখের যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।"

এককেন্দ্রমুখিতা : হজ্জ মুসলমানদের এক ও অভিন্ন কেন্দ্রের অভিমুখী করে গড়ে তোলে। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী, গোত্র, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির গণ্ডির উর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সকল বিশ্বাসী মানবতা একই আল্লাহর ঘর কাবাতে এসে একাকার হয়ে এক অখণ্ড উম্মাহর অপরূপ নিদর্শন স্থাপন করে।

নতুন চেতনা শক্তি : কা'বা বিশ্বমানবতার হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু। হজ্জ আদায়ের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর গোটা দুনিয়ায় মুসলিম জনপদ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনায় জেগে ওঠে।

৬.৩ হজ্জের সামাজিক শিক্ষা

হজ্জের সামাজিক শিক্ষা অনেক। যথা-

একত্ববোধ জাগ্রত করে : হজ্জের মৌসুমে সারা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদনের সময় মুসলমানদের মনে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় এবং জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, মনিব-ভৃত্য, কালো-সাদা মানুষ হজ্জের সময় যখন সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করে সর্বময় ক্ষমতার মালিকের সামনে হাজির হয়- তখন এক অপরূপ সাম্যের দৃশ্যের অবতারণা হয়।

হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিমের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় ও মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। হজ্জের অনুষ্ঠানমালা পালন করতে অসাধারণ শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হয়। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম হজ্জের

প্রতিটি অনুষ্ঠান তথা তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনের সময় এক অপূর্ব শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচয় দেয়।

৬.৪ হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা

হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক গুরুত্ব যেমন ব্যাপক- এর অর্থনৈতিক ভূমিকাও তেমনি অনেক। যথা-

অর্থনৈতিক সাম্য : হজ্জ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। হজ্জ এক দিকে যেমন অর্থলিপ্সা ও কৃপণতা থেকে উদ্ধার করে উদার হতে শিক্ষা দেয়। তেমনি বিলাসিতা ও নিরর্থক অপচয় করা থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয়। শুধু দু'খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরা, খালি মাথায়, খালি গায়ে নেহায়েত সরল সহজ ধরনের চালচলনের মাঝে মিত্যবায়িতার শিক্ষা লাভ করা যায়। হজ্জ মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করে সাম্যের পতাকা তলে সমবেত করে।

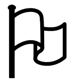
বিশ্বমুসলিম অর্থ তহবিল গঠন : প্রতি বছর বিশ্বের লক্ষ লক্ষ বিত্তবান মুসলিম মক্কা নগরীতে হজ্জ পালনের উদ্দেশে গমন করে থাকে। তাতে 'আরব সরকার' ও সেখানকার জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা আসে, প্রচুর আয় বৃদ্ধি পায়। সৌদি সরকার হজ্জের আয় হতে বিভিন্ন গরিব দেশকে সাহায্য করে থাকেন। আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন অর্থ আয়ের সম্ভাবনা নেই। তবে হজ্জের আয় হতে যদি "বিশ্ব মুসলিম সংস্থা" সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে "বিশ্ব মুসলিম অর্থ তহবিল" গঠন করে বিশ্ব ব্যাংকের মতো বিরাট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত- তবে বিশ্ব মুসলিমের মহাকল্যাণ সাধন করতে পারত।



সারসংক্ষেপ

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কায় হজ্জ অনুষ্ঠান পালন করতে আসেন। হজ্জের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে- হজ্জের কারণে হাজীদের জীবনের পাপরাশি মোচন হয় ও ঈমানকে শক্তিশালী করে। যখন তাঁরা মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখনই ইসলামের প্রথম যুগের সমগ্র ইতিহাস তাঁদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তাঁরা মক্কা নগরীর কাবাঘর, সাফা মারওয়া, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে প্রাথমিক যুগের ইসলামের স্মৃতি দেখতে পান। এতে তাঁরা ইসলামের আদর্শে আবার অনুপ্রাণিত হন। এ ছাড়া মাসজিদে নববী দেখার ফলে মহানবি (স) ও তাঁর মহান সাহাবীদের কথা মানস্পটে ভেসে ওঠে। পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলামের শান্তির বারতা পৌঁছানোর জন্য শক্তিশালী উপায় আর হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এ ইবাদাতকে সক্ষম বিশ্ব মুসলিমের ওপর ফরয করে দিয়েছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	"বিশ্ব মুসলিম অর্থ তহবিল গঠন" কীভাবে করা যায় ? এ বিষয়ে একট ওয়ার্কশপ এর আয়েজন করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ কী ?

(ক) যাকাত (খ) সাওম (গ) হজ্জ (ঘ) নামায

২। কার ওপর হজ্জ ফরয ?

(ক) সুস্থ্য-প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ওপর (খ) সামর্থ্যবান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ওপর

(গ) মুসলিম নর-নারীর ওপর (ঘ) সবগুলো ঠিক

৩। কুরআন মজীদের বর্ণনানুসারে কে হজ্বের প্রচলন করেন ?

(ক) হযরত আদম (আ.) (খ) হযরত নূহ (আ.)

(গ) হযরত মুহাম্মদ (স) (ঘ) হযরত ইবরাহীম (আ.)

৪। কুরআন মজীদে কাবা ঘরকে বলা হয়েছে –
(ক) বায়তুল আতীক (খ) বায়তুন নূর
(গ) বায়তুল মামুর (ঘ) বায়তুল ফালাহ

৫। পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রথম ঘর কোনটি ?
(ক) কাবা শরীফ (খ) বায়তুল মুকাদ্দাস
(গ) বায়তুল মোকাররম (ঘ) বায়তুল ইজ্জত

৬। হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত শরীআত নির্ধারিত পন্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ করাকে বলে -
(ক) তাওয়াফ (খ) যিয়ারত
(গ) উমরা (ঘ) ঈদুল আযহা

৭। হজ্জের ফরয কয়টি ?
(ক) ০৩ টি (খ) ০৫ টি
(গ) ০৭ টি (ঘ) ১৩ টি

৮। শরীরিক, মানসিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয় কোন ইবাদতানুষ্ঠান ?
(ক) যাকাত (খ) সালাত
(গ) সাওম (ঘ) হজ্জ

৯। কোন ইবাদত করার ফলে মানুষ নবজাত ও শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায় ?
(ক) সাওম পালন করলে (খ) হজ্জ করলে
(গ) যাকাত আদায় করলে (ঘ) সালাত আদায় করলে

১০। ইসলাম বিশ্ববাসীকে একটি এমন বস্তু দিয়েছে যার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির আহবান জানাবে সেটা কি?
(ক মদীন শরীফ (খ) বালাদুন আমীন
(গ) কিবলা (ঘ) সব কটি ঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-

জাফর সাহেব গত বছর হজ্জে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি পৃথিবীর নানা দেশের মুসলিমদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। নারী-পুরুষ সবাই যেন একে অপরের ভাই। নেই হিংসা, নেই বিদ্বেষ। তাদের গায়ের রং, মুখের ভাষা,খাবার-দাবার, সংস্কৃতিতে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সকলের মধ্যে সম্প্রীতির অনন্য বন্ধন দেখে তিনি মুগ্ধ হন। হজ্জের বদৌলতে জাফর সাহেব বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলামের এ অনিন্দ সৌন্দর্যের কারণেই বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ক. হজ্জ কী ? ১
খ. হজ্জ কোন ধরণের ইবাদত? ২
গ. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি ? ব্যাখ্যা করুন । ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

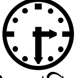
উত্তরমালা: ১।গ ২।ঘ ৩।ঘ ৪।ক ৫।খ ৬।গ ৭।ক ৮।ঘ ৯।খ ১০।ঘ

তাসাউফ

ইউনিট ৮

ভূমিকা

ইসলামের যেমন একটি বাহ্যিক দিক রয়েছে, তেমনি এর একটি অন্তর্নিহিত দিকও রয়েছে। ইসলামের বাহ্যিক দিককে বলা হয় শরী‘আত এবং অভ্যন্তরীণ দিক হচ্ছে তাসাউফ বা সূফিবাদ। তাসাউফ চর্চার উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে সকল প্রকার পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপযোগী করে তোলা। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতের মায়া-মোহ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির সন্ধানই হলো তাসাউফ। আল্লাহ তা‘আলার নিগূঢ় রহস্য তালাশ, আত্মার পবিত্রতা এবং মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধনের ওপর ভিত্তি করেই সূফিবাদের উৎপত্তি। সূফিগণ সাদা-সিধা অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন এবং সর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আল্লাহর প্রেমের অনুসন্ধান তথা পরম সত্তাকে জানার প্রয়াসই তাসাউফ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

 ইউনিট সমাপ্তির সময়	এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ৫ দিন।

এই ইউনিটের পাঠ সমূহ

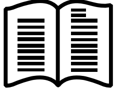
পাঠ -১: তাসাউফের পরিচয় গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি তাসাউফের পরিচয় দিতে পারবেন
- এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইবাদত, আশরাফুল মাখলুকাত, জিন, তাসাউফ, সূফি, সূফিবাদ, আহলে সূফ্ফা।

 মানবজীবনের দুটি দিক রয়েছে : একটি বাহ্যিক বা প্রকাশ্য দিক এবং অপরটি আত্মিক বা অপ্রকাশ্য দিক। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে। এর নাম শরী'আত। অপরদিকে মানুষের আত্মিক বা অদৃশ্য দিক নিয়ন্ত্রণের জন্যও নীতি-আদর্শ রয়েছে-এর নাম তাসাউফ।

মানুষের কেবল বাহ্যিক দিক পরিচালিত হবে ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে, আর অন্তর পরিচালিত হবে নিজের ইচ্ছা মাফিক- তা কখনো হতে পারে না। মানুষের অন্তর নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও পরিশোধনের জন্য ইসলামে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এর প্রচলিত নাম হচ্ছে তাসাউফ।

- **তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ :** তাসাউফ (تصوف) শব্দটি (صوف) সুফুন শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। 'সুফ' শব্দের অর্থ পশম বা Wool। সাদাসিধে জীবন যাপনের জন্য সূফিগণ পশমী পোশাক পরিধান করতেন। এ থেকেই 'সূফি' ও তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এ মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য।

মোল্লা জামি বলেন, তাসাউফ শব্দটি সাফা (صفاء) '' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। 'সাফা' শব্দের অর্থ পবিত্রতা।
সামআনীর মতে, তাসাউফ শব্দটি 'বনু সাফা' শব্দ থেকে এসেছে। আত্মার পবিত্রতার জন্য তারাই বেশি অগ্রণী ছিলেন।
কারো মতে তাসউফ শব্দটি الصف الاول (আসসাফফুল আউয়াল) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হলো 'প্রথম সারি'।
আবার কারো কারো মতে তাসাউফ শব্দটি আহলুস সুফ্ফা (اهل الصفة) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আহলুস সুফ্ফা হলো রাসূল (স) এর একদল বিশিষ্ট সাহাবী, যারা আত্মার শুদ্ধি-জ্ঞান অর্জনের জন্য মসজিদে জীবন কাটিয়েছিলেন।
পশ্চিমা পন্ডিতদের মতে- সূফি শব্দটি গ্রিক শব্দ 'সাফি' থেকে এসেছে। সাফিয়া শব্দের অর্থ জ্ঞান। সূফিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে তাদেরকে 'সূফি' বলা হয়। আর তাদের শাস্ত্রকে 'তাসাউফ' বলা হয়।

তাসাউফের পারিভাষিক পরিচয় :

বিভিন্ন সূফি-সাধক ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাসাউফ বা সূফিবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-
ইমাম গাযালি (র) বলেন, 'তাসাউফ এমন এক বিদ্যা যা মানুষকে পাশবিকতা থেকে উন্নীত করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।
বিশ্ববিখ্যাত সূফি যুননুন মিসরি (র) বলেন- "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর সব কিছু বর্জন করাই হলো তাসাউফ।"
জুনায়েদ বাগদাদি (র) বলেন- "তাসাউফ হলো জীবন মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া।"
বায়েজিদ বোস্তামি (র) বলেন- "আল্লাহর ইবাদতে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়া এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশে পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট সানন্দে গ্রহণ করার নাম তাসাউফ।
মোটকথা তাসাউফ বা সূফিবাদ হলো অন্তরের বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, পরশ্রিকাতরতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রেম ও নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করা । আর এ চেষ্টা করার সাধনাকেই তাসাউফ বা সূফিবাদ বলা হয়।

যে সব ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা সাধনার মধ্য দিয়ে ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করেন, নিজের পাপের অনুশোচনা করে আত্মাকে পবিত্র করেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেন তাকে সূফি বলা যায়।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আত্মাকে পবিত্রকরণের মাধ্যম ঃ

আত্মাকে পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখার মাধ্যমে জীবনে সফলতা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখল, সে সাফল্য লাভ করল। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করল সে ধ্বংস হয়ে গেল।" (সূরা আশ-শামস৯১:৯-১০)

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

"সেই ব্যক্তিই সফল, যে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন করে এবং তার প্রভুর স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" (সূরা আল-আলা- ৮৭:১৪-১৫)

লোভ লালসা কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মানুষকে কলুষিত করে। এতে আত্মা অপবিত্র হয়ে পড়ে। সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, আল্লাহর যিকর ইত্যাদি মানুষের আত্মাকে পবিত্র রাখে। সুতরাং আত্মার শুদ্ধতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল (স) বলেন-

أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ

"সাবধান ! নিশ্চয় মানুষের দেহের মধ্যে একখন্ড গোশত আছে, যখন তা সুস্থ থাকে, তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা দূষিত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেনে রেখো, তা হচ্ছে অন্তকরণ।" (বুখারী ও মুসলিম)

কাজেই সবসময় আত্মাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর তা অর্জন করা যায় তাসাউফের মাধ্যমে।

মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যম

মানবিক সৎ গুণাবলি অর্জন এবং পাশবিকতা দমন করা যায় তাসাউফ অর্জনের মাধ্যমে। কাজেই মানবিক গুণাবলি ও অন্তরের পবিত্রতা আনয়নের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

কল্যাণ লাভের মাধ্যম

শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করার জন্য তাসাউফের চর্চা ও বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন করা প্রয়োজন। তাসাউফের সাধনার মাধ্যমে কল্যাণ লাভের আশা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন- "সে কল্যাণ লাভ করেছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর ধ্বংস হয়েছে সে, যে নিজের আত্মাকে অপবিত্র করেছে।" (আশ্-শাম্স-৯১:৯-১০)

সকল প্রকার মন্দ এক হয়ে অন্তরে মরিচা পড়ে। অন্তরে যাতে কোন ধরনের মরিচা পড়তে না পারে- সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।" (সূরা মুতাফফিফীন- ৮৩:১৪)

 **সারসংক্ষেপ**

তাসাউফ পূত-পবিত্র ও পরিশুদ্ধতা। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ ও পূত-পবিত্র হয়। মানবিক গুণাবলি অর্জন করা সহজ হয়। এর মাধ্যমে মানুষের যোগ্যতা এবং সে গুণাবলি অর্জন করার কৌশল অর্জিত হয় অর্থাৎ যে বিজ্ঞান বা যে শাস্ত্র চর্চা করলে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাকে তাসাউফ বলে। যে বিজ্ঞান বা শাস্ত্র চর্চা করলে মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তা'আলার পরিচয়ের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাকে তাসাউফ বলে। তাসাউফ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকারী এবং তার অনুসারিকে সূফি বলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আলিমগণের সাক্ষাতকার নিয়ে তাসাউফ সম্পর্কে একটি ধারণাপত্র তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. তাসাউফ শব্দটি কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

(ক) সাফা (খ) সাওফ

(গ) শাফি (ঘ) সূফি

২. আহলুস সুফ্‌ফা কারা ?

(ক) মসজিদে নববীতে ছিল যাদের বসবাস (খ) মক্কাতে যাদের বসবাস

(গ) যারা নিজেদের ঘরে বসবাস করেন (ঘ) যারা শহরে বসবাস করেন

৩. কীভাবে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায় ?

(ক) কবিতা চর্চার মাধ্যমে (গ) মসজিদে যাতায়াত করে

(গ) তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে (ঘ) ওয়ায মাহ্‌ফিলের মাধ্যমে

৪। "যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত পবিত্র রাখল সে সাফল্য লাভ করল" এটি কার কথা ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স)

(গ) হযরত উমর (রা)-এর (ঘ) হযরত আলী (রা)-এর

জলিল সাহেব একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি নামাযের পর অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীল করেন।

৫। জলিল সাহেবের কর্ম কীসের প্রতি ইঙ্গিত করে ?

i. তাসাউফ ii. মারেফাত iii. আত্মশুদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দিপক,

আদিলুর রহমান সাহেব নিয়মিত সালাত আদায় করেন। কিন্তু তার অন্তরে এখনো হিংসা ও ক্রোধ আছে। মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। তাই তিনি একদিন এক আলিমের নিকট গিয়ে তার অন্তরে এই খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেন। তখন আলিম সাহেব তাকে সর্বদা অন্তরে আল্লাহর স্মরণ করার এবং তাসাউফ (আত্মশুদ্ধির) চর্চার পমরামর্শ দেন।

ক. তাসাউফ কী ? ১

খ.কীভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় ? ২

গ.তাসাউফের জ্ঞান অর্জন কেন প্রয়োজন ? ৩

ঘ. উদ্দিপকের আলোকে তাসাউফের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

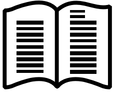
পাঠ-২: শরী‘আত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক



উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- শরী‘আত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারেন
- শরী‘আত ছাড়া তাসাউফ গ্রহণযোগ্য নয়-তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	শরী‘আত, তাসাউফ, দিকনির্দেশনা, বৈরাগ্যবাদ, মুরাকাবা, বিদ‘আতপন্থী, পীর, মাশায়েখ।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। তাই স্বাভাবিক কারণেই ইসলামের সব বিধি-বিধান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দিক-নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। শরী‘আতের সম্পর্ক মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। আর তাসাউফের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে। সুতরাং একটি অপরটির সহায়ক ও পরিপূরক। তাসউফের সাথে শরীআতের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। কাজেই যারা বলার চেষ্টা করেন যে, শরী‘আত ও তাসাউফ এক জিনিস নয়, বরং ভিন্ন জিনিস কিংবা যারা বলেন যে, শরী‘আতের সাথে তাসাউফের কোন সম্পর্ক নেই- তাদের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন।

তবে এ বিদআতপন্থী তথাকথিত সূফিবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। সুতরাং যারা তাসাউফ মানেন কিন্তু শরী‘আত মানার প্রয়োজন বোধ করেন না-এরূপ সূফিবাদকে ইসলাম সমর্থন করে না। কাজেই তথাকথিত যে সব বিদআতপন্থী সূফি ইসলামি শরী‘আত তথা সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করবে না, তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। অনুরূপভাবে যারা ইসলামি শরী‘আতকে বাদ দিয়ে কেবল মোরাকাবার নামে ধ্যানমগ্ন থাকার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন-সেটাকেও প্রকৃত তাসাউফ বা সূফিবাদ বলা যায় না। তাই স্পষ্ট করেই বলা যায়- শরী‘আত ছাড়া তাসাউফ হতে পারে না। শরী‘আত ছাড়া তাসাউফ বৈরাগ্যবাদের শামিল। বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। বর্ণিত আছে যে- ‘ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই’ ইসলাম বিশ্বাসের ধর্ম, ইসলাম কর্মের ধর্ম। বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় ছাড়া ইসলাম ধর্ম অর্থবহ হয় না। কাজেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম যে তাসাউফের স্বীকৃতি দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও হাদিস সমর্থিত। ইসলামি শরী‘আতের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না- ইসলামে এমন তাসাউফের স্থান নেই। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাসাউফ শাস্ত্র ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এখানে শরী‘আত ও তাসাউফের সম্পর্কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো-

অভিন্ন উৎস

শরী‘আত ও তাসাউফ উভয়েরই উৎস এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীর মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেমন শরী‘আত দিয়েছেন, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তাসাউফ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ‘শরী‘আত’ ও সুষ্ঠপথ নির্ধারণ করেছি।” (সূরা মায়িদা-৫ : ৪৮)

শরী‘আত ও তাসাউফ পরস্পর সম্পূরক

শরী‘আত ও তাসাউফ একে অপরের বিরোধী নয়; বরং সম্পূরক। সেজন্য কেবল শরী‘আত পালন করে চললে সবকিছু মানা হয় না; তেমিন শুধু তাসাউফের অনুসরণের মাধ্যমে সফলতা আসবে না। শরী‘আত ও তাসাউফ একসাথে পালন করতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পালনের কোন সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে ইসলামি শরী‘আতের অন্যতম বিধান কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই কুরবানী আল্লাহর তা‘আলার নিকট কবুল হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের ওপর। আর তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের অপর নাম হলো তাসাউফ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

لَن يَنَالَ اللَّـهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

(কুরবানী)র পশুর গোশত এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না। বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া (সূরা হজ্জ-২২ : ৩৭) এখানে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি বলতে তাসাউফকেই বুঝানো হয়েছে। কাজেই বলা যায়-শরী‘আত ও তাসাউফ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

দেহ ও রূহের সম্পর্ক

দেহের সাথে রূহের যেরূপ সম্পর্ক শরী‘আত ও তাসউফের সম্পর্ক তেমনি। একটি অপরটি থেকে কখনও বিছিন্ন করা যায় না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইবাদত শরী‘আতের অন্যতম বিধান। তাসাউফের যথাযথ অনুশীলন ছাড়া এসব ইবাদত পালন প্রাণহীন জড়বস্তুতে পরিণত হয়। তাই যথার্থভাবেই বলা যায় যে, শরী‘আত ও তাসাউফ একটি আপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অবিভাজ্য সম্পর্ক

শরী‘আত ও তাসাউফ এর মধ্যে ইসলামের অবিভাজ্য সম্পর্ক। একটি ছাড়া অন্যটি পরিপূর্ণ হয় না। কাজেই উভয়টি এক হওয়ার মধ্য দিয়েই ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইমাম মালিক (র) বলেন-

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ ،

وَمَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ"

“যে ব্যক্তি কেবল তাসাউফ শিখেছে, শরী‘আত শেখেনি সে যিন্দিক (ফাসিক); আর যে কেবল শরী‘আত শিখেছে তাসাউফ শেখেনি সে ফাসিক (দুর্বৃত্ত)। আর যিনি উভয় শিক্ষা অর্জন করেছেন তিনিই পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।” (মওসু‘আতির রাদ্দি আলাস্ সূফিয়্যাহ,পৃ.-২)

নক্ষত্র ও চন্দ্রের মত সম্পর্ক

সূফি সম্রাট আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) বলেছেন, প্রথমে শরী‘আত শিক্ষা করো। তারপর তাসাউফের জ্ঞান অর্জনের জন্য সাধনা করো। তাঁর এ বক্তব্য থেকেই তাসাউফ ও শরী‘আতের সম্পর্ক কতটা গভীর তা অনুমান করা যায়।

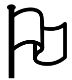
মোটকথা শরী‘আত ও তাসাউফ উভয়টি চর্চা করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় শরী‘আত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।



সারসংক্ষেপ

শরী‘আত হচ্ছে ইসলামের বাহ্যিক বিষয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা। আর তাসাউফ হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের দিক-নির্দেশনা। তাসাউফ ও শরী‘আতের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। উভয়টিই ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সূফি আকবর এলাহাবাদী বলেন- “যে তাসাউফ শরী‘আত বিরোধী, তা অবশ্যই কুফরি ও বাতিলযোগ্য। কেননা শরী‘আতে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।”

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করী) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষর্থীগণ, “ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই” এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে টিউটরকে দেখাবেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. শরী‘আত কী ?

(ক) ইসলামি বিধি বিধান (খ) কুরবানীর বিধান

(গ) সরল পথ (ঘ) নামাযের বিধান

২. শরী'আত ও তাসাউফের সম্পর্ক কেমন ?

i. অবিভাজ্য সম্পর্ক
ii. দেহ ও রূহের সম্পর্ক
iii. কোন সম্পর্ক নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii

৩। কুরবানীর পশুর গোশত এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না ; বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া"

এটি কার কথা ?

(ক) আল্লাহর
(খ) রাসূলের (সা)
(গ) হযরত আয়েশার (রা)
(ঘ) হযরত ফাতেমার (রা)

৪। শরীআতের সম্পর্ক হলো-

(ক) আত্মার সাথে
(খ) প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে
(গ) মানুষের সাথে
(ঘ) সমাজের সাথে

উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

কামাল সরদার নিয়মিত নামায আদায় করেন। পাশাপাশি যিকির আদায় করেন।

৫। তাসাউফের সম্পর্ক কীসের সাথে ?

i. মানুষের আত্মার সাথে
ii. শরীআত ও সাসাউফ একটি আরেকটির পরিপূরক
iii. উভয়টি এক ও অভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

জনাব আরমান সাহেব নিয়মিত সালাত আদায়সহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন করেন। কিন্তু তার চলনে আচার-আচরণে রুঢ়তা পরিলক্ষিত হয়। কথায় কথায় অহংকার প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে আদিল সাহেব ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন করেন। তিনি ভদ্র, বিনয়ী, নিরহংকার ও পরোপকারী। আদিল সাহেব একদিন জুমুআর খুতবা শুনে বুঝতে পারেন আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ইবাদতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আসতে হবে, রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে। ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত হলে চলবে না, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে, তবেই পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যাবে।

ক. শরী'আত কী ? ১
খ. সুফির ৫টি গুণ উল্লেখ করুন ? ২
গ. শরী'আত ও তাসাউফ মানুষকে কী শিক্ষা দেয় ? ৩
ঘ. উদ্দিপকের আলোকে শরী'আত ও তাসাউফ সম্পর্ক বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। খ

পাঠ-৩: আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা

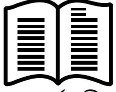


উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিক জীবন গঠন করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ** (**Key Words**)	তাসাউফ, আদর্শ জীবন, যিকর, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীরুতা, স্রষ্টার সান্নিধ্য।



সুন্দর পরিচ্ছন্ন, হিংসা বিদ্বেষমুক্ত, মানবকল্যাণধর্মী পরোপকারী জীবন-ই আদর্শ জীবন। স্রষ্টার সান্নিধ্যই কেবল পারে মানুষকে মানবিক করতে। যার অন্তরে আছে স্রষ্টার ভয় ও ভালোবাসা, সেই কেবল পারে একটি আদর্শ জীবন গড়তে। পারে মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে। তাসাউফ এমন একটি বিষয় যা মানুষকে করে আল্লাহভীরু, সৎ, বিনয়ী ও আদর্শবান। সুতরাং আদর্শ জীবন গঠনে তাসাউফের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শরী'আতের জ্ঞানের মতই তাসউফের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যক। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য দিক হলো তাসাউফ। মানবিক বিকাশ লাভ তাসাউফ অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাসাউফের জ্ঞান অর্জন এবং তাসাউফ ভিত্তিক জীবন গঠন অপরিহার্য।

মানুষের পরিশুদ্ধ অন্তর আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহকে হাযির-নাযির জানে। তাই তাসাউফ গুণে গুণান্বিত মানুষ খারাপ ও মন্দ কাজ করতে পারে না।

তাসাউফ চর্চার মধ্য দিয়ে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহকে বুঝা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী হয়ে উঠে। প্রকৃত পক্ষে অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহকে বুঝা যায় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

'সাবধান দেহের মধ্যে গোশতের এমন একটা টুকরা রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে সমস্ত দেহটা সুস্থ থাকে, আর তা দূষিত হয়ে পড়লে সারা দেহটাই দুষিত হয়ে পড়ে। সাবধান তাহলো কলব (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং তাসাউফের গুণ-অর্জন মানব জীবনের জন্য জরুরি।

কল্যাণ লাভের মাধ্যম

তাসাউফের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করা যায়। অন্তর বা রূহের বিশুদ্ধতা অর্জন ছাড়া মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

আল্লাহর নৈকট লাভের মাধ্যম

আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় পদ্ধতিতে ইবাদত পালনের জন্য তাসাউফের প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"তোমরা এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে- যেন আল্লাহকে দেখতে পাও। আর যদি দেখতে না পাও তাহলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখতে পান।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিসের পরিভাষায় একে ইহসান বলা হয়। ইহসান মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। বস্তুত মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখছে কিংবা আল্লাহ মানুষকে দেখছেন। এমন উচ্চ মার্গের অনুভূতি নিয়ে কাজকর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন করলেই তা সুন্দর থেকে আরো সুন্দরতম হতে পারে। সেটাই মানব জীবনে ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

ইহসান পর্যায় উপনীত হওয়ার জন্য মানুষকে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা করতে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে ইলমে তাসাউফ এই ইহসানেরই অপর নাম।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম

নিজের মনকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করার জন্য তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শয়তানের চক্রান্ত এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের মন দুনিয়ার আকর্ষণের প্রতি ধাবিত হয়। আল্লাহর যিকর ও আল্লাহর মুহাব্বত প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তির অন্তর সদা জাগ্রত থাকে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই আত্মার প্রশান্তি।" (সূরা রা'আদ-১৩:২৮)

আত্মশুদ্ধির উপায়

পার্থিব সকল অন্যায়, অসত্য ও আপত্তিকর কাজ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তাসাউফ চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য তাসাউফের ভূমিকা অনেক বেশি। প্রকৃত জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে" (সূরা ফাতির-৩৫:২৮)

আত্মশুদ্ধির উপায় হিসেবে তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। রাসূল (স) বলেন-

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ الله

"প্রতিটি বিষয়েই পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকর। (কানযুল উম্মাল)

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জনের জন্য তাসাউফ চর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

মহামহিম আল্লাহ বলেন-

اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

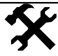
"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ভয় করার মত।" (সূরা আলে-ইমরান ৩:১০২)

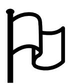
তাসাউফের জ্ঞান একজন মানুষকে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। এর মধ্যমে মনুষের মন মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি মানুষকে সফলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।



সারসংক্ষেপ

মানবিক গুণাবলি অর্জন ও পাশবিকতা বর্জনের জন্য তাসাউফ চর্চা প্রয়োজন। মানবিক গুণাবলি যেমন তাওবা, তাওয়াক্কুল সবর (ধৈর্য), ইখলাস (নিষ্ঠা), যোহদ, শোকর (কৃতজ্ঞতা) নির্জনে ধ্যান-সাধনা ইত্যাদি আর পাশবিকতা যেমন- লোভ, লালসা, রাগ, হিংসা ইত্যাদি। তাসাউফের জ্ঞান একজন মানুষকে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। কেননা এর মাধ্যমে ব্যক্তির মন-মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব সম্পর্কে যে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয়, তা মানুষকে সৃষ্টির চরম লক্ষে পৌঁছে দেয়। ফলে তার জীবন সার্থক হয়। আমরা প্রকাশ্য গুনাহ ত্যাগ করতে পারি শরিয়তের নিয়ম মেনে। কিন্তু অন্তরের গুনাহ যা দেখা যায় না, তা ত্যাগ করা যায়– আল্লাহর স্মরণ, আত্মদর্শন, আত্ম-সমালোচনা ও অন্তরের ধ্যানের মাধ্যমে। আর সে জন্য তাসাউফের চর্চা প্রয়োজন।

 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, খাঁটি পীর চেনার উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. এমন একটি গোশতের টুকরা দেহে আছে, যা নষ্ট হলে পুরো দেহটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা হলো-

(ক) কলব (খ) যকৃত
(গ) ফুসফুস (ঘ) সিনা

২. কলব পরিষ্কার হয় কীসের মাধ্যমে ?
(ক) অপারেশন করলে (খ) কালোজিরা খেলে
(গ) ঔষধ খেলে (ঘ) আল্লাহর স্মরণে

৩. হৃদয়ে প্রশান্তি আসে কী করলে ?
(ক) চিত্ত বিনোদনে (খ) হাসি-তামাশায়
(গ) আল্লাহ স্মরণে (ঘ) গান-বাজনায়

৪. "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ভয় করার মমো" এটি কার কথা ?
(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স)-এর
(গ) হযরত আবু বকর (রা)-এর (ঘ) হযরত উমর (রা)-এর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
"তোমরা এমন অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে- যেন আল্লাহকে দেখতে পাও।"

৫। কী চর্চার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় ?
(ক) আত্মা (খ) শরীর
(গ) মাথা (ঘ) পা

৬। আত্মশুদ্ধির উপায় হলো-
i. সকল অন্যায় থেকে বিরত থাকা ii. আল্লাহর যিকর করা
iii. আল্লাহকে ভয় করা

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

রফিক মিয়া একজন ক্ষেত মজুর। নামায-রোযার কথা ভাবার সময় তার খুব একটা হয় না। রাত দিন খাটাখাঁটুনিতে সময় চলে যায়। সে মনে করে নামায পড়তে গেলে এক দিকে যেমন সময় নষ্ট হবে, অন্যদিকে নামায শিখতে গেলেও তা সঠিক নিয়মে আদায় হবে না। কখনো কারো নিকট থেকে নামায শিক্ষার তালিম নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একদিন একজন হক্কানি সূফি-দরবেশ তার ভুল শুধরে দিয়ে নামাযের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। কীভাবে নামায সঠিকভাবে পড়তে হবে, তাও দেখিয়ে দিলেন। তার মনের অস্থিরতা প্রশমনের পরামর্শ দিলেন। এখন রফিক মিয়ার মনে স্বস্তি বোধ হয়।

ক. তাসাউফ -এর সংজ্ঞা দিন। ১

খ. শরীআত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক কী? বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. হক্কানি সূফি-দরবেশ কীভাবে রফিক মিয়ার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. "ব্যক্তির বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে তাসাউফের জ্ঞানে পারদর্শী সূফির প্রয়োজন" কথাটির যথার্থতা প্রমাণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

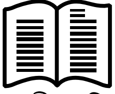
পাঠ -৪: সূফিদের জীবনাদর্শ

হযরত হাসান আল-বসরী (র) ও হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র)

 **উদ্দেশ্য**

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- হযরত হাসান আল-বসরি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	মুত্তাকী, তাবেঈ, সাহাবি, আল্লাহ প্রেমিক, উম্মুল মু'মিনিন, তাহনিক, আবিদ, আওলাদে রাসূল, গাউসুল আযম।

৪.১ হযরত হাসান আল-বসরী (র)

হযরত হাসান আল-বসরী (র) একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন। আধ্যাত্মিক গুণে বিশেষভাবে গুণান্বিত ছিলেন।

হযরত হাসান আল বসরী (র) ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম আবু সাইদ। পিতার নাম ইয়ামার। মাতার নাম খায়েরাহ, যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার সেবিকা ছিলেন।

হাসান বসরী মায়ের সাহচর্যে বড় হতে থাকেন। হাসান বসরীর জন্মের সময় হযরত উমর (রা) খলিফা ছিলেন। জন্মের পর 'তাহনিক' করার জন্য হযরত উমর (রা) এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁকে তাহনিক করে বলেন, 'বাহ: শিশুটি কি সুন্দর'! খলিফার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর নাম রাখেন 'হাসান'। হাসান শব্দের অর্থ সুন্দর।

হযরত হাসান বসরীর মা খায়েরাহ উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালমা (র) এর সেবিকা ছিলেন। হাসান বসরীকে উম্মে সালামা (র) -এর ঘরে রেখে বিভিন্ন কাজ করতেন। হাসান বসরী যখন ক্ষুধার কারণে কেঁদে ওঠতেন, তখন উম্মে সালামা (র) তাকে কোলে তুলে নিতেন এবং দুধ পান করাতেন।

হযরত হাসান বসরী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত উম্মে সালামার (রা) সাহচর্যে বেড়ে ওঠেন। তারপর তিনি পিতার সাথে বসরায় চলে যান। সেখানেই তিনি বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাঁকে 'বসরী' বলা হয়। শৈশবে তিনি কুরআন হিফয করেন। তিনি অসংখ্য সাহাবির সাহচার্য লাভ করেন। সাহাবায়ে কিরামের নিকট হতে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদিতে দক্ষতা অর্জন করেন। মদীনার বাইরেও তিনি বসরার সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহদের নিকট জ্ঞানার্জন করেন।

হাসান বসরী (র) অনেক সাহাবিসহ হযরত আলী (রা) -এর নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। তাঁদের নিকট থেকে তিনি ইল্‌মে তাসাউফের দীক্ষা লাভ করেন। এভাবে তিনি জ্ঞান ও কর্ম, মহত্ত্ব ও পূর্ণতা, তাকওয়া, খোদাভীরুতা ও আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ইবনে সা'দ (র) লিখছেন-

"হাসান বসরী (র) ছিলেন বহু পূর্ণতার অধিকারী, উচুঁ স্তরের আলিম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারি ব্যক্তি। ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ, পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি নির্মোহ, আবিদ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষী সুদর্শন এক পুরুষ।"

হাসান বসরী সম্পর্কে ইমাম আয-যাহাবী (র) লিখেছেন-

'তিনি মহাজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর ছিলেন। সাহবীদের মধ্যে হতে তিনি হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে মুয়ারিয়া, মাকাল ইবনে ইয়াসার, আবু বাকরা, সামুরা ইবনে জুনদুব, মুগীরা ইবনে শুবা (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেন।

হাসান বসরী সম্পর্কে আল্লামা নববী (র) বলেন- তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলিম। কেউ কেউ তাকে সূফি তরিকার তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেন। ইমাম শা'বী বলতেন 'আমি এই দেশে (ইরাকে) অন্য কাউকে তাঁর চেয়ে ভালো পাইনি।"

হযরত কাতাদা (র) মানুষকে এই বলে উপদেশ দিতেন যে- "তোমরা হাসান বসরির অনুসরণ করবে।"

ইমাম আল গাযালি (র) বলেছেন- "মানুষের মধ্যে হাসান আল বসরী (র) ছিলেন কথার দিক দিয়ে নবীদের কথার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি। হিদয়াতের দিক দিয়ে সাহাবিদের অধিক নিকটবর্তী। তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতা ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।"

হযরত হাসান বসরী (র) নিজকে খুবই ছোট মনে করতেন। তিনি সাহাবিদের মতো বিনয়ী জীবন যাপন করতেন। অহেতুক ও বাজে কথা তিনি কখনো বলতেন না। তাঁর যাবতীয় কথা হতো জ্ঞান-মূলক ও উপদেশমূলক। তিনি বিশুদ্ধ সাবলিল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। তিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে কথা বলতেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিভিন্ন অপকর্মের জোরালো প্রতিবাদ করে সাহসকিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

হাসান বসরী বলতেন- "যে ব্যক্তি তার বিনয়ীভাবের জন্য পশমের মোটা পোশাক পরে, আল্লাহ তার দৃষ্টি ও অন্তরের আলো বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে পরে, তাকে খোদাদ্রোহীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" এমনিভাবে বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে লোকদেরকে তিনি সংযত করার পাশাপাশি আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন। হাসান বসরীর (র) চেষ্টায় বসরা, কুফা, বাগদাদ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ইলমে তাসাউফের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এজন্য তাঁকে সূফিবাদের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

তাঁর শিষ্য হিসেবে রাবেয়া বসরী (র), হাবিব আযমিসহ অনেক উঁচু স্তরের অলি ছিলেন। তিনি আবদুল ওয়াজিদ বিন যায়েদ (র) কে খিলাফত প্রদান করেছিলেন।

হাসান বসরী (র) ৮৮ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১১০ হিজরি মোতাবেক ৭২৮ খ্রি. জুমুআর রাতে ইন্তেকাল করেন।

৪.২ হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র)

হযরত আবদুল কাদির জিলানি ৪৭০ হিজরি মোতাবেক ১০৭৭ খ্রি. ইরানের জিলান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁকে জিলানি বলা হয়। তাঁর উপনাম আবু সালেহ, উপাধী মাহবুবে সুবহানি (আল্লাহর প্রিয়), কুতুবে রব্বানি (প্রতি পালকের দলের নেতা)। পিতার নাম আবু সালেহ মুসা, মাতার নাম সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতিমা। আবদুল কাদির জিলানি পিতার দিক দিয়ে হযরত হোসাইন (রা) -এর বংশধর এবং মাতার দিক থকে ইমাম হোসাইন (রা) -এর বংশধর ছিলেন। এজন্য হযরত আবদুল কাদির জিলানিকে 'আওলাদে রসূল' বলে গণ্য করা হয়।

শিক্ষা- দীক্ষা

বাল্যকাল থেকে আবদুল কাদির জিলানি (র) পড়াশুনার প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। অল্প বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মা তাঁর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত পরহেযগার ছিলেন এবং সময় সুযোগ পেলেই কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে সময় কাটাতেন। আবদুল কাদির জিলানি (র) তখন মায়ের কাছে বসে তা শুনতেন। মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই তিনি পাঁচ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন শরীফের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেলেন।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যায়ে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি তাফসির, হাদিস, ফিক্হ, উসূল, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

বয়সের দিক দিয়ে কম হলেও পড়াশুনায় ছিলেন খুবই মনোযোগী। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অনেক কিছু শিখে ফেলেন। আরবি ভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আরবিতে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। বাগদাদে শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি কষ্ট স্বীকার করেন। খেয়ে না খেয়ে তিনি লেখা পড়া করেছেন। এ অদম্য ইচ্ছার কারণেই তিনি জগত বিখ্যাত জ্ঞানী হতে পেরেছিলেন।

গ্রন্থ রচনা

আবদুল কাদির জিলানি (র) শুধু ইলমে শরী'আত ও মারিফাতের পণ্ডিত ছিলেন না ; বরং তিনি কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রণীত কিতাবের মধ্যে রুতুহুল গায়েব, গুনিয়াতুত তালেবিন, ফাতহুর রব্বানী, কাসীদায়ে গাওসিয়া, হিযবু বাশারিল খাইরাত, জালালুল খাতির, আল-মাওয়াহিবুর রহমানিয়া, বাহ্জাতুল আস্‌রাত।

সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন

আবদুল কাদির জিলানি (র) যখন উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে বাগদান গমন করেন, তখন তাঁর মা তাঁকে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করে দিয়েছিলন। আর মিথ্যা না বলার উপদেশ দিয়েছিলেন। মায়ের উপদেশ তিনি মনে-

প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বাগদাদ যাওয়ার সময় তাঁর কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়েছিল। ডাকাতরা যাত্রীদের সব কিছু লুটে নেয়। অতঃপর ডাকাতরা আবদুল কাদির জিলানির (র) নিকট কিছু আছে কিনা জানত চাইলে তাঁর নিকট ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে বলে জানান। জামার আস্তিনের মধ্যে লুকানো স্বর্ণ-মুদ্রা দেখে ডাকাতরা সত্য কথা বলার কারণ জানতে চাইলেন। আবদুল কাদির জিলানি বললেন, 'আমার মা আমাকে সর্বাবস্থায় সত্যকথা বলা ও মিথ্যা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। একারণেই আমি সত্য বলেছি। ডাকাত দল তাঁর এ সত্যবাদিতা ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যান।

স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলি

আবদুল কাদির জিলানি (র.) সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রমী একজন মহান সাধক ও জ্ঞান তাপস ছিলেন। শৈশব কাল থেকেই তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হতে থাকে। বর্ণিত আছে যে, দুগ্ধ পোষ্য অবস্থায় তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় মাতৃদুগ্ধ পান হতে বিরত থাকতেন। তাঁর মাতা তাঁকে দুগ্ধ পান করাতে গেলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। নিষিদ্ধ ৫ দিন ব্যতীত সারা বছর তিনি রোযা পালন করতেন। এর মধ্য দিয়েই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

আবদুল কাদির জিলানি (র) অত্যন্ত মানব দরদি ছিলেন। গরিব-দুঃখীদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সাহায্য করতেন। তাঁর ছাত্র জীবনে বাগদাদে অনটন দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর নিকট থাকা স্বর্ণমুদ্রা হতে অভাবীদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

আবদুল কাদির জিলানি (র) শরী'আতের জ্ঞানার্জনের পর মারিফাতের (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান লাভের জন্য বাগদাদের বিখ্যাত সূফি-দরবেশগণের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য তিনি ২৫ বছর লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। ৫২১ হিজরির শেষ ভাগে তিনি পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসেন এবং দ্বীন প্রচার শুরু করেন।

কাদিরিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা

আবদুল কাদির জিলানি (র) -এর নামে সূফিদের একটি তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর নাম তরিকায়ে কাদিরিয়া (الطريقة القادرية)। এ তরিকায় ইলমে শরী'আত ও ইলমে তাসাউফে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এ তরিকার ইমাম। আমাদের দেশে তিনি 'বড়পীর' হিসেবে পরিচিত। অনেকে তাঁকে 'গাউসুল আযম'ও (মহান সাহায্যকারী) বলে থাকেন।

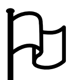
ইন্তেকাল

আবদুল কাদির জিলানি ৯০ বৎসর বয়সে ৫৬১ হিজরি সালের ১১ই রবিউস সানি ইন্তেকাল করেন।

 **সারসংক্ষেপ**

ইমাম হাসান বসরী (র) একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ও জ্ঞান সাধক ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক মহামণীষী। তাঁর অবদান যেমন ছিলো ইলমে শরী'আতে, তেমনি ছিলো ইলমে মা'রিফাতে। নির্লোভ-নির্মোহ মানবদরদী ও মানবতার বন্ধু ছিলেন তিনি। আরেকজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন আব্দুল কাদির জিলানি (র)। যিনি ছিলেন শরী'আত ও মা'রিফাতের জ্ঞানের মোহনা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকার নাম কাদিরিয়া তরিকা। তিনি ছিলেন বড় পীর বা মহান শিক্ষক। তিনিও ছিলেন উন্নত মানবিক চরিত্রের অধিকারী মানবতার বন্ধু।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) /**শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, হযরত হাসান বসরীর ও বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর জীবন-দর্শনের ওপর ধারণাপত্র রচনা করুন।

 **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলাম কোন বিষয়টি সমর্থন করে না?

(ক) তাসাউফ (খ) তাযকিয়া (গ) তারবিয়াত (ঘ) বৈরাগ্যবাদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আবুল কালাম সাহেব প্রখ্যাত দীনদার জ্ঞানী। ইসলামি শরী‘আতের বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে তাঁর কোন ত্রুটি নেই, ইতোমধ্যে তাকে প্রায়ই দেখা যায় নামাযের পরও দীর্ঘক্ষণ দুনিয়াবি চিন্তা মুক্ত হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

২. আবুল কালাম সাহেবের মাঝে কোন বিষয়টির আভাস পাওয়া যায়?

(ক) বৈরাগ্যবাদের (খ) তাসাউফের (গ) যাদুর (ঘ) শারীরিক দুর্বলতার

৩. তাসাউফের জ্ঞানের জন্য শরণাপন্ন হতে হয়-

i. উস্তাদের ii. হক্কানি মুর্শিদের iii. বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মনোয়ার সাহেব অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষদের জীবনী পড়েছেন। তাঁদের জীবনী পড়ার মধ্য দিয়ে মনোয়ার সাহেবের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে হাসান আল-বসরী তার জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

৪। হাসান আল-বসরী কী ধরণের লোক ছিলেন ?

(ক) তাবেঈ ছিলেন (খ) ব্যবসায়ী ছিলেন (গ) কবি ছিলেন (ঘ) সাহিত্যিক ছিলেন

৫। হাসান আল-বসরীর যেসব গুণ মনোয়ার সাহেবের মনে প্রভাব বিস্তার করে-

i. মুত্তাকী ও আল্লাহ প্রেমিক ii. একটি সুন্দর নামের কারণে

iii. কুরআনে হাফিজ ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

মাজেদ সাহেব একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদাত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির-আযকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। তার ভাই নাসিম বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবনযাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, আমি ব্যস্ত মানুষ সময় পাই না। তাছাড়া একদম রাত জাগতে পারি না।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝেন ? ১

খ. হাসান বসরীর পরিচয় দিন। ২

গ. মাজেদের আচরণ কোন দিকে ইঙ্গিত করে ? তার গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আসাদ সাহেব ও আসগর সাহেব দু’জনই ধর্মীয় ব্যক্তি। তারা তাদের ভক্তদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তবে দু’জনের পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আসাদ তার অনুসারীদেরকে কেবল আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি শরীআতের প্রতিটি বিধান মেনে চলার প্রতি জোর তাগিদ দেন।

ক. কোন মনীষীকে মুজাদ্দিদে আলফে সানি বলা হয় ? ১

খ. আব্দুল কাদির জিলানি (র) -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। ২

গ. আসাদ সাহেবের গৃহীত পদ্ধতি বাস্তাবয়নে করণীয়সমূহ কি কি উল্লেখ করুন ? ৩

ঘ. আসগর সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ

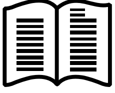
পাঠ-৫ : সূফিদের জীবনাদর্শ : হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র); খাজা মুইনউদ্দিন চিশতি (র); শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন;
- হযরত খাজা মুইনউদ্দিন চিশতি (র) -এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন;
- হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র) এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ (Key Words)**	মারিফত, নকশবন্দ, চিশতি, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, পীর-দরবেশ, তরিকা, ফয়েয ও বরকত, সিলসিলা, মুরশিদ, মুরিদ, আফতাবে হিন্দ, গরিবে নেওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ।

৫.১ হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র)

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নকশাবন্দি (র) ছিলেন নবম হিজরি শতকের একজন মহান সাধক।

তিনি বুখাবার সন্নিকটে 'কাসরে আরেফান' নামক স্থানে ৭১৮ হিজরি সনের মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হযরত জালালুদ্দিন (র) হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নক্শবন্দী (র.) শৈশবকাল হতেই হযরত মুহাম্মদ সামমাসী (র) এর সাহচর্যে আসেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর চরিত্র-আদর্শে আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছিল। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় তাঁর জীবন যাপন ছিল অতি সাদামাটা।

১৮ বছর বয়সে তিনি বাবা মুহাম্মদ সামমাসির নিকট হতে সূফি তরিকার শিক্ষা লাভ করেন। সামমাসির ইন্তেকালের পর বাহাউদ্দিন বুখরায় ফিরে যান। এরপর তিনি নাফাস গমন করে আস-সামমানির বিখ্যাত শিষ্য আমির কুলানের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর আবার বুখারায় ফিরে আসেন এবং আমির কুলানের বিখ্যাত শিষ্য আরিফ আদ্-দাদীক কিরানির নিকট সূফিবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ সাত বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

নকশাবন্দিয়া সিলসিলার তরিকা

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নকশাবন্দি(র) ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী এবং 'নকশাবন্দিয়া' তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম। 'নকশবন্দ' অর্থ চিত্রকর। তিনি নকশা বন্দি তরিকার মাধ্যমে তাঁর মুরিদানদের কলবের মধ্যে আল্লাহ পাকের নকশা বা চিত্র অংকন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তিনি নকশাবন্দি উপাধি লাভ করেন। তা ছাড়া তিনি ও তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণের প্রচেষ্টায় এ সিলসিলার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এজন্যও তাঁকে নকশাবন্দিয়া বলা হয়ে থাকে। তরিকার দিক থেকে তিনি ওয়াস করনির অনুসারী ছিলেন।

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নক্শবন্দী (র) একবার হজ্জ পালনের জন্য গিয়েছিলেন। ঈদুল আযহার দিনে সকল হজ্জ যাত্রী পশু কোরবানি দিলেন। তিনি কোন পশু কোরবানি না দিয়ে বলেন, আমি আজ আমার ছোট ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিলাম। পরে জানা যায় যে, তার সাহেবজাদা ঐ ঈদের দিনই ইন্তেকাল করেছিলেন।

এ মহান সূফি সাধক ৭৯১ হিজরি রবিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখ ইন্তেকাল গমন করেন। তাঁকে কাসবে আরেফানে দাফন করা হয়।

৫.২ হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (র)

হযরত খাজা মুইনউদ্দিন চিশতি (র) ইরানের সানজার নামক গ্রামে ৫৩৭ হিজরি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গিয়াসউদ্দিন (র)। মাতার নাম উম্মুল ওয়ারাহ। পিতৃ কুলের দিক দিয়ে তিনি ইমাম হোসাইন (রা) এবং মাতৃকূলের দিক দিয়ে ইমাম হাসান (রা) -এর বংশধর। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিয়া তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করার কারণে তাঁর

নামের শেষে চিশতি শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। চিশতি একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামে তাঁর সপ্তম উর্ধ্বতন পীর খাজা ইসহাক চিশতি (র) বসবাস করতেন। এজন্য তাঁর প্রচারিত তরিকাকে চিশতিয়া তরিকা বলা হয়।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির (র) বাবা একজন আল্লাহ ভক্ত এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার চেষ্টা করতেন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিও বাল্যকালে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহের সাথে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। একজন পরিপূর্ণ মানুষের অতি উন্নত চরিত্রের গুণাবলি ফুটে উঠেছে তাঁর মধ্যে। এজন্য তিনি 'আফতাবে হিন্দ'(ভারতের সূর্য) 'সুলতানুল হিন্দ' (ভারতের আধ্যাত্মিক বাদশাহ) এবং 'গরীবে নেওয়াজ' (গরিব দরদী) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র) এর বয়স যখন সাত বছরে উপনীত হয়েছিলেন, তখন হতেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করতেন। শুধু নামায আদায় করেই ক্ষান্ত হতেন না, এ শিশু বয়সে তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন ও যিকিরের মজলিসে যোগ দিতেন। কথিত আছে যে, তিনি যখন নয় বছর বয়সে উপনীত হন, তখন তিনি অর্থসহ কুরআন শরীফ হিফয করেন। এরপর তিনি তাফসির, হাদিস, ফিক্হ ও ইল্মে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করেন।

১৫ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এর কিছু দিন পর তাঁর মাও ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তিনি বুখারা গমন করেন এবং মাওলানা শরফুদ্দীন ও মাওলানা হাসান উদ্দিনের শীষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২২ বছর বয়সে তিনি বুখারা ত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) -এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আবদুল কাদির জিলানি (র) তাঁকে শরী'আত, মারিফত, তরিকত ও হাকিকতের বাতিনী ইল্ম শিক্ষা প্রদান করেন। অলী-দরবেশগণের সাহচার্য লাভের জন্য তিনি সিরিয়া, কিরমান, হামাদান, তাবরিজ, আস্তারাবাদ, আরাকান, হিরাত, বলখ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি মক্কা ও মদীনা ভ্রমণ করেন।

বিখ্যাত অলী ও পীর হযরত উসমান হারূনী (র.) -এর নির্দেশনায় সর্বশেষে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে তখন অত্যাচারী শাসকদের শাসন চলছিল। তাই দ্বীন প্রচারের শপথ নিয়ে তিনি প্রথমেই দিল্লিতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি আজমির শরীফ গমন করেন। সেখানে তিনি মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হিদায়াতি বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে।

কিন্তু সেখানকার হিন্দুরাজ রাজ্য হারানোর ভয়ে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির কারামতের কাছে রাষ্ট্রপক্ষের কোন কৌশলই সফল হয়নি। বরং দিনদিন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির প্রচেষ্টায় ভারত বর্ষে কিছু দিনের মধ্য ৯০ লক্ষাধিক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং লাখ লাখ লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।

তাঁর রচিত উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে (১) আনীসুল আরওয়াহ (২) গাঞ্জুল আসরার (৩) হাদিসুল মাআরিফ (৪) রিসালায়ে অযুদিয়া (৫) দিওয়ানে খাজা (৬) রিসালায়ে দর কাসবে লাফুস ইত্যাদি।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রা) ছিলেন উত্তম চরিত্রগুণে গুণান্বিত। গরিব-দুঃখীদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অসহায়, আশ্রয়হীন ও দরিদ্র মানুষ তাঁর দরবারে অবস্থান করত। লক্ষ লক্ষ অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা কোন যুদ্ধের ফলে নয় ; বরং তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে।

এই মহান অলী হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (র) ৬৩৩ হি: (১১৩৬ খ্রি) ইন্তেকাল করেন। ভারতের আজমিরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৫.৩ হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দি (র)

হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দি (র.) ছিলেন এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম, বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা, বিশ্ববিখ্যাত সংস্কারক ও সাধক। তাঁর নিষ্ঠা, সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

তাঁর প্রকৃত নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন। পিতার নাম শাইখ আহমদ আহাদ। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) -এর ২৮তম অধস্তন বংশধর ছিলেন। ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব এলাকার সিরহিন্দ নামক স্থানে ১৪ শাওয়াল ৯৭১ হিজরি মোতাবেক ২৬ মে ১৫৬৪ খ্রি. শুক্রবার দিন তিনি জন্ম লাভ করেন।

শিশু বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। তাঁর পিতা একজন বিখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন। পিতার কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর স্থানীয় মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১০ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য

কানপুর গমন করেন। তিনি সেখানে দশ বছর অবস্থান করে বিখ্যাত আলিমগণের নিকট হতে কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিক্হ, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কানপুর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু আসতে থাকে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে (১) মায়ারিফ-ই-লাদ্দুনিয়্যা (২) রিসালা-ই-মাবদা ওয়া মাআদ (৩) মুকাশিফাত-ই-গায়রিয়া (৪) শরহি রুবাইয়াত (৫) রিসালায়ে রদ্দে রাওয়াফিয (৬) মাকতুবাত শরীফ ইত্যাদি।

ধর্মীয় সংস্কার সাধন

তাঁর সময়ে উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শিরক, বিদআত ও নানারূপ কুসংস্কারের প্রচলন ঘটেছিল। তখন মুসলিম শাসকগণ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে দেশ চালাতেন। তারা দেশে ইসলাম পরিপন্থী নানা রূপ রীতিনীতি চালু করেছিলেন। শায়খ আহমদ সিরহিন্দি এসব দেখে চুপচাপ বসে থাকতে পারেন নি। তিনি দেশে প্রচলিত কুসংস্কারের অসারতা প্রমাণ করে প্রকৃত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এ ভূখণ্ডে প্রকৃত ইসলাম স্থায়িত্ব লাভ করে।

সে সময় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ মোটেও সহজ ছিল না। সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রচারিত দ্বীন-ই-ইলাহির বিরোধিতা করায় দীর্ঘদিন তাঁকে কারাগারে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এত নির্যাতনের মধ্যেও তিনি থেমে যাননি। বরং তিনি সংস্কারমূলক কাজ চালিয়ে যান। তখন গোয়ালিয়রের কারাগারে যত বন্দী রাখা ছিল তারা সবাই শাইখ আহমদ সিরহিন্দির ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে কারাগারে থাকতেই ইসলামের এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হলো।

আধ্যাত্মিক সাধনা

শাইখ আহমদ সিরহিন্দির ছিলেন মূলত একজন সংগ্রামী সমাজ সংস্কারক। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। পাশাপাশি তিনি আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। শরী'আতের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তাঁর পিতার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দিল্লির বিখ্যাত পীর হযরত বাকী বিল্লাহর নিকট মুরিদ হন। তিনি তাঁর তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি খাদেমদেরকে বলেন, "তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করেছ। শুধু আজকের রাতটা আরও একটু কষ্ট স্বীকার কর। এরপর হয়ত আর করতে হবে না।" শেষ রাতে উঠে উযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে বিছানায় বসেই বলেন, "এটাই আমার শেষ তাহাজ্জুদের নামায পড়া হলো ; হয়তো আর জীবনে কখনো ঘটবে না।" সেদিন ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করে মোরাকাবা-মোশাহাদায় বসলেন এবং জীবনের শেষ নামায সেদিনই পড়েছিলেন।

ইন্তেকাল

বাংলাদেশ-পাক-ভারতের একজন সাধক, সংস্কারক ও সংগ্রামী আলিম ৬৩ বছর বয়সে ২৮ সফল ১০৩৪ হিজিরি মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৬২৪ খ্রি. বুধবার সিরহিন্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশ এক মহান সাধক হারালো।

 **সারসংক্ষেপ**

হযরত শেখ বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র) ছিলেন নবম হিজরি শতকের মুজাদ্দিদ। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী এবং নকশাবন্দিয়া তরিকার ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা।

ইরানের সীস্তান অঞ্চলের সানজার গ্রামে বিশ্ববিখ্যাত কামিল ওলি হযরত মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতি (র) ৫৩৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আফতাবে হিন্দ (ভারত সূর্য), সুলতানুল হিন্দ (ভারতের আধ্যাত্মিক সম্রাট), গরিব নওয়ায (গরিব দরদী) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দি (র) ছিলেন এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতা, বিশ্ববিখ্যাত সংস্কারক, সাধক, আলিম। শাইখ আহমদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক' তাঁর উপাধি।

তাঁরা সবাই ছিলো মানবদরদী, আধ্যাত্মিক সাধক ও ধর্মীয় নেতা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করী) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, নকশাবন্দিয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকা, মুজাদ্দিদিয়া তরিকা সম্পর্কে তিনটি টীকা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহসিন সাহেব একজন পরহেযগার মানুষ। তিনি আন্তরিকতার সাথে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগি পালন করন। ইসলামি শরীআতের অন্যসব বিধি-বিধানও তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। তাছাড়াও ইদানিং তিনি কিছু কিছু সময় ধ্যান মগ্ন অবস্থায় কাটান। তার প্রতিবেশি রিয়াজ সাহেব বলেন- এসবের দরকার কী ? এর মাধ্যমে তুমি তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছ।

১. তাহসিন সাহেবের কর্মকাণ্ড কীসের শামিল?

(ক) বৈরাগ্যবাদের (খ) সুফিবাদের

(গ) মানসিক অসুস্থতার (ঘ) যাদু মন্ত্রের

২. প্রতিবেশি রিয়াজ সাহেবের মন্তব্য-

i. সুফিবাদের পরিপন্থী ii. অসম্ভব iii. তাসাউফের পরিপন্থী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতি (র) -এর উপাধি-

i. গরিবে নেওয়াজ ii. গাউসুল আযম iii. আফতাবে হিন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. অন্তরকে কলুষিত করে-

i. তাওবা ii. আল্লাহর যিকর iii. কৃপণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক

হযরত শাহজালাল (র) ইয়ামান থেকে বাংলাদেশ আসেন। তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন থেকে আল্লাহর ইবাদত পালন করতেন। অল্পদিনের মধ্যে তার অসংখ্য অনুসারী গড়ে ওঠে। তার ধর্মীয় শিক্ষা পেয়ে হিন্দু আধ্যুষিত সিলেটে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ মুসলিম জনপদে পরিণত হয়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে মহান ব্যক্তি হিসেবে হযরত শাহজালাল (র) -এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ক. কার নাম অনুসারে নকশাবন্দিয়া তরিকা গড়ে উঠে ? ১

খ. নকশাবন্দিয়া তরিকার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র)-এর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. হযরত শাইখ আহমাদ সিরহিন্দি (র) -এর সংস্কার মূলক কাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ